শিব—ত্রয়ী কাহিনী - ১

মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ



অমীশ



ভারতবর্ষ, ১৯০০ খৃ. পৃ.

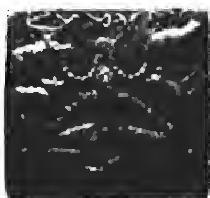
প্রাচীনকালে, উত্তরভারতকে
সপ্তসিন্ধু অথবা
সপ্তনদীর দেশ বলা হতো।
এই কাহিনী অনুযায়ী শিব যেই জায়গাগুলিতে গিয়েছিলেন
এই মানচিত্রে তারই কয়েকটি
স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে।

মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ

মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ

শিব ত্রয়ী কাহিনীর প্রথম পুস্তক

অমীশ



বাংলা অনুবাদ:

অনিন্দ্য মুখার্জী, অভিষেক রথ, ও অর্পিতা চ্যাটার্জী

Westland Ltd

ওয়েস্টল্যাণ্ড লিমিটেড

৬১ সিলভারলাইন বিল্ডিং, তৃতীয় তল, অলাপক্কম মেন রোড, মদুরাভয়াল, চেন্নাই ৬০০০৯৫
৯৩, দ্বিতীয় তল, শ্যামলাল রোড, নিউ দিল্লী ১১০০০২
২৩/১৮১, আনন্দ নগর, নেহরু রোড, পূর্ব সান্তাক্রজ, মুম্বাই ৪০০০৫৫
নং ৩৮/১০ (নিউ নং ৫), রাঘব নগর, নিউ টিম্বার ইয়ার্ড লে আউট, বেঙ্গলুরু ৫৬০০২৬

প্রথম প্রকাশ: তারা প্রেস, ২০১০

ওয়েষ্টল্যাণ্ড লিমিটেড দ্বারা প্রকাশিত, ২০১০

ISBN : 978-93-82618-46-1

প্রচ্ছদ অলংকরণ : রশ্মি পুশঙ্কর

প্রভু শিবের আলোকচিত্র : বিক্রম বাওয়া
কৈলাস ও মানস সরোবরের আলোকচিত্র : সিলভিও গিরোড
সত্যজিৎ অক্ষরে বর্ণসংস্থাপনা: প্রদীপ রায়

মুদ্রণ : ইন্টারন্যাশানাল্ প্রিন্ট-ও-প্যাক, নয়ডা

www.shivatrilogy.com

প্রীতি ও নীলকে দিলাম

তোমরা দুজনেই আমার সর্বস্ব
আমার শব্দ ও তাদের অর্থ
আমার প্রার্থনা ও আমার আশীর্বাদ
আমার চন্দ্র ও আমার সূর্য
আমার প্রেম ও আমার জীবন
আমার প্রাণের বন্ধু ও
আমার আত্মার অংশ।

ওঁ নমঃ শিবায়

হে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রণম্য।
আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।



সূচীপত্র

		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১০
		শিব ত্রয়ী কাহিনী	১১
অধ্যায়	১	তিনি এসেছেন	১৩
অধ্যায়	২	পবিত্র জীবনের দেশ	৩৭
অধ্যায়	৩	তিনি তাঁর জীবনে প্রবেশ করলেন	৫৬
অধ্যায়	৪	দেবতাদের নিবাস	৭০
অধ্যায়	৫	ব্রহ্মার গোষ্ঠী	৮৬
অধ্যায়	৬	বিকর্ম, দুর্ভাগ্যের বাহক	১০২
অধ্যায়	৭	প্রভু শ্রীরামের অসম্পূর্ণ কাজ	১১৯
অধ্যায়	৮	দেবতাদের পানীয়	১৩৭
অধ্যায়	৯	প্রেম ও তার পরিণতি	১৫৩
অধ্যায়	১০	আচ্ছাদিত ব্যক্তি ফিরে এল	১৬৯
অধ্যায়	১১	নীলকণ্ঠ প্রকাশ্যে এলেন	১৮৫
অধ্যায়	১২	মেলুহার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ	১৯৬
অধ্যায়	১৩ :	অশুচির আশীর্বাদ	২১০

অধ্যায়	১৪	মোহেন জো দারোর পণ্ডিত	২২২
অধ্যায়	১৫	অগ্নি পরীক্ষা	২৩৫
অধ্যায়	১৬	সূর্য ও পৃথিবী	২৫১
অধ্যায়	১৭	কুঞ্জের যুদ্ধ	২৬১
অধ্যায়	১৮	সতী ও অগ্নিবাণ	২৭৬
অধ্যায়	১৯	রূপায়িত প্রেম	২৯৬
অধ্যায়	২০	মন্দারে আক্রমণ	৩০৮
অধ্যায়	২১	যুদ্ধের প্রস্তুতি	৩১৯
অধ্যায়	২২	পাপের সাম্রাজ্য	৩৩৮
অধ্যায়	২৩	ধর্মযুদ্ধ	৩৫৬
অধ্যায়	২৪	আকস্মিক উন্মোচন	৩৬৭
অধ্যায়	২৫	স্বতন্ত্রের দ্বীপ	৩৮৬
অধ্যায়	২৬	চরম প্রশ্ন	৪০৪



কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনেকে বলেন যে লেখা একক প্রচেষ্টার ফল। তারা মিথ্যা বলেন। এই বইটি লেখা সম্ভব হয়েছে একদল ব্যতিক্রমী মানুষের মিলিত প্রয়াসে। আমি এদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আমার সহধর্মিনী প্রীতি, যিনি সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও প্রাণশক্তির এক দুর্লভ সমন্বয়। বইটি রচনার প্রতিটি ধাপে তার সাহায্য ও পরামর্শ আমায় প্রেরণা দিয়েছে।

ঊষা, বিনয়, ভাবনা, হিমাংশু, মিতা, অনীষ, দোনেট্টা, আশীষ, শেরনাজ, স্মিতা, অনুজ ও রুতা—আমার পরিবারের খুবই সদর্থক মনোভাবাপন্ন এইসব সদস্যদের এত দিনের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহায্যে এই কাজ শেষ করতে পেরেছি।

আমার প্রথম প্রকাশক ও এজেন্ট অনুজ বাহরিকে তাঁর এই শিব ত্রয়ী কাহিনীর প্রতি সবসময়ে আস্থা রেখে যাওয়ার জন্য।

গৌতম পদ্মনাভম্ পরিচালিত আমার বর্তমান প্রকাশক ওয়েস্টল্যাণ্ড লিমিটেড, আমার এই স্বপ্নের ভাগীদার হওয়ার জন্য।

সম্পাদিকা জুটি শর্বাণী পণ্ডিত ও গৌরি ডাঙ্গেকে আমার কাঁচা ইংরেজি ভাষাকে অনেকাংশে উন্নত করার জন্য এবং গল্পের গতিকে প্রবাহমান করার জন্য।

রশ্মী পুসল্কর, সাগর পুসল্কর ও বিক্রম বাওয়াকে অসাধারণ প্রচ্ছদের জন্য।

অতুল মঞ্জরেকর, অভিজিত পৌডওয়াল, রোহন ধুরি, অমিত চিট্‌নিসকে এক অভিনব সিনেমা-ট্রেলার এর জন্য যা উপন্যাসটির বিপনণকে এক নতুন স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তৌফিক কুরেশীকে আবহ সঙ্গীতের জন্য।

মোহন বিজয়নকে সংবাদপত্রে প্রচারের ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজের জন্য।

অলোক কালরা, ঋষিকেশ সাবন্ত ও মন্দার ভুরেকে উপন্যাসটির বিপনণ এবং প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে দেওয়া মূল্যবান পরামর্শের জন্য।

ডোনেট্টা ডিট্টন ও মুকুল মুখার্জীকে ওয়েবসাইটের জন্য। আপনাদের পাঠক সমাজকে যারা অনেকখানি বিশ্বাস রেখে এক নতুন লেখকের এই প্রথম উপন্যাসটি বেছে নিয়েছেন।

সবশেযে জানাই, যে আমার বিশ্বাস এই রচনাটি আমার কাছে প্রভু শিবের আশীর্বাদস্বরূপ। এই রচনাটি সৃষ্টি করতে করতে আমার অহংকার একদম মুছে গেছে। নানা মত ও নানান মানুষকে আপন করে নিতে শিখেছি। আজ আমি নিজেকে এক অন্য মানুষ হিসেবে পেয়েছি। আমার প্রাপ্যর চেয়ে অনেক বেশি তিনি আমায় দিয়েছেন। এই অসীম দয়া ও আশীর্বাদের জন্য তাকে প্রণাম জানাই।



শিব ত্রয়ী কাহিনী

শিব! মহাদেব। দেবতাদের দেবতা। দুষ্টের বিনাশকারী। উদ্দাম প্রেমিক। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। অনবদ্য নর্তক। ব্যক্তিত্ববান নায়ক। সর্বশক্তিমান, তবুও অবিনশ্বর। ক্ষিপ্র ভীতিপ্রদ মেজাজের সঙ্গে মানানসই তৎপর বুদ্ধি।

যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে আসা বিজেতা, ব্যবসায়ী, বিদ্বান, শাসক, পর্যটক—কোন বিদেশীই বিশ্বাস করেনি যে বাস্তবে এমন কোন মহান ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে। তারা ধরেই নিয়েছিলো তিনি নিশ্চয়ই কোনো পৌরাণিক দেবতা সম্ভবত যার অস্তিত্ব কেবলমাত্র মানুষের মনোরাজ্যে বর্তমান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই বিশ্বাস হয়ে দাঁড়ালো আমাদের পাওয়া প্রাজ্ঞতা।

কিন্তু যদি আমাদের ভুল হয়? যদি শিব উর্বর কল্পনাপ্রসূত না হয়ে কোন রক্তমাংসের মানুষ হন? এই তোমার আমার মত। একজন মানুষ যে তার কর্মের ফলে দেবত্বে উপনীত হয়েছেন। এটাই শিব রচনাত্রয়ের ভিত্তি যা কল্পনা ও ঐতিহাসিক ঘটনার সংমিশ্রণের সাথে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ পৌরাণিক ঐতিহ্য ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছে।

সুতরাং এই রচনা প্রভু শিব ও তার জীবন আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। এক শিক্ষা যা সময় ও অজ্ঞতার গভীরে হারিয়ে গিয়েছিলো। এক শিক্ষা যা বলে যে আমরা সকলেই উন্নততর মানুষ হয়ে উঠতে পারি। এক শিক্ষা যা বলে যে প্রত্যেকের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন ভগবানের অস্তিত্ব বর্তমান। আমাদের শুধু নিজেদের কথা শুনতে হবে।

এই অসাধারণ নায়কের যাত্রা লিপিবদ্ধ করা এই ত্রয়ী কাহিনীর প্রথমটি হল *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ*। আরও যে দুটি বই আসতে চলেছে সেগুলি হল *নাগাদের রহস্য* ও *বায়ুপুত্রদের প্রতিজ্ঞা*।



অধ্যায় ১

তিনি এসেছেন

১৯০০ খ্রিঃ পূঃ, মানস সরোবর, কৈলাস পর্বতের পাদদেশ, তিব্বত

শিব কমলা রঙের আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। এ দিকে মানস সরোবরের ওপর ভেসে থাকা কমলা মেঘেরা সবেমাত্র সরে গিয়ে সূর্য ডোবার পালাকে দৃশ্যমান করে তুলেছে। দিবাকর আজকের মতন আবার বিদায় নিচ্ছেন। একুশ বছরের জীবনে তিনি কয়েক বার মাত্র সূর্যোদয় দেখেছেন। কিন্তু সূর্যাস্ত! তিনি চেষ্টা করতেন সূর্যাস্তটা কখনো না ছাড়তে। তাঁর সামনে যত দূর চোখ যায় দিগন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের প্রেক্ষাপট, বিশাল হ্রদ ও অস্তগামী সূর্য, সব মিলিয়ে এক অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। অন্য যে কোন দিন হলে উপভোগ করতেন। কিন্তু আজ আর তা করা গেল না।

সরোবর তীরে জলের ওপর ঝুঁকে থাকা একটি পাথরের ওপর বলিষ্ঠ অথচ নমনীয় শরীর নিয়ে উবু হয়ে বসলেন। জলে প্রতিফলিত চকচকে আলোয় শরীরের যে ক্ষতচিহ্নগুলি জ্বলজ্বল করে উঠেছে সেগুলো বহু লড়াইয়ের সাক্ষী। সেই বাঁধনহীন ছেলেবেলার দিনগুলি তাঁর মনে পড়ে। সরোবরের জলেতে নুড়ি ছুঁড়ে লাফ খাওয়ানোর খেলাটা তিনি ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। তাঁর দলে সবচাইতে বেশি বার লাফ খাওয়ানোর কৃতিত্ব তাঁরই অধিকারে ছিল—সতেরোবার।

কোনো সাধারণ দিন হলে এই ফেলে আসা সুখস্মৃতি তাকে আনন্দ দিতো যা বর্তমানের উৎকণ্ঠায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। আজ লেশমাত্র আনন্দ ছাড়াই তিনি গ্রামের দিকে ফিরলেন।

গ্রামের প্রধান ফটকে ভদ্র সজাগ হয়ে পাহারা দিচ্ছিল। শিব তাকে চোখের

ইশারা করলেন। ভদ্র ঘুরে পড়েই দেখল দুজন সহযোগী পাহারাদার বেড়ার উপর হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছে। সে গালাগালি দিয়ে তাদের সজোরে লাথি মারল।

তিনি সরোবরের দিকে আবার ফিরে চললেন।

ঈশ্বর ভদ্র'র মঙ্গল করুন! ওর অন্তত কিছুটা দায়িত্ববোধ আছে।

চমরি গাইয়ের হাড়ের তৈরি কল্কেটা শিব মুখে তুলে এক লম্বা টান দিলেন। অন্য কোনো দিন হলে এই গাঁজার জাদুপ্রভাবে তাঁর বিচলিত মনের উৎকণ্ঠা দমিয়ে কিছুটা স্বস্তির মুহূর্ত তাঁকে এনে দিত। কিন্তু আজ তা হলো না।

চলার পথে বাঁ দিকে তাকালেন যেখানে সরোবরের ধারে ওই অচেনা বিদেশী অতিথির সৈন্যদের প্রহরায় রাখা হয়েছে। কুড়িজন শিবের নিজের সৈন্য তাদের পাহারা দিচ্ছে। তাদের পক্ষে কোনরকম অতর্কিত আক্রমণ করা অসম্ভব ছিলো।

এত সহজেই এই বিদেশীরা নিরস্ত্র হল! এরা আমাদের দেশের রক্ত লোলুপ বোকাগুলোর মতন নয় যারা শুধু যুদ্ধের জন্য যেকোন অজুহাত খোঁজে।

চলতে চলতে তাঁর মনে ওই বিদেশী আগন্তুকের বক্তব্যগুলো ফিরে ফিরে আসতে লাগল। 'আমাদের দেশে চলুন যা এই হিমালয়ের ওপারেই। অন্যেরা একে মেলুহা বলে। আমার কাছে তা স্বর্গ। এটি ভারতের এমনকি মনে হয় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ। আমাদের দেশে অভিবাসীদের জন্য বিশেষ সরকারি ব্যবস্থা আছে। ওখানে গেলে উর্বর জমি ও চাষের জন্য সব রকম সাহায্য পাবেন। আজ আপনারা গুণ উপজাতিরা এই পাথুরে অনুর্বর দেশে বেঁচে থাকার জন্য খুবই লড়াই করেন। কিন্তু মেলুহাতে বাস করার সুখ সবচাইতে অদ্ভুত। কল্পনারও অতীত। সামান্য কর দিলে এবং কিছু নিয়ম কানুন মেনে চললেই ওখানে আজীবন সুখে ও শান্তিতে থাকতে পারবেন। বিনিময়ে আর কিছুই দিতে হবে না।'

শিব ভাবতে লাগলেন যে এই নতুন দেশে তিনি তো আর নেতা হয়ে

থাকতে পারবেন না।

আচ্ছা নেতা হয়ে থাকাটা কি খুবই জরুরী? কিন্তু সেটা ছাড়া কি আর আমার চলবে না?

তাঁর উপজাতিকে বিদেশীদের নিয়ম অনুযায়ী বসবাস করতে হবে। জীবন যাপন করার জন্য তাদের রীতিমতো খাটতে হবে।

শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনের এই মারামারি হানাহানির চাইতে সেটাতো ভালো!

শিব আবার কল্কেতে আরেকটা টান মারলেন। ধোঁয়াটা কাটতে তাকালেন গ্রামের একেবারে মধ্যিখানে তাঁর কুটিরের ডান পাশে সেই কুটিরের দিকে, যেটায় ওই বিদেশী লোকটিকে রাখা হয়েছে। লোকটাকে বলা হয়েছিল বটে যে ওখানে সে আরামে ঘুমোতে পারবে। আসলে শিব ওকে জামিন হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন। বলাতো যায় না যদি ....

আমাদের গ্রামটি যাতে পবিত্র সরোবরের ধারে থাকতে পারে তার জন্য প্রায় প্রতি মাসেই পাক্রাতি জাতিদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। ওরা অন্যান্য নতুন জাতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাচ্ছে আর দল ভারি করে প্রতি বছরই আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। পাক্রাতিদের আমরা হারাতে পারি কিন্তু সব পাহাড়ি জাতিদের তো একসঙ্গে হারাতে পারবো না! মেলুহাতে চলে গেলে এই অযথা মারামারি হানাহানির থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। ওখানে গেলে অনেক সুখে শান্তিতেও থাকতে পারবো। এর মধ্যে খারাপটা কি থাকতে পারে? আমরা এই প্রস্তাবটা মানছি না কেন? ব্যাপারটাতো বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে শেষ টান দিয়ে শিব কল্কেটা পাথরে ঠুকে ঠুকে ভেতরের পোড়া ছাই বার করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন ও খোলা বুকের ওপরে পরা ছাইয়ের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেললেন। হাতটা পরনের বাঘছালেতে মুছেই লম্বা লম্বা পা ফেলে গ্রামের দিকে চললেন। ফটকে ভদ্র ও দুজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছিল। শিবকে আসতে দেখেই তারা খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। শিব ভুরু নাচিয়ে ও মজার অঙ্গভঙ্গি করে আবহাওয়াটা হাল্কা করে দিয়ে গেলেন।

ও যে সেই ছোটবেলা থেকে আমার প্রাণের বন্ধু সেটা বারবার ভুলে যায় কেন? নেতা হয়েছি বলে সম্পর্কটাতো পাল্টে যেতে পারে না। সবার সামনে ওর নিজেকে এতোটা ছোট করে দেখানোটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

শিবের গ্রামের কুটিরগুলো ওখানকার অন্যদের থেকে ভালো ও মজবুত। ঘরগুলোতে অন্তত পরিণত বয়সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখানকার চরম আবহাওয়া প্রতিরোধ করেও মাটিতে মিশে যাওয়ার আগে কুটিরগুলো তিন বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। কল্কেটা নিজের কুটিরে ছুঁড়ে ফেলেই তাড়াতাড়ি পাশের কুটিরের দিকে হাঁটা দিলেন, যেখানে লোকটা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

হয়তো লোকটা অনুভবই করেনি যে ও বন্দী অথবা মনে প্রাণে ভেবেছে যে নিজে ভালো ব্যবহার করেছে তাই প্রতিদানে ভালো ব্যবহারই পাবে।

শিবের মনে পড়লো তার খুড়োর কথা যিনি তাঁর গুরুও ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে 'কোনো ভালো কাজের সামাজিক স্বীকৃতি পেলে মানুষ আরো বেশি করে সেই কাজ করে। তেমনই বিশ্বাসের সামাজিক স্বীকৃতি পেলে মানুষ অন্যকে বিশ্বাস করতে শেখে।'

ওদের সৈন্যরা যখন অচেনা লোকের থেকেও ভালো ব্যবহার আশা করছে, তখন মেলুহা দেশের সমাজটা নিশ্চয় খুবই বিশ্বাসীদের স্থান।

শিব তার দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে ঘুমন্ত লোকটার দিকে ভালো করে তাকালেন।

লোকটা বলেছিল যে ওর নাম নন্দী।

হাত পা ছড়িয়ে অসাড়ে ঘুমিয়ে থাকার জন্য মোটা বিশাল মেলুহী লোকটাকে আরো বিশাল লাগছিল। প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ওর বিশাল ভুঁড়িটা নেচে উঠছিল। মোটা হলেও চামড়া বেশ টানটান ও চকচকে। মুখ আধখোলা করে ঘুমোনোর ফলে ওর শিশুসুলভ মুখটা আরো নিষ্পাপ মনে হচ্ছিল।

এই কি সেই লোক যে আমাকে সেই ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে? যে কথা খুড়ো বলতেন আমি কি সেই লক্ষে পৌঁছতে পারবো?

'তোর ভাগ্যটা খুব ভালোরে। এই বিশাল হিমালয়ের চেয়েও বিশাল। কিন্তু সেটা কাজে করতে গেলে এই বিশাল হিমালয় তোকে টপকে ওপারে যেতে হবে।

আমি কি এর যোগ্য? আমার লোকেদের কথা তো আগে আমায় ভাবতে হবে। ওরা কি মেলুহাতে সুখি হবে?

শিব নন্দীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তখনই হঠাৎ শাঁখের আওয়াজ তাঁর কানে এলো।

পাক্রাতি!

তরবারি বার করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও।'

নন্দীও ঝট করে উঠে পড়ল। কম্বলের পোষাকের ভেতর থেকে লুকনো তলোয়ার বার করলো। দুজনেই তীর বেগে গ্রামের প্রধান ফটকটার দিকে দৌড়লেন। সাধারণ নিয়ম মতো মহিলারা শিশুদের নিয়ে গ্রামের মধ্যিখানের দিকে ছুটতে শুরু করলো আর পুরুষরা অস্ত্র বার করে গ্রামের বাইরের দিকে দৌড়লো।

প্রধান দরজায় পৌঁছেই শিব আদেশ দিলেন "ভদ্র, আমাদের হ্রদের দিকের সৈন্যদের তাড়াতাড়ি আসতে বলো।"

ভদ্রের বয়ে নিয়ে যাওয়া আদেশ গুণ সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ তা পালন করলো। তারা অবাক হয়ে দেখল মেলুহী সৈন্যরাও পোষাকের ভেতর লুকোনো অস্ত্র বার করে গ্রামের দিকে দৌড় দিয়েছে। পাক্রাতিরা সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পাক্রাতিরা রীতিমতো ছক কষে এই অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিল। সাধারণত যুদ্ধহীন একটা দিন কাটলে সন্ধ্যের এই সময়টায় গুন সৈন্যরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়, মেয়েরা সরোবরের ধারে ঘরোয়া টুকিটাকি কাজ করে। এটা অবসরের সময়। এই সময়টায় গুণেরা প্রচণ্ড শক্তিশালী যোদ্ধা জাতি থাকে না। তারা অন্য সব সাধারণ পাহাড়ী উপজাতিদের মত হয়ে যায় যারা এই চরম প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে।

ভাগ্য কিন্তু আবার পাক্রাতিদের বিপক্ষেই গেল। বিদেশী অবস্থানের জন্যে শিবের সৈন্যরা আগে থেকেই সজাগ ছিল। তার ওপর এই মেলুহী সৈন্যদের অপ্রত্যাশিত সাহায্যের ফলে নৃশংস এই লড়াইটা কম সময়ে শেষ হল আর গুনদের জিৎ হল। পাক্রাতিরা হেরে পালিয়ে গেল।

লড়াইয়ের শেষে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত শিব ঘুরে ঘুরে ক্ষয় ক্ষতির হিসেব নিলেন। দুজন গুণ সৈন্য বীরের মতো প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তাঁরা গোষ্ঠীর নায়কের সম্মান পাবে কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের যে ঘটনা ঘটে ছিলো, বিপদ সংকেত দেওয়া সত্ত্বেও অন্তত দশজন মহিলা ও শিশুদের কাছে তা পৌঁছেছিল বড্ড দেরীতে। তাদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ সরোবরের ধারে পাওয়া গেল। খুবই ক্ষতি হয়ে গেল।

বেজম্মার দল, আমাদের হারাতে না পেরে মেয়ে আর বাচ্চাদের মেরে দিলি!

রেগে আগুন হয়ে শিব উপজাতির সবাইকে গ্রামে মধ্যিখানে ডাকলেন। তিনি মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।

'এই দেশটা বর্বরদের জন্যই উপযুক্ত। আমরা দিশাহীন লড়াই করে চলেছি কিন্তু এর তো কোনো শেষ দেখছি না। তোমরা এও জানো যে আমার খুড়ো শান্তি স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি ওই পাহাড়ীদের সরোবরের তীর ব্যবহার করতেও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের শান্তি স্থাপনের ইচ্ছাকে দুর্বলতা বলে ধরে নিলো। তারপর কি হল তাতো সবাই জানি।'

যদিও গুনরা রোজকার এই রকম নৃশংস হানাহানিতে অভস্ত ছিল কিন্তু মহিলা ও শিশুদের বীভৎস মৃত্যুতে তারা শোকে পাথর হয়ে গেছিল।

'আমি তোমাদের কাছে কিছুই গোপন করে রাখিনি। এই বিদেশীদের বলা কথাগুলোও শুনেছ সকলে।' এরপর শিব নন্দী ও তার অনুচরদের দেখিয়ে বললেন 'আজ এরা আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করল। এরা আমার বিশ্বাসও অর্জন করেছে। আমি তাই এদের সাথে মেলুহাতে চলে যেতে চাইছি কিন্তু সেটা আমার একার কথায় হতে পারে না।'

ভদ্র বলে উঠল 'তুমি আমাদের নেতা, তোমার কথাই আমাদের কথা।

এটাই প্রথা।'

শিব হাত তুলে থামিয়ে বললেন 'এই ব্যাপারে নয়। এর ফলে আমাদের জীবনটাই পুরোপুরি বদলে যাবে, যদিও মনে হয় তা ভালোর দিকেই যাবে আর এখানে যে অকারণ হানাহানি চলছে তার অর্থহীনতার চেয়ে যে কোন কিছুই আমার কাছে ভালো। আমার কথা তো তোমাদের জানালাম। এবার আমি তোমাদের মতে চলবো। এবার জানাও তোমরা কি চাও! যাওয়া, না যাওয়া তোমাদের উপর।

গুনরা তাদের প্রথা ও নিয়মগুলো কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করত। কিন্তু শিবের প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তা কেবল মাত্র প্রথাগত ছিল না। সেটা গড়ে উঠেছিল তাঁর চরিত্রের জন্য কারণ অসাধারণ বুদ্ধি, সামরিক কুশলতা ও বীরত্ব দিয়ে তিনি গুনদের বিশাল সব যুদ্ধে জয়ী করে তুলেছিলেন।

একবাক্যে তারা বলে উঠল 'তোমার কথাই আমাদের কথা।'



আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল মেলুহীদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য শিব তাঁর উপজাতির সবাইকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। মেলুহা যাওয়ার পথে একটা উপত্যকার কোণে শিবির স্থাপন করা হয়েছে।

একটার ভেতর আরেকটা এমন তিনটে গোল চাকার মতো করে শিব তাঁর শিবির সাজিয়েছেন। একেবারে বাইরে গোলাকার সারি চমরী গাইয়ের দল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে যাতে হঠাৎ কোন আক্রমণ হলে চমরীরা জানান দিতে পারে। তারপরেই মাঝখানে যোদ্ধাদের রাখা হয়েছে লড়াই করার জন্য। আর একেবারে মধ্যিখানে আগুন ঘিরে মহিলা ও শিশুদের রাখা হয়েছে। খরচার খাতায় রাখার মতোদের প্রথমে, রক্ষকদের দ্বিতীয় সারিতে ও সবচাইতে অসহায়দের ভেতরে।

যে কোন সময় আক্রমণ হতে পারে এমন আশঙ্কা করে শিব তাঁর সেনাদের নিয়ে সজাগ হয়ে আছেন। সবচাইতে খারাপের জন্য তিনি প্রস্তুত।

মূল জায়গাগুলো অমনিতে পেলে আর তার ওপর সরোবরের তীর

দখলে এলে পাক্রাতিরা খুবই অবাক ও আনন্দিত হবে। কিন্তু শিব ভালো করেই জানেন যে পাক্রাতিদের নেতা দক্ষ তাদের শান্তিতে চলে যেতে দেবে না।শিবের দলবলকে হারিয়ে তার দেশ পাক্রাতিদের দখল করার দাবী করে ও কীর্তিমান হতে চাইবে, এর চাইতে বেশি কিছু চাওয়ার তার নেই।

শিব নিজে যুদ্ধের উন্মাদনায় মেতে উঠতেন ও তা উপভোগ করতেন কিন্তু পরে এও বুঝতে পারতেন যে তাঁর দেশের এই লড়াই আসলে উদ্দেশ্যহীন এক প্রয়াস।

নন্দীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে খানিক দূরেই সে সজাগ হয়ে বসে আছে। পঁচিশজন মেলুহী সৈন্যও গোল হয়ে দ্বিতীয় সারির শিবিরে বসে আছে।

ও কেন গুনদের বেছে নিল ওদের দেশে নিয়ে যাবার জন্য? পাক্রাতিদের নিল না কেন?

দূরে কিছু নড়ে উঠতে দেখে শিবের চিন্তায় ছেদ পড়ল। আরো ভালো করে দেখার চেষ্টা করেও তেমন কিছু পেলেন না, সবই ঠিক আছে মনে হল। এই এলাকায় আলোছায়ার নানারকম খেলা চলে, তেমনি কিছু হবে ভেবে আবার আরাম করে দাঁড়ালেন। আর তখনই আবার ছায়া দেখতে পেলেন।

'অস্ত্র ধরো সবাই' চিৎকার করে উঠলেন শিব।

গুন ও মেলুহী সৈন্যরা তাড়াতাড়ি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে হতেই পঞ্চাশজন পাক্রাতি সৈন্য ধেয়ে এল। পরিকল্পনাহীন বোকার মতো আক্রমণ করতে গিয়ে ওরা চমরীগুলোর ওপর এসে পড়ল। জন্তুগুলো ভয় পেয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চাঁট মেরে প্রথমেই পাক্রাতিদের বেশ কয়েকজনকে আহত করে দিল। ওদের পেরিয়ে কয়েকজন মাত্র ভেতরে ঢুকতে পারলো আর তারপরেই অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘাত বেঁধে গেল।

কম বয়সী এক পাক্রাতি যোদ্ধা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে অস্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে শিবকে আঘাত করতে ছুটে এলো। শিব পেছনে সরে সেটা এড়ালেন। মসৃণ অথচ বিদ্যুৎগতিতে তাঁর তরবারি চালালেন, ফলে পাক্রাতিটার বুক চিরে গেল। তরুণ যোদ্ধা পিছিয়ে হেলে পড়ল, আর শিব এটাই চাইছিলেন।

তাঁর তলোয়ার পাশবিক ভাবে পেটে ঢুকিয়ে দিয়েই পেঁচিয়ে টেনে বার করে নিলেন যেমন তিনি করে থাকেন, লোকটাকে ক্রমশ এক যন্ত্রণাময় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পিছনে ফিরেই দেখলেন আরেকজন পাক্রাতি একজন গুনকে মারতে যাচ্ছে। তিনি লাফিয়ে উঠে খাড়াখাড়ি ভাবে তরবারি চালালেন ফলে পাক্রাতির অস্ত্র শুদ্ধ হাতটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শিবের মতো সুদক্ষ যোদ্ধা ভদ্র দুহাতে দুই তলোয়ার নিয়ে একই সঙ্গে দুজন পাক্রাতির সঙ্গে লড়াই করছিল। কুঁজ থাকলেও সেটা নিয়ে কোন সমস্যা হতো না। সে বাঁ দিকের তলোয়ার চালিয়ে বাঁ দিকের পাক্রাতির গলা চিরে দিয়ে তাকে ধীর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েই ডান তলোয়ার এমন চালালো যে ডান লোকটার চোখ উপড়ে বেরিয়ে গেল। তারা পড়ে যেতেই বাঁ তলোয়ারের কোপে দূর্ভাগা এই শত্রুদের দ্রুত মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল।

মেলুহীরা যুদ্ধ করলো একদম অন্য ভাবে। তারা ছিল অতি শিক্ষিত ও দক্ষ যোদ্ধা কিন্তু হিংস্র নয়। যতদূর সম্ভব যুদ্ধরীতি ও নীতি মেনে এবং হত্যা না করে তারা যুদ্ধ করলো।

ভুল পরিচালনা ও কম সংখ্যায় থাকার ফলে পাক্রাতিদের হারতে বেশি সময় লাগল না। প্রায় অর্ধেকই মরে গেল আর বাকিরা নতজানু হয়ে জীবন ভিক্ষে চাইতে লাগল। দলপতি যক্ষও তাদের মধ্যে ছিল। নন্দী ওর কাঁধ এমন জখম করেছিল যে ডান হাত অকেজো হয়ে পড়েছিল।

ভদ্র বলি দেবার ভঙ্গিতে যক্ষর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে শিবকে বলল 'শিব, তাড়াতাড়ি না যন্ত্রণা দিয়ে ধীরে ধীরে?'

'শুনুন' শিব কিছু বলার আগেই নন্দী বলে উঠলো।

শিব নন্দীর দিকে ফিরতেই সে বলল 'এটা কিন্তু অন্যায়। ওরা জীবন ভিক্ষা চাইছে। ওদের মারলে যুদ্ধনীতি অগ্রাহ্য করা হবে।'

'তোমরা এই পাক্রাতিদের চেন না। এরা ভীষণ নৃশংস। অকারণে আবার আমাদের আক্রমণ করবে তাই আজ এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার একেবারের জন্য।'

'সে তো প্রায় হয়েই গেছে। আপনারা তো আর এখানে থাকছেন না কিছুদিনের মধ্যেই মেলুহাতে পৌঁছে যাবেন।'

শিব চুপ করে রইলেন।

নন্দী বলে চলল 'নিষ্পত্তিটা আপনি কেমন চান সেটা আপনার ওপর নির্ভর করছে। যেমন হয়ে থাকে না আলাদা।'

ভদ্র শিবের দিকে তাকালো। অপেক্ষা করে রইল।

'ওদের দেখিয়ে দিন যে আপনি ওদের থেকে অনেক ভাল।' নন্দী বললো।

দিগন্তে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে শিব ভাবলেন।

ভবিষ্যৎবাণী? উন্নত জীবনের সুযোগ?

ভদ্রর দিকে ফিরে বললেন 'সব কিছু কেড়ে নিয়ে ওদের ছেড়ে দাও।'

গ্রামে ফিরে গিয়ে আবার হাতিয়ার নিয়ে যদি এরা হামলা করতে ফিরেও আসে, ততক্ষণে আমরা অনেক দূরে চলে গেছি।

অবাক হয়ে ভদ্র কিছুক্ষণ শিবের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর আদেশমতো পাক্রাতিদের ছেড়ে দিল।

নন্দী শিবের দিকে আশা নিয়ে তাকালো। তার মনে একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। '*শিব দেখছি হৃদয়বাণ আর ধৈর্যশীল মানুষ। হয়তো আরো অনেক গুণের অধিকারী। ইনিই যেন তিনি হন হে রাম ইনিই যেন তিনি হন।*'

শিব যে তরুণ সৈনিককে ভীষণভাবে আহত করেছেন তার কাছে গেলেন। মরণ যন্ত্রণায় ছেলেটির দেহ এপাশ-ওপাশ মোচড় খাচ্ছে, মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে, ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। জীবনে প্রথম কোন পাক্রাতির জন্য শিব বেদনা বোধ করলেন। তলোয়ার বের করে ওকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন।



চার সপ্তাহ ধরে এক নাগাড়ে চলার পর নিমন্ত্রিত অভিবাসীর দলটা শেষ পাহাড় চুড়োতে এসে পৌঁছল। এর পরেই তাদের বর্তমান গন্তব্যস্থল শ্রীনগর—

এটি কাশ্মীর উপত্যকার রাজধানী। নন্দী এতক্ষণ ধরে উত্তেজিত হয়ে নিজের নিখুঁত দেশের গৌরব গাঁথা বলে চলেছিল। সেগুলো শুনে শিবও মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন অকল্পনীয় সব দৃশ্য দেখার জন্য যা নিজের দেশে কখনই দেখেননি। কিন্তু তিনি ধারণাই করতে পারলেন না যে আসলে কতটা সুন্দর হতে পারে। *স্বর্গ - মে লু হা - পবিত্র ও সুন্দর জীবনের দেশ।*

গর্জনকারী বাঘিনীর মতো খরস্রোতা বিশাল বিতস্তা নদী এই উপত্যকায় প্রবেশ করার পর শান্ত গাভীর মত ধীর গতিতে বয়ে চলেছে। এঁকেবেঁকে চলার পথে তার ভালোবাসার স্পর্শে কাশ্মীরকে উর্বর ও সুন্দর করে দিয়ে বিশাল ডাল হ্রদে এসে মিশেছে। এর পর হ্রদ থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করেছে।

এই উপত্যকাটি যেন এক বিশাল চিত্রপট, যেটা মখমলের মতো সবুজ ঘাসে ঢাকা। তার ওপর কোন বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা সেরা চিত্রের মতো অপরূপ এক দৃশ্য—এতটাই সুন্দর এই কাশ্মীর। চার দিকে সারি সারি স্বর্গীয় রঙীন ফুলের মেলা। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু চিনার গাছের সারি। সব মিলিয়ে যেন এক রাজসিক কিন্তু উষ্ণ আমন্ত্রণ। পাখির মধুর গান শুনে শিব এবং তাঁর অনুচরদের কান এক প্রশান্ত অনুভূতিতে ছেয়ে গেল যা কেবল বরফ ঢাকা পাহাড়ের ঝোড়ো হাওয়ার শব্দেই অভ্যস্থ ছিল।

'সীমান্ত প্রদেশই যদি এমন হয়, তবে বাকি দেশটা আরো কত নিখুঁত কে জানে?' বিড় বিড় করে শিব বলে উঠলেন।

ডাল হ্রদে মেলুহীদের বহু পুরোনো সামরিক ঘাঁটি ছিল। হ্রদের পশ্চিম পাড়ে বিতস্তা নদীর ধারে অবস্থিত এই সীমান্ত নগরটি ক্রমশঃ বড় হতে হতে এই বিশাল 'শ্রীনগর'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে সমীহ করার মতো একটি মহানগর।'

বিশাল আয়তনের একটি সমতল ক্ষেত্র যার পরিমাণ প্রায় দশ হাজার বিঘা ও উচ্চতা দশ হাত, তেমনই একটি জমির ওপর শ্রীনগর প্রতিষ্ঠিত। পুরো শহরটা দূর্গের মতো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিল উচ্চতায় চল্লিশ হাত চওড়ায় আট হাত। সরল অথচ অতি উন্নত এই শহরের নির্মাণ পরিকল্পনা

দেখে গুনরা হতবাক হয়ে গেল। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এই উঁচু জমি ও পাঁচিলের পরিকল্পনা। এটা এক মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই পরিকল্পনার আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে—বার বার হওয়া বন্যার থেকেও শহরটাকে রক্ষা করা। জালির আকারের সমান্তরাল রাস্তা দিয়ে শহরটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। এই শহরে বিশেষভাবে নির্মিত বাজার, মন্দির, উদ্যান, সভাগৃহ ইত্যাদি ছিল। সুসভ্য নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থাই এখানে মজুত ছিল। শহরের বাড়িগুলি একই রকম চৌকো আকারের, কেবল ধনীদের বাড়িগুলি তুলনামূলকভাবে বড় ছিল।

কাশ্মীরের অনন্য সুন্দর প্রাকৃতিক শোভার মধ্যেও কেবলমাত্র ধূসর, নীল ও সাদা এই তিন রঙ দিয়ে শ্রীনগর শহরটি রাঙানো। পুরো শহরটা যেন পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা ও পরিমিতির এক প্রতিচ্ছবি। এখানে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ বাস করে। এখন কৈলাশ থেকে আসা আরো দুশো মানুষ তাতে যোগ দিল। গুনদের দলপতির মনে বহু পুরোনো যে ভয়ংকর স্মৃতি ছিল এই সুন্দর জায়গায় এসে সেটা অনেক হাল্কা হল।

মুক্তি পেলাম। এবার নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে পারবো। ওই স্মৃতিগুলো ভুলে যেতে পারব।



শিবের দলটি শ্রীনগর শহরের বাইরে বিদেশীদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট শিবিরের দিকে যাত্রা করল। অঞ্চলটা শহরের দক্ষিণ দিকে আলাদা ভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। নন্দী শিব ও তার দলবলকে শিবিরের ঠিক বাইরে অবস্থিত কার্যালয়ে নিয়ে গেল। বাইরে দাঁড়াতে বলে নন্দী ভেতরে গিয়ে কম বয়সী এক কর্মচারীকে নিয়ে এল। লোকটি কেজো হাসি হেসে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমি চিত্রাঙ্গদ মেলুহাতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখানকার বিভিন্ন নিয়মকানুন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিচিত করানোর জন্যে আমি এসেছি। যে কোন বিষয়ে আপনাদের অসুবিধে হলে আমাকে জানাবেন। শুনলাম আপনাদের দলপতির নাম শিব। দয়া করে যদি তিনি একটু এগিয়ে আসেন।'

শিব এগিয়ে এসে বললেন 'আমিই শিব।'

চিত্রাঙ্গদ বলল, 'বেশ, তা আপনি কি দয়া করে আমার সঙ্গে নথিভুক্তির জন্যে আসতে পারবেন? কারণ আপনিই হবেন আপনার দলের তত্ত্বাবধায়ক। আর যেহেতু আপনি দলপতি যে কোন প্রকার আদান-প্রদান আপনার মাধ্যমেই করা হবে। উপজাতির সকলে এইখানকার নির্দেশ পালন করছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।'

চিত্রাঙ্গদের কথার মধ্যেই নন্দী বলে উঠল 'মহাশয় যদি অনুমতি দেন তো আমি গিয়ে আপনাদের থাকার ব্যবস্থাটা করে আসি।'

শিব লক্ষ্য করলেন যে নন্দীর এই ভাবে কথা বলার জন্য চিত্রাঙ্গদের মুখ থেকে মুহূর্তের জন্য মেকি হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই আবার ফিরে এল। শিব নন্দীর দিকে ঘুরে বললেন, 'অবশ্যই তুমি যেতে পারো, আমার অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই। তবে বন্ধু ফিরে এসে তোমায় একটা কথা রাখতে হবে।'

'নিশ্চয়, বলুন মহাশয়।' অতি বিনয়ের সঙ্গে ঝুঁকে নন্দী বলল।

'এখন থেকে আমায় শিব বলেই ডাকবে, মহাশয় বলে নয়। আমি দলপতি নই—তোমার বন্ধু।'

চমকে উঠে নন্দী আবার ঝুঁকে বলল, 'যথা আজ্ঞা মহাশয় —না মানে শিব!'

শিব এর পর চিত্রাঙ্গদের দিকে ফিরলেন। এবার ওর মুখের হাসিটা আর মেকি নেই। সে বলল, 'বেশ, এবার আমার সঙ্গে যদি আসেন তবে কাজকর্মগুলো তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলা যাবে।



নথিভুক্ত হওয়া এই নতুন দলটি এরপর এলাকাটির প্রধান দরজার সামনে এল। নন্দী দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল, সবাইকে ভেতরে নিয়ে চলল। এখানকার রাস্তাগুলোও শ্রীনগরের মতোই উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম এইভাবে বিন্যস্ত করা। মূল রাস্তার দুধারে পায়ে চলার আলাদা পথ। নিজের দেশের

নোংরা পাহাড়ি পথের সঙ্গে এর তুলনা করে শিব আশ্চর্য হলেন। আরেকটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করে নন্দীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা পথের মধ্য দিয়ে অন্য রঙের যে পাথরের সারি চলে গেছে ওগুলো কি জন্য?'

নন্দী জানালো, 'ওগুলো নালা চাপা দেওয়ার জন্য। এই নালার মাধ্যমে এখানকার বর্জ্য পদার্থ ও নোংরা জল সব বাইরে বেরিয়ে যায়। ফলে এলাকাটা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর থাকে।'

মেলুহীদের এই নিখুঁত পরিকল্পনা দেখে শিব অবাক হয়ে গেলেন।

গুনরা অবশেষে এক বিরাট বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। তাদের থাকার জন্যই এটা ঠিক করা হয়েছে। এ রকম দারুণ জায়গায় নিয়ে আসার জন্য গুনরা তাদের নেতাকে আরের একবার ধন্যবাদ জানালো। তিন তলা বাড়িটিতে প্রত্যেক পরিবারের থাকার জন্য আলাদা আলাদাভাবে ব্যবস্থা ছিল। ঘরগুলো ছিল বিলাসিতার উপকরণে পরিপূর্ণ। অনেক রকম আসবাব ছাড়াও দেওয়ালেতে খুব চকচকে তামার পাত লাগানো ছিল যাতে করে তারা নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। বিছানাতে চাদর পাতা, গা মোছার কাপড় ও কিছু পোষাক ছিল। পোষাকগুলো হাতে নিয়ে অবাক হয়ে শিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলো কি দিয়ে তৈরি?'

উৎসাহের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদ জানালো, 'একে বলে সুতি। এগুলো তুলো দিয়ে তৈরি। আমাদের দেশে এই গাছ হয়। আর তার থেকেই এই সুতির কাপড় তৈরি করা হয়েছে।'

প্রত্যেক ঘরে বিরাট জানলা যাতে তার মধ্যে দিয়ে প্রচুর অলো, বাতাস আর সূর্যের তাপ ঘরে আসতে পারে। দেওয়ালে দেওয়ালে ধাতুর তৈরি বাতিদান লাগানো। প্রত্যেক ঘরের লাগোয়া স্নানঘরও ছিল। এর মেঝে একটু ঢালু যাতে জল পড়লে তা একটি ফুটো দিয়ে বাইরের নর্দমায় চলে যেতে পারে। ডান দিকের কোণায় মেঝেতে গামলার মতো গর্ত করা, তাতে একটা বড় গর্ত। এটা কিসের জন্য সেটা গুনরা বুঝতে পারলো না। আর একটা দেওয়ালে অদ্ভুত একটা যন্ত্র লাগানো, সেটার হাতল ঘোরালেই অফুরন্ত জল পড়বে।

'এ তো জাদু!' ভদ্রর মা ফিসফিস করে বলে উঠলো।

তিনতলা এই বাড়িটার পাশেই আরেকটা ছোট বাড়ি ছিল। তার ভেতর থেকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্না ছোটখাটো এক মহিলা কয়েকজন সঙ্গিনীকে নিয়ে বেরিয়ে এসে শিবকে অভ্যর্থনা জানালেন। তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল বাদামী, শরীরের নিচের অংশে সাদা কাপড়টি বিশেষভাবে পরা, মেলুহীরা যাকে বলে 'ধুতি'। ছোট একটি সাদা কাপড়ে বাঁধা বুকের অংশটি আর কাঁধ থেকে ফেলা আলগা আরেকটি সাদা কাপড় দিয়ে শরীরটি ঢাকা। একে বলে 'অঙ্গবস্ত্র'। কপালে একটি সাদা টিপ। মাথা কামানো, কেবল পেছনে এক গোছা চুল গিঁট দিয়ে বাঁধা, একে টিকি বা শিখা বলে। বাঁ কাঁধ থেকে একগোছা সুতো আলগাভাবে ডান কোমরের দিকে নেমে এসে শরীরকে পাক দিয়ে রয়েছে। একে উপবীত বা পৈতে বলা হয়।

নন্দী এনাকে দেখে বেশ চমকে উঠল। তারপর অতি শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'দেবী আয়ুর্বতী! কি সৌভাগ্য আমাদের! আশাই করিনি আপনার মতো এত বিখ্যাত একজন চিকিৎসক কে এখানে দেখতে পাবো!'

নন্দীর দিকে হেসে আয়ুর্বতী প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আমি হাতেকলমে কাজ করা পছন্দ করি এবং আমার দলও অক্ষরে-অক্ষরে সেটা মেনে চলে। যাইহোক, কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে চিনতে পারলাম না—কোথাও কি আগে দেখা হয়েছিলো?'

'না দেবী, আমাদের আগে কোথাও দেখা হয়নি, তবে আমাদের দেশের সেরা চিকিৎসককে কে না চেনে? আর আমার নাম নন্দী, আমি একজন সেনাপতি।' নন্দী উত্তরে জানালো।

তখন আয়ুর্বতী থতমত খেয়ে বললেন 'ধন্যবাদ সেনাপতি, তবে আপনি বাড়িয়ে বলছেন। আমার চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো চিকিৎসক এ দেশে রয়েছেন।' তারপরেই শিবের দিকে ফিরে বললেন 'আমি আয়ুর্বতী, মেলুহাতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আপনাদের চিকিৎসক। এখানে যতদিন থাকবেন এই সেবিকারা এবং আমি আপনাদের সাহায্য করার জন্য থাকবো।'

শিবের থেকে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখতে পেয়ে চিত্রাঙ্গদ বিনয়ের সঙ্গে

বলল 'এটা অস্থায়ী ঠিকানা, আপনাদের থাকার জন্য যে আসল জায়গা পাবেন তা অনেক ভালো। আসলে কারুর কোনো রোগ ব্যাধি আছে কিনা সেগুলো পরীক্ষা করার জন্যই এখানে থাকা আর সেটা মাত্র দিন সাতেকের জন্য।'

'আরে না না সেজন্য নয় ভাই, ব্যবস্থা খুব ভালো, কি বল মাসী?' এই কথা বলেই এবার চিত্রাঙ্গদের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন 'কিন্তু এই পরীক্ষা নিরীক্ষা কেন?'

নন্দী বলল, 'শুনুন শিব, এই দেশে রোগ ব্যাধি বিশেষ নেই, বিদেশি কারোর থেকে কোনো অজানা রোগ যাতে না আসে, সে জন্যই এই বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। এই সাতদিন ধরে আপনারা চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকবেন, কারোর কোন রোগ ব্যাধি থাকলে তিনি ভালো হয়ে যাবেন।

'আর রোগ ব্যাধি থেকে রেহাই পেতে হলে যে ব্যাপারটা সবার আগে মাথায় রাখতে হবে সেটা হল সবাইকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হবে আর স্বাস্থ্যবিধি কড়াভাবে মেনে চলতে হবে' আয়ুর্বতী বললেন।

তাই শুনে শিব মুখ ভেংচে চুপিচুপি নন্দীকে জিজ্ঞাসা করলেন 'স্বাস্থ্যবিধি—সেটা আবার কি?'

হাতের ইঙ্গিতে শিবকে আশ্বস্ত করে নিচু গলায় নন্দী বলল 'এটা এমন একটা নিয়ম যেটা মেলুহাতে আমাদের মেনে চলতেই হয়। কোনো চিন্তা নেই ওনার সঙ্গে যান, উনি এদেশের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসক।'

আয়ুর্বতী বললেন 'আপনারা যদি ফাঁকা থাকেন তো চলুন, এবার কি কি করতে হবে সেগুলো বলে দিই।'

'চলুন আমি এখন খালি আছি, কিন্তু এরপর আমার সময়ের মূল্য দিতে হবে।' শিবের এই কথা শুনে ভদ্র ফিক করে হেসে ফেলল আর আয়ুর্বতী ঠাট্টা বুঝতে না পেরে শিবের দিকে চেয়ে থেকে বললেন 'কি বললেন বুঝতে পারলাম না, যাইহোক চলুন আমরা প্রথমে স্নানঘর থেকে শুরু করি।'

আয়ুর্বতী এরপর গটগট করে শিবেদের বাড়িতে ঢুকে গেলেন বিড়বিড় করে বলতে বলতে—'এইসব অসভ্য জংলীগুলো ....'

শিব মজা পেয়ে ভদ্রর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।



সেদিন সন্ধ্যেবেলা প্রচুর ভালো খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একরকম ঔষধি পানীয় পরিবেষন করা হল। সেটা মুখে দিয়েই ভদ্র ওয়াক তুলে শিবকে বলল 'ছ্যাঃ, এটা একেবারে চমরীর পেচ্ছাপের মতো খেতে।' ভদ্রের মুখ কুঁচকে গেলো।

ভদ্রর পিঠে জোরে চাপড় মেরে শিব হেসে বললেন 'তুই জানলি কি করে চমরীর পেচ্ছাপ কেমন খেতে? এবার নিজের ঘরে যা। আমি এখন ঘুমোবো।'

'বিছানাগুলো দেখেছ? জীবনের সেরা ঘুমটা বোধহয় আজই হবে।'

'বিছানা তো দেখেছি—ধুত্তোর।' শিব হাসলেন। 'শুয়ে দেখি কেমন লাগে। এবার বেরো।'

ভদ্র জোরে হাসতে হাসতে শিবের ঘর ছেড়ে চলে গেল। কেবলমাত্র সেই যে এমন নরম বিছানার কথা ভেবে উত্তেজিত হয়েছিল তা নয়, সকলেই আজকে জীবনের সবথেকে আরামের ঘুমের কথা ভেবে তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ে ছিলো। তাদের জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।



নিজের বিছানায় শুয়ে শিব সমানে এপাশ-ওপাশ করছিলেন। একটা কমলা ধুতি পরেছিলেন। স্বাস্থ্যজনিত কারণে বাঘছালটা কাচবার জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গবস্ত্রটা সুতীর রাখা ছিল, আধপোড়া কল্কেটা খাটের পাশে দেওয়ালের পাশে নিচু আসনে আসবাবের ওপর পড়েছিল।

এই যাচ্ছেতাই বিছানাটা বড্ড নরম। শোয়া অসম্ভব।

শিব গদীর ওপরের বিছানার চাদরটা টেনে মেঝের ওপর পাতলেন আর শুয়ে পড়লেন। এটা একটু ভালো হল। আস্তে আস্তে ঘুম এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু এখানে নিজের ঘরের মতো বরফঠাণ্ডা মেঝে নেই, কৈলাশের

সেই শনশনে হাওয়া নেই। তাঁর বাঘছালের পরিচিত স্বস্তিকর বোঁটকা গন্ধও নেই, বর্তমানে তাঁর চারপাশ যে খুবই আরামদায়ক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অচেনা ও অপরিচিত। তার সহজাত প্রবৃত্তি সবসময় যেমন সত্যকে তুলে ধরে, এখনও তেমনি হল।

'এটা ঘরের জন্য নয়। তোমার মধ্যে।'

ঘুমটা ভেঙে যেতেই বুঝলেন খুব ঘামছেন। এত ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যেও খুব ঘাম হচ্ছে। ঘরটা যেন অল্প অল্প ঘুরছে। দেহ থেকে প্রাণটা যেন কেউ টেনে বার করে নিচ্ছে। বরফ ক্ষততে আধ খাওয়া ডান পায়ের আঙুলগুলো মনে হচ্ছে আগুনের মধ্যে রয়েছে। যুদ্ধক্ষতে ভরা বাঁ-হাঁটু যেন টানটান হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত যন্ত্রণাক্লিষ্ট শরীরে পেশীগুলোকে যেন কোন হাত ঠিক করে দিচ্ছে। অনেক আগে কাঁধের হাড় সরে গেছিল যেটা কখনই পুরোপুরি সারেনি—এখন মনে হচ্ছে কেউ যেন মাংসগুলো সরিয়ে দিচ্ছে যাতে জোড়টা ঠিকঠাক করা যায়। পেশীগুলোও যেন হাড়গুলোকে তাদের কাজ সারতে দিচ্ছে।

নিশ্বাস নিতেও খুব কষ্ট হচ্ছিল। মুখ হাঁ করে ফুসফুসে যতটা সম্ভব হাওয়া নেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যথেষ্ট হাওয়া ঢুকলো না। শরীর মন এক করে আরো বড় হাঁ করে জোরে শ্বাস টানলেন। জানলার পর্দা কাঁপিয়ে একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকল। হাওয়ার সেই ঝটকায় শিবের শরীরে সামান্য স্বস্তি এলো। তারপরই আবার যুদ্ধ শুরু হল। ক্ষুধার্ত শরীরের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি বড় বড় হাঁ করে বাতাস টানতে থাকলেন।

ঠক! ঠক!

দরজার উপর হালকা টোকায় শিব সজাগ হলেন। মুহূর্তের জন্য তিনি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাঁধে টান ধরছে বটে তবে আগের চেনা ব্যথাটা আর নেই, হাঁটুর দিকে তাকালেন। ব্যথাতো নেই। ক্ষতও মিলিয়ে গেছে। নিচু হয়ে পায়ের আঙুলটা লক্ষ্য করলেন। গোটা হয়ে গেছে। আরোও ঝুঁকে পায়ের পাতা চাপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন বহু বছর পরে তার আঙুলের প্রথম নড়ায় চড়চড় আওয়াজে ঘর গমগম করে উঠলো। হাঁপের কষ্ট সমানেই

চলছিলো। তার সঙ্গে গলায় অনুভব করলেন অদ্ভুত একটা অজানা ঠাণ্ডা ভাব। খুবই ঠাণ্ডা।

ঠক! ঠক!

এবার আরেকটু ঘন ঘন।

হতভম্ব হয়ে যাওয়া শিব টলমল করে কোন রকমে উঠে দাঁড়ালেন। অঙ্গবস্ত্র দিয়ে গরমের জন্য গলাটা জড়ালেন। তারপর দরজা খুললেন। অন্ধকারে মুখ ঢাকা থাকলেও ভদ্রকে চিনতে কোন অসুবিধে হল না। আতঙ্কিত গলায় সে ফিসফিস করে জানালো 'এত রাতে ঘুম থেকে তোমায় বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু মায়ের গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, কি করা যায়?'

ভদ্রর কপালে হাত দিলেন শিব। স্বাভাবিকভাবেই 'তোরও তো জ্বর হয়েছে দেখছি। ঘরে যা। আমি চিকিৎসক নিয়ে আসছি।'

দালান ধরে হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ির দিকে ছোটার সময় শিব দেখতে পেলেন যে বহু ঘরেরই দরজা খোলা। একই চেনা কথা। 'হঠাৎ জ্বর! সাহায্য চাই!'

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পাশের চিকিৎসকদের ভবনের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগলেন। আয়ুর্বতী তৎক্ষণাৎ দরজা খুললেন, যেন তিনি আশা করেই ছিলেন যে শিব আসবেন। শিব শান্ত হয়েই বললেন 'আয়ুর্বতী, আমার দলের প্রায় সবাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি চলুন তাদের সাহায্য চাই।'

আয়ুর্বতী শিবের কপালে হাত রেখে বললেন 'আপনার জ্বর হয় নি?'

'না' শিব মাথা নাড়িয়ে জানালেন।

আয়ুর্বতী স্পষ্টতই আশ্চর্য হয়ে ভুরু কুঁচকালেন এবং ঘুরে সেবিকাদের আদেশ দিলেন, 'চলে এসো। শুরু হয়ে গেছে, যাওয়া যাক।'

আয়ুর্বতী ও তার সেবিকারা শিবেদের থাকার জায়গায় ছুটে আসার মধ্যেই কে জানে চিত্রাঙ্গদ কোথা থেকে এসে হাজির হল ও শিবকে বলল 'কি হয়েছে?'

'জানি না। আসলে আমার দলের সকলেই হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'আপনিও তো খুবই ঘামছেন।'

'চিন্তা কোরো না। আমার জ্বর হয়নি। শোনো, আমি ভবনে যাচ্ছি। আমার লোকেরা কেমন আছে তা দেখতে চাই।'

চিত্রাঙ্গদ মাথা নেড়ে বললো, 'নন্দীকে ডেকে আনছি।'

নন্দীর খোঁজে চিত্রাঙ্গদ দৌড়োতেই শিব ওই ভবনের দিকে দৌঁড়লেন। ঢুকেই অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন যে সব মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেবিকারা ঘরে ঘরে গিয়ে সুশৃংখলভাবে ওষুধ প্রয়োগ করছে ও আতঙ্কিত রোগীদের তাদের করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছে। প্রত্যেক সেবিকার সঙ্গে আরেকজন করে করণিক রয়েছেন যিনি প্রত্যেকের রোগের নিখুঁত খুঁটিনাটির স্পষ্ট বিবরণ তালপাতায় লিখে রাখছেন। মেলুহীরা এরকম ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল। দালানের শেষে আয়ুর্বতী কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেন একজন সেনাপতি তার একদল সুদক্ষ সৈন্যকে পরিচালনা করছেন। শিব তাঁর কাছে দৌড়ে এসে জানতে চাইলেন 'দোতলা ও তিনতলাতে কি হচ্ছে?'

আয়ুর্বতী শিবের দিকে না ঘুরেই বললেন 'সেবিকারা ভবনের সব জায়গাতেই পৌঁছে গেছে। এখানকার অবস্থা নিয়ন্ত্রণে এলেই আমি ওপরের তলায় দেখতে যাবো। আর আধঘন্টার মধ্যেই সব রুগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'আপনারা দেখছি অসাধারণ আর সুদক্ষ, তাও প্রার্থনা করছি যেন সবাই ভালো হয়ে যায়।' চিন্তিত শিব বললেন।

আয়ুর্বতী শিবের দিকে ঘুরলেন। তাঁর ভুরু একটু উঠল। তাঁর চিন্তাশীল মুখে যেন একটু হাসির রেখা ভেসে উঠলো। মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব এনে বললেন 'কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা হলাম মেলুহী। যে কোন রকম পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা আমাদের আছে। সবাই ভালো হয়ে যাবে।'

'আমি কোন ভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'পারেন। দয়া করে এখনি চান করে ফেলুন।'

'কি ?'

'হ্যাঁ দয়া করে তাড়াতাড়ি গিয়ে চান করে নিন এখনিই।' আয়ুর্বতী শিবকে কথাটা বলেই তার সঙ্গীদের দিকে ঘুরে তাকালেন। 'সবাই শোনো, তোমরা *অবশ্যই* মনে রাখবে যে পনের বছরের কম কেউ থাকলেই তাদের মাথা কামিয়ে দিতে হবে আর মস্ত্রক তুমি এখনই ওপরে চলে গিয়ে পরের ওষুধগুলো চালু করে দাও আমি পাঁচ মিনিটে পৌঁছচ্ছি।'

'অবশ্যই দেবী' বলেই তরুণটি বিরাট এক কাপড়ের থলে নিয়ে ওপরে তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল।

শিব তখনো যাননি দেখে আয়ুর্বতী বললেন 'আপনি এখনো এখানে আছেন ?'

যতটা সম্ভব বেড়ে ওঠা রাগ পুষে রেখে নরমভাবে শিব বললেন 'চান করলে কি এমন আলাদা হবে ? সবাই বিপদের মধ্যে রয়েছে। আমি এখন ওদের সাহায্য করতে চাই।'

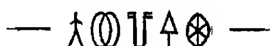
এইবার আয়ুর্বতী রাগ চাপার চেষ্টা না করে বললেন 'আমার এখন তর্ক করার সময় এবং ধৈর্য্য নেই। আপনাকে চান করতে হবে—এখনই।'

শিব আয়ুর্বতীর দিকে কঠিন চোখে চাইলেন, মুখ থেকে অশ্লীল কথা বেরিয়ে আসছিল, অনেক কষ্টে সেটা আটকালেন। হাতের মুঠি শক্ত করে চাইছিলেন নিজের মতো করে তর্কের জবাবটা দিতে। কিন্তু উনি যে মহিলা।

আয়ুর্বতীও রাগত ভাবে তাকালেন। চিকিৎসক বলে সবাই তাকে মেনে চলে। যখন কোনো রুগীকে নির্দেশ দেন, আশা করেন রুগী বিনা বাক্যে সেই নির্দেশ পালন করবে। কিন্তু বহু বছরের অভিজ্ঞতায় শিবের মতো কয়েকজনকেও পেয়েছেন, বিশেষ করে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাদের সঙ্গে *যুক্তি দিয়ে* কাজ করতে হয় *আদেশ* দিলে হয় না। কিন্তু এই লোকটাতো সামান্য এক বিদেশী, কোন অভিজাত নয় !

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে আয়ুর্বতী বললেন 'শিব আপনি ঘামছেন। এই ঘাম যদি পরিষ্কার না করে ফেলেন তাহলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য। দয়া করে আমার কথা বিশ্বাস করুন। যদি মারাই যান তবে আপনার দলকে কোন

সাহায্যই তো করতে পারবেন না।"



চিত্রাঙ্গদ দমাদ্দম দরজায় ধাক্কা দিতে বিরক্ত হয়ে ঘুম চোখে নন্দী হ্যাঁচ্‌কা মেরে দরজাটা খুলল 'খুব দরকারি কিছু হবে নিশ্চয়!'

'তাড়াতাড়ি চল শিবের দল অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'এর মধ্যেই? সবে তো প্রথম রাত!' বলে অঙ্গবস্ত্র কাঁধে ফেলে নন্দী আবার বলল 'চল যাওয়া যাক।'



স্নান ঘরটা অদ্ভুত জায়গা বলে মনে হলো। শিব নিজের দেশে মানসসরোবরে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে ঝপাং করে নেমে জল ছিটিয়ে চান করতে অভ্যস্থ ছিলেন, তাও মাসে দুদিন। চানঘরটা তাঁর বদ্ধ মনে হল। দেওয়ালে লাগানো অদ্ভুত কলটা ঘোরাতেই জোরে জল পড়তে শুরু করল। মেলুহীরা যাকে সাবান বলে সেই জিনিসটা গায়ে ঘষতে লাগলেন। আয়ুর্বতীর কড়া নির্দেশ যে এটা গায়ে *ঘষতেই* হবে। জল বন্ধ করে গামছা তুললেন। গা ঘষতে ঘষতে কয়েক ঘন্টা ধরে শরীরে ঘটে যাওয়া যে ব্যাপারগুলো এতক্ষণে আমল দেননি, সেগুলো প্রকট হলো। তবে চোট খাওয়া কাঁধটা নতুনের মতন হয়ে গেছে—অবাক হয়ে দেখলেন ক্ষতবিক্ষত বাঁ হাঁটু সম্পূর্ণ সেরে গেছে। কোনো দাগও নেই, খসে পড়া পায়ের আঙুল আবার গজিয়ে উঠেছে। তখন শিব অনুভব করলেন যে শরীরের চোট আঘাতগুলোই শুধু সেরে যায়নি—পুরো শরীরটাই নতুন হয়ে গেছে—আগের চেয়ে নিজেকে আরো বলবান মনে হচ্ছে। গলায় কিন্তু অসহ্য রকমের ঠাণ্ডা ভাবটা রয়ে গেছে।

ধুত! হচ্ছেটা কি?

চানঘর থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি একটা নতুন ধুতি পরলেন। কেননা আয়ুর্বতীর আদেশ অনুযায়ী ঘামে ভেজা আগের কাপড়গুলো একেবারেই

পরা চলবে না। এরপর অঙ্গবস্ত্রটা গলায় জড়িয়ে নিলেন—যদি ঠাণ্ডা ভাবটা একটু কমে আর তখনি দরজায় টোকা দিয়ে আয়ুর্বতী বলল, 'শিব, দরজাটা কি একটু খুলবেন? আপনি ঠিক আছেন কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

দরজা খোলার পর আয়ুর্বতী প্রথমে শিবকে পরীক্ষা করে দেখলেন যে জ্বর নেই। মাথা নাড়িয়ে বললেন 'আপনাকে তো বেশ সুস্থই মনে হচ্ছে। আপনার লোকেরাও বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে আর বিপদটাও কেটে গেছে।'

শিব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে হেসে বললেন আপনাদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতাকে 'অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি খুবই দুঃখিত, তখন না জেনেই আপনার সঙ্গে তর্ক করেছি। এটা করা ঠিক হয়নি। আপনি আমাদের ভালোর জন্যই বলছিলেন।'

আয়ুর্বতী তালপাতার পুঁথি থেকে মুখটা তুললেন, একটু অবাক হয়ে হেসে ভুরুটা তুলে উত্তর দিলেন 'আমরা কি একটু ভদ্র হয়েছি?'

'যতটা ভাবছেন আমি ততটাও অভদ্র নই, কিন্তু আপনারাও বড় নাক উঁচু।'

কথাটা শুনতে শুনতে শিবের গলার দিকে চোখ পড়তেই আয়ুর্বতী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে এতক্ষণ কেন এইদিকে লক্ষ্য করেন নি। দৈবে তো তিনি কখনো বিশ্বাস করেননি অথচ এটা যে সত্যিই ঘটবে সেটা তাকেই প্রথম দেখতে হচ্ছে?

'আচ্ছা, গলাটা আপনি ঢেকে রেখেছেন কেন?' আঙুল দেখিয়ে আমতা আমতা করে বললেন।

'গলাটা ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিনা, তাই ঢেকে রেখেছি। কোনো ভয়ের ব্যাপার নয়তো?' এই কথা বলতে বলতে শিব গলায় ঢাকা কাপড়টা খুলে ফেললেন।

নিস্তব্ধ ঘরটা বিস্ময়সূচক আওয়াজে ভরে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় আয়ুর্বতী ধাক্কা খেলেন। চমকে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। ফলে পুঁথির পাতাগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। দুর্বল হাঁটু তাঁকে আর সোজা রাখতে

পারছিলো না। দেওয়ালে পিঠ রেখে আস্তে আস্তে বসে পড়লেন কিন্তু একবারও শিবের থেকে চোখ সরলো না। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল আর সমানে মন্ত্র বলে যেতে লাগলেন 'ওঁ ব্রহ্মায়ে নমঃ। ওঁ ব্রহ্মায়ে নমঃ।' শিব উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন 'কি হল? গুরুতর কিছু ঘটল নাকি?'

'আপনি এসেছেন! প্রভু আপনি এসেছেন!'

এমন অদ্ভুত আচরণ দেখে শিবের প্রতিক্রিয়ার আগেই নন্দী তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হল। ঘরে ঢুকেই লক্ষ্য করল আয়ুর্বতী মাটিতে বসে পড়েছেন, আর তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে।

আশ্চর্য্য হয়ে নন্দী জিজ্ঞাসা করল 'কি হয়েছে দেবী?'

আয়ুর্বতী কেবল আঙুল দিয়ে শিবের গলার দিকে দেখালেন।

নন্দী তাকাতেই দেখল শিবের গলা থেকে অদ্ভুত উজ্জ্বল নীল রঙের আভা বেরচ্ছে।

আনন্দে এমন চিৎকার করে উঠল, মনে হল অনেকদিনের বন্দী কোন জন্তু যেন মুক্ত হল।

হাঁটু গেড়ে সে ধপাশ করে বসে পড়ে বলে উঠল 'আপনি এসেছেন প্রভু! নীলকণ্ঠ এসেছেন!'

ভক্তি ও আবেগে অধিপতি শিবের পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল। এই ভক্তির লক্ষ্য যিনি তিনি কিন্তু উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে পিছিয়ে গেলেন।

শিব বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'এ সব কি হচ্ছেটা কি?'

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া গলায় হাত রেখে পালিশ করা তামার আয়নার দিকে ঘুরলেন। নিজের *নীলকণ্ঠ* হয়ে যাওয়া দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

চিত্রাঙ্গদ দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ও ভক্তি ও আবেগে বাচ্চার মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল 'আমরা রক্ষা পেলাম! আমরা রক্ষা পেলাম! তিনি এসেছেন।'



অধ্যায় ২

পবিত্র জীবনের দেশ

কাশ্মীরের নগরপাল চেনরধ্বজ সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চাইছিলেন যে তার রাজ্যের প্রধান শহর থেকেই নীলকণ্ঠ আবির্ভূত হয়েছেন। তক্ষশিলা, করচপ বা লোথালের মতো সীমান্ত নগর থেকে নয়, তার শ্রীনগর থেকে! কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পক্ষীদূত উড়ে এল রাজধানী দেবগিরি থেকে। দেবগিরি মানে দেবতাদের নিবাস। দূতের মাধ্যমে আসা আদেশটা খুব পরিষ্কার। তাতে বলা হয়েছে নীলকণ্ঠর আবির্ভাবের খবরটা গোপন রাখতে হবে যতক্ষণ না সম্রাট নিজে শিবকে দেখছেন আর চেনরধ্বজকে আদেশ করা হয়েছে সুরক্ষিতভাবে শিবকে রাজধানীতে পাঠাতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হল, শিবকেও যেন এই দৈব ব্যাপারটা না জানানো হয়। 'সম্রাট নিজেই আনুমানিক নীলকণ্ঠকে ব্যাপারটা যথাযথভাবে জানাবেন'—আদেশে কথাগুলো এইভাবেই বলা ছিলো।

দেবগিরি যাওয়ার খবরটা শিবকে জানানোর দায়িত্ব চেনরধ্বজ নিজেই নিলেন। মানসিকভাবে শিব শান্তিতে ছিলেন না। তাঁর প্রতি পরিচিত মেলুহীদের হঠাৎ এই ভক্তিভাব দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে অন্য এক সংরক্ষিত স্থানে বিলাসের মধ্যে রাখা হয়েছিলো যেখানে শ্রীনগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকরাই দেখা করতে পারে। শিবের কাছে চেনরধ্বজ এলেন। তার দৈত্যাকার শরীরকে আজ অবধি যতটা ঝুঁকিয়েছেন তার চেয়েও বেশি ঝোঁকালেন। বললেন 'হে প্রভু, আমরা আপনাকে রাজধানী দেবগিরিতে নিয়ে যেতে চাই। যেতে কয়েক সপ্তাহ মাত্র লাগবে।'

শিব শুনেই রেগে গিয়ে বললেন 'এখানে যে সব ব্যাপার ঘটছে সেগুলো

আমায় পরিষ্কার করে না জানালে আমি কোথাও যাচ্ছি না আর এই নীলকণ্ঠ মাহাত্ম্য ব্যাপারটা কি? যত্তসব বাজে ব্যাপার।'

'আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন প্রভু, সবই আপনি জানতে পারবেন। দেবগিরিতে পৌঁছলে সম্রাট স্বয়ং আপনাকে জানাবেন।'

'আর আমার উপজাতির লোকজনদের কি হবে?'

'তাদের এই কাশ্মীরেই জমি দেওয়া হবে। শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের জন্য যা যা দরকার সে সবই দেওয়া হবে প্রভু।'

'তারা কি বন্দী হিসেবে থাকবে?'

'না না প্রভু।' একটু বিচলিত হয়েই চেনরধ্বজ জানালেন 'প্রভু, তারা *আপনার* স্বজাতি।' যদি আমার ইচ্ছে মতন হতো তবে বাকি জীবনটা তারা অভিজাত সম্প্রদায়ের মতোই থাকতে পারতো। তবে আইন তো আর ভাঙা যায় না। এমনকী আপনার জন্যেও নয়। কথা যা দেওয়া হয়েছিলো তেমন ভাবেই ওদের সাহায্য করা হবে। ভবিষ্যতে আপনি চাইলে আইনের বদল করতে পারবেন। তখন ওদের জন্য অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করা যাবে।'

নন্দী বলল, 'দয়া করুন প্রভু, আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন। ভাবতেই পারবেন না যে মেলুহাতে আপনি কত গুরুত্বপূর্ণ। বহু দিন ধরে আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। আমরা আপনার সাহায্য চাই।'

দয়া করে সাহায্য করুন! দয়া করুন!

বহুদিন আগে এক বিপর্যস্ত মহিলার এমনিভাবেই সাহায্য চাওয়ার স্মৃতি শিবের মনে আঘাত করায় হতবাক হয়ে গেলেন।



'তোর জীবনের এক বিশাল উদ্দেশ্য আছে। সেটা এই বিশাল হিমালয়ের চেয়েও বিশাল।'

বাজে কথা, আমার জীবনে কোন উদ্দেশ্য নেই। এই লোকগুলো আমার

দোষগুলো জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষ্যাপামো বন্ধ করে দিত।

'ভদ্র, কি যে করবো বুঝতে পারছি না।'

ডাল হ্রদের তীরে এক রাজকীয় বাগানে ভদ্রকে পাশে নিয়ে শিব বসেছিলেন। ভদ্র খুব মন দিয়ে একটা কল্কেতে গাঁজা ভরছিল। এরপর সে একটা জ্বলন্ত কাঠি দিয়ে কল্কেটা জ্বালানোর চেষ্টা করতে লাগল। তখনি শিব অধৈর্য্য হয়ে বললেন 'এবার তোর বলার পালা, কিছু বলরে বোকা।'

'না, শিব এখন তোমার হাতে কল্কেটা দেবার পালা।'

'কেন তুই আমার সঙ্গে আলোচনা করছিস না?' মনে ব্যথা নিয়ে শিব জিজ্ঞাসা করলেন। 'কোন আলোচনা না করে আমরা এক পা চলিনি কখনো, এখনও তো আমরা তেমনি বন্ধু আছি!'

ভদ্র হেসে বলল 'না এখন আর নেই! তুমি এখন দলের নেতা। পুরো জাতের মরা বাঁচা এখন তোমার বিচারে, এটা কোনভাবেই অন্য লোকের দ্বারা বদল হতে পারে না। আমরা পাক্রাতিদের মতো নই, যেখানে জোর গলায় কেউ কোনো মত দিলেই ওদের নেতা সেটা শোনে আর মেনে নেয়। গুনদের কাছে তাদের দলপতির ন্যায়বিচারই শেষ বিচার আর এটাই আমাদের প্রথা।'

ভদ্রর এই আচরণে হতাশ হয়ে শিব বললেন 'কিছু প্রথা আছে ভাঙার জন্যই!'

এতে ভদ্র কোন কথা না বলে শুধু হাতটা বাড়িয়ে দিল, ওর হাত থেকে কল্কেটা নিয়ে শিব জোরে এক টান মারলেন যাতে নেশাটা ভালো করে জমে।

ভদ্র বলল 'নীলকণ্ঠ সম্পর্কে প্রবাদের একটুখানি যা যা শুনেছি তা হল মেলুহা এখন খুব বিপদের মধ্যে রয়েছে আর নীলকণ্ঠই পারে তাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে।'

'কিন্তু আমি দেখে তো বুঝতে পারছি না যে এখানে কোন অসুবিধে রয়েছে? সব কিছুই তো নিখুঁতভাবে চলছে। যদি সত্যিকারের বিপদ দেখতে চায় তো আমাদের দেশে ওদের নিয়ে যাওয়া উচিত।'

ভদ্র একটু হেসে বলল 'কিন্তু এই নীল হয়ে যাওয়া গলার ব্যাপারটা কি—যার জন্য ওরা বিশ্বাস করছে যে তুমি ওদের রক্ষা করবে?'

'দূর! আমি জানলে তবে তো বলবো। তাছাড়া ওরা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, তাও এমন ভক্তি দেখাচ্ছে যেন আমি কোন দেবতা—শুধুমাত্র এই নীল গলার জন্য।'

'আমার মনে হয় এদের ওষুধগুলো জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছে। লক্ষ্য করেছ কি আমার পিঠের কুঁজটা একটু ছোট হয়েছে?'

'হ্যাঁ তাইতো দেখছি। সত্যিই, এদের চিকিৎসকরা খুবই গুণী।'

'চিকিৎসকদের এখানে ব্রাহ্মণ বলা হয়—জান কি?'

কল্কেটা ভদ্রকে ফেরৎ দিয়ে শিব বললেন 'যেমন আয়ুর্বতীর মতো?'

'ঠিক। ব্রাহ্মণরা কেমল মানুষকে সারিয়েই তোলে না, তারা শিক্ষক, আইনজ্ঞ, পুরোহিত এইসবও হয়। আসলে যেকোনরকম বুদ্ধিবৃত্তির কাজে তারা নিযুক্ত থাকে।'

নাক টেনে শিব বললেন, 'এরা খুবই প্রতিভাবান।'

অনেকক্ষণ ধরে গাঁজায় দম দিতে দিতে ভদ্র জানালো 'শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের নিজের বিষয়ের ওপর বিশেষ রকমের জ্ঞান আর দক্ষতা আছে। ব্রাহ্মণ ছাড়াও আরেক ধরনের মানুষ আছে যাদের বলা হয় ক্ষত্রিয়। তারা যোদ্ধা ও শাসনকর্তা। মহিলারাও ক্ষত্রিয় হতে পারে।'

'সত্যি! তারা সৈন্যদলে থাকতে পারে?'

'মহিলা-ক্ষত্রিয় বেশি নেই। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই তারা সৈন্যদলে থাকতে পারে।'

'এবার কোন সন্দেহই নেই যে কেন এরা খুব অসুবিধের মধ্যে আছে।'

মেলুহীদের অদ্ভুত এই নিয়ম জেনে দুই বন্ধু জোরে হেসে উঠল। ভদ্র আরেকবার কল্কেটা থেকে ধোঁয়া টেনে আবার বলতে লাগলো, 'বৈশ্য বলে এদের আরেকটা জাত আছে। তারা কারিগর, ব্যাপারী, ব্যবসায়ী, আর রয়েছে শুদ্ররা—যারা চাষী, শ্রমিক। এক জাত অন্য জাতের কাজ করতে পারে না।'

শিব এইসব শুনে বললেন 'চালিয়ে যা। তার মানে তুই যোদ্ধা বলে তোকে বাজারে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না।'

'ঠিক তাই।'

'হতচ্ছাড়া পাজি! তা হলে আমার গাঁজা কেমন করে জোগাড় করে দিবি? যে কাজটার জন্যই তোকে আমার প্রয়োজন।'

মজা করে মারা ভদ্রর ঘুঁসিটা শিব পিছিয়ে গিয়ে এড়ালেন, তারপর হেসে বললেন 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাবা শান্ত হ!' হাত বাড়িয়ে ভদ্রর কাছ থেকে গাঁজার কল্কেটা আবার টেনে নিয়ে আরেকবার জোরে টান দিলেন।

যে কথাটা বলা দরকার সেটাই বাদ দিয়ে আমরা অন্য সব কথা বলে যাচ্ছি।

এবার তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন 'এরা যে এমন অদ্ভুত আচরণ করছে, আমি কি করবো সত্যি করে বলতো?'

'কি করবে, তা ভেবেছ?'

শিব দূরে বাগানের কোণে গোলাপগুলো মন দিয়ে দেখছেন এমনভাবে তাকালেন। 'আবারও আমি পালিয়ে যেতে চাইছি না।'

ফিসফিস করে বলা শিবের কথা ভালো করে শুনতে না পেয়ে ভদ্র আবার জিজ্ঞাসা করল 'কি বলছ?'

শিব এবার জোরে বললেন 'আমি বলছি যে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধটা আরেকবার আমি নিজের ঘাড়ে নিতে পারবো না।'

'ওটাতে তোমার দোষ তো ছিল না....'

'হ্যাঁ ছিল!'

কিছু বলার ছিল না তাই ভদ্র চুপ করে রইল।

হাত দিয়ে চোখ ঢেকে শিব অনুতাপের সঙ্গে আবার বললেন 'ছিল।'.....

ভদ্র তার বন্ধুর কাঁধে আলতো করে হাত রেখে এই ভয়ানক মুহূর্তটাকে কাটিয়ে যেতে দিল।

শিব মুখটা ঘোরালেন। 'আমি তোর পরামর্শ চাইছি রে, বল্ কি করবো? এরা যদি আমার সাহায্য চায় তাহলে ফেরাতে পারবো না। একই সঙ্গে নিজের দলকে এখানে ফেলে যাবো কি করে? কি করা উচিত?'

ভদ্র শিবের কাঁধটা তখনো ধরে ছিল আর জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। সে নিজে যে সমাধান ভেবে রেখেছিল সেটা হয়তো তার *বন্ধু* শিবের জন্য ঠিক আছে কিন্তু *দলপতি* শিবের জন্য সেটা কি ঠিক হবে?

'সঠিক সমাধানের পথ তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে আর সেটাই প্রথা।'

'ওরে হতভাগা পাজি!'

ভদ্রের দিকে কল্কেটা ছুঁড়ে ফেলে শিব ঝড়ের বেগে ওখান থেকে চলে গেলেন।



কয়েকদিন পর শিব, নন্দী আর তিনজন রক্ষী নিয়ে গড়া একটা ছোট দল শ্রীনগর ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করল। তারা ঠিক করল যে খুব জোরে চলবে আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেবগিরি পৌঁছনোর চেষ্টা করবে। শিবকে যাতে আসল নীলকণ্ঠ বলে সম্রাট তাড়াতাড়ি সনাক্ত করেন সেজন্য নগরপাল চেনরধ্বজ ব্যাগ্র হয়েছিলেন। প্রভুকে তিনিই যে খুঁজে পেয়েছেন, সেই নগরপাল হিসেবে ইতিহাসের পাতায় বিখ্যাত হয়ে থাকতে চাইছিলেন।

সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবার জন্য শিবকে দর্শনীয় ও ধোপদুরস্ত করে তোলা হয়েছিল। তেল দিয়ে চুলের পরিচর্যা করা হয়েছিল। দামী পোষাক, সুন্দর হার, দুল ও অন্যান্য অলংকার দিয়ে তাঁর সুন্দর শরীরকে ভূষিত করা হয়েছিল। বিশেষ রকমের আয়ুর্বেদিক ওষুধ দিয়ে তাঁর ফর্সা মুখের পরিচর্যা করা হয়েছিল। তার ফলে বহুদিনের মুখের ময়লা, দাগ, পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর উজ্জ্বল নীল গলা ঢেকে রাখার জন্য সুন্দর কাজ করা একটা সুতির গলাবন্ধ তৈরি করা হয়েছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেলুহী পুরুষেরা যেমন পুঁতির মালা পরে, গলাবন্ধের উপর সেই রকম পুঁতির কাজ করা

য়েছিলো। ওটা পরে শিবের ঠাণ্ডা গলাটায় আরাম বোধ হচ্ছিল।

ভদ্রর মা কে জড়িয়ে ধরে শিব বললেন 'আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।' তিনি অবাক হলেন দেখে যে বুড়ির খুঁড়িয়ে চলা আর বোঝাই যাচ্ছে না।

এদের ওষুধগুলোয় জাদু আছে!

বিমর্ষ ভদ্র তাঁর দিকে তাকাতেই শিব ফিসফিস করে বললেন 'যতদিন না ফিরে আসছি সবাইকে দেখার ভার তোর ওপর দিয়ে গেলাম।'

ভদ্র পিছিয়ে গিয়ে থতমত খেয়ে বলল 'তোমার বন্ধু বলেই আমায় এই দায়িত্ব দেওয়ার দরকার নেই।'

'আমাকে এটা করতেই হবে, বোকা কোথাকার। আর এই দায়িত্ব দেওয়ার কারণ এই যে তুই আমার চেয়েও যোগ্য—বুঝলি।'

ভদ্র এগিয়ে এসে শিবকে জড়িয়ে ধরল যাতে তার চোখের জল শিব না দেখতে পায়। 'না না আমি এর যোগ্য নই, স্বপ্নেও ভাবি না।' কথাগুলো বলে সে করুণভাবে হাসল।

'চুপ কর! এখন যা বলব মন দিয়ে শোন। আমার মনে হয় না গুনরা এখানে কোন বিপদের মধ্যে বাস করছে। অন্তত কৈলাশে যতটা ছিলাম ততটা নয়। তা সত্ত্বেও তোর যদি কখনো মনে হয় কোন সাহায্যের দরকার, আয়ুর্বতীকে বলবি। ওনাকে দেখেছিলাম যখন আমাদের পুরো জাতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কি অসাধারণ দায়িত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের সারিয়ে তুলেছিলেন। উনি খুবই বিশ্বাসযোগ্য একজন মানুষ।

ভদ্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো আর আরেকবার শিবকে জড়িয়ে ধরেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।



আয়ুর্বতী দরজায় টোকা মেরে আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলেন 'ভেতরে আসতে পারি প্রভু?' ঐশ্বরিক ঘটনাটার সাতদিন পর এই প্রথম আয়ুর্বতী তাঁর কাছে এলেন। তাঁর মনে হল যেন একটা যুগ কেটে গেছে। তাঁকে আগের

মতোই আত্মবিশ্বাসী লাগছিল কিন্তু চাউনিতে আলাদা একটা ভাব। যেন তিনি পবিত্র কিছুর স্পর্শ পেয়েছেন।

'আসুন আয়ুর্বতী। কোন প্রভু টভু বলবেন না। আমি সেই আগের মতো অসভ্য জংলী বিদেশি মানুষটাই আছি।'

'ওই ভাবে বলার জন্য দুঃখিত প্রভু। আপনাকে আমার ওভাবে বলা উচিত হয়নি। এখন আপনি যা শাস্তি দেবেন মেনে নেব।'

'কি হয়েছে কি আপনার? আর সত্যি কথা বলার জন্য কেনই বা আপনাকে শাস্তি দেব? শুধুমাত্র এই বিচ্ছিরি নীল গলাটার জন্য কি সব পাল্টে যাবে?'

মাথা হেঁট করে আয়ুর্বতী নরম গলায় বললেন 'আপনি নিজেই কারণটা আবিষ্কার করতে পারবেন প্রভু। আমরা যে শত শত বছর আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছি।'

'শত শত বছর? পবিত্র সরোবরের দিব্যি, কেন? আমি এমন কি করতে পারবো যা আপনাদের মতো উন্নত মানুষরা করতে পারবে না?'

'সম্রাট এ ব্যাপারে আপনাকে জানাবেন প্রভু। এটা বলা যথেষ্ট যে আপনার স্বজাতিদের থেকে সব কিছু জেনে বলছি, যদি কারোর নীলকণ্ঠ হওয়ার যোগ্যতা থাকে তাহলে তিনি হচ্ছেন আপনি।'

'ওদের কথা যখন বলছেন তখন জানাই, আমি ওদের বলে রেখেছি যদি কোন সাহায্যের দরকার হয় তাহলে যেন আপনাকে জানায়। আশা করি এটা ঠিক আছে।'

'ওদের কোন সাহায্য করতে পারলে সেটা আমার কাছে খুবই সম্মানের হবে প্রভু।'

এই কথা বলার পরে সনাতন ভারতীয় প্রথা অনুসারে তিনি শিবের পা ছুঁয়ে নমস্কার করতে গেলেন। অন্য মেলুহীদের কাছ থেকে নমস্কার গ্রহণ করতে রাজী থাকলেও আয়ুর্বতী নিচু হতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেলেন।

বললেন 'আপনি এটা কি করছেন, আয়ুর্বতী? আপনি একজন চিকিৎসক, মানুষের জীবন ফিরিয়ে দেন। এভাবে আমার পা ছুঁয়ে অপরাধ আর বাড়াবেন না।'

আয়ুর্বতী শিবের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। চোখে শ্রদ্ধা, ভক্তি ভাব যেন জ্বলজ্বল করছে।



নন্দী 'রাম' নাম লেখা একটা গেরুয়া চাদর নিয়ে শিবের ঘরে ঢুকল। শিবকে বলল সেটা গায়ে জড়িয়ে নিতে। শিব জড়িয়ে নেওয়ার পরেই নন্দী বিড়বিড় করে ছোট প্রার্থনা সেরে নিল যাতে দেবগিরি যাত্রা শুভ হয়।

এরপর নন্দী বলল 'প্রভু, আমাদের ঘোড়াগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার সম্মতি পেলেই আমরা যাত্রা শুরু করতে পারি।'

বিরক্ত হয়ে শিব বললেন 'আচ্ছা নন্দী, কতবার তোমায় বলেছি যে আমার নাম শিব। আমি তোমার বন্ধু, প্রভু নই।'

নন্দী বলে উঠল 'না না প্রভু, আপনিই নীলকণ্ঠ, *আপনিই* যে প্রভু। কেমন করে আপনার নাম ধরে ডাকবো?'

শিব চোখ ঘুরিয়ে মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর বললেন—

'আর পারলাম না, আমরা কি এবার যেতে পারি?'

'অবশ্যই প্রভু।'

বাইরে এসে তারা দেখলেন তিনজন ঘোড়সওয়ার সৈনিক অপেক্ষা করছে, তাদের পাশেই আরো তিনটি ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। শিব ও নন্দীর জন্য একটা করে এবং তৃতীয়টা মালপত্র বইবার জন্য। সুসংগঠিত মেলুহা সাম্রাজ্যে দূর দূরান্তরে যাওয়ার প্রধান প্রধান পথের ধারে ধারে পান্থনিবাস ও মুদিখানার সুবন্দোবস্ত আছে। একদিনের প্রয়োজনীয় জিনিষ আর উপযুক্ত মেলুহী অর্থ সঙ্গে রাখলে যে কেউ তার যাত্রাপথে টাটকা জিনিষপত্র কিনে কিনে এক মাস ধরে চলতে পারবে।

নন্দীর ঘোড়াটা একটা ছোট বেদীর পাশে বাঁধা ছিল। বেদীটাতে ওঠার জন্য একদিকে সিঁড়ি ছিল। আসলে মোটাসোটা অথবা অনভ্যস্ত লোকদের

ঘোড়ায় চড়ার জন্য এই বেদীর ব্যবস্থা। শিব প্রথমে নন্দীর বিশাল বপু এবং তারপর ওর অভাগা ঘোড়াটার দিকে দেখলেন। অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নন্দীকে বললেন 'এদেশে জীবজন্তুর ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন আইন কি নেই?'

'ও হ্যাঁ, আছে বইকি প্রভু। খুব কঠোর আইন। মেলুহাতে সব জীবনই মূল্যবান। বিশেষ রকম নির্দেশাবলী আছে—কি ভাবে এবং কেমনভাবে খাওয়ার প্রয়োজনে প্রাণী হত্যা করা যাবে আর ......' বলতে বলতে নন্দী থেমে গেল যখন শিবের ঠাট্টাটা একটু দেরীতে সে বুঝল। শিব নন্দীর পিঠে মজা করে চাপড় মারতেই দুজনে হাসিতে ফেটে পড়লেন।



শিবের দলটি বিতস্তা নদীর যাত্রাপথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। যাত্রাপথে বিতস্তা নদী আবার ভীম গর্জনে নিম্নতর হিমালয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুন্দর সমভূমিতে, যেখানে নদী আবার শান্ত হয়ে ধীরে ও স্বচ্ছন্দে বয়ে চলেছে, সেখানে এসে তারা সহজেই একটা বজরা পেয়ে গেলেন যাতে করে তাড়াতাড়ি বৃহতেশপুরম্ শহরে পৌঁছতে পারে।

এরপর পঞ্জাব অঞ্চলের সুন্দর একটা রাজপথ ধরে তারা পুবদিকে চলতে লাগলেন। *পঞ্জাব* মানে *পঞ্চ-নদের দেশ।* সিন্ধু, বিতস্তা বা ঝিলম্, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিপাশা—এই পাঁচ নদনদী নিয়ে পঞ্জাব। পশ্চিমে বয়ে চলা সিন্ধুনদকে গ্রহণ করার আকুল কামনায় চারটি নদী পূবমুখো হয়ে বয়ে চলেছে। পঞ্জাবের উর্বর সমতল ভূমির মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলার পর তারা সিন্ধুনদের সাথে একে একে মিলিত হয়েছে। যাত্রা শেষে সিন্ধুনদও শান্তিতে আর স্বেচ্ছায় বিশাল সমুদ্রে মিশে উদ্ধার পেয়েছে। যদিও সমুদ্রের অন্তিম গন্তব্যস্থলের রহস্য এখনও অজানা।

গেরুয়া নামাবলীর লেখার দিকে উল্লেখ করে শিব জানতে চাইলেন 'এই রাম ব্যাপারটা কি?'

শিব ও নন্দীর থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তিনজন সৈন্য

চলছিল। এমন দূরত্ব যাতে কোন কথা শুনতে পাওয়া যাবে না অথচ বিপদের গন্ধ পেলেই তাড়াতাড়ি সাহায্য করা যাবে। এটা মেলুহী সৈন্যবাহিনীর সাধারণ নিয়মের একটা অঙ্গ।

'প্রভু শ্রীরাম একজন সম্রাট ছিলেন যিনি আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন'—নন্দী উত্তরে জানাল। সে আরো জানাল 'তিনি প্রায় বারোশো বছর আগে জীবিত ছিলেন। তিনি আমাদের শাসনতন্ত্র, আইন, আদর্শ সবকিছুই তৈরি করে গেছেন। তাঁর রাজ্য *'রামরাজ্য'* নামে বিখ্যাত। *'রামরাজ্য* কথার মানে হল এমন এক স্বর্ণরাজ্য যেখানে সম্রাট সুশাসনের দ্বারা তার প্রত্যেক প্রজার নিখুঁত সুন্দর জীবন গড়ে দিতে পারেন। মেলুহা এখনও পর্যন্ত তাঁরই নীতি মেনে চলছে। জয় শ্রী রাম।'

'সত্যিই, তিনি একজন মানুষ ছিলেন বটে। এখানে একেবারে স্বর্গ গড়ে দিয়ে গেছেন।'

কথাগুলো বলার সময় শিব মিথ্যে বলেননি। তাঁর বিশ্বাস গড়ে উঠছিল যদি কোথাও স্বর্গ বলে কিছু থাকে তবে তা মেলুহার থেকে বিশেষ আলাদা হতে পারে না। এটা প্রাচুর্য্যে ভরা আর স্বর্গের মতো নিখুঁত এক দেশ। এই দেশ সুন্দর রীতিনীতি ও আইনের দ্বারা এমনভাবে শাসিত যেখানে প্রত্যেক মেলুহী—এমনকি সম্রাট ও তা মেনে চলেন। প্রায় আশী লক্ষ জনসংখ্যার দেশটিকে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে এখানে খাদ্য, স্বাস্থ্য ও অর্থের ছড়াছড়ি। এখানকার মানুষের গড়পড়তা বুদ্ধির মান অত্যন্ত ভালো। এরা একটু গম্ভীর হলেও প্রত্যেকেই খুব নম্র আর ভদ্র। এসব থেকেই বোঝা যায় যে এটা একটা নিখুঁত সমাজ যেখানে প্রত্যেকেই তার ভূমিকাটা জানে এবং সেটা ঠিক ভাবে পালন করে। তারা নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন ও সংস্কারবদ্ধ। যে সহজ সত্যটা শিবকে খুব নাড়া দিয়েছিল সেটা হল—পুরো সমাজটাই যদি নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় তাহলে কাউকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অধিকারের দাবীতে লড়াই করতে হয় না। কারুর না কারুর কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অধিকার রক্ষা পায়। প্রভু রাম অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন!

নন্দীর মতোই শিবও রামের প্রতি সম্মান দেখাতে উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠলেন 'জয় শ্রীরাম।'



ঘোড়াগুলোকে সরকারি ঘাটে বেঁধে রেখে সবাই ইরাবতী নদী পেরিয়ে হরিয়ুপা শহরের কাছে এসে উপস্থিত হল। *হরিয়ুপা* মানে *হরির শহর।* শিব দূর থেকে প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে হরিয়ুপা শহরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এপার থেকে নতুন করে পাওয়া বাহনে তিনজন সৈন্য পিছনে অপেক্ষা করছিল। শ্রীনগরের থেকে হরিয়ুপা বড় ও বাইরে থেকে দেখতে জমকালো শহর। শহরটাকে ভালো করে দেখার ইচ্ছেটা শিব দমন করলেন কারণ তাতে দেবগিরি পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে। শহরের পাশেই তিনি দেখলেন যে বিরাট জায়গা জুড়ে জমিকে সমতল ও উঁচু করা হচ্ছে। শহরকে বাড়িয়ে নতুন বসতি স্থাপন করার কাজ চলছে। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতেই এই বন্দোবস্ত।

এরা কেমন করে এমন নিখুঁত সমান ভাবে উঁচু জমি বানায় রে বাবা?

শিব ফেরার পথে জায়গাটা ভালো করে দেখবেন বলে মনে করে রাখলেন।

একটু দূরে নন্দী বেদীতে উঠতে যাচ্ছিল তার নতুন ঘোড়ায় চড়ার জন্য। এপারের সরকারি ঘাটের কর্তা জট্টা তখন তার সঙ্গে কথা বলছিল।

জট্টা বলছিল 'জ্রতকগিরি যাওয়ার রাস্তাটা এড়িয়ে যাবেন। গতকাল ওখানে সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করেছিল। সমস্ত ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলা হয়েছে আর গ্রামের মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছে। সাহায্যকারী সৈন্য পৌঁছনোর আগেই প্রতিবারের মতো সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যেতে পেরেছে।'

'অগ্নিদেবের দিব্যি, কবে আমরা ঘুরে দাঁড়াবো? আমাদের ওদের দেশ আক্রমণ করা উচিত?' নন্দী ভয়ংকর রেগে গিয়ে বলল।

জট্টা হাত মুঠো করে রাগে গর্জে উঠল 'ইন্দ্রদেবের দিব্যি, এই চন্দ্রবংশী সন্ত্রাসবাদীগুলোর একটাকেও যদি হাতে পাই তাহলে কুচিকুচি করে কেটে ফেলে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।'

নন্দী তাই শুনে বলল 'জট্টা, এমন কথা মনেও আনবেন না, আমরা হলাম সূর্য্যবংশী। এমন বর্বর চিন্তাভাবনা আমাদের শোভা পায় না।'

'ওরা কি যুদ্ধনীতি মেনে আমাদের আক্রমণ করে? আমাদের নিরস্ত্র মানুষদের ওরা কি মেরে ফেলে না?'

'এর মানে এই নয় যে আমরা ওদের নীতি অনুকরণ করবো, অধিপতি। আমরা হলাম মেলুহী।' নন্দী মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল।

শিবকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জট্টার মন শিবের দিকে ঘুরে গেল। তাই সে উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'উনি কি আপনার সঙ্গে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'উনি বর্ণের কোন তাবিজ পরেননি। নতুন অভিবাসী?'

শিবের সম্পর্কে জট্টার কৌতূহলে নন্দী অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল। সে বলল 'হ্যাঁ।'

শিবের গলার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে জট্টার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। 'আপনারা কি দেবগিরি যাচ্ছেন? শ্রীনগর থেকে আসা উড়ো খবর শুনলাম যে ......'

জট্টার কথায় বাধা দিয়ে নন্দী বলল 'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, অধিপতি জট্টা।'

কৌতূহলের বশে জট্টা আর কিছু করার আগে সে তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠে শিবের দিকে এগিয়ে গেল আর শিবকে তাড়া দিয়ে বলল 'আমাদের এবার যেতে হবে প্রভু।'

শিব কথাগুলো শুনছিলেন না। জট্টাকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে দেখে আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। হাত জোড় করে জট্টা শিবের দিকে তাকিয়েছিল। বিড়বিড় করে কি যে বলে যাচ্ছিল সেটা দূর থেকে বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু তার চোখ দিয়ে যে জলের ধারা নেমেছিল সেটা বুঝতে পারছিলেন। শিব মাথা নাড়িয়ে নিজের মনে বললেন 'কেন?'

'আমাদের এখনই যাওয়া উচিৎ প্রভু।' একটু জোরেই বলল নন্দী।

এইবার নন্দীর দিকে ফিরে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে তাঁর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।



সোজা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শিব বাঁ দিকে তাকিয়ে নন্দীকে দেখলেন। সে তার তেজী ঘোড়ায় চড়ে পাশেপাশেই চলেছে। পেছনে ঘুরলেন এবং দেখে অবাক হলেন না যে আগের মতোই তিনজন দেহরক্ষী নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে সঙ্গে চলেছে। বেশি কাছেও নয় বেশি দূরেও নয়। আবার নন্দীর দিকে ফিরে ভালো করে লক্ষ্য করলেন যে নন্দী যেগুলো পরে আছে সেগুলো নিছক অলংকার নয়। ডান হাতের মোটা বাহুতে সে দুটো তাবিজ পরে আছে। প্রথমটাতে সাংকেতিক রেখা যেটা শিব বুঝতে পারলেন না। দ্বিতীয়টাতে কোন জন্তুর চেহারা খোদাই করা—মনে হয় বৃষ। একটা সোনার হার থেকে ঝুলছে গোলাকার সূর্য্যের প্রতিরূপ—সূর্য্য থেকে রশ্মি বেরোচ্ছে। আরেকটি হার থেকে ঝুলছে বাদামী রঙের বীজের আকারের বস্তু, তার গায়ে খাঁজ কাটা।

নন্দীকে একটু খোঁচা দিয়ে শিব জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার গায়ে এই গয়নাগুলোর কি বিশেষত্ব আমায় বলবে? নাকি এটাও এ দেশের গোপন ব্যাপার?'

খুব আন্তরিকতার সঙ্গে নন্দী বলল 'অবশ্যই বলতে পারবো প্রভু।'

প্রথম তাবিজ—যেটা সোনালি রেশমী সুতো দিয়ে তার বিরাট বাহুতে বাঁধা ছিল, সেটা দেখিয়ে নন্দী বলল 'এই তাবিজ দিয়ে আমার জাতের বর্ণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রেখাগুলো দিয়ে *পরমাত্মা বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের* কাঁধ বোঝানো হচ্ছে। এর মানে আমি ক্ষত্রিয়।'

'আমি নিশ্চিত যে অন্য বর্ণের লোকেদের জন্যও আলাদা আলাদা সাংকেতিক রেখা আছে।'

'আপনি ঠিকই ভেবেছেন প্রভু—কি অসাধারণ বুদ্ধিমান আপনি।'

'না, আমি নই। আসলে তোমাদের সবকিছুই আগে থেকে বুঝে ফেলা যায়।'

নন্দী শুনে হাসতে লাগল। শিব বললেন 'তাদের গুলো কি রকম?'

'কাদের কি প্রভু?'

'ব্রাহ্মণ, বৈশ্য আর শুদ্রদের জন্য কি চিহ্ন?'

'বেশ, যদি চিহ্ন দিয়ে পরমাত্মার মাথাকে বোঝানো হয় তাহলে বুঝতে হবে ব্যবহারকারী একজন ব্রাহ্মণ। বৈশ্য বর্ণের লোকদের চিহ্ন পরমাত্মার উরু আর তাবিজে পরমাত্মার পায়ের চিহ্ন থাকলে পরিধানকারী হবে শুদ্র।'

'ভালো ব্যাপার দেখছি, তবে মনে হয় শুদ্ররা অনেকেই খুশি হয় না এই স্থান নির্বাচনের ব্যাপারটায়।' শিব ভুরু কুঁচকে বললেন।

নন্দী শিবের কথা শুনে খুবই আশ্চর্য্য হল। সে এটাও বুঝতে পারলো না চিরকালের এই বর্ণ প্রথার জন্য শুদ্রদের কেন সমস্যা হবে। শিবের সঙ্গে মতের মিল হবে না বলে সে চুপ করে রইল।

'আর অন্য তাবিজটা?' শিব জানতে চাইলেন।

'আমার চয়নিত জাতি বর্গ বোঝা যাবে এই দ্বিতীয় তাবিজ দেখে। প্রত্যেক চয়নিত জাতি-বর্গের লোক তার চরিত্র ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে। প্রত্যেক মেলুহী পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর অভিভাবকের পরামর্শ ও কাজের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করে। ব্রাহ্মণদের জন্য বিভিন্ন পাখীর চিহ্ন—তেমনি ক্ষত্রিয়দের জন্য বিভিন্ন জন্তুর চিহ্ন বেছে নেওয়া হয়। আবার বৈশ্যদের জন্য ফুল আর শুদ্রদের জন্য মাছের চিহ্ন বেছে নেওয়া হয়। কার্য-বন্টন-পরিষদ কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ভুক্তির কাজটা করে। নিজের উচ্চাশা আর দক্ষতা অনুযায়ী প্রত্যেককে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী চয়ন করতে হয়।

বেছে নেওয়া শ্রেণী যদি নিজের ক্ষমতার চেয়ে উচ্চতর হয়ে যায় এবং ঐ শ্রেণীর মান অনুযায়ী কার্যসিদ্ধি যদি না হয় তাহলে সারা জীবন নিজের প্রতি হতাশ হতে হয়। তেমনই নিম্নতর শ্রেণী বেছে নিলে নিজের দক্ষতার প্রতি সুবিচার করা হয় না। আমার এই তাবিজ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আমার চয়নিত জাতি—বর্গ বৃষ।'

'যদি কিছু মনে না কর তবে আমাকে বলবে কি তোমার এই ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে বৃষ দিয়ে কোন পদমর্যাদা বোঝানো হয়?'

'এটা সিংহ, বাঘ বা হাতির সমান পদমর্যাদার নয় আবার ইঁদুর বা শুয়োরের মতো পদমর্যাদারও নয়।'

'ভালো, কিন্তু জানোতো বৃষও সিংহ বা হাতীকে হারিয়ে দিতে পারে।' শিব হেসে বললেন। 'তা তোমার গলার হার থেকে যেগুলো ঝুলছে ওগুলো কি?'

'বাদামী বীজের মতো দেখতে এইটা হল সর্বশেষ মহাদেব রুদ্রদেবের প্রতীক। এটা জীবনরক্ষাকারী ও পুনর্জনমের একটা কবচ। দৈব অস্ত্র থেকেও এটা জীবনকে রক্ষা করে।'

'আর সূর্য্যর প্রতীকটা?'

'এটার মানে হল আমি *সূর্য্য বংশীয়* রাজার অনুগামী—যে রাজবংশ *সূর্য্যের উত্তরাধিকারী।*

'কি? সূর্য্য মাটিতে নেমে এল আর কোন রাণীকে .....' অবিশ্বাসী হয়ে শিব নন্দীকে ক্ষেপাতে চাইলেন।

নন্দী হেসে বলল 'মোটেও তা নয়। এর মানে আমরা সূর্য্য-পঞ্জিকা ব্যবহার করি ও সূর্য্য-ধর্ম পালন করি। বিষদভাবে বললে আমরা হলাম শক্তিমান ও অটল এক জাতি। আমাদের কথার নড়চড় হয় না, এমন কি জীবনের বিনিময়েও আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেষ্টা করি। আমরা আইন-কানুন ভাঙিনা। অসম্মানকারীর প্রতিও যথাযোগ্য সম্মান দেখাই। সূর্য্যর মতোই আমরা কারুর থেকে কিছু গ্রহণ করি না বরং সবসময়ে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। আমরা অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ। সূর্য্যবংশী হওয়ার দরুণ আমরা সততা, সাহসিকতা এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান।'

'ওরেব্বাবা এতকিছু! আচ্ছা আমি কি তাহলে ধরে নিতে পারি যে প্রভু রাম সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন?'

'অবশ্যই।' বলে গর্বে নন্দীর বুকটা ফুলে উঠল। 'তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ

সূর্য্যবংশীয় রাজা। জয় শ্রীরাম।'

শিবও বলে উঠলেন 'জয় শ্রীরাম।'



বিপাশা নদী পেরোবার জন্য নন্দী আর শিব একটা খেয়া নৌকায় উঠলেন। তিনজন সৈন্য ঘাটে অপেক্ষা করতে লাগল পরেরবার পার হওয়ার জন্য। বিপাশাই শেষ নদী যেটা পেরোলে দেবগিরি যাওয়ার সোজা রাস্তা পাওয়া যাবে। গতরাতে হওয়া অসময়ের বৃষ্টির জন্য খেয়াঘাটের পরিচালক ভাবছিলেন যে নৌকা পারাপার বন্ধ করবেন কিনা। তবে দিনের বেলায় আবহাওয়া একটু ভালো হওয়ায় খেয়াটা চালু রেখেছিলেন। শিব, নন্দী এবং আরো দুজন সহযাত্রীকে নিয়ে মাঝি নৌকা বেয়ে ওপারে যাত্রা করল। তাদের ঘোড়াগুলো রেখে দিয়ে এসেছিল ওপারের থেকে আবার নতুন ঘোড়া পাবে বলে।

যাত্রীরা নদীর অপর পাড়ের প্রায় কাছে চলে এসেছে এমন সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল আর তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। মাঝি প্রাণপণে নৌকা তীরে ভেড়াবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু নৌকাটা এমনভাবে নাচতে লাগল যেন সে ভয়ংকর প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেই দেবে। নিরাপত্তার কারণে গুঁড়িমেরে বসার কথা নন্দী শিবের দিকে ঝুঁকে বলতে গেল। কিন্তু সে নিজেই ঠিকমত পারলো না। তার অত্যাধিক দেহের ওজনের কারণে নৌকা ভীষণভাবে টাল খেলো ফলে নন্দী নৌকা থেকে জলে পড়ে গেল।

মাঝি নৌকাকে স্থির রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল যাতে বাকি যাত্রীরা ঠিক থাকে। এর ফাঁকেই উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে শাঁখ বাজিয়ে সে সামনের ঘাটে বিপদ সংকেত জানিয়ে দিল। সহযাত্রী দুজন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নন্দীকে রক্ষা করার কথা ভাবলেও তার বিশাল চেহারা দেখে ইতস্তত করতে লাগল। তারা জানতো যে নন্দীকে বাঁচাতে গেলে নিজেরাই ডুবে যাবে।

শিব একটুও দ্বিধা না করে তাড়াতাড়ি অঙ্গবস্ত্র পাশে ফেলে জুতোটা

খুলে ফেলেই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ নদীতে ঝাঁপ দিলেন। যত জোরে পারেন সাঁতার কেটে ডুবন্ত নন্দীর কাছে পৌঁছলেন। সব শক্তি দিয়ে নন্দীকে ডাঙার দিকে টেনে নিয়ে চললেন। যদিও জলে ভাসছিলো, নন্দী সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ভারী। শ্রীনগরের অভিবাসন শিবিরের প্রথম রাতের চেয়ে শিব নিজেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হিসেবে অনুভব করছিলেন বলে নন্দীকে বাঁচাতে পারলেন। নন্দীর পেছনে গিয়ে একহাতে ওকে জাপটে ধরে আরেক হাতে সাঁতার কেটে তীরের দিকে চললেন। নন্দীর অত্যাধিক ওজনের জন্য উদ্ধারের কাজটা খুবই কঠিন হওয়া সত্ত্বেও শিব মেলুহী অধিপতিকে তাড়াতাড়ি তীরে এনে ফেলতে সক্ষম হলেন। এর মধ্যেই ঘাটের থেকে আপৎকালীন উদ্ধারকারী দল এসে পড়ায় সকলে মিলে নন্দীর নিস্তেজ দেহটা ডাঙায় তুলল। ও অচেতন হয়ে গিয়েছিলো।

আপৎকালীন উদ্ধারকারী দলের লোকেরা এরপর এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া শুরু করল। একজন নন্দীর বুকের ওপর হাত দিয়ে দ্রুত ছন্দে পাঁচবার করে জোরে জোরে চাপ দিতে লাগল। সে থামলে আরেকজন নন্দীর ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করতে লাগল। তারা পুরো পদ্ধতিটা বারবার করে যেতে লাগল। কি যে হচ্ছে শিব বুঝতে পারছিলেন না তবে মেলুহী চিকিৎসাকর্মীদের জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন মুহূর্ত কাটার পর হঠাৎ নন্দী কেশে খানিকটা জল বের করে উঠে বসল। প্রথমে বোধহীন হয়েছিল কিন্তু তাড়াতাড়ি তার বোধ ফিরে আসতেই আচমকা শিবের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'প্রভু, আমার দিকে কেন ঝাঁপালেন? আপনার জীবন অনেক মূল্যবান। আমার জন্য আপনার ঝুঁকি নেওয়া উচিৎ হয়নি।'

শিব চমকে উঠে নন্দীর পিঠে হাত দিয়ে নরম সুরে বললেন 'তোমার এখন বিশ্রাম করা উচিৎ।'

শিবের কথায় সমর্থন জানিয়ে শুশ্রূষাকারী দুজন নন্দীকে খাটুলিতে শুইয়ে খেয়াঘাটের পাশেই বিশ্রামগারে নিয়ে গেল। নৌকার অন্য দুজন যাত্রী কৌতূহল

।নারা শিবকে লক্ষ্য করছিল। হাতের তাবিজ দেখে তারা বুঝেছিল মোটা লোকটা উচ্চপদস্থ সূর্য্যবংশী, তা সত্ত্বেও এই চিহ্নবিহীন উজ্জ্বল বর্ণের মানুষটাকে সে বলছিল 'প্রভু।' ভারি অদ্ভুত। তবে যাইহোক সৈন্যটি এখন নিরাপদ। তারা চলে যেতে শিব শুশ্রুষাকারীদের পেছনে পেছনে বিশ্রামাগারে ঢুকলেন।



অধ্যায় ৩

তিনি তাঁর জীবনে প্রবেশ করলেন

চিকিৎসকদের দেওয়া ওষুধের প্রভাবে নন্দীর বেশ কয়েক ঘন্টা আধচেতন অবস্থায় কাটল। শিব ওর পাশে বসে জ্বরে পুড়ে যাওয়া কপালে অনবরত জলপট্টি দিচ্ছিলেন জ্বর কমাবার জন্য। জ্বরের ঘোরে নন্দী ছটফট করছিল ও প্রলাপ বকছিল ফলে শিবের কাজটা আরো বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

'আমি বহুদিন ধরে খুঁজে চলেছি .... বহু-উ দিন .... একশো বছর ধরে .... নীলকণ্ঠকে খুঁজে পাব কোন দিন ভাবিনি .... জয় শ্রীরাম।'

নন্দীর প্রলাপে কান না দিয়ে শিব জ্বর কমানোর কাজে মন দিলেন। কিন্তু কয়েকটা কথা তাঁর কানে বাজলো।

ও একশো বছর ধরে খুঁজেছে?

শিব ভুরু কুঁচকে ভাবলেন।

জ্বরের জন্যে দেখছি হতভাগার মথাটাও কাজ করছে না! দেখে তো মনে হয় না বয়েস কুড়ির বেশি।

'আমি একশো বছর ধরে খুঁজে চলেছি' বলছিল *বিস্মৃতপ্রায়* নন্দী, 'আমি নীলকণ্ঠকে পেলাম ....'

কথাগুলো শুনে শিব মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে নন্দীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আবার জলপট্টি দিতে লাগলেন।

—  —

প্রায় ঘন্টা খানেক হল বিপাশা নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে শিব হাঁটছিলেন। নন্দীর বারণ সত্ত্বেও জায়গাটা চেনার জন্য বিশ্রামাগার ছেড়ে একলাই বেরিয়ে পড়েছিলেন। নন্দী বিপদমুক্ত হয়েছিল আর তাড়াতাড়ি সেরে উঠছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে অধিপতি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হয়ে যাত্রা করতে পারে। বিশ্রামাগারে শিবের সে রকম কিছু কাজ ছিল না ফলে বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। দু'জন রক্ষী তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত লেগেছিল কিন্তু বিরক্ত হয়ে শিব তাদের তাড়ালেন, 'তোমরা জোঁকের মতো আমার সঙ্গে লেগে থাকাটা কি থামাবে?'

বিপাশা নদীর ধারা কুলুকুলু শব্দে গান গেয়ে যেন শিবের চিত্তকে প্রশান্ত করে চলেছিল। ঠাণ্ডা মৃদু মধুর বাতাস তাঁর চুলের জটাকে নাড়া দিচ্ছিল। হাতটিকে তাঁর তলোয়ারের খাপের ওপর আলতো করে রাখলেও মনে অনবরত নানান প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল।

নন্দীর বয়স সত্যিই কি একশো বছরেরও বেশি? কিন্তু সেটা তো অসম্ভব। আর কি আশ্চর্য্য—এই পাগল মেলুহীদের কেনই বা আমাকে দরকার? ওই সরোবরের দিব্যি, আমার গলাটা কেনই বা এখনো এতো ঠাণ্ডা লাগছে?

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে রাস্তা পেরিয়ে একটা পরিষ্কার খোলা জমির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন তা শিব টেরই পাননি। তাঁর সামনেই এক অপূর্ব সুন্দর ভবন যা এর আগে কখনও দেখেননি। সম্পূর্ণ ভবনটি সাদা ও গোলাপি মর্মর পাথরে তৈরি। ভবনটির নিচ থেকে দৃষ্টিনন্দন অনেকগুলি সিঁড়ির ধাপ উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে একটি উঁচু বেদিতে যার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে কতকগুলি থাম। বেদীর ঠিক উপরে ছিল এক অলংকৃত বিশাল ত্রিভুজাকার চূড়া—যেটা ঈশ্বরকে নমস্কার জানাচ্ছে। ভবনটির প্রত্যেক স্থানে ভাস্কর্য খোদাই করা ছিল।

শিব মেলুহায় বেশ কয়েকদিন কাটিয়েছেন এবং এখনও পর্যন্ত যে সব ঘরবাড়ি দেখেছেন সেগুলি সবই কার্য উপযোগী ও ব্যবহারিক। কিন্তু এই

বাড়িটি অস্বাভাবিক রকমের ঝকঝকে। ঢোকার মুখে একটি ফলক জানাচ্ছে 'প্রভু ব্রহ্মার মন্দির'। মেলুহীরা যেন তাদের সকল সৃজনশীলতাকে ধর্মীয় স্থানের জন্যই সংরক্ষিত করে রেখেছে।

মন্দিরের উঠোনের খোলা জায়গাটাতে কিছু ফেরিওয়ালাদের জমায়েত দেখা যাচ্ছিল। কেউ কেউ ফুল বিক্রি করছিল আবার কেউ কেউ বিক্রি করছিল খাবার। আর অন্যরা পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় হরেকরকম জিনিসপত্র বিক্রি করছিলো। মন্দিরে ওঠবার আগে একটি ছোট দোকানে ভক্তদের চটিজুতো খুলে রাখার ব্যবস্থা ছিল। শিব তাঁর জুতো সেখানে খুলে রেখে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। মূল মন্দিরের ভেতরে ঢুকে স্থাপত্যশিল্পের মনোমুগ্ধকর অলংকরণ দেখে তিনি একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন।

'আপনি এখানে কি করছেন?'

শিব ঘুরে দেখলেন সে তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে একজন পণ্ডিত তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর কুঁচকে যাওয়া মুখটিতে ঝুলে থাকা লম্বা সাদা দাড়িটা দৈর্ঘ্যে যেন তার সাদা চুলের সাথে সমানমাপে এক হয়ে গেছে। তার পরনে গেরুয়া ধুতি ও অঙ্গবস্ত্র—শান্ত, সমাহিত চোখের ভাষাই বলে দিচ্ছে যে তিনি ইতিমধ্যেই নির্বাণ লাভ করেছেন, কিন্তু কিছু পবিত্র কর্তব্য পালনের উদ্দেশে তিনি পৃথিবীতে এখনও রয়েছেন। শিব উপলব্ধি করলেন যে মেলুহাতে দেখা এই পণ্ডিতই সত্যিকারের প্রথম বৃদ্ধ।

'দুঃখিত, আমি কি এখানে আসতে পারি না?' বিনম্রভাবে শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'অবশ্যই আপনি এখানে আসতে পারেন। ঈশ্বরের আলয়ে সকলেই আসতে পারে।'

শিব স্মিত হাসলেন। তিনি কিছু বলার আগেই পণ্ডিত আবার প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনার তো এই দেবতাদের প্রতি কোন বিশ্বাস নেই, তাই না?'

শিবের মুখের হাসি যত দ্রুত এসেছিল তত দ্রুত মিলিয়ে গেল।

এই কথাটা ব্যাটা জানলো কেমন করে?

শিবের চোখে এই প্রশ্নটি দেখে পণ্ডিত তার উত্তর দিলেন। 'যারাই এই মন্দিরে আসে তারা শুধুমাত্র ব্রহ্মার মূর্তিটার দিকেই তাকিয়ে থাকে। প্রায় কেউই লক্ষ্য করে না এই সুন্দর মন্দিরের নির্মাতাদের শ্রম ও প্রতিভাকে। কিন্তু একমাত্র আপনারই চোখ আছে মন্দির নির্মাতাদের কাজের প্রতি। আপনি একবারের জন্যেও মূর্তিটার দিকে তাকান নি।'

শিব ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন 'আপনি ঠিক অনুমান করেছেন। আমি সাঙ্কেতিক দেব-দেবীদের বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস ঈশ্বর সত্যিই আমাদের চারপাশে রয়েছেন—নদীর জলধারায়, গাছের মর্মরতায়, বাতাসের গুঞ্জনে। তিনি সবসময়ই কথা বলেন আমাদের সাথে। আমাদের কাজ হল তাঁর কথা শোনা। যাইহোক, আমি যদি আমার ব্যবহারে আপনাদের দেবতাকে শ্রদ্ধা না দেখিয়ে কোন রকম আঘাত দিয়ে থাকি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

'বন্ধু, আপনাকে এর জন্যে কোন ক্ষমা চাইতে হবে না।' স্মিত হেসে বললেন পণ্ডিত। 'আপনার ঈশ্বর' বা 'আমার ঈশ্বর' বলে কিছু নেই।' 'সব আস্তিকতারই উৎস এক। শুধুমাত্র প্রকাশেই তার ভিন্নতা। তবে আমার মনে হয় কোনও একদিন আপনিই সেই মন্দির খুঁজে পাবেন যেখানে শুধু প্রার্থনার জন্যই যাওয়া হয়, তার সৌন্দর্য্যের গুণগান করতে নয়।'

'সত্যিই? সেটা কোন মন্দির হতে পারে?'

'আপনি সেটা খুঁজে পাবেন যখন আপনার সময় আসবে—বুঝলেন বন্ধু?'

কেন যে এই মেলুহীরা সব সময় অদ্ভুত হেঁয়ালী করে কথা বলে?

শিব নম্রভাবে মাথা নাড়লেও পণ্ডিতের কথাগুলিকে তিনি যে সত্যিই অন্তরে অনুভব করেন নি তা তাঁর মুখের ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তিনি ভাবলেন এই মন্দির থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, তাঁর এখানে থাকার আর কোন মানেই হয় না।

'পণ্ডিতজী, এখন আমায় বিশ্রামাগারে ফিরে যেতে হবে। তবে আমি খুবই উৎসুক আমার ভবিষ্যতের মন্দিরটাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে। আপনার সাথে আলাপ করে খুব ভালো লাগল' এই বলে শিব নত হয়ে তাঁর

পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

শিবের মাথায় হাত দিয়ে পণ্ডিত মৃদুস্বরে বললেন 'জয় গুরু বিশ্বামিত্র, জয় গুরু বশিষ্ঠ'।

শিব উঠে দাঁড়ালেন। ঘুরে নিচে নামতে থাকলেন। শিব তাঁর থেকে দূরে চলে যাওয়ার পর পণ্ডিত প্রশংসার হাসি হেসে ফিসফিস করে বললেন 'আমার বেশ ভালোই লাগল—কর্মসাথী।' তিনি এক সহযাত্রীকে চিনে ফেলেছিলেন।



শিব জুতোর দোকানে পৌঁছে জুতো পরে নিয়ে দোকানদারকে একটি মুদ্রা দিতে চাইলেন। দোকানদার বিনম্রভাবে তা নিতে অস্বীকার করলো। 'ধন্যবাদ শ্রীমান, কিন্তু এই পরিষেবা মেলুহার সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া। এর জন্য কোন মূল্য লাগবে না।

শিব হেসে বললেন, 'ঠিক আছে! তোমরা সবকিছুর জন্যই কোন না কোন ব্যবস্থা করে রেখেছ। ধন্যবাদ'।

দোকানদারটি হেসে বলল, 'আমরা শুধুমাত্র আমাদের কর্তব্য পালন করছি, শ্রীমান।'

শিব মন্দিরের সিঁড়িগুলির দিকে ফিরে এলেন। সেখানে বসেই তিনি প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলেন, এবং সেখানকার নির্মল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরিপ্লুত হলেন। ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। যে মুহূর্তটার জন্য প্রতিটা অপরিণত হৃদয় আকাঙ্খিত হয়ে থাকে। ঠিক সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তেই আত্মা যেন আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরে তার পূর্বজন্মের সবচেয়ে পবিত্র স্মৃতিকে। দ্বিতীয়ত, দেব-দেবীদের চক্রান্তের জন্য কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক সৌভাগ্যবান মানুষই এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। সেই মুহূর্তটা—যখন তিনি তাঁর জীবনে প্রবেশ করেন।

তিনি রথের উপরে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলিকে নিপুণ হাতে চালনা করে নিয়ে আসছিলেন মন্দিরের উঠোনে—তাঁর মহিলা সঙ্গীটি রথের উপরে লোহার বেড়া ধরে দাঁড়িয়েছিল। যদিও তাঁর ঘনকালো চুলের খোঁপাটি ছিল নিচের

দিকে বাঁধা, কিন্তু অবিন্যস্ত কিছু চুল বাতাসে উড়ছিল যেন কত্থক নৃত্যের মনোরম ভঙ্গিমায়। তাঁর তীব্র আকর্ষণীয় নীল নয়ন দুটি এবং তামাটে রঙের জন্য যেন দেবীদের ঈর্ষার উদ্রেক করছিলো। তাঁর শরীরটি সংযমীভাবে লম্বা অঙ্গবস্ত্রর দ্বারা আবৃত থাকলেও, অঙ্গবস্ত্রের ভেতরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপূর্ব সূক্ষ্ম ভাঁজগুলি শিবের কল্পনার আগুন জ্বালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁর নিখুঁত মুখমণ্ডল মনোসংযোগের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য বহন করছিল যখন তিনি দক্ষতার সঙ্গে রথটিকে চালনা করে জায়গায় এনে রাখলেন। তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসীভাবে রথ থেকে নেমে এলেন। এই স্থির আত্মবিশ্বাসও তাকে রাখতে পারছিল না তার স্ববিরোধী গর্বিত ভাবকে। তাঁর হাঁটাচলাই বলে দিচ্ছিল যে তিনি সম্ভ্রান্ত। কেউ তাকালেই বুঝতে পারতো যে তিনি স্বতন্ত্র কিন্তু বাসনাহীন নন। শিব মন্ত্র মুগ্ধের মত তার চলে যাওয়াকে লক্ষ্য করছিলেন—যেন এই পৃথিবীর এক উত্তপ্ত কণা আকাশে কোনও বর্ষার মেঘকে সরে যেতে দেখছে।

আমার প্রতি করুণা করো।

'দেবী, আমার এখনও মনে হয় আপনার এখানে সম্পূর্ণভাবে একা আসা উচিত হয় নি,' সঙ্গিনী বলল।

উত্তরে তিনি বললেন, 'কৃত্তিকা, অন্যরা কেউই এই নিয়মটা জানে না বলে আমরা তো আর তা অগ্রাহ্য করতে পারি না। প্রভু শ্রীরাম পরিষ্কার বলেছিলেন যে বছরে অন্ততঃ একবার কোনও ভক্তিমতী নারীকে ভগবান ব্রহ্মার মন্দির অবশ্যই দর্শন করতে আসা উচিত। আমার দেহরক্ষীদের যাই অসুবিধে থাক, আমি সেই নিয়মকে ভাঙতে পারি না।'

শিবের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভদ্রমহিলা লক্ষ্য করলেন যে শিব তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর সুন্দর কমনীয় ভ্রুজোড়া বিস্ময় ও বিরক্তিতে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করল। শিব তাঁর দৃষ্টিকে সরিয়ে নিতে চাইলেও বুঝতে পারলেন যে চোখদুটি আর তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। কৃত্তিকাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভদ্রমহিলা উপরে উঠে যেতে লাগলেন।

মন্দিরের উপরে সবচেয়ে উঁচু সিঁড়ির ধাপটায় উঠে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন

যাতে সেই চিহ্নবিহীন অভিবাসীকে একটু দূর থেকে দেখতে পান যে তখনও তার দিকে নির্লজ্জের মত তাকিয়েছিল। মূল মন্দিরে ঢোকার আগে তিনি বিড়বিড় করে কৃত্তিকাকে বললেন, 'যত সব অচেনা বর্বর অভিবাসী! আমরা নাকি এদের মধ্যেই আমাদের রক্ষাকর্তাকে খুঁজে পাব!'

শিব আবার নতুন করে শ্বাস নিতে পারলেন সেই ভদ্রমহিলা তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর। তিনি মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলেন তাঁর বুদ্ধিমত্তাকে ফিরে পেতে, কিন্তু তাঁর অসহায় ও আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া মন এক স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিল—তাঁকে আরও একবার না দেখে তিনি এই মন্দির থেকে যাবেন না। তিনি আবার সিঁড়িতে বসে পড়লেন। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি চারপাশ ভালো করে লক্ষ্য করলেন যা এতক্ষণ সেই ভদ্রমহিলার উপস্থিতিতে পবিত্র হয়ে ছিল। রাস্তার বাঁদিকে আবার তাকালেন যেখান থেকে তিনি ঢুকেছিলেন—বটগাছটির পাশে দাঁড়ানো শশা বিক্রেতাটির পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

আচ্ছা—শশা বিক্রেতাটি নিজের শশা বিক্রী করছে না কেন? সে যেন শুধুই মন্দিরের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। যাই হোক, ঐসব কিছু নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই।

মন্দিরের আঙ্গিনার মাঝখানে যেখানে ফোয়ারাটা রয়েছে, যেখানে বাঁদিকে তিনি তাঁর রথটিকে ঘুরিয়ে রেখেছিলেন, শিব সেই পথের দিকে তাকালেন। সে পথটা আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে বাগানে যেখানে এক মেষপালক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আচ্ছা—মেষপালকের ভেড়াগুলি কোথায়?

শিব সেই পথটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন যেখানে রথটি রাখা হয়েছে। রথের ঠিক পাশেই—একজন মানুষ ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যে কোনও দুর্বোধ্য কারণে মন্দিরের ভেতরে ঢোকে নি। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেষপালকের দিকে ঈষৎ মাথা নাড়লো। শিব এ পর্যন্ত যে সব ঘটনা দেখেছেন সেগুলিকে জুড়ে ভাবার আগেই তিনি আবার তাঁর উপস্থিতি অনুভব করলেন। তখনই ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই ভদ্রমহিলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে

আসছেন, পিছনে রয়েছে তাঁর নীরব সঙ্গী কৃত্তিকা। এই অসভ্য, চিহ্নবিহীন ও অবশ্যই বিদেশী মানুষটা এখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে তিনি শিবের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দৃঢ় ও কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্ষমা করবেন। আপনার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

'না, না, কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আমার শুধু মনে হচ্ছে আমি এর আগে কোথাও আপনাকে দেখেছি,' হড়বড় করে শিব উত্তর দিলেন।

ভদ্রমহিলা ঠিক কি ভাবে এর উত্তর দেবেন বুঝতে পারলেন না। এটা সম্ভবত মিথ্যে হলেও বলার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। তিনি কিছু প্রতিক্রিয়া করার আগেই কৃত্তিকা রেগে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এর চেয়ে ভালো কিছু বলতে পারলেন না?'

শিব এর যথার্থ জবাব দিতে যাবার আগেই শশাবিক্রেতার দ্রুত চলাফেরা দেখে সতর্ক হলেন। শিব ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে সে তার শাল একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে একটি তলোয়ার বার করল। মেষপালক ও রথের পাশে দাঁড়ানো লোকটাও তলোয়ার নিয়ে প্রথাগত যোদ্ধার ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে শিব তাঁর তলোয়ার বার করলেন এবং পেছনে দাঁড়ানো মোহের পাত্রীকে রক্ষা করার জন্য বাঁ হাতটা বাড়ালেন। তিনি কিন্তু কুশলতার সাথে শিবের ছড়িয়ে দেওয়া হাতটির একপাশে চলে গিয়ে তাঁর অঙ্গবস্ত্রের ভাঁজের মধ্যে থেকে নিজের তলোয়ারটি বার করলেন।

শিব বিস্মিত হয়ে এক পলকের জন্য তাঁর দিকে তাকালেন এবং প্রশংসার হাসি হাসলেন। তিনিও ঠিক সেই মুহূর্তে শিবের দিকে ফিরে তাকালেন। কৃতজ্ঞতায় ও খানিক অপ্রত্যাশিতভাবেই জুটি বাঁধলেন।

তিনি মৃদুস্বরে কৃত্তিকাকে বললেন, 'দৌড়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে যাও। ওখানেই থাক, যতক্ষণ না এটা শেষ হয়।

কৃত্তিকা প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কিন্তু দেবী ....'।

'এখনই।' তিনি আদেশ করলেন।

কৃত্তিকা ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে চলে গেল। শিব এবং ভদ্রমহিলা এক অপরের দিকে পিছন ফিরে প্রচলিত এক রক্ষণাত্মক জুটির ভঙ্গিমায়

দাঁড়ালেন যাতে যে কোন দিকের আক্রমণের জবাব দিতে পারেন। তিনজন আক্রমণকারী ঝাঁপিয়ে পড়ল। আরও দুজন গাছগুলির পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যদের সঙ্গে যোগ দিল। শিব মেষপালককে এগিয়ে আসতে দেখে তলোয়ারটিকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে উঁচু করে ধরলেন। মেষপালকের মরণাঘাত করার জন্য প্রলুব্ধ হওয়া উচিত ছিল এবং জবাবে শিবেরও উচিত ছিল তলোয়ার উচিয়ে মেষপালকের বুকে বিদ্ধ করে দেওয়া।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে মেষপালক শিবের দেওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, অন্যদিকে সরে গেল। সে শিবের কাঁধে আঘাত করার চেষ্টা করল। শিব তাঁর ডান হাতটি উপরে তুলে অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণভাবে তলোয়ারটিকে ঘোরালেন, এবং মেষপালকের শরীরে গভীর আঘাত করলেন। যেই মেষপালক পেছনে সরল আরো একজন আক্রমণকারী ডান দিক থেকে শিবের সামনে চলে এল। সে একটু দূর থেকে তলোয়ার চালাতে লাগল। এটা খুব একটা কাজের কাজ বলে মনে হল না কেন না এতে শিবের খুব বেশি আঘাত লাগলো না। আঘাত এড়ানোর জন্য একটু পিছনে সরে গিয়ে শিব তার তলোয়ারটিকে নিপুণ ভাবে নিচু করে গভীর আঘাত করলেন আক্রমণকারীর উরুতে। প্রবল যন্ত্রণায় চিৎকার করে আক্রমণকারীও পিছনে সরে গেল। এরপর আবার একজন আক্রমণকারী বাঁদিক থেকে তাঁর সামনে আসতেই শিব বুঝতে পারলেন যে এটা সত্যিই এক অদ্ভুত আক্রমণ।

আক্রমণকারীদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা কি করতে চায় তা ওরা জানে। তারা যে সকলেই ভালো যোদ্ধা এটা বোঝা গেলেও তারা যে এক অদ্ভুত পরিহারের নৃত্যে মেতে আছে সেটাও বোঝা যাচ্ছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল না যে তারা কাউকে মারতে চায়। কেবলমাত্র আঘাত করতে চায়। তারা নিজেকে এমনভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল যে অতি সহজেই তারা পরাস্ত হচ্ছিল। শিব আরো একবার তাঁর বাঁদিক থেকে আসা আক্রমণকারীর আক্রমণকে ঠেকালেন এবং তাঁর তলোয়ারটি হিংস্রভাবে আক্রমণকারীর কাঁধের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। শিব তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে কাঁধে বিদ্ধ হয়ে থাকা তলোয়ারটিকে বাঁ-হাত দিয়ে বের করে নিতেই সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে আক্রমণকারীরা

রণক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারা সকলেই আহত হওয়ার যন্ত্রণায় এত কষ্ট পাচ্ছিল যে তাদের পক্ষে আর লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

হঠাৎই এক দৈত্যাকৃতি মানুষ তার দুহাতে দুটি তলোয়ার নিয়ে গাছের পেছন থেকে দৌড়ে এল। সেই মানুষটি আপাদমস্তক কালো পোষাকে আচ্ছাদিত ও তার মুখটিও লুকানো কালো রঙের একটা অবিকল মানুষের মুখের মত দেখতে মুখোশের মধ্যে। দেখা যাচ্ছিল কেবলমাত্র তার তাজা শক্তিশালী হাত দুটি এবং অনুভূতিহীন বাদামের মতন চোখ দুটি। সে শিব এবং ভদ্রমহিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং চিৎকার করে তার অনুগামীদের নির্দেশ দিল। বিরাট দেহের জন্য দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধ না করতে পারলেও দুটি বাহুর অসাধারণ দক্ষতার দ্বারা সেই অক্ষমতাকে সে ঢেকে দিচ্ছিল। শিব তাঁর চোখের কোণ দিয়ে দেখলেন অন্যান্য আক্রমণকারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা আহতদের তুলে নিয়ে সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল। আচ্ছাদিত মানুষটি অসাধারণভাবে পাহারাদারের ভঙ্গিতে যুদ্ধ করছিল যখন তার অনুগামীরা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছিল।

শিব বুঝতে পারলেন যে লোকটার মাথার ঢাকাটার জন্য দুপাশের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হতে পারে এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। শিব তাঁর বাঁদিকে সরে গিয়ে ভয়ংকরভাবে তলোয়ার চালাতে লাগলেন এই আশায় যে পিছন দিকে তাকে আক্রমণে ব্যস্ত রাখলে উল্টোদিক থেকে ভদ্রমহিলা তার কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে পাবেন। কিন্তু তার দেওয়া এই চালটার জন্য প্রতিপক্ষ প্রস্তুত ছিল। তাই যেই শিব একটু পিছোলেন, সে তার ডান হাতের দক্ষ কায়দায় শিবের তলোয়ারের আঘাতকে ঠেকিয়ে দিল। শিব লক্ষ্য করলেন যে মুখোশধারীর ডান হাতে একটি চামড়ার পট্টি রয়েছে। তার উপর একটি তীক্ষ্ণ চিহ্ন দেওয়া। শিব আবার তার তলোয়ারটিকে মুখোশধারীর পিছন দিকে চালালেন, কিন্তু সে অতি সহজেই একপাশে সরে গিয়ে শিবের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল। এবার তার বাঁ-হাত দিয়ে পাশ থেকে ভদ্রমহিলার মারাত্মক তলোয়ারের আঘাতকে ঠেকিয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিল। সে নিজেকে যথেষ্ট দূরে নিয়ে গেল যাতে আত্মরক্ষা করা যায় এবং একই সঙ্গে শিব ও ভদ্রমহিলা এই দুজনের সাথেই লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায়।

হঠাৎ করেই আচ্ছাদিত মানুষটি যেন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া মনস্থ করল। তার দুহাতের তলোয়ার শিব ও ভদ্রমহিলার দিকে তাক করে সে পিছোতে থাকলো। তার সঙ্গীরা সকলেই গাছগুলির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। একটি নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে সে ঘুরে সঙ্গীদের পিছনে দৌড়ালো। শিব তার পিছনে ধাওয়া করার কথা চিন্তা করলেও অবিলম্বে তা থেকে নিজেকে নিরত করলেন। তিনি হয়তো কোন ফাঁদে পড়ে যেতেন।

শিব সেই মহিলা যোদ্ধার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং জানতে চাইলেন, 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।' তিনি মাথা নেড়ে জানালেন। তারপর বিষণ্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আহত হয়েছেন?'

'গুরুতর কিছু নয়। বেঁচে যাব।' মুচকি হেসে শিব বললেন।

ইতিমধ্যেই, কৃত্তিকা মন্দিরের সিঁড়িগুলি দিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করল, 'দেবী, তুমি ঠিক আছো তো?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। এই বিদেশীর সাহায্যে।' তিনি বললেন।

শিবের দিকে ঘুরে কৃত্তিকা বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মহিলাকে সাহায্য করেছেন।'

শিবের কানে এইসব কথাগুলি যাচ্ছিল না। তিনি যেন আবিষ্ট হয়ে একদৃষ্টিতে কৃত্তিকার কর্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলেন। কৃত্তিকা দেখে কষ্ট করে তার হাসি চাপল।

অভিজাত মহিলাটি অস্বস্তিতে তার চোখ সরিয়ে নিলেন, কিন্তু বিনম্রভাবে বললেন, 'দুঃখিত, কিন্তু আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমাদের এর আগে কখনও দেখা হয় নি।'

'না তা নয়', বলে হাসলেন শিব, 'আসলে আমাদের সমাজে সাধারণতঃ মহিলারা যুদ্ধ করেন না। আপনি একজন মহিলা হয়েও বেশ ভালোভাবে তলোয়ার চালনা করেছেন।'

এ বাবা! সব ভুলভাল বেরিয়ে গেল।

'কী বললেন?' তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন। *একজন মহিলা হয়ে* এরকম মন্তব্যে ব্যথিত হয়ে, প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'আপনি একজন বর্বর হয়েও খুব একটা খারাপ লড়াই করেননি।'

'খুব একটা খারাপ? আমি একজন অনন্যসাধারণ তলোয়ারবাজ। আপনি কি আমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখবেন?' শিব বললেন।

আরে দূর ছাই! আমি কি বলে চলেছি? আমি তো ওকে এ রকমভাবে প্রভাবিত করতে পারব না।

তাঁর মুখে আবার উন্নাসিকতার ছাপ ফিরে এলো। তিনি বললেন 'আমার আপনার সঙ্গে লড়াই করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই বিদেশী।'

'না, না, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই নি। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে আমি বেশ ভালোভাবেই তলোয়ার চালনা করতে পারি। আমি অন্য কাজও ভালোই পারি। কিন্তু কথাগুলো কিরকম গুলিয়ে গেল। আপনি যেভাবে নিজের হয়ে লড়ছিলেন আমার ভালো লাগলো। আপনি একজন খুব ভালো তলোয়ারবাজ। মানে মহিলা তলোয়ারবাজ। সত্যিই, আপনি এমন একজন নারী ....', গদগদ স্বরে বলে চললেন শিব, তাঁর সম্বন্ধে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি খেই হারিয়ে ফেললেন—ঠিক যখন তার সেটারই সবথেকে বেশি প্রয়োজন।

কৃত্তিকা, দুজনের ভাবভঙ্গি দেখে মাথা নেড়ে হাসল। অন্যদিকে তার কর্ত্রী এই বিদেশীকে শাসন করতে চাইছিল তাকে বলা অবাঞ্ছিত কথাগুলোর জন্য। কিন্তু সে তার জীবন বাঁচিয়েছে। সে মেলুহীদের আচরণবিধি মানতে বাধ্য। 'বিদেশী, আপনাকে ধন্যবাদ সাহায্য করার জন্য। আমি আপনার কাছে আমার জীবনের জন্য ঋণী এবং এর জন্য আপনার প্রতি কখনও অকৃতজ্ঞ হব না। যদি কখনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমাকে ডেকে পাঠাবেন।'

'যদি আমার কোন প্রয়োজন নাও থাকে, আমি কি আপনার সঙ্গে যোগাযাগ করতে পারি?

ছিঃ এ সব আমি কী বলছি?

তিনি তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন এই চিহ্নবিহীন বিদেশীটির দিকে, যে নিজের

জায়গা সম্পর্কেই স্পষ্ট করে জানে না। অমানুষিক প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে সংযত করলেন এবং মাথা নুইয়ে বললেন, 'নমস্কার।'

কথাটা বলেই সেই আভিজাত মহিলা সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। কৃত্তিকা তখনও শিবের দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কিন্তু, তার কর্ত্রী চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন দেখে সেও তাড়াতাড়ি তার কর্ত্রীর পিছনে চলতে লাগলো।

'অন্ততঃ আপনার নামটা তো আমাকে বলে যান।' শিব তাদের সাথে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন।

ভদ্রমহিলা শিবের দিকে ঘুরে আরো গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকালেন।

'দেখুন, আমি আপনাকে কি ভাবে খুঁজে পাব যদি আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়?' শিব আন্তরিক ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

মুহূর্তের জন্য হলেও তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। অনুরোধটা মনে হল যুক্তিপূর্ণ। কৃত্তিকার দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন।

'আমাদের দেবগিরিতে পাবেন। ওখানকার যে কোন লোককে সতী দেবীর কথা জিজ্ঞাসা করবেন।' শিবের প্রশ্নের উত্তরে বলল কৃত্তিকা।

'সতী ......' এই স্বর্গীয় নামটাকে শিব তার জিভে সম্পূর্ণভাবে উচ্চারণ করে বললেন। 'আমার নাম শিব।'

'নমস্কার শিব, আমি কথা দিচ্ছি, আমার কথা সম্মানের সঙ্গে পালন করব—যদি কখনও আপনার প্রয়োজন হয়।' এই বলে সতী ঘুরে দাঁড়ালেন এবং রথে গিয়ে উঠলেন, সঙ্গে কৃত্তিকা।

অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রথটিকে ঘুরিয়ে, পেছনদিকে একবারও ভ্রূক্ষেপ না করেই, সতী তাঁর ঘোড়াগুলিকে সম্মুখে চালনা করতে করতে মন্দির থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন।

শিব চলে যাওয়া রথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। রথটি চলে যাওয়ার পর পথের ধূলিকণাগুলির দিকে চরম ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তার স্পর্শে যেন এই ধূলাকণাগুলি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান হয়ে

উঠেছিলো।

আমার মনে হয় এই দেশটাকে আমার বেশ ভালো লাগবে।

তাঁর যাত্রাপথে শিব এই প্রথম সানন্দে মেলুহীদের রাজধানীতে যাওয়ার প্রতীক্ষায় রইলেন। তিনি হেসে বিশ্রামাগারের দিকে রওনা হলেন।

দেবগিরিতে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।



অধ্যায় ৪

দেবতাদের নিবাস

নন্দী উদ্বিগ্ন হয়ে শিবের দিকে দৌড়ে এল এবং তাঁর ক্ষতগুলো দেখে জিজ্ঞাসা করল 'কি হয়েছে? আপনাকে কে আক্রমণ করেছিল?'

শিব বললেন 'শান্ত হও, নন্দী। নদীর ঘটনার পর তোমার অবস্থা যা হয়েছে তার চেয়ে আমার অবস্থা ভালো। হাল্কাভাবে কয়েক জায়গায় শুধু কেটে গেছে। গুরুতর কিছু নয়। চিকিৎসকরা ক্ষতস্থানে ঠিকমত ওষুধপত্তর লাগিয়ে দিয়েছেন, আমি ঠিক আছি।'

'আমি খুবই দুঃখিত প্রভু—আপনাকে একা ছাড়া উচিৎ হয়নি—এটা সম্পূর্ণ আমারই দোষ। কখনো আর এমনটি হবে না। হে প্রভু আমায় ক্ষমা করে দিন।'

শিব নন্দীকে জোর করে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললেন 'তোমার দোষ হতে যাবে কেন? ক্ষমা করারও কিছুই নেই। শান্ত হও। এই অবস্থায় অতিরিক্ত উত্তেজনা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।'

নন্দী একটু শান্ত হল। শিব বলে চললেন 'যাই হোক আমার একবারও মনে হয়নি যে আক্রমণকারীরা আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল, এটা কিন্তু বেশ অদ্ভুত ব্যাপার।'

'আমাদের?'

'হ্যাঁ, দুজন ভদ্রমহিলাও জড়িত ছিলেন।'

'কিন্তু আক্রমণকারীরা কারা ছিল?' জিজ্ঞাসা করে নন্দী থেমে কি একটা চিন্তা করে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আক্রমণকারীরা গলার হারে কোনো

অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন পরেছিল?'

শিব একটু ভেবে নিয়ে বললেন 'না, তবে একজন ছিল অন্যরকমের তলোয়ার বাজ, ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অসিযোদ্ধা। মাথা থেকে পা অবধি তার কালো পোষাকে ঢাকা, মুখও মুখোশে ঢাকা। আমি দেখেছি তোমাদের ঐ *রঙের উৎসবে* যেমন মুখোশ পরো তেমন। কি যেন উৎসবটা?'

'হোলি প্রভু?'

হ্যাঁ হোলির মতো মুখোশ। যাইহোক, তার চোখ আর হাতটাই শুধু দেখতে পেতে। তার একমাত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল অদ্ভুত চিহ্ন আঁকা একটা চামড়ার কব্জি বন্ধনী।'

'কেমন চিহ্ন প্রভু?'

শিব লেখার জন্য তালপাতা আর কাঠকয়লার লেখনি নিয়ে চিহ্নটা আঁকলেন।



নন্দী ভুরু কুঁচকে বলল 'ওটাতো বহু প্রাচীন চিহ্ন যেটা কিছু মানুষ ওম শব্দের জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু এখন কারা এটা ব্যবহার করছে?

'ওম্?'

'হে প্রভু, ওম্ আমাদের ধর্মের পবিত্রতম শব্দ প্রকৃতির আদি শব্দ, জগতের স্তব। এতই পবিত্র যে বহু যুগ ধরে লেখা হয়নি পাছে অপবিত্র হয়ে যায়।'

'তাহলে কেমন করে এর উদ্ভব হল?'

'সম্রাট ভরত এটা করেন। একজন মহান শাসক যিনি অনেক হাজার

বছর আগে সারা ভারত জয় করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক বিরল *চন্দ্রবংশী* যার নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। চিরস্থায়ী যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে তিনি এক *সূর্য্যবংশী* রাণীকে বিবাহ করেছিলেন।'

'কারা এই *চন্দ্রবংশী?*' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওদের কথা চিন্তা করাও রীতিবিরুদ্ধ। ওরা চন্দ্রবংশী রাজার অনুগামী, যে রাজা *চন্দ্রের উত্তরাধিকারী*।'

'আর তারা চন্দ্র-পঞ্জিকা মেনে চলে?'

'অবশ্যই প্রভু। ওরা অসাধু, অবিশ্বাসী, অলস এক জাত, যাদের মধ্যে কোনো রীতিনীতি ও সততার বালাই নেই। ওরা কাপুরুষ, তাই ক্ষত্রিয়ের মতো আক্রমণ করে না। এমনকি ওদের রাজাও একজন হিংসুটে আর বিকৃত মানুষ। *চন্দ্রবংশীরা* মনুষ্যজাতির কলংক।'

'কিন্তু ওম্ চিহ্নর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

'বলছি, সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশীদের মধ্যে মিল করার জন্য ভরত এই চিহ্নের উপস্থাপনা করেছিলেন। চিহ্নর ওপরের সাদা অংশটি *চন্দ্রবংশী*-র প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



নিচের লাল অংশটি *সূর্য্যবংশী*-র প্রতীক।



দুই অংশের মধ্যে থেকে যে কমলা অংশ বেরিয়েছে সেটা দুই জাতির সম আদর্শ ও নীতির প্রতীক।



চিহ্নের ডানদিকের চন্দ্রকলা হল বিদ্যমান চন্দ্রবংশী প্রতীক।



তার ওপর সূর্য্য হল বিদ্যমান সূর্য্যবংশী প্রতীক।



ঈশ্বরের আশীর্বাদেই যে এই সন্ধি হয়েছিল তার মহত্ব প্রচারের জন্যই ভরত আদেশ নিয়েছিলেন যাতে এই প্রতীকচিহ্নকে প্রাচীন শব্দ ওম হিসাবে উচ্চারণ করা হয়।'

'তারপর কি হল?'

যা হয়—ভাল রাজার সঙ্গে সন্ধিও শেষ হয়ে গেল। ভরতের প্রভাব কেটে যেতেই চন্দ্রবংশীরা তাদের পুরোনো পথে ফিরে গেল আর যুদ্ধও আবার শুরু হয়ে গেল। এই চিহ্ন সকলে ভুলে গেল। 'ওম' ও আগের মতো অলিখিত একটা শব্দ হয়ে রয়ে গেল।'

'ওই পোষাকে ঢাকা লোকটার কব্জি বন্ধনীর চিহ্নটা কিন্তু রঙিন নয়—কালো ছিল। আর চিহ্নর অংশগুলোও রেখার মতো নয় বরং দেখতে তিনটে ধারালো ফলার মতো।'



বিস্ময়ে চমকে উঠে নন্দী বলে উঠল 'নাগা!' তারপরই গলার রুদ্র তাবিজ স্পর্শ করে বিড়বিড় করে ঠাকুরের নাম জপতে লাগল।'

শিব জিজ্ঞাসা করলেন 'এই নাগা আবার কারা?'

'তারা হল ঘৃণ্য অভিশপ্ত মানুষ, প্রভু। গত জন্মের পাপের ফলে বীভৎস বিকৃতি নিয়ে এরা জন্মায়—যেমন শরীরে অতিরিক্ত হাত বা বীভৎস মুখ। কিন্তু এরা অসাধারণ শক্তিশালী ও দক্ষ। নাগার নাম শুনলে যে কোন লোকের বুক কেঁপে ওঠে—এমনকি এদের সপ্তসিন্ধুতে বাস করতেও দেওয়া হয় না।'

'সপ্তসিন্ধু?'

'আমাদের দেশ প্রভু, সাতটি নদীর দেশ। সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা, সরযু, ব্রহ্মপুত্র ও নর্মদা এই সাত নদীর দেশ। মহর্ষি মনু-র আদেশানুসারে এইখানে *সুর্য্যবংশী* ও *চন্দ্রবংশী*-রা বাস করে আসছে।

শিব মাথা নাড়লেন। নন্দী বলে চললো, 'নাগাদের নগর আমাদের দেশের সীমার বাইরে নর্মদা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। নাগাদের নাম উচ্চারণ করাও অমঙ্গলজনক প্রভু।'

'কিন্তু কি কারণে ওরা আমাকে আক্রমণ করেছিল বা মেলুহীদেরই বা কেন আক্রমণ করে?'

কটুক্তি করে নন্দী বলল 'চন্দ্রবংশীদের জন্য। ওহ্ এই দুমুখো মানুষগুলো কোথায় নেমে গেছে! আক্রমণে পিশাচ নাগাদের ব্যবহার করছে। একবারও ভাবছে না যে আমাদের ঘৃণা করার জন্য ওরা নিজেদের জীবনে কত পাপ ডেকে আনছে!'

শিব কথাগুলো শুনে ভুরু কোঁচকালেন। ওই আক্রমণের ঘটনায় একবারও মনে হয়নি যে ছোট একদল সৈন্য নাগাদের ব্যবহার করছে বরং মনে হয়েছে নাগাই নেতৃত্ব দিচ্ছিলো।

— ⅄⓪ᥴ↟⊗ —

দেবগিরি পৌঁছতে তাদের আরো এক সপ্তাহ লাগল। মেলুহীদের রাজধানীটি ছিল সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরে। শতদ্রু আর যমুনানদীর মিলনের ফলে সরস্বতী নদীর সৃষ্টি। দুঃখের বিষয় যে আগের বিশাল চেহারার তুলনায় সরস্বতীর প্রবাহ এখন খুবই কমে গেছে। তবুও এখনো যা আছে তা সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। পঞ্জাবের অন্যান্য অশান্ত নদীর তুলনায় সরস্বতী খুবই শান্ত। সে যেন বুঝতে পেরেছে তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই বরং নিঃস্বার্থভাবে সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে চলেছে।

মেলুহীদের অন্যান্য নগরগুলোর মতোই দেবগিরিও উঁচু বেদীর মতো বিরাট সমতল ক্ষেত্রের ওপর অবস্থিত, যেটা বন্যা আর শত্রুর বিরুদ্ধে এক কার্য্যকরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যাইহোক, দেবগিরি তার বিশালত্বর জন্য অন্য সব নগরের থেকে আলাদা। তিনটে বিশাল সমতল বেদীর ওপর নগরটা প্রসারিত যাদের প্রত্যেকের আয়তন পঁয়ত্রিশ হাজার বিঘের মতো, অন্য সব নগরের থেকে অনেকটাই বড়ো। বেদীগুলো ষোল হাত উঁচু আর বিরাট বিরাট পাথর ও পোড়া ইঁট দিয়ে বাঁধানো। নগরটি বেদী অনুযায়ী *তাম্র, রজত* ও *স্বর্ণ* ক্ষেত্র নামে তিনটি অংশে বিভক্ত। তাম্র ও রজত ক্ষেত্র সাধারণের বসবাসের জন্য নির্ধারিত আর স্বর্ণ হল নগরদূর্গ। প্রত্যেক সমতল ক্ষেত্রর পরিধি পাথর ও ইটের তৈরি উঁচু ও দীর্ঘ সেতু দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত।

নগরের প্রাচীরের ওপর দৈত্যাকার শলা লাগানো। কিছু দূরে দূরেই শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখার ও প্রয়োজনে বিতাড়িত করার জন্য চূড়ো রয়েছে। অত্যাশ্চর্য্য এইসব গঠন প্রণালী শিবের ধারণারও অতীত ছিল। তাঁর মনে হল এই শহর মানুষের কীর্তির এক শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

শিবকে নিয়ে ছোট দলটি নগরের তাম্রক্ষেত্রে ঢোকার জন্য কচি শস্য ভরা মাঠ পেরিয়ে সেতুর ওপর এসে হাজির হল। বিশেষভাবে তৈরি এই সেতু প্রয়োজনে তুলে ফেলে নগরে ঢোকার পথ বন্ধ করে দেওয়া যায়। দৃঢ় করার জন্য সেতুর নিচের দিক ধাতু দিয়ে বাঁধানো আর ওপরের দিক পোড়া ইট দিয়ে এমনভাবে তৈরি যাতে ঘোড়া বা রথ পিছলে না যায়। শিব সব জায়গাতে লক্ষ্য করে ছিলেন যে এই ইটগুলোর একটা বিশেষত্ব ছিল। সেটার ব্যাপারে

তিনি কৌতূহল বোধ করলেন। নন্দীর কাছে জানতে চাইলেন 'সব ইটগুলো কি একইভাবে তৈরি করা হয়েছে?' শুনে আশ্চর্য্য হয়ে নন্দী জানালো 'অবশ্যই প্রভু, এই সাম্রাজ্যের মুখ্য স্থপতির নির্দেশ অনুযায়ী ইটগুলো তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন?'

'দেখে মনে হল এগুলো সবই একই মাপের।'

তাদের উন্নত সভ্যতার এই কার্য্যনৈপুণ্য আর তার সঙ্গে প্রভুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা লক্ষ্য করে নন্দীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেতুর শেষ থেকে খাড়াই আর আঁকাবাঁকা একটা পথ শুরু হয়ে নগরের উঁচু সমতল ক্ষেত্রে গিয়ে মিশেছে। এমন ভাবে পথটা একপাক ঘুরে ওপরে উঠে গেছে যাতে ঘোড়া আর রথ সাবলীল ভাবে যেতে পারে। এছাড়া পথযাত্রীদের যাওয়ার জন্য চওড়া সিঁড়ির ব্যবস্থাও রয়েছে। নগরের চারধারের প্রাচীরের পরে বেদীর বাইরের অংশ খুবই ঢালু। এইখান থেকে বোকার মতো কোন শত্রু আক্রমণ করার চেষ্টা করলে গড়িয়ে পড়ে তার মৃত্যু অনিবার্য।

নগরের প্রধান ফটক এমন ধাতুতে গড়া যা শিব আগে দেখেননি। নন্দী জানালো এটা লৌহ নামক নতুন আবিষ্কৃত এক ধাতু দিয়ে গড়া যেটা সবচেয়ে শক্ত কিন্তু খুবই দামী আর এর আকরিকও দুর্লভ। ফটকের মাথায় সূর্য্যবংশীদের প্রতীক চিহ্ন। ছটা বিকিরণকারী উজ্জ্বল লাল রঙের সূর্য্য খোদাই করা আর তার নিচে লেখা তাদের আদর্শবাণী *'সত্য-ধর্ম-মান'*।

নগরে ঢোকার আগেই উন্নত এইসব পরিকল্পনা দেখে শিব অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার পরে নগরের স্থাপত্যের নৈপুণ্য ও সরলতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। জালির মতো সমান্তরাল বাঁধানো রাজপথ দিয়ে শহরটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। রাজপথের ধারে পথচারিদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আর যানবাহন চলার জন্য বিশেষ দিক নির্দেশক চিহ্ন ছিল। রাস্তার মাঝখান দিয়ে ঢাকা নর্দমার ব্যবস্থা তো ছিলই। পোড়া ইটের তৈরি বাড়িগুলি ছিল দোতলা এবং চৌকো। ছাদের ওপর কাঠামোর ব্যবস্থা ছিল যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী আর একটি তলা বাড়িয়ে নেওয়া যায়। নন্দী জানালো যে প্রত্যেক বাড়ির ভেতরের গঠন প্রণালী প্রয়োজন

অনুসারে আলাদা ভাবে নির্মিত। বাড়ির দরজা ও জানালার অবস্থান পাশের দিকে, কখনই রাজপথের দিকে নয়।

নগরের বাড়িগুলি ছিল হাল্কা ধূসর, নীল, সবুজ ও সাদা রঙের। রাজপথের দিকের দেওয়ালগুলিতে সূর্য্যবংশী বিভিন্ন রাজাদের ছবি কালো রং দিয়ে আঁকা ছিল। তবে বেশিরভাগ বাড়িই ছিল হাল্কা নীল রঙের, কারণ মেলুহীদের কাছে এই রঙ হলো পবিত্রতম—এটা আকাশের রঙ। বর্ণালীতে পৃথিবীর সবুজ রঙের ওপরেই এর অবস্থান। মেলুহীরা প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে সব সময় বিধাতার উপস্থিতি খোঁজার চেষ্টা করত। সবুজ ধরণীর ওপর যেমন নীল আকাশের ব্যাপ্তি, তার সঙ্গে তুলনা করে সবুজ রঙের ওপর নীল রঙের উপস্থাপনা করে তারা খুব আনন্দিত হত।

মহান সম্রাট প্রভু শ্রীরামের ছবিই দেওয়ালে সবচেয়ে বেশি করে ছিল। চন্দ্রবংশী ও অন্যান্য শত্রুদের ওপর তাঁর জয়লাভের কাহিনি ছবির মাধ্যমে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা ছিল। প্রভু শ্রীরাম খুবই পূজনীয় ছিলেন। বহু মেলুহীই তাঁকে ভগবান রূপে দেখত। তাঁকে *বিষ্ণু* বলে সম্বোধন করা হত। *বিষ্ণু* হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের বহু প্রাচীন উপাধি যার মানে হলো *জগতের পালক এবং হিতের প্রচারক।*

নন্দীর কাছ থেকে শিব জানতে পারলেন যে শহরটি চার থেকে আটটি এলাকায় বিভক্ত। প্রত্যেক এলাকার নিজস্ব বাজার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক ক্ষেত্র, মন্দির এবং মনোরঞ্জন কেন্দ্র রয়েছে। আবাসিক ক্ষেত্রর থেকে দূর কোন স্থানে উৎপাদন অথবা প্রদূষণকারক কাজকর্ম করা হত। দেবগিরি মেলুহী সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল নগর হওয়া সত্ত্বেও উন্নত পরিকল্পনার জন্য সমস্ত কাজকর্ম খুবই মসৃণভাবে চলত। দুবছর আগের জনগণনায় জানা যায় যে নগরের জনসংখ্যা দুই লক্ষ।

শিব আর তিনজন সৈন্যকে নিয়ে নন্দী নগরের সবচেয়ে বড় অতিথিশালাগুলির একটাতে এল। বাণিজ্যিক কারণে ও অবকাশ যাপনের জন্য যে সব বিদেশী পর্যটক এখানে নিয়মিত আসত তাদের থাকার জন্যই মূলত এই অতিথিশালাগুলি নির্মিত হয়েছিল। বাইরে নির্দিষ্ট ঘোড়াশালে

নিজেদের ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখার পর সবাইকে অতিথিশালাতে নাম নথিভুক্ত করতে হল। এরপর যে যার নিজের নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর যাত্রাপথে যে ধরণের ঘরদোর দেখেছেন এই বিরাট বাড়িটাও একই ধরণের, মধ্যিখানে খোলা জায়গা আর চারধারে সারিবদ্ধ ঘর। ঘরগুলো সুসজ্জিত আর প্রশস্ত।

নন্দী এসে শিবকে বলল 'রাতের খাবার সময় হয়ে গেল প্রভু। আমি এখানকার মালিকের সঙ্গে কথা বলে কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করি। আমাদের তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে কেন না কাল সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা আছে—দিনের ঠিক দুই প্রহরে।'

'ভালোই তো ব্যবস্থা করেছ মনে হচ্ছে।'

'আর একটা কথা, যদি বলেন তো সৈন্যদের ছুটি দিয়ে শ্রীনগরে ফেরত পাঠিয়ে দি?'

'বাঃ এটাও তো দারুণ।' শিব স্মিত হেসে বললেন 'কিহে নন্দী তুমি তো দেখছি বেশ ভালো ভালো পরিকল্পনার উৎস।'

প্রভুর হাসিমুখ দেখে নন্দীরও ভালো লাগল, সেও হেসে উঠে বলল 'আমি এখনি ফিরে আসছি প্রভু।'

শিব শয্যায় গা এলিয়ে দিলেন আর পরক্ষণেই মনকে নাড়া দেওয়া সেই ব্যাপারে চিন্তা করতে করতে হারিয়ে গেলেন।

কাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্রাটের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিতে হবে আর ব্যাটা কি যে চায় সেটা মিটিয়ে দিয়ে তারপরেই সতীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে।

শিব ভেবেছিলেন যে নন্দীর কাছে সতীর খোঁজখবর নেবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরত হলেন। ব্যথিত চিত্তে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতে তার মনে তেমন একটা ভাল ছাপ ফেলতে পারেননি। তাকে পাওয়ার পথটাও সে সহজ করে দিয়ে যায়নি তার মানে সে অতোটা মোহিত হয় নি। তাই এই ব্যাপারে অন্য কারো সঙ্গে আলোচনা করে জটিলতা বাড়াতে চাইলেন না।

সতীর মুখ মনে ভেসে উঠতে শিব মৃদু হাসলেন। ওর লড়াই করার অদ্ভুত দৃশ্যগুলো বারেবারে ভাবছিলেন। নিজের জাতের পুরুষদের কাছে এগুলো প্রেমমধুর দৃশ্য না হলেও তাঁর নিজের কাছে স্বর্গীয়। সতীর সুন্দর কোমল শরীরে বারেবারে আক্রমণকালীন যে হিংস্র যোদ্ধার ভাব ফুটে উঠছিল সেই দৃশ্য মনে করে শিব গভীর শ্বাস ফেললেন। সতীর শরীরের কমনীয়তা শিবকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। আর সেই কমনীয় শরীর যখন বলিষ্ঠ বাহুতে তলোয়ার সঞ্চালন করছিল—চূড়ো করে বাঁধা চুলে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল—তাই দেখে শিব মোহিত হয়ে যাচ্ছিলেন। এই দৃশ্যগুলি বারে বারে ভেবে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কি অসাধারণ এই নারী!



সকাল সকাল শিব ও নন্দী নগরদূর্গে যাওয়ার জন্য তাম্রক্ষেত্র থেকে সেতু পেরিয়ে স্বর্ণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। এই সেতু মেলুহীদের বাস্তুশিল্পের এক দিগন্তকারী আবিষ্কার। এই সেতুটার দুধারে মোটা দেওয়াল। দেওয়ালের মাঝে মাঝে গর্ত করা যেখান দিয়ে প্রয়োজনে শত্রুর ওপর তীর ছোঁড়া বা গরম তেল ঢালা যায়। সেতুর মধ্যিখানে রয়েছে প্রকাণ্ড মজবুত এক দরজা। নগরের অন্যান্য অংশ শত্রুর অধিকারে গেলেও এই দরজাটি সর্বশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাতে সম্রাটের এলাকাটি সুরক্ষিত থাকে।

স্বর্ণক্ষেত্রে ঢুকে শিব রাজকীয় আড়ম্বরের অভাব দেখে খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এমন বিশাল ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের সম্রাট ও শাসক সম্প্রদায়ের লোকেরা এতো সাধারণভাবে থাকেন দেখে চমকে উঠলেন। নগরদূর্গের ঘরবাড়িগুলি নগরের অন্যান্য এলাকারই মতো। অভিজাতদের জন্য বিশেষ কোন সুবিধাজনক ব্যবস্থা নেই। একই রকমের চৌকো ধরনের সব ঘরদোর। তবে ডান দিকে দূরে চোখে পড়ল একটি ভবন যাতে লেখা 'সর্বসাধারণের বৃহৎ স্নানাগার'। স্নানাগারের বাঁদিকে ইন্দ্রদেবের জমকালো এক মন্দির। কাঠের মন্দিরটি পোড়া মাটির ইটের তৈরি খাড়া ভীতের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

চূড়োটা সোনায় মোড়া। এইসব দেখে বুঝতে পারলেন যে কেবলমাত্র মন্দির ও সর্বসাধারণের ব্যবহৃত ভবন তৈরি করার জন্য মেলুহীরা বিশিষ্ট বাস্তুকলা প্রয়োগ করে।

সম্ভবত প্রভু শ্রীরাম এমনটাই পছন্দ করতেন।

সম্রাটের নিজস্ব প্রাসাদ অন্যান্য ভবনের থেকে বেশ অনেকটাই বড় ছিল।



সম্রাটের কার্যালয়ে ঢুকে শিব ও নন্দী দেখতে পেলেন যে সাধারণভাবে সাজানো একটি ঘরের শেষ প্রান্তে সম্রাট দক্ষ সাধারণ এক সিংহাসনে বসে আছেন। তার দু-পাশে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা রয়েছেন।

শিবকে দেখেই সম্রাট দক্ষ প্রথাগত ভাবে নমস্কার জানিয়ে বললেন 'আশা করি নির্বিঘ্নে আসতে পেরেছেন।'

এত বড় সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে তাকে কমবয়সি লাগল। শিবের থেকে একটু বেঁটে, দুজনের স্বাস্থ্যও আলাদা। শিবের ব্যায়াম করা শক্তসামর্থ চেহারা। সম্রাটকে দেখে মনে হয় না যে বিশেষ শারীরিক ব্যায়াম করেন—তবে মোটা নন, মাঝারি চেহারা। মুখশ্রী সাধারণ, কালো চোখ খাড়া নাক। মেলুহীদের মতোই একটু লম্বা চুল। মাথায় সূর্য্যবংশীয় চিহ্নস্বরূপ সূর্য্য আঁকা রত্নখচিত মুকুট। পরনে সুন্দর ধুতি, ডান কাঁধ থেকে অঙ্গবস্ত্র ঝুলছে। অঙ্গে চলনসই কিছু অলংকার, যার মধ্যে ডান বাহুতে পরা দুটি তাবিজও রয়েছে। সদা হাস্যময় মুখ ও চোখের চাউনি সরলতাকে প্রকাশ করছে। সম্রাট দক্ষর মধ্যে সম্রাটোচিত গাম্ভীর্য অল্পই রয়েছে।

শিব বললেন 'অবশ্যই মাননীয় সম্রাট। আপনার সাম্রাজ্যের এমন চমৎকার সব ব্যবস্থাপনা। আপনি এক অসাধারণ সম্রাট।'

'ধন্যবাদ, তবে এতে আমার কৃতিত্ব বেশি নেই। আমার লোকেদেরই সব করা।'

'আপনি অতি বিনয়ী, মাননীয় সম্রাট।'

মৃদু হেসে দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন 'এবার আমার সহযোগীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই?'

এরপর উত্তরের অপেক্ষা না করে বাঁ দিকে মহিলাটিকে দেখিয়ে বললেন 'ইনি আমার প্রধানমন্ত্রী কনখলা—প্রশাসন, রাজস্ব ও পররাষ্ট্র দপ্তর দেখাশোনা করেন।'

কনখলা নমস্কার করলেন। এনার মাথা কামানো। কেবল পিছনে এক গোছা টিকির মতো চুল গিঁট দিয়ে বাঁধা—বাঁ কাঁধ থেকে পৈতে ঝুলছে। সব মেলুহীদের মতো এনাকেও অল্পবয়স্ক দেখতে, কিন্তু চেহারাটা একটু মোটা যা পরণের সাদা জামা ও ধুতির মধ্যের খোলা অংশ দিয়ে ফুটে উঠেছে। গায়ের রং কালো, কিন্তু সকলের মতো ত্বক খুবই মসৃণ। শিব লক্ষ্য করলেন যে ওনার হাতের দ্বিতীয় তাবিজে পায়রার চিহ্ন যা ব্রাহ্মণদের মধ্যে খুব একটা উঁচু শ্রেণীর নয়। শিব ঝুঁকে প্রতি-নমস্কার জানালেন।

ডান দিকের লোকটিকে দেখিয়ে সম্রাট বললেন 'ইনি আমার সশস্ত্র সেনাবাহিনীর প্রধান-সেনাপতি পর্বতেশ্বর। সাম্রাজ্যের পদাতিক সেনা, নৌসেনা, বিশেষ বাহিনী এবং আইন শৃংখলা এইসব দেখাশোনা করেন।

পর্বতেশ্বর শিবের চেয়েও লম্বা বিশাল চেহারার বলশালী এমন এক মানুষ যার সঙ্গে লড়াই করার আগে শিবকেও দুবার ভাবতে হবে। পেশীবহুল মল্লযোদ্ধার মতো এনার চেহারা। মুকুটের তলা থেকে দেখা যাচ্ছে সুন্দর লম্বা ও কোঁকড়ানো চুল। রোদে পোড়া দেহের কালো রং গর্বের সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছে দীর্ঘ্য দিনের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার কথা। নির্লোম শরীর যা ক্ষত্রিয় পুরুষের মধ্যে বিরল। এই অভাব ঢাকার জন্যই বোধহয় পর্বতেশ্বরের মুখে বিরাট মোটা আর পাকানো গোঁফ। চোখের দৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় অদম্য ও নিরপেক্ষ এক ব্যক্তি-চরিত্রের। হাতের দ্বিতীয় তাবিজে রয়েছে বাঘের চিহ্ন যা খুব উঁচু শ্রেণীর ক্ষত্রিয়র প্রতীক। ইনি শিবের দিকে কেবল মাথা নাড়ালেন, ঝুঁকে কোন নমস্কার করলেন না। শিব যদিও হেসে নমস্কার জানালেন।

পর্বতেশ্বর নন্দীকে বললেন 'অধিপতি, আপনি একটু বাইরে অপেক্ষা করুন।'

নন্দী কিছু বলার আগেই শিব বলে উঠলেন 'কিছু যদি মনে না করেন, নন্দী কি এখানে আমার কাছে থাকতে পারবে? দেশ ছেড়ে আসার সময় থেকে ও আমার চিরসঙ্গী আর এখন আমার ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধুও হয়ে উঠেছে।'

দক্ষ বললেন 'অবশ্যই পারবে।'

পর্বতেশ্বর বললেন 'হে সম্রাট, এই আলোচনার সময় ওর থাকাটা ঠিক হবে না। কেন না ওর কার্যপ্রণালীর মধ্যে বলাই আছে যে ও কেবলমাত্র কোন অতিথিকে সম্রাটের কাছে নিয়ে আসতে পারে কিন্তু দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় থাকতে পারবে না।'

দক্ষ বললেন 'আহ্, পর্বতেশ্বর আপনি মাঝেমাঝে রীতিনীতি নিয়ে বড় কঠিন হয়ে পড়েন—একটু শান্ত হন।' এরপরই শিবের দিকে ঘুরে বললেন 'এখন যদি অনুমতি দেন তো আমরা আপনার গলাটা একটু দেখি?'

নন্দী শিবের পেছনে গিয়ে গলার বন্ধনীটা খুলতে লাগল। পুঁতি দিয়ে গাঁথা গলাবন্ধটা দেখে ধর্মীয় কারণে গলাটা ঢাকা মনে হওয়ায় দক্ষ হেসে মৃদুস্বরে বললেন 'ভালো পরিকল্পনা।'

খোলা হতেই দক্ষ ও কনখলা এগিয়ে এসে শিবের গলা খুব ভালো করে দেখতে লাগলেন।

পর্বতেশ্বর এগিয়ে এলেন না। কিন্তু এক দৃষ্টিতে গলার দিকে তাকিয়ে রইলেন যাতে ভালো ভাবে দেখা যায়।

দক্ষ আর কনখলা যা দেখলেন তাতে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে সম্রাট ফিসফিস করে বললেন 'ভিতর থেকে রঙিন আভাটা বেরিয়ে আসছে। রঙ করা নয়—একেবারে আসল আর সত্যি।'

সম্রাট আর প্রধানমন্ত্রী একে অপরের দিকে তাকালেন। তাদের বিস্মিত চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছিল। কনখলা হাতজোড় করে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। দক্ষ তার উত্তেজনাকে যতটা পারেন চেপে রাখার চেষ্টা করলেন। মেলুহার সম্রাট অল্প হেসে জিজ্ঞাসা করলেন 'আশা করি মেলুহাতে আসার সময় আমরা আপনাকে কোন অসুবিধার মধ্যে ফেলিনি?'

মেলুহীদের কাছে এই নীল গলা ঠিক কতোটা গুরুত্বপূর্ণ?

'হুম্, না, তেমন কিছু হয়নি হে সম্রাট। সত্যি কথা বলতে আমি এবং আমার লোকেরা এখানকার আতিথেয়তা পেয়ে ধন্য হয়ে গেছি।' গলার ঢাকাটা বাঁধতে বাঁধতে শিব উত্তরে বললেন।

মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে হেসে দক্ষ বললেন 'জেনে খুবই কৃতজ্ঞ হলাম। যদি মনে করেন তো আপনি একটু বিশ্রাম করে নিতে পারেন কাল না হয় বিষদভাবে আলোচনা করা যাবে। আপনার বাসস্থান কি নগরদুর্গে পরিবর্তন করতে চান? মনে হয় এখানে আরো স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।'

'সেটা আপনার দয়া, হে মহামান্য সম্রাট।'

এরপর দক্ষ নন্দীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন 'অধিপতি, আপনার নামটা কি যেন বলেছিলেন তখন?'

'আমার নাম নন্দী। হে সম্রাট।'

'আপনিও এখানে থাকুন। মনে হয় আমাদের এই সম্মানীয় অতিথিকে আপনি ভালোভাবে দেখাশোনা করতে পারবেন। কনখলা, সব ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

'যথা আজ্ঞা হে সম্রাট।'

কনখলা একজন সাহায্যকারীকে ডাকতে, সে এসে শিব আর নন্দীকে সম্রাটের দপ্তর থেকে নিয়ে গেল।

শিব বেরিয়ে যেতেই দক্ষ হাঁটু গেড়ে বসলেন। শিব এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভক্তিভরে সেখানে মাথা ঠেকালেন। প্রার্থনা করে জল ভরা চোখে উঠে দাঁড়ালেন আর কনখলার দিকে তাকালেন। কনখলার চোখে অধৈর্য্য ও ক্রোধের ছাপ।

'এই নীল আভাটা আসল—আমি বুঝতে পারলাম না আপনি এটা ওনাকে বললেন না কেন?' তীব্র দৃষ্টিতে কনখলা বললেন।

দক্ষ বললেন 'তুমি আমায় কি করতে বলো? দেবগিরিতে সবে তাঁর দ্বিতীয় দিন। কথা শুরু করেই তাঁকে বলবো যে তিনি নীলকণ্ঠ, আমাদের

রক্ষাকর্তা? তাঁকে পাঠানো হয়েছে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করার জন্য?'

'বেশ, তাঁর গলাটা যদি নীল হয় তাহলে তিনি নীলকণ্ঠ, ঠিক তো? আর তিনি যদি নীলকণ্ঠই হন তবে তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা। তাঁকে নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।'

খুব ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতেশ্বর মধ্যিখানে বলে উঠলেন 'বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমরা এমনভাবে কথা বলছি! আমরা মেলুহী। আমরা সূর্য্যবংশী। আমরা সবচেয়ে উন্নত মানবসভ্যতার স্রষ্টা। আর একজন অশিক্ষিত জংলী, যার না আছে কোন গুণ না আছে কোন দক্ষতা, সে হবে কিনা আমাদের রক্ষাকর্তা? শুধু তার গলাটা নীল বলে?'

'দৈব সেইরকমই বলে পর্বতেশ্বর।' কনখলা উত্তরে জানালেন।

দক্ষ দুজনের মধ্যিখানে বলে উঠলেন 'পর্বতেশ্বর আমি দৈবে বিশ্বাস করি। আমার প্রজারাও দৈবে বিশ্বাস করে। নীলকণ্ঠ আবির্ভূত হওয়ার জন্য আমার শাসনকালকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে মেলুহার আদর্শে রূপান্তরিত করবেন। সত্য, ধর্ম ও মান এই তিন আদর্শের দেশে পরিণত করবেন। তাঁর নেতৃত্বে আমরা চন্দ্রবংশীদের তৈরি এই সংকট চিরকালের মতো শেষ করে দিতে পারবো—চোরাগোপ্তা আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে সোমরসের ঘাটতি, সরস্বতী নদীর বিনাশ ইত্যাদি যতরকমের পীড়ন তারা আমাদের ওপর আরোপ করে চলেছে সেগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে।'

কনখলা জিজ্ঞাসা করলেন 'তাহলে ওনাকে বলতে দেরী করছেন কেন, হে সম্রাট?' যত সময় নষ্ট করবো, আমাদের আত্মবিশ্বাস ততটাই কমে যাবে। আপনি জানেন যে কিছুদিন আগেই হরিয়ুপা নগরের কাছের এক গ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ হয়েছিল। আমাদের প্রতিক্রিয়া যত দুর্বল হবে, শত্রুরা ততই সাহসী হয়ে উঠতে থাকবে। প্রভুকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি জানাতে হবে আর তাঁর আবির্ভাবের কথা আমাদের লোকেদের কাছে ঘোষণা করে দিতে হবে। এতে করে আমরা নিষ্ঠুর শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি পাবো।'

'জানাবো। কিন্তু আমি তোমার চেয়ে আরো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার চেষ্টা করছি। তুমি তো জানোই যে আমাদের সাম্রাজ্য এর আগে কেবল নকল নীলকণ্ঠদের প্রভাবে আশাহত হয়েছে। এবার যদি লোকে দেখে যে আসল নীলকণ্ঠ এলেন কিন্তু আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তখন পরিণতিটা কি হবে ভাবো। তাই প্রথমে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আর তারপরই তাঁর কথা লোকেদের জানানো যাবে। আর আমি মনে করি যে সম্পূর্ণ ঘটনাগুলো ভালোভাবে জানানোই হবে তাঁর প্রত্যয় জাগানোর সবচেয়ে ভালো রাস্তা। একবার যদি দেখেন যে আমরা কেমন অন্যায় আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছি, তাহলেই আমাদের পক্ষে লড়াই করে অশুভের বিনাশ করবেন। এতে যদি সময় লাগে তো লাগুক। নীলকণ্ঠর জন্য আমরা শত শত বছর অপেক্ষা করেছি। আর কয়েক সপ্তাহের অপেক্ষায় আমরা নিশ্চিহ্ন হবো না।'



অধ্যায় ৫

ব্রহ্মার গোষ্ঠী

শিব রাজকীয় অতিথিশালার উদ্যানে সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছিলেন। নন্দী ও কনখলার সুদক্ষ সাহায্যকারীর সহায়তায় জিনিসপত্রগুলি এর মধ্যেই এই রাজকীয় অতিথিশালায় নিয়ে আসা হয়েছে। কেয়ারীর সামনাসামনি সাদা ও লাল গোলাপের একটা আরামদায়ক বসার জায়গায় বসে পড়লেন শিব। উদ্যানের মুক্ত, মনোরম মৃদু বাতাসের ছোঁয়া শিবের মুখে হাসি ফোটাল। এটা ছিল মধ্য দুপুরের শুরুর সময় এবং বাগানে কেউই ছিল না। সকালবেলায় সম্রাটের সঙ্গে হওয়া কথাবার্তাগুলি তাঁর মনে বারবার ফিরে আসছিল। দক্ষের নিয়ন্ত্রিত আচরণ সত্ত্বেও, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মেলুহীদের কাছে—এমনকি সম্রাটের কাছেও তাঁর নীল গলার এক বিরাট তাৎপর্য্য রয়েছে। এর মানে 'নীলকণ্ঠে'র লোককাহিনী, সেটা যাই হোক না কেন কাশ্মীরের কিছু ছোট অংশের মানুষের মধ্যে আর আবদ্ধ নেই। যদি সম্রাটই এই ব্যাপারটা নিয়ে এত ভাবিত হন, তাহলে মেলুহীদের সবারই নীলকণ্ঠের সাহায্যের অবশ্যই দরকার।

কিন্তু ওদের কিসের জন্য সাহায্যের দরকার? ওরা তো আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে!

তাঁর এইসব চিন্তাভাবনায় ছেদ পড়ল। মধ্যে থেকে আসা ঢোলের আওয়াজে এবং ঘুঙুরের শব্দে। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন উদ্যানের মধ্যে নৃত্যের অনুশীলন করছেন। একটি বেড়া-ঝোপ নাচের মঞ্চটিকে যেন উদ্যাগের বাকি অংশগুলোর থেকে আলাদা করেছে। শিব নিজেই একজন নর্তক যার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন স্বাভাবিকভাবেই নৃত্যের ছন্দে চালিত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে

তাঁর মনকে আগে থেকেই অন্য চিন্তা অধিকার করে ছিল। যারা নৃত্য করছিলেন তাদের থেকে কিছু কথা ভেসে আসছিল।

'না, কন্যা, তুমি নিজেকে ছাড়ছ না', এক স্বতন্ত্র পুরুষ কণ্ঠ বলল। 'এটা কোনো ঘরের রোজকার কাজ নয়। নাচটাকে উপভোগ কর। তোমার ভেতরের আবেগকে নাচের মধ্যে না এনে তুমি প্রতিটা পদক্ষেপকেই অনেক চেষ্টা করে মনে করার চেষ্টা করছ।'

তখনই একজন নারীর কণ্ঠস্বর সংযোজিত হল—'দেবী, গুরুজি ঠিকই বলছেন। আপনি সঠিকভাবেই নাচছেন কিন্তু সেটাকে উপভোগ করছেন না। আপনার মুখে একাগ্রতার ভাবটাই বেশি ফুটে উঠেছে। আপনি নিজেকে একটু হালকা করুন।'

'আগে আমাকে নাচের পদক্ষেপগুলোকে ঠিক করতে দাও। তারপর আমি সেগুলোকে উপভোগ করা শিখবো।' শেষ কণ্ঠস্বরটি শিবের মাথার চুল যেন খাড়া করে দিল।—এতো সতী। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং কণ্ঠস্বরগুলিকে অনুসরণ করতে লাগলেন। বেড়ার ঝোপটার পিছন দিক দিয়ে এসে তিনি দেখলেন সতী একটা ছোট মঞ্চের উপর নাচছেন। তিনি তাঁর হাত দুটিকে আড়ষ্টভাবে দুদিকে তুলে ধরছিলেন নাচের বিভিন্ন ভঙ্গিমাকে প্রকাশ করার জন্য। নাচের নিয়মানুসারে তিনি তাঁর পদবিন্যাসকে প্রথমে বাঁদিকে এবং তারপর তা ডানদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। নাচের ভাবকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সুগঠিত নিতম্ব দুটিকে দুপাশে হেলিয়ে দিচ্ছিলেন, হাত দুটিকে বিশেষভাবে কোমরের দুপাশে রাখছিলেন। শিব আবার মুগ্ধ হলেন।

যাইহোক, তিনি লক্ষ্য করছিলেন যদিও সতী নাচের সময় সব পদবিন্যাসগুলি ঠিকভাবেই করছিলেন, তবু গুরুজির কথাই ঠিক। তিনি যেন অনেকটা যান্ত্রিকভাবে সেগুলি করছিলেন। যে নিঃশর্ত সমর্পণ একজন স্বাভাবিক নৃত্যশিল্পীর বৈশিষ্ট্য তা যেন তার নাচে ছিল না। নাচের প্রেক্ষাপটের কাহিনীতে আবেগের ওঠা-নামার যে আনন্দ এবং রাগের প্রকাশভঙ্গির কথা বলা হয়, সেটা তাঁর নাচের চলনে যেন আসছিল না। কোনো দক্ষ নর্তকীর মত সতী কিন্তু তাঁর নাচের মঞ্চটিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করছিলেন না। তাঁর

পদবিন্যাসগুলি ছিল ছোট, যা তাঁর নাচের চলনভঙ্গিকে একটা কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ করে রাখছিল।

নাচের শিক্ষক সতীর দিকে মুখ করে বসেছিলেন এবং ঢোল বাজিয়ে সতীকে তালে সাহায্য করছিলেন। ডানদিকে বসেছিল তার সঙ্গিনী কৃত্তিকা। নাচের শিক্ষক প্রথমে শিবকে দেখতে পেলেন এবং তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। সতী এবং কৃত্তিকা ঘুরে গিয়ে শিবকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সম্পূর্ণভাবে চমকে উঠলেন। সতীর মতো, কৃত্তিকা তার অবাক হওয়া নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে অস্ফুটস্বরে বললো 'শিব?'

সতী, তাঁর নিজস্ব শান্ত ও সংযত ভঙ্গিতে আন্তরিকতার সাথে জিজ্ঞাসা করলেন—'সব কিছু ঠিক আছে তো শিব? আপনার কি আমার কাছে কোন সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে?'

'তুমি কোথায় ছিলে? তোমায় ছাড়া খালি খালি লাগছিল। তুমি কি কখনওই হাসো না?'

শিব সতীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন, সমস্ত শব্দগুলি তাঁর মনে ঘোরাফেরা করলেও মুখে কখনওই আসছিল না। কৃত্তিকা সতীর দিকে হেসে তাকাল তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। এবার আরো গম্ভীরভাবে সতী আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি, শিব?'

'না, না, আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।' উত্তরে বললেন শিব, তাঁর মন যেন বাস্তবের সচেতন জগতে আবার ফিরে এল। আমি এমনিই এই জায়গাটায় এসে পড়েছি এবং আপনার নাচের শব্দ শুনতে পেয়েছি। মানে, আমি বলতে চাইছি আপনাদের কথাবার্তা শুনেছি। আপনার নাচের পদক্ষেপগুলিতে এত জোর ছিল না যে আমি তা শুনতে পাব। আপনি খুব নির্ভুলভাবে নাচছিলেন। আসলে ওটা ছিল সম্পূর্ণভাবে ....'

কৃত্তিকা এর মধ্যে বলে উঠল—'আপনিও কিছু নাচ জানেন, তাই তো?'

'ওহো, তেমন কিছু নয়। ওই অল্প-স্বল্প', হেসে কৃত্তিকাকে বললেন শিব। তার পরেই চকিতে সতীর দিকে ফিরে দাঁড়ালেন 'আমায় ক্ষমা করবেন সতী, গুরুজি কিন্তু ঠিক বলছেন। আপনি নাচের ব্যাপারে অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ হয়ে

পড়ছেন। আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে বলা হয়ে থাকে 'মুদ্রা' এবং 'ক্রিয়াগুলি' প্রয়োগের দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্ভুল। কিন্তু 'ভাব' বা আবেগের অনুপস্থিতি রয়েছে। ভাব ছাড়া কোনো নৃত্য যেন আত্মাহীন দেহের মতই। যখন কোনো নর্তকী আবেগের সঙ্গে নাচে অংশগ্রহণ করে, তখন তার আর কোনো পদবিন্যাসকে মনে রাখার প্রয়োজনই হয় না। সেই পদবিন্যাসগুলি নিজে থেকেই এসে যায়। ভাব হল এমন এক ব্যাপার যা আপনি কখনই শিখতে পারবেন না। এটা আপনার মধ্যে আসবে, যদি আপনি আপনার হৃদয়ে এর জন্য কোনো জায়গা সৃষ্টি করতে পারেন।'

সতী কোনো কথা না বলে ধৈর্য্যের সঙ্গে শিবের কথাগুলো শুনছিলেন। এই বর্বরের কথা বলার সময় তাঁর ভ্রূদুটি কিঞ্চিৎ উপরের দিকে উঠল। কি করে তিনি একজন সূর্য্যবংশীর থেকেও নাচের বিষয়ে বেশি জানেন? কিন্তু তিনি তাঁর জীবন বাঁচিয়েছেন এই মনে করে তিনি নিজেকে সংযত করলেন। তাকে সম্মান করা তাঁর কর্তব্য।

যাইহোক না কেন, এই জাতিচিহ্নবিহীন বিদেশী তার কর্ত্রীর থেকেও নাচের সম্বন্ধে বেশি জানে, এমন ভাব জাহির করায়, কৃত্তিকা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হল। সে তাঁর দিকে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করে বলল—'আপনার এমন ভাবার স্পর্ধা হল যে আপনি এই রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন নর্তকীর থেকেও নাচের বিষয়ে বেশি জানেন?'

শিবের মনে হল তিনি বোধহয় অজান্তেই কোথাও আঘাত দিয়ে ফেলেছেন। তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সতীর দিকে ফিরে বললেন। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাকে কোনোভাবেই অপমান করতে চাই নি। আসলে মাঝেমধ্যেই আমি কোন কিছু না বুঝেই এরকমভাবে কথাবার্তা বলে ফেলি।'

'না, না', তীব্রস্বরে উত্তর দিলেন সতী। আপনি আমাকে অপমান করেন নি। হতে পারে আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি হয়তো নাচের মূল উপাদান ততটা অনুভব করতে পারছি না যতটা আমার করা উচিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত, গুরুজির নির্দেশে এটাকে সময়মতো শিখে ফেলব।'

সতীকে প্রভাবিত করার সুযোগ রয়েছে ভেবে সাগ্রহে শিব বললেন। 'আপনার আপত্তি না থাকলে, আমি কি নেচে দেখাতে পারি? আমি নিশ্চিত যে আমি আপনার মতো প্রয়োগ রীতিতে নির্ভুল নই, কিন্তু হয়তো সেখানে কোনো একটা ভাব থাকবে যা আমার পদবিন্যাসগুলিকে সঠিকভাবে চালনা করবে।'

এটা বেশ ভালো হয়েছে, ও এ কথায় না বলতে পারবে না।

তিনি চমকে উঠলেন। এটা অপ্রত্যাশিত ছিল। কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—'হুম্, ঠিক আছে।'

শিব পরম আনন্দিত হয়ে তাড়াতাড়ি নাচের মঞ্চের মাঝখানে চলে এলেন। শরীরের উপরিভাগে আচ্ছাদিত হয়ে থাকা অঙ্গবস্ত্রটি খুলে ফেললেন এবং একপাশে ছুঁড়ে দিলেন। শিবের ঢেউ খেলানো পেশীবহুল শরীর দেখেই কৃত্তিকার মনের মধ্যে তার কর্ত্রীকে অপমান করার জন্য যে রাগ ছিল তা যেন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। সতীও অবাক হয়ে ভাবছিলেন এরকম একটা বলিষ্ঠ মাংসপেশীযুক্ত শরীরকে নিচু করে কি করে শিবের পক্ষে মোচড় দেওয়া সম্ভব, যা এই নাচের রীতির জন্য প্রয়োজন। মানব শরীরের পেশীশক্তির পূজাবেদীতে সাধারণত নমনীয়তাকে বলি দেওয়া হয়ে থাকে।

হালকা হাতে ঢোলবাদনরত গুরুজি শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন ধরনের ছন্দের সাথে আপনি। স্বচ্ছন্দ, যুবক?'

শিব তাঁর দুহাত জোড় করে নিচু হয়ে নমস্কার করলেন এবং বললেন—'গুরুজি দয়া করে আপনি কি আমাকে এক মুহূর্ত সময় দেবেন? আমার নাচের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন।'

যুদ্ধের মতই নাচের ব্যাপারটা শিব জানতেন। পূর্বদিকে মুখ করে, তিনি চোখদুটি বন্ধ করলেন এবং কিছুটা মাথা ঝোঁকালেন। তারপর তিনি তাঁর হাঁটুর উপরে ঝুঁকে বসলেন এবং সশ্রদ্ধভাবে মাটিতে তাঁর মাথাটিকে স্পর্শ করালেন। এরপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাঁর ডান পা-টিকে বাইরের দিকে বের করে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর বাঁ-পাটিকে ধনুকের মত সুন্দর ভঙ্গিতে মাটি থেকে হাঁটুর উপরের উচ্চতায় তুললেন ও শরীরের ভারসাম্য বজায়

রাখার জন্য ডান হাঁটুটিকে সামান্য ভাঁজ করলেন। তাঁর বাঁ-পাটি তাঁর ডান পা ও মুখের ঠিক মাঝখানের দিকে বাড়ানো ছিল। বয়ে আসা ঠাণ্ডা মৃদু বাতাস সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মোড়কে ঢেকে যাওয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রায় মৃতসদৃশ নীরবতাকে ভঙ্গ করল। গুরুজি, সতী ও কৃত্তিকা, তিনজনেই বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে শিবের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যে শিব কি করছেন, কিন্তু অনুভব করতে পারছিলেন এক প্রাণশক্তি যা শিবের দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

শিব তাঁর দু বাহুকে কাঁধের দুপাশে এক সুন্দর বৃত্তাকার ভঙ্গিতে তুললেন। যাতে কাঁধের সমান্তরাল অবস্থানে বাহুদ্বয়কে নামিয়ে আনা যায়। তাঁর ডান হাতের অবস্থান ভঙ্গিটির যেন একটি কাল্পনিক 'ডমরু'—যেটি একটি হস্তনির্মিত তালবাদ্য-ধরার কায়দায় উত্থিত হয়ে রয়েছে। তাঁর বাঁহাতের তালুটি খোলা অবস্থায় উপরের দিকে এমনভাবে উঠে রয়েছে যেন সেটি কোন দেবত্বের শক্তিকে গ্রহণ করছে। কিছুক্ষণ এই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর উজ্জ্বল মুখাবয়বে নিজস্ব জগতে ফিরে যাওয়ার দৃশ্য লক্ষিত হচ্ছিল। তারপর তিনি তাঁর ডানহাতটিকে সাবলীলভাবে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিলেন—যেন নিজের মনের ইচ্ছানুসারে চলে। তাঁর হাতের তালুটি এবার খোলা অবস্থায় শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ করে রয়েছে। তাঁর এই ভঙ্গিটি যেন কিছুটা হলেও ভীষণভাবে বিস্ময়াবিষ্ট সতীকে রক্ষা করার বার্তা দিচ্ছিল। এরপর তাঁর বাঁ বাহুটি কাঁধের উপর থেকে ধীরে ধীরে বাঁ-হাতের তালুসমেত নিচের দিকে নামতে লাগল। তাঁর বাঁ-বাহুটি প্রায় সোজাসুজি বাঁ-পায়ের পাতার উপর এসে থেমে গেল। শিব এই ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর তখনই শুরু হল নাচ।

সতী অবাক দৃষ্টিতে শিবের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি সতীর সবকটি পদবিন্যাসগুলিকেই প্রদর্শন করছিলেন—তা সত্ত্বেও দেখে মনে হচ্ছিল এটি সম্পূর্ণভাবেই একটি ভিন্ন ধরনের নাচ। তাঁর হাত দুটি সাবলীলভাবে ঘোরাফেরা করছিল, আর তাঁর শরীরটি প্রায় মায়াবীর মতই চলাফেরা করছিল।

এইরকম একটা পেশীবহুল শরীর কি করে এতটা নমনীয় হতে পারে?

গুরুজি অসহায়ভাবে ঢোল বাজিয়ে শিবকে ছন্দ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল সেটার কোন দরকার ছিল না। শিবের পা দুটিই যেন ঢোলটিকে ছন্দের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এই নাচ নারী-মনের ভিন্ন ভিন্ন আবেগের কথা তুলে ধরে। প্রথমে তুলে ধরে নারীর খুশি এবং কাম অনুভূতিকে যা তার স্বামীসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে ভীষণভাবে বেড়ে যায়। তারপর এটি তুলে ধরে সেই নারীর স্বামীর অন্যায়ভাবে মৃত্যু হওয়ার কারণে উৎপন্ন হওয়া প্রচণ্ড ক্রোধ ও ব্যাথাকে। শিব তাঁর রুক্ষ পেশীবহুল শরীর নিয়েও একজন কোমল অথচ শোকাতুরা নারীর তীব্র আবেগকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শিবের চোখ দুটি খোলা ছিল। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে হল শিব যেন তাদের কথা ভুলেই গিয়েছেন। শিব তখন তাঁর নিজের জগতে ডুবে ছিলেন। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য নাচছিলেন না। তিনি প্রশংসা পাওয়ার জন্য নাচছিলেন না। তিনি সঙ্গীতের জন্যও নাচছিলেন না। তিনি শুধুমাত্র নিজের জন্য নাচছিলেন। বরং দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁর নাচ যেন দিব্যশক্তির দ্বারা পরিচালিত। সতী উপলব্ধি করলেন যে শিব ঠিকই বলেছিলেন। শিব নিজেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং নাচটি যেন আপনা থেকেই তাঁর কাছে চলে এসেছে।

এইসব কিছুর পরে তাঁর নাচের অন্তিমলগ্নে শ্বাশ্বত ভঙ্গিমায় শিব স্থিরভাবে তাঁর চোখ দুটিকে বন্ধ করলেন। তিনি বহুক্ষণ ধরে তাঁর নাচের এই শেষ ভঙ্গীটি ধরে রাখলেন ধীরে ধীরে তাঁর মুখাবয়ব থেকে প্রদীপ্ততা চলে যাওয়া পর্যন্ত। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আবার ইহজগতে ফিরে আসছেন। শিব ধীরে ধীরে তাঁর চোখদুটি খুললেন সতীকে খোঁজার জন্য। কৃত্তিকা ও গুরুজি শিবের দিকে সম্পূর্ণ বিস্ময়ে হাঁ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন।

গুরুজীই প্রথম কথা বলতে পারলেন। 'কে আপনি?'

'আমি শিব'।

'না না। শরীরটা নয়, মানে, আমি বলতে চাইছি আপনি কে?'

শিব ভুরু কুঁচকে আবার বললেন 'আমি শিব।'

'গুরুজী আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?' সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

'অবশ্যই পারো।'

শিবের দিকে ফিরে সতী জিজ্ঞাসা করলেন। 'নৃত্য শুরু করার আগে আপনি কি সব করছিলেন? এগুলো কি কোন প্রস্তুতিমূলক পদচারনা?'

'হ্যাঁ, একে বলে *নটরাজের* ভঙ্গী। *নৃত্যের ঈশ্বরের* ভঙ্গী।'

'নটরাজের ভঙ্গী? এটা করে কি হয়?'

'এটা আমার তেজের সঙ্গে নিখিল বিশ্বের তেজের সংযোগ ঘটায় যাতে নৃত্য স্বয়ং প্রকাশিত হন।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'ঠিক আছে, দেখুন এটা এরকম: আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে বিশ্বে সমস্ত কিছুই হল শক্তি বা তেজ এর বাহক। গাছপালা, জীবজন্তু, বিভিন্ন বস্তু, আমাদের শরীর সমস্ত কিছুই তেজকে ধারণ ও সঞ্চারিত করে। কিন্তু তেজের সবচেয়ে বড় যে ধারক—যার সঙ্গে সবসময় আমাদের সংস্পর্শ রয়েছে তিনি হলেন মাতা ধরিত্রী স্বয়ং—যে মাটির ওপর আমরা চলে ফিরে বেড়াচ্ছি।'

'আপনার নৃত্যর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

'আপনি যা কিছুই করেন তার জন্য তেজের প্রয়োজন। চারিপাশে থাকা তেজকে নিজের মধ্যে আকর্ষিত করতে হবে। এই তেজ লোকের থেকে, বস্তুর থেকে এবং মাতা ধরিত্রীর থেকে আসে। এই তেজকে শ্রদ্ধা, সম্মানের সঙ্গে চাইতে হয়।'

'আর এই নটরাজের ভঙ্গীর দ্বারা আপনার যে তেজের প্রয়োজন, তাকে আপনি পান?' গুরুজী জানতে চাইলেন।

'এটা নির্ভর করে কিসের জন্য আমি তেজকে চাইছি তার ওপর। নৃত্যের জন্য আমার যে তেজের প্রয়োজন, নটরাজের ভঙ্গী তাকে সম্মানপূর্বক চাইতে সাহায্য করে। আমি যদি চিন্তা করার জন্য তেজকে চাই তাহলে আমাকে পা মুড়ে বসে ধ্যান করতে হবে যাতে সে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।'

গুরুজী বললেন 'মনে হচ্ছে তেজ আপনার প্রতি কৃপা করে, নব যুবক, *আপনিই নটরাজ, নৃত্যের ঈশ্বর।*'

'ওহ না!' আমি কেবল অসীম নটরাজ শক্তির এক মাধ্যম। যে কেউই মাধ্যম হতে পারে।'

'বেশ, তাহলে আপনি একজন যোগ্য মাধ্যম যুবক।' গুরুজী বললেন। এরপর সতীর দিকে ফিরে তিনি বললেন 'তোমার এমন একজন বন্ধু থাকলে আমাকে আর প্রয়োজন হবে না কন্যা। শিব থেকে যদি শিক্ষা নিতে চাও, তবে অব্যাহতি পেয়ে আমি গর্ববোধ করবো।'

শিব সতীর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। তিনি যা চাইলেন তার চেয়ে অনেক ভালো ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে।

দূর ছাই, একবার অন্তত হ্যাঁ বলো।

সতীকে দেখে মনে হলো তিনি যেন নিজের ভিতর গুটিয়ে গেলেন। শিব আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন যে এই মহিলা এই প্রথম যেন একটু বিমর্ষ হলেন। এমনভাবে মাথা নিচু করলেন যেটা তার মাথা উঁচু করা দীপ্ত চেহারার একদম বিপরীত—এরপর খুব আস্তে আস্তে বললেন 'আমি—মানে—কাউকে অশ্রদ্ধা করতে চাইনা। হয়তো এই স্তরের শিক্ষা নেওয়ার মতো দক্ষতাও আমার নেই।'

'কিন্তু আপনার সেই দক্ষতা আছে। আপনার বহন করার ক্ষমতা আছে। আপনার হৃদয় আছে। আপনি খুব সহজেই ঐ স্তরে পৌঁছে যেতে পারেন।'

সতী শিবের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। চোখ যেন একটু ছলছল করে উঠল। চোখের ভাষায় এমন দুঃখের একটা ভাব ফুটে উঠেছিল যে শিব একটু পিছিয়ে গেলেন।

কি ব্যাপার ঘটছে?

সতী বিড়বিড় করে বললেন 'আমি যে কোনো স্তরের থেকে অনেক দূরে।'

এটা বলার পরেই সতী নিজেকে আবার সামলে নেওয়ার মতো শক্তি পেলেন। নম্র কিন্তু দীপ্ত মুখের ভাব আবার ফিরে এল। মুখোশটা মুখে ফিরে এল। 'আমার পূজার সময় হয়ে গেছে। আপনার অনুমতি চাইছি গুরুজী, আমাকে এখনি যেতে হবে।' এরপর শিবের দিকে ঘুরে বললেন 'আপনার

সঙ্গে আবার দেখা হয়ে ভালো লাগল শিব।' শিব কিছু বলার আগেই তিনি কৃত্তিকাকে নিয়ে ঘুরে চলে গেলেন পেছনে।

গুরুজী বিহ্বল হয়ে যাওয়া শিবের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। একটু পরে ঝুঁকে শিবকে প্রথাগত নমস্কার জানিয়ে বললেন 'আপনার নৃত্য দেখে নিজেকে সারা জীবনের মতো সম্মানিত বোধ করছি।' এ কথা বলে তিনিও ঘুরে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। শিবও মেলুহীদের এই দুর্জ্ঞেয় ব্যবহারের কারণ খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলেন।



পরের দিন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল। যখন শিব আর নন্দী সম্রাটের নিজস্ব কার্যালয়ে ঢুকে দেখলেন দক্ষ, পর্বতেশ্বর আর কনখলা তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। শিব আশ্চর্য্য হয়ে বললেন 'ক্ষমা করবেন মহামান্য সম্রাট। আমি ভেবেছিলাম দ্বিতীয় প্রহরের চতুর্থ ঘন্টার সময় আমরা মিলিত হবো। আপনাদের নিশ্চয় অপেক্ষা করতে হয়নি।'

দক্ষ প্রথাগতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে ঝুঁকে বললেন 'না প্রভু আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। আপনাকে যাতে অপেক্ষা না করতে হয় সেই জন্য আমরাই আগে চলে এসেছিলাম। আপনার জন্য অপেক্ষা করাটা আমাদের কাছে সম্মানের।'

শ্রেষ্ঠতম এক সভ্যতার শাসককে এই জংলীটার প্রতি অত্যন্ত দাসসুলভ ব্যবহার করতে দেখে পর্বতেশ্বর চোখ পাকালেন। সম্রাটের 'প্রভু' সম্বোধন শুনে শিব নিজের অত্যন্ত আশ্চর্য্য হওয়াকে সামলালেন—ঝুঁকে সম্রাটকে নমস্কার জানালেন এবং বসলেন।

দক্ষ জানতে চাইলেন 'হে প্রভু, নীলকণ্ঠ সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে আমার বক্তব্য বলার আগে জানতে চাইছি যে আপনার কি কিছু জানার আছে?'

সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা সেটাই শিবের মনে প্রথমে এল।

পবিত্র সরোবরের দিব্যি, আমার এই নীল গলা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

কিন্তু সহজাত বুদ্ধি তাঁকে বলল—যদিও এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে আসছে তথাপি এর উত্তর দেওয়া কঠিন যতক্ষণ না তিনি মেলুহার সমাজকে আরও বেশি করে বুঝতে পারছেন।

'প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে মহামান্য সম্রাট—আপনার বয়স কত সেটা জানতে পারি কি?'

দক্ষ অবাক হয়ে কনখলার দিকে তাকালেন তারপর শিবের দিকে ফিরে বিস্ময়ের হাসি হেসে বললেন 'আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান হে প্রভু। প্রথমেই আপনি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা করেছেন।'

তারপর জানালেন 'গত মাসে আমি একশ চুরাশি বছর পূর্ণ করেছি।'

শিব অবাক হয়ে গেলেন। দক্ষকে তিরিশ বছরের বেশি একেবারেই মনে হচ্ছে না। আসলে মেলুহাতে কাউকেই বয়স্কর মতো দেখতে লাগে না, কেবল ব্রহ্মা মন্দিরের পণ্ডিতকে ছাড়া।

তাহলে নন্দীর বয়স একশ বছরের বেশি।

'কেমন করে এটা হয় মহামান্য সম্রাট?' হতভম্ব হয়ে শিব জানতে চাইলেন 'কোন জাদুবিদ্যার বলে এটা করা সম্ভব?'

দক্ষ ব্যাখ্যা করলেন, 'এতে আদৌ কোন জাদুবিদ্যা নেই প্রভু। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের দক্ষতার ফলে যারা *সোমরস* বা *দেবতাদের পানীয়* নামক এক তরল ওষুধ তৈরি করেছেন।

উপযুক্ত সময়ে এই সোমরস গ্রহণ করলে তা শুধুমাত্র আমাদের মৃত্যুকেই ঠেকিয়ে রাখে না, বরং আমরা শারীরিক আর মানসিকভাবে সারাজীবন আমাদের যৌবনকে ধরে রাখতে পারি।'

'কিন্তু সোমরস কি? কোথা থেকে এটা আসে? কে এটা আবিষ্কার করেছিল?'

'অনেকগুলো প্রশ্ন হে প্রভু।' দক্ষ স্মিত হেসে বললেন। 'তবে আমি একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। বহু হাজার বছর আগে ভারতের সবচেয়ে মহান একজন বিজ্ঞানী সোমরস আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নাম ভগবান ব্রহ্মা।'

'আমার মনে হচ্ছে তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত এক মন্দিরে আমি গিয়েছিলাম—দেবগিরির পথে। মেরু নামক একটা জায়গায়?'

'হ্যাঁ প্রভু। বলা হয় যে ওখানেই তাঁর বাসস্থান ও কর্মস্থান ছিল। ভগবান ব্রহ্মা বিরাট এক আবিষ্কারক ছিলেন। তবে তিনি কখনোই নিজের স্বার্থে কোন আবিষ্কার লাগাননি। তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন যাতে তাঁর আবিষ্কার মানবজাতির কল্যাণে লাগে। আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অসৎ লোকেরা সোমরসের মতো শক্তিশালী ওষুধের অপব্যবহার করতে পারে। তাই এটার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন।'

'কি ধরনের নিয়ন্ত্রণ?'

'তিনি সোমরস সকলকে এমনিতে দিলেন না। সারা দেশ ব্যাপকভাবে নিরীক্ষণ করার পর কয়েকজন নিষ্পাপ কিশোরকে বেছে নিলেন—প্রাচীন ভারতের সাতটা অংশ থেকে এক এক করে সাতজনকে। তাঁর সঙ্গে গুরুকূলে থাকবে বলে তিনি কিশোরদের বেছেছিলেন। তাদের চরিত্রকে এমনভাবে গঠন করেছিলেন যাতে তারা সমাজের নিঃস্বার্থ সেবক হতে পারে। সোমরস কেবল ওই কিশোরদের ওপর প্রয়োগ করা হল। বাস্তবে, সোমরস প্রয়োগ করা ওই কিশোরদের অতিরিক্ত এক জীবন দেওয়া হল। তারা *দ্বিজ* বলে খ্যাত হল, এর মানে *দুবার জন্ম*। সোমরসের শক্তি, ভগবান ব্রহ্মার শিক্ষা ও এছাড়া অন্যান্য আরও আবিষ্কারের সাহায্যে এরা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী হলেন। নিজেদের মনকে আরো উন্নত করে তারা অতিমানবীয় বুদ্ধির অধিকারী হতে চেষ্টা করেছিলো। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানী মানুষদের উপাধি ছিল *ঋষি*। তাই ব্রহ্মায় বেছে নেওয়া মানুষেরা সাতজন ছিলেন বলে তারা '*সপ্তর্ষি*' নামে খ্যাত হলেন।'

'আর এই সপ্তর্ষিগণ তাদের নৈপুণ্যকে সমাজের হিতার্থে ব্যবহার করলেন'।

'হ্যাঁ প্রভু। ভগবান ব্রহ্মা সপ্তর্ষিদের জন্য কড়া নিয়মনীতির ব্যবস্থা করলেন। ব্যক্তিগত লাভ হতে পারে তেমন কোন ব্যবসা অথবা শাসন করার অনুমতি তাদের দেওয়া হল না। তাদের দক্ষতাকে পুরোহিত, শিক্ষক, চিকিৎসক ইত্যাদি

বুদ্ধিবৃত্তীয় কাজে নিয়োগ করা হল যাতে করে সমাজকে সাহায্য করা যায়। এইসব কাজের জন্য তাদের কোন রকম পারিশ্রমিক নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হত না এবং অন্যের দেওয়া ভিক্ষা ও দানের ওপর নির্ভর করে জীবন অতিবাহিত করতে হত।'

পর্বতেশ্বরের দিকে তাকিয়ে মজা করে চোখ নাচিয়ে শিব বললেন 'নিয়মের খুবই কড়াকড়ি দেখছি।'

পর্বতেশ্বর কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না, কিন্তু দক্ষ, কনখলা আর নন্দী জোরে হেসে উঠলেন। শিব জানালার বাইরে প্রহর—প্রদীপের দিকে চট করে একবার দেখে নিলেন। তৃতীয় প্রহর প্রায় শেষ হতে চলল। এই সময় সতী হয়তো নৃত্য করতে এসেছেন।

দক্ষ বলে চললেন 'তারা কিন্তু এই নিয়ম কঠোরভাবে পালন করে চললেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাদের দায়িত্ব বেড়ে উঠতে লাগল, সপ্তর্ষিরা তাদের গোষ্ঠীতে আরো মানুষকে নিযুক্ত করলেন। এই নবনিযুক্তদের সপ্তর্ষিদের মতো জীবন যাপন করার জন্য শপথ করানো হল আর সোমরস খাওয়ানো হল। সমাজের কল্যাণের জন্য ও জ্ঞান লাভ করার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক লাভের আশা না করে সময়ের সাথে সাথে সপ্তর্ষি এবং তাদের অনুগামীরা *ব্রহ্মার গোষ্ঠী* বা সাধারণভাবে *ব্রাহ্মণ* নামে খ্যাত হলেন।

'সব ভালো জিনিসের যেমন হয়, কালের নিয়মে নিশ্চয় তেমনভাবেই কিছু থেকে ব্রাহ্মণ ধর্ম মানা বন্ধ করে দিল?'

'একেবারে ঠিক প্রভু।' উত্তরে দক্ষ মাথা নেড়ে বললেন।

বহু লক্ষ বছর কেটে গেল। কিছু ব্রাহ্মণ সেইসব কঠোর নিয়ম ভুলে গেলেন—যেগুলো ভগবান ব্রহ্মা আরোপ করেছিলেন আর সপ্তর্ষিরা প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। সোমরসের অপব্যবহার করে তারা ব্যক্তিগত লাভ আদায় করতে লাগলেন। কিছু ব্রাহ্মণ বহু মানুষের ওপর তাদের প্রভাব খাটিয়ে রাজ্য অধিকার করে শাসন করতে লাগলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ আবার ভগবান ব্রহ্মা ও সপ্তর্ষিদের অনন্য আবিষ্কারের অপব্যবহার করে বিরাট ধনশালী

হয়ে উঠলেন।'

'আর কিছু ব্রাহ্মণ *সপ্তর্ষি উত্তরাধিকারীদের* বিরুদ্ধে এমনকি বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন।'

'সপ্তর্ষি উত্তরাধিকারী?' শিব জানতে চাইলেন।

'তারা *সপ্তর্ষিদের বংশধর* ছিলেন, হে প্রভু।' কনখলা ব্যাখ্যা করে বললেন। 'যখন সপ্তর্ষিরা বুঝতে পারতেন যে তাঁদের পার্থিব জীবন শেষ হয়ে আসছে, তখন গুরুকুল থেকে একজনকে নিজের উত্তরাধিকারীরূপে নিযুক্ত করতেন। ওই উত্তরাধিকারী আগের সপ্তর্ষির মতোই সম্মান পেতেন'।

'তাহলে সপ্তর্ষি-উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মানে সপ্তর্ষিদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করার সমান।'

'ঠিক প্রভু।' উত্তরে কনখলা বললেন। 'আর এই দুর্নীতির সবচেয়ে দুঃখের অংশটা হল, এই ভ্রষ্টাচারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা, যেমন ঈগল, গরুড়, ময়ূর, রাজহংস ইত্যাদি চিহ্নজাত প্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা। আসলে উচ্চশ্রেণী হওয়া হেতু এই ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অধীনে কাজ করার অনুমতি ছিল না, পাছে তারা বৈষয়িক ব্যাপারে প্রলোভিত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারাই প্রথমে প্রলোভিত হলেন।

'যেমন আপনারা—যারা কপোত চিহ্ন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ—তাঁরা ক্ষত্রিয়দের অধীনে কাজ করা সত্ত্বেও পুরনো পন্থাই মেনে চললেন?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ প্রভু।' কনখলা উত্তরে জানালেন—গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠল।

নগরের ঘন্টা জোরে বেজে উঠে ঘোষণা করলো যে তৃতীয় প্রহর শুরু হল। ঘরের প্রত্যেকে এমনকি শিবও নতুন প্রহরকে শুভ আহ্বান জানিয়ে ছোট্ট প্রার্থনা সেরে নিলেন। শিব মেলুহী রীতির কিছু কিছু নিয়ম শিখেছিলেন। একজন শুদ্র এল, প্রহর—প্রদীপ ঠিক করে তেমনই নিঃশব্দে চলে গেল। শিব নিজেকে মনে করালেন যে কোন সময়ে সতী উদ্যানে নৃত্য শুরু করবেন।

'তাহলে কোন বিপ্লবের ফলে এর পরিবর্তন হল মহামান্য সম্রাট?' দক্ষর দিকে ফিরে শিব জিজ্ঞাসা করলেন। 'আপনি, পর্বতেশ্বর এবং নন্দী হলেন

ক্ষত্রিয় আর এটা পরিষ্কার যে আপনারাও সোমরস গ্রহণ করেছিলেন। আসলে আপনার সাম্রাজ্যের চার বর্গের লোকদের প্রত্যেককেই দেখে মনে হয় কমবয়েসী আর স্বাস্থ্যবান। এর মানে এখন সবাইকেই সোমরস দেওয়া হয়। এই পরিবর্তন নিশ্চয় কোন বিপ্লবের মাধ্যমে এসেছে—ঠিক তো?'

'হ্যাঁ প্রভু। এবং এই বিপ্লব প্রভু রাম নামে বিখ্যাত, সবচেয়ে মহান সম্রাট। জয় শ্রীরাম।'

ঘরের প্রত্যেকে চেঁচিয়ে বললো 'জয় শ্রীরাম।'

'তাঁর ধারণায় আর নেতৃত্বে মেলুহী সমাজের নাটকীয় রূপান্তর ঘটল। আসলে ইতিহাসের গতি নিজে থেকেই পাল্টে গেল। কিন্তু প্রভু রামের কাহিনী বলার আগে অন্য একটা কথা বলি প্রভু?'

'অবশ্যই মহামান্য সম্রাট।'

'তৃতীয় প্রহর চলছে। আমরা যদি ভোজনকক্ষে যাই আর কাহিনী আবার শুরু করার আগে কিছু খেয়ে নিই?'

'আমার মনে হয় এটা খুবই ভালো প্রস্তাব মহামান্য সম্রাট,' শিব বললেন 'কিন্তু আমি কি একটু সময় চেয়ে নিতে পারি? অন্য আরেক জায়গায় দেখা করার আছে। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় তো আবার আগামীকাল আলোচনা করতে পারি।'

কনখলার মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল আর পর্বতেশ্বরের মুখ রাগে ভরে গেল। দক্ষ কিন্তু হাসি মুখ করেই বললেন, 'অবশ্যই, হে প্রভু আগামীকাল আমরা বসতে পারি। দ্বিতীয় প্রহরের দ্বিতীয় ঘন্টা শুরুর সময় সেটা করা যাবে তো?'

'অবশ্যই, মহামান্য সম্রাট। অসুবিধা করার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

'না না, ঠিক আছে প্রভু।' সদাহাস্য দক্ষ বললেন।

'আমার কোন রথ কি আপনাকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবে?'

'আপনার খুবই দয়া সম্রাট। কিন্তু আমি সেখানে একাই যেতে চাই। আমায় আবার ক্ষমা করবেন।'

ঘরের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে শিব ও নন্দী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কনখলা অভিযোগের ভঙ্গিতে দক্ষের দিকে তাকালেন। দক্ষ মাথা নাড়িয়ে দুহাত তুলে শান্ত হবার ভঙ্গি করে বললেন—

'ঠিকই আছে। আমরা কাল আবার বসবো। ঠিক তো।'

কনখলা বললেন 'আমাদের সময় কমে যাচ্ছে সম্রাট। নীলকণ্ঠকে তাঁর দায়িত্ব এখনই বুঝে নেওয়া দরকার।'

'ওনাকে সময় দাও কনখলা। এমনিতেই এতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। আর কয়েকটা দিনে কিছু এমন ধসে পড়বে না।'

পর্বতেশ্বর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দক্ষকে বললেন, 'আপনার অনুমতি নিয়ে আমি কি একটু যেতে পারি মহামান্য সম্রাট? একজন জংলী লোককে শিক্ষিত করে তোলার তুলনায় আমার অনেক দরকারী কাজ আছে'।

'ওনার সম্পর্কে সম্মানের সঙ্গে কথা বলুন পর্বতেশ্বর।' গর্জে উঠলেন কনখলা। 'উনি নীলকণ্ঠ।'

'আমি তখনই ওনাকে সম্মান জানিয়ে কথা বলবো যখন তিনি সত্যি করে মহৎ কোন কাজের মাধ্যমে তা অর্জন করবেন।' কর্কশভাবে পর্বতেশ্বর বললেন। 'আমি কেবল ভালো কাজের সম্মান করি, তাছাড়া অন্য কোনো কিছুকেই নয়, আর এটাই প্রভু শ্রীরামের মূল নিয়ম। তোমার কর্মই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তোমার জন্ম নয়, তোমার লিঙ্গ নয়। আর একেবারেই তোমার গলার রং নয়। যোগ্যতার ওপর আমাদের সমাজ ভিত্তি করে আছে। আর সেটা কি আপনারা ভুলে গেছেন?'

'যথেষ্ট হয়েছে।' দক্ষ বললেন। 'আমি নীলকণ্ঠকে সম্মান করি। তার মানে সবাই তাঁকে সম্মান করবে।'



অধ্যায় ৬

বিকর্ম, দুর্ভাগ্যের বাহক

নন্দী শিবকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে উদ্যানের খানিকটা দূরে অপেক্ষা করছিল আর শিব বেড়া-ঝোপের পিছনে নৃত্যের আঙিনায় গেলেন। নিস্তব্ধ মঞ্চটা দেখেই নন্দী বুঝতে পেরেছিল যে প্রভু ওখানে কারোর দেখা পাবেন না। তা সত্ত্বেও শিব আশা নিয়ে সতীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পর শিব বুঝতে পারলেন যে আজ কোন নৃত্যের অনুশীলন হবে না। রীতিমতো আশাহত হয়ে তিনি নন্দীর কাছে ফিরে এলেন।

'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন প্রভু, আমি কি চেষ্টা করে দেখব?' খুবই আন্তরিকভাবে নন্দী জিজ্ঞাসা করল।

'না নন্দী, বাদ দাও।'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য নন্দী বলল 'আপনার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। আমরা কি অতিথিশালায় ফিরে গিয়ে খাবো?'

ভাগ্য যদি সদয় হয় তাহলে সতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে এই ভেবে শিব বললেন 'না, নগরটা আরো দেখতে চাই। রজত ক্ষেত্রে খেতে পাওয়া যাবে তেমন কোন জায়গায় কি আমরা যেতে পারি?'

'এটা খুবই ভালো প্রস্তাব।' হেসে নন্দী বলল, কেননা সম্রাটের অতিথিশালায় ব্রাহ্মণদের নিরামিষ খাবার সে অপছন্দ করত। সে ক্ষত্রিয়দের সাধারণ খাদ্যশালার সুস্বাদু মাংস খেতে পাচ্ছিলো না।



'আসুন, কি ব্যাপার পর্বতেশ্বর?' দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন।

'হে প্রভু, এভাবে হঠাৎ আসার জন্য ক্ষমা চাইছি, কিন্তু এখনি একটা বিরক্তিকর খবর পেয়েই গোপনে আপনাকে জানাতে এলাম।'

'ঠিক আছে, কি খবর?'

'শিব ইতিমধ্যেই ঝামেলার সৃষ্টি করেছেন।'

'নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে কি জেনেছেন?' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আহত স্বরে দক্ষ আরো বললেন। 'নীলকণ্ঠ আমাদের উদ্ধার করতে এসেছেন সেটা আপনি কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

'এটা আমার অভিমত নয় প্রভু, আগে কথাটা শুনুন। চেনরধ্বজ গতকাল উদ্যানে শিবকে দেখেছেন।'

'চেনরধ্বজ এর মধ্যে এখানে এসে গেছেন?'

'হ্যাঁ মহামান্য, পরশু দিন আপনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ স্থির করা আছে।'

'যাইহোক, তা চেনরধ্বজ কি দেখেছেন?'

'তিনি নীলকণ্ঠর প্রতি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। তাই আমরা নিশ্চিন্তে মেনে নিতে পারি যে তার কোন প্রতিকূল ধারণা নেই।

'ঠিক আছে আপনার কথা নয় বিশ্বাস করছি। তা তিনি নীলকণ্ঠকে কি করতে দেখেছিলেন?'

'তিনি নীলকণ্ঠকে উদ্যানে নৃত্য করতে দেখেছিলেন।'

'তাতে কি হয়েছে? নৃত্যের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আছে নাকি?'

'দয়া করে পুরো ঘটনাটা বলতে দিন। তিনি যখন নৃত্য করছিলেন সতী তখন মোহিত হয়ে দেখছিল।'

দক্ষর কৌতূহল বেড়ে ওঠার আরো এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'তারপর?'

'শিব ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করায় সতী যথোচিত ব্যবহার করে এবং চলে যায়। কিন্তু চেনরধ্বজ শুনেছিলেন সতী চলে যাওয়ার সময় শিব নিজের মনে ফিসফিস করে কিছু বলছিলেন।'

'ভালো, তা তিনি কি ফিসফিস করছিলেন?'

'তিনি ফিসফিস করে বলছিলেন— *'হে পবিত্র সরোবর, ওকে পেতে সাহায্য করো। তোমার কাছে আর কখনো কিছু চাইব না!'*

দক্ষ আনন্দিত হয়ে বললেন 'আপনি বলতে চাইছেন যে আসলে নীলকণ্ঠ আমার মেয়ের প্রেমে পড়েছেন?'

আতঙ্কিত পর্বতেশ্বর বললেন 'হে সম্রাট আমাদের দেশের আইনের কথা আপনি ভুলে যাবেন না। আপনি জানেন যে সতী বিয়ে করতে পারবে না।'

'নীলকণ্ঠ যদি সতীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে পৃথিবীর কোন আইন তাঁকে আটকাতে পারবে না।'

'হে প্রভু, ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমাদের সভ্যতার যে আদর্শ তাতে কেউই আইনের ঊর্দ্ধে নয়। তাই আজ আমরা এমন হতে পেরেছি, চন্দ্রবংশী ও নাগাদের তুলনায় উন্নত। এমনকি প্রভু রামও আইনের ঊর্দ্ধে ছিলেন না। তাহলে এই অসভ্য লোকটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন?'

দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন 'সতী সুখী হোক আপনি কি চান না? সে আপনার ধর্মকন্যা সেই কারণে তার আরেক নাম পার্বতী। সে আবার আনন্দ ফিরে পাক আপনি চাননা?'

পর্বতেশ্বর বললেন 'আমার মেয়ে নেই বলে সতীকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসি। আমি তার জন্য সব কিছু করতে পারি। কেবল আইন ভাঙা ছাড়া।'

'আপনার সঙ্গে আমার ওইখানেই পার্থক্য। সতীর জন্য আমি আইন ভাঙতে হলে কিছু মনে করব না। সে আমার কন্যা, আমার রক্ত মাংস। সে ইতিমধ্যেই অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। তার আনন্দ করার কোন উপায় খুঁজে পেলে আমি সেটা করবই। তাতে যা হবার হবে।'



রজত-ক্ষেত্রের বাজারের কাছে নির্দিষ্ট স্থানে শিব আর নন্দী তাদের ঘোড়া বাঁধলেন। নন্দী শিবকে নিয়ে তার পছন্দের একটা ভোজনশালার দিকে চলল। রান্না করা টাটকা মাংসের লোভনীয় গন্ধ রাজকীয় অতিথিশালায় নন্দীর দুদিন না খাওয়া আমিষের খিদেটাকে উস্কে দিল যদিও ভোজনশালার কর্তা শিবকে ঢুকতে বাধা দিলেন।

'কি ব্যাপার ভাই?' নন্দী জিজ্ঞাসা করল।

'খুবই দুঃখিত ভাই, আসলে আমিও যে এখন ব্রত উদ্‌যাপন করছি।' নিজের গলার পুঁতির মালা দেখিয়ে কর্তাটি বিনয়ের সঙ্গে জানালো। 'তাই আরেকজন ধর্মীয় ব্রতপালনকারীকে মাংস পরিবেশন করতে তো পারবো না।'

নন্দী অবাক হয়ে বলে উঠল 'কিন্তু কে ব্রত পালন.......'

শিব চোখের ইঙ্গিতে নিজের গলার পুঁতি লাগানো বন্ধনীটা দেখিয়ে নন্দীকে থামালেন। নন্দী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে শিবের পিছুপিছু ওখান থেকে বেরিয়ে এল।

'আসলে বছরের এই সময়টা ব্রত উদ্‌যাপন করা হয় প্রভু। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, সামনে ডানদিকের গলিতে কয়েকটা ভালো খাবার জায়গা আছে। আমি দেখে আসি কে ব্রত নেয়নি।'

শিব মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। নন্দী তাড়াতাড়ি চলে যেতেই তিনি পথের চারদিকটা ভালো করে দেখতে লাগলেন।

এটা একটা ব্যস্ত বাণিজ্যিক স্থান যেখানে অনেক দোকান আর ভোজনশালা যথাযথভাবে রয়েছে। প্রচুর লোকজন আর কেনাবেচা সত্ত্বেও কোনরকম চিৎকার চেঁচামেচি নেই। কোন বিক্রেতা বাইরে এসে চিৎকার করে নিজের পণ্য বিক্রি করছে না। ক্রেতারা দর-কষাকষির সময়ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছিল।

এই বোকা আর ভালো মানুষগুলো আমাদের হট্টগোল ভরা পাহাড়ি

হাটে কখনোই ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে না।

নিজের চিন্তায় শিব এতই মগ্ন ছিলেন যে ডান পাশে থাকা নগর-ঘোষকের ঘোষণা তিনি শুনতে পেলেন না।

'বিকর্ম মহিলারা আসছেন, দয়া করে সবাই আড়ালে যান!'

শিব চমকে উঠে ঘুরে দেখলেন লম্বা একজন মেলুহী ক্ষত্রিয় তাঁর দিকেই দেখছে। 'আপনি একটু আড়ালে যাবেন কি? বিকর্ম মহিলারা এখান দিয়ে পুজো দিতে যাবেন।'

ঘোষকের আচরণ ও বলার ভঙ্গি খুবই ভদ্র। তা সত্ত্বেও শিবের বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে *অনুরোধ* করছে না *আদেশ* করছে। শিব সরে আসার সময়ই নন্দী এসে আস্তে করে হাত ছোঁয়ালো। 'ভালো একটা খাবার জায়গা খুঁজে পেয়েছি প্রভু। আমার খুব পছন্দের জায়গা। এর পাকশালা আরো এক ঘন্টার মতো খোলা থাকবে। পেটপুজো করার অনেক আয়োজন থাকবে।'

শিব জোরে হেসে উঠে বললেন 'আশ্চর্য, তাহলে দেখা গেল যে একটা মাত্র ভোজনশালাই তোমার খিদে মেটানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবার বানাতে পারবে।'

কথাগুলো বলে নন্দীর পিঠ চাপড়ে দিলেন আর নন্দীও হাসিতে যোগ দিল।

এরপর তাঁরা গলির মধ্যে ঢুকতেই শিব জিজ্ঞাসা করলেন 'এই বিকর্ম মহিলারা কারা?'

'বিকর্ম মানুষেরা হল এমন মানুষ যারা গত জন্মে পাপ করার জন্য এজন্মে শাস্তি ভোগ করছে। অতএব এ জীবনের যন্ত্রণা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। পূর্বজন্মের পাপ ধুয়ে ফেলার এটাই একমাত্র উপায়। বিকর্ম পুরুষদের এরকমভাবে প্রায়শ্চিত্ত করার নিয়ম আছে এবং মহিলাদের জন্য আরেকরকম প্রায়শ্চিত্ত করার নিয়ম।'

শিব জিজ্ঞাসা করলেন 'এইমাত্র যে পথ ছেড়ে এলাম সেখান দিয়ে বিকর্ম

মহিলাদের পুজো দিতে যাওয়ার পদযাত্রা আসছিল। তাদের এই পূজা দেওয়া কি ওই নিয়মের অন্তর্গত?'

'হ্যাঁ প্রভু। বিকর্ম মহিলাদের জন্য অনেক নিয়ম আছে যা তাদের মেনে চলতে হয়। শুদ্ধিকরণের দেবতা অগ্নিদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাওয়ার জন্য নিয়ম অনুসারে প্রতি মাসে তাদের পূজা দিতে হয়। যদি তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য অন্য কেউ দূষিত হয়ে পড়ে তাই বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয় না। তাদের আত্মীয় নয় বা কাজের সঙ্গে জড়িত নয় এমন কাউকে স্পর্শ করতেও দেওয়া হয় হয় না। আরো অনেকরকম ব্যাপার আছে যা আমি পুরোপুরি জানি না। আপনার যদি আরো জানার থাকে তাহলে আমরা পরে অগ্নি মন্দিরের কোনো পণ্ডিতের কাছে যেতে পারি যিনি আপনাকে বিকর্মদের সম্বন্ধে বলতে পারবেন।'

শিব হেসে জানালেন 'না, আমি এখনি পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হতে রাজি নই। তিনি হয়তো কতকগুলি অবাস্তব ও বিভ্রান্তিকর তত্ত্বকথা বলে আমায় বিরক্ত করবেন! কিন্তু আমায় একটা কথা বল। বিকর্ম মানুষেরা গতজন্মে যে পাপ করেছিল সেটা কে স্থির করে?'

'তাদের নিজেদের কর্ম প্রভু। ধরুন কোন মহিলা মৃত শিশুর জন্ম দিল। যদি না সে পূর্ব জন্মে কোন গুরুতর পাপ করে তাকে তবে কেন এমন শাস্তি পেতে হবে? আবার কোন লোক নিরাময়ের অসাধ্য কোন ব্যাধিতে হঠাৎ আক্রান্ত হল আর পঙ্গু হয়ে গেল—এটা কেমন করে হওয়া সম্ভব যদি না পূর্বজন্মের পাপ করার কারণে বিশ্ব তাকে শাস্তি দেয়।'

'আমার কাছে এগুলো কেমন হাস্যকর শোনাচ্ছে। কোন মহিলা মৃত শিশুর জন্ম দিতেই পারে। এর সাধারণ কারণ গর্ভবতী অবস্থায় তার ঠিক মতো যত্ন নেওয়া হয়নি। অথবা এটা একটা রোগের ব্যাপার হতে পারে। এক্ষেত্রে কেমন করে কেউ বলে যে ওই মহিলা তার পূর্ব জন্মের পাপের শাস্তি পেয়েছে?'

শিবের সিদ্ধান্ত শুনে নন্দী আঘাত পেল, প্রাণপণে উত্তর দেওয়ার ভাষা খুঁজতে লাগল। সে একজন মেলুহী—জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল ভোগ করার

মতবাদ গভীরভাবে বিশ্বাস করে। আমতা আমতা করে সে বলল 'এটাই যে নিয়ম প্রভু।'

'সত্যি কথা বলতে নিয়মটা আমার কাছে খুব খারাপ মনে হচ্ছে।'

নন্দীর মুখ দেখে বোঝা গেল মেলুহার মৌলিক ধারণা শিব বুঝতে না চাওয়ায় সে খুবই হতাশ হয়েছে, কিন্তু নিজের মত সে প্রকাশ করল না কেননা শিব তার প্রভু।

নন্দীকে মনমরা দেখে শিব তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন 'এটা তো শুধু আমার মত জানালাম। এই নিয়মটা যদি তোমাদের সমাজ ঠিক মতো মেনে চলে, তাহলে মানতে হবে এর পেছনে কোন যুক্তি আছে। তোমাদের সমাজের নিয়মগুলো মাঝে মাঝে আমার খুব অদ্ভুত মনে হলেও এখানকার মতো সৎ ও ভালো মানুষ কখনো দেখিনি।'

নন্দীর মুখে মুহূর্তে হাসি ফিরে এল, তার সমস্ত সত্তা আবার বর্তমানের সমস্যায় ঢুকে পড়ল। তার খিদের দুর্বলতা! কোন অভিযানে যাওয়ার মতো সে ভোজনশালায় ঢুকল, পিছনে মুচকি হাসি হাসতে হাসতে শিব।

একটু দূরে রাজপথ দিয়ে বিকর্ম মহিলারা নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছিল। পবিত্র নীল রঙের অঙ্গবস্ত্রে সারা শরীর ঢাকা। প্রায়শ্চিত্ত করার অনুতাপে মাথা হেঁট করে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে পূজার নৈবেদ্য নিয়ে তারা চলেছিল। নিজেদের ক্লান্ত শরীরকে অতি কষ্টে টেনে নিয়ে যাওয়া এই করুণার পাত্রীদের দেখে চারিপাশে মৃত্যুর নিঃশব্দতা নেমে এসেছিল। সবার মধ্যিখানে শিবের অলক্ষ্যে আপাদমস্তক নীল বস্ত্রে ঢাকা মাথা হেঁট করা মর্যাদা পরিত্যাগ করা ক্লান্তিতে অবশ এক নারীও যাচ্ছিল—সে সতী।



'আমরা কোথায় ছিলাম প্রভু?' দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন—পরের দিন সকালে দক্ষর কার্যালয়ে শিব আর নন্দী বসেছিলেন।

শিব উত্তর দিলেন 'প্রভু রাম যে পরিবর্তন এনেছিলেন আর কিভাবে তিনি ধর্মত্যাগী ব্রাহ্মণদের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন সেই ব্যাপারে আলোচনা

হচ্ছিল মাননীয় সম্রাট।'

'ঠিক। ধর্মত্যাগী ব্রাহ্মণদের তিনি দমন করেছিলেন। তবে তাঁর দৃষ্টিতে সমস্যার মূল ছিল গভীরে। কয়েকজন ব্রাহ্মণ রীতিনীতি মানছিল না—এটা সমস্যা ছিল না। একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবে কোন কাজ করতে চায় আর সমাজ তাকে জোর করে কোন কাজ করাতে চায়, সমস্যা হচ্ছিল এর দ্বন্দ্ব নিয়ে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'এই ধর্মত্যাগী ব্রাহ্মণদের মুখ্য সমস্যা যেটা সেই বিষয়ে যদি চিন্তা করতে চান তো দেখবেন সে কেউ ক্ষত্রিয় হয়ে শাসন করতে চেয়েছিল। কেউ বৈশ্য হয়ে অর্থ উপার্জন করে ভোগবিলাসে জীবন কাটাতে চেয়েছিল। যদিও জন্মসূত্রে তাদের ব্রাহ্মণ হতে হতো।'

শিব বললেন 'কিন্তু আমি জানি ব্রহ্মার অনুশাসন আছে যে সাধারণ মানুষ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ হতে পারবে।'

'সেটা সত্যি প্রভু, তবে সময়ের সাথে সাথে মনোনয়নের এই পদ্ধতি তার সততা হারিয়েছে। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হচ্ছিল, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। মনোনয়নের প্রচলিত পদ্ধতি শীঘ্রই তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললো। একজন পিতা তার নিজের সন্তান বড়ো হওয়ার জন্য এবং আপন জাতের একজন হওয়ার জন্য সবরকম সংস্থান ও সহায়তা যাতে পায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হল। ফলে বর্ণ-প্রথা বা জাতি-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ল।'

'এর থেকে বোঝা যাচ্ছে উপযুক্ত ও খুবই দক্ষ কোন লোক তার বাবা-মা শুদ্র হওয়ার জন্য কখনোই ব্রাহ্মণ হওয়ার সুযোগ পাবে না, তাই না?' শিব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ শিব।' পর্বতেশ্বর বললেন। এই প্রথম তিনি শিবের সঙ্গে কথা বললেন। শিব লক্ষ্য করলেন পর্বতেশ্বর কোন আনুগত্য দেখালেন না, প্রভু বলে সম্বোধনও করলেন না। তিনি আরো জানালেন 'প্রভু রামের অভিমত হচ্ছে—কোন সমাজ-ব্যবস্থা যদি উৎকর্ষ বা যোগ্যতা ছাড়া অন্য কিছুর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় তাহলে তা স্থায়ী হতে পারে না। এছাড়া তাঁর

মতে কোনো মানুষের জাত নির্ধারিত হওয়া উচিত শুধুমাত্র তার কর্মের ওপর ভিত্তি করে—তার জন্ম, লিঙ্গ বা অন্য কিছুর ওপর ভিত্তি করে নয়।'

শিব বললেন 'খুব সুন্দর সিদ্ধান্ত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর সাফল্য কতটা? ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মানো একজন সন্তান বড়ো হয়ে উঠতে যা যা সাহায্য ও সহায়তা পাবে, শুদ্র পরিবারে জন্মানো সন্তানের চেয়ে তা একেবারেই আলাদা। তাই সে সন্তান বড়ো হয়ে ব্রাহ্মণই হবে যদিও তার দক্ষতা একজন শুদ্রের সন্তানের থেকে কম। এটা কি শুদ্রর ঘরে জন্মানো সন্তানের প্রতি অবিচার নয়? এখানে উৎকর্ষটা কোথায়?'

হেসে পর্বতেশ্বর বললেন 'এখানেই প্রভু রামের প্রতিভা, শিব। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক এবং সুবিচারক তো ছিলেনই। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হল সমাজ-ব্যবস্থার এক নতুন প্রণালী প্রতিষ্ঠা, যেখানে একজন মানুষের কর্ম নির্ধারিত হবে কেবলমাত্র তার ক্ষমতা অনুযায়ী, অন্য কোন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নয়। এই প্রণালীই মেলুহাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।'

দক্ষ বলে উঠলেন 'এক্ষেত্রে সোমরসের ভূমিকাকে আপনি কম গুরুত্ব দিতে পারেন না পর্বতেশ্বর। প্রভু রামের শ্রেষ্ঠ কাজ হল সবার জন্য সোমরসের ব্যবস্থা করা। এই অমোঘ ওষুধের জন্যই মেলুহীরা জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও দক্ষ মানবজাতি। সোমরসই আমাদের অসাধারণ ও প্রায় নিখুঁত এক সমাজ গড়ে তোলার সামর্থ্য ও শক্তি দিয়েছে।'

'ক্ষমা করবেন সম্রাট,' বলে শিব আবার পর্বতেশ্বরের দিকে ঘুরে বললেন 'প্রভু রাম কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?'

পর্বতেশ্বর জানালেন 'খুবই সাধারণ ব্যবস্থা—যদি আমরা মেনে নিই যে সেটাই হল শ্রেষ্ঠতম সমাজ যেখানে মানুষের জাত নির্ধারিত হবে শুধুমাত্র তার কর্ম ও সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে। অন্য কোনো গুণের ওপর ভিত্তি করে নয়। এই নিয়মকে নিশ্চিত করতে প্রভু রাম এক কার্যকর ব্যবস্থা করেছিলেন। মেলুহাতে জন্মানো প্রত্যেক শিশুকে সম্রাট বাধ্যতামূলকভাবে পোষ্য নেবেন। এই ব্যবস্থাকে সুশৃংখলভাবে কার্যকরী করার জন্য মাইকা

নামক এক বিরাট চিকিৎসা-নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। দেশের একেবারে দক্ষিণে নর্মদা নদীর ঠিক উত্তরে এই নগর। সব গর্ভবতী মহিলাকেই প্রসব করতে ওখানে যেতে হয়। কেবল গর্ভবতী মহিলাদেরই নগরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় আর কাউকে নয়।'

শিব জিজ্ঞাসা করলেন 'তার স্বামী, বাবা-মা কাউকে নয়?'

'না, এর কোন অন্যথা হয় না, কেবল একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে। প্রায় তিনশ বছর আগে নিয়ম পাল্টে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে অভিজাত পরিবারের গর্ভবতীর স্বামী আর বাবা-মা ঢোকার অনুমতি পাবে।' পর্বতেশ্বরের উত্তর দেওয়ার ধরণ দেখে বোঝা গেল রামের নিয়ম কলুষিত হওয়ায় তিনি খুব বিরক্ত।

'তাহলে ওখানে কারা গর্ভবতী মহিলাদের সেবা যত্ন করে?'

পর্বতেশ্বর বললেন 'চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্মচারীরা, তারা এই ব্যাপারে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। শিশু জন্মানোর পর তাকে স্বাস্থ্যর কারণে মাইকাতে কয়েক সপ্তাহ রাখা হয়। তার মা নিজের জায়গায় ফিরে যায়।'

শিব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'শিশুকে ছাড়াই?'

'অবশ্যই।' পর্বতেশ্বর ভুরু কুঁচকে এমনভাবে উত্তর দিলেন যেন জগতের খুবই সাধারণ ঘটনা। তিনি আরও জানালেন 'তারপর শিশুটিকে মাইকার পাশেই সম্রাটের গড়া এক বিশাল বিদ্যালয় মেলুহা গুরুকূল এ রাখা হয়। সেকানে প্রত্যেক শিশু একইরকম বিদ্যাশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। সম্রাটের দেওয়া সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে তারা বড় হয়ে ওঠে।'

'শিশু এবং তার বাবা-মায়ের বিবরণ কি ওখানে ওরা নথিভুক্ত করে?'

'অবশ্যই করে, তবে সেগুলো খুবই গোপনে নথি রক্ষকের কাছে থাকে।'

শিব এতক্ষণ যা যা শুনলেন তার থেকে ধারণা পেয়ে বললেন 'তার মানে পুরো গুরুকূল বা পুরো সাম্রাজ্যে কেউই জানতে পারে না শিশুর জন্মদাতা পিতা-মাতার আসল পরিচয়। ব্রাহ্মণ, শুদ্র যে কোন শিশুই হোক না কেন গুরুকূলে সে একই রকম শিক্ষা পাবে।'

এই নিয়মের জন্য গর্বিত পর্বতেশ্বর হেসে জানালেন 'হ্যাঁ, এরপর তারা যখন বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হয় তখন তাদের সোমরস পান করানো হয় তাই প্রত্যেকেই সফল হওয়ার জন্য একই রকম সুযোগ পায়। তারপর পনেরো বছর বয়স হলে যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সর্ববিষয়ের ওপর একটা বড়ো পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষার ফলই স্থির করে দেয় সে কোন বর্ণ বা জাতের উপযুক্ত হবে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শুদ্র।'

কনখলা মধ্যিখানে বলে উঠলেন 'এরপর তাদের আরো এক বছর ধরে জাতের-বিশেষ-শিক্ষা দেওয়া হয়। তারা তখন বর্ণ-নির্দেশক রঙিন বন্ধনী পরে, যেমন ব্রাহ্মণ হলে সাদা রঙ, ক্ষত্রিয় হলে লাল রঙ, বৈশ্য হলে সবুজ রঙ এবং শুদ্র হলে কালো রঙের বন্ধনী। এরপর তারা নিজের নিজের বিদ্যালয়ে ফিরে যায় শিক্ষা শেষ করার জন্য।'

শিব বললেন 'তাই আপনাদের জাতি-প্রথার আরেক নাম বর্ণ-প্রথা। আর বর্ণ মানে রং ঠিক তো?'

কনখলা বললেন 'হ্যাঁ প্রভু, আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তি খুবই ভালো।'

কঙ্খলার দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পর্বতেশ্বর ব্যঙ্গ করে বললেন 'সত্যিই তো, কি অসাধারণ অনুমান ক্ষমতা আপনার!'

কথাগুলো কানে না নিয়ে শিব জিজ্ঞাসা করলেন 'তারপরে কি হয়?'

'শিক্ষার্থীদের ষোল বছর পূর্ণ হওয়ার পর, আবেদনকারী বাবা-মায়েদের জাতি অনুযায়ী সন্তান হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। ধরুন, কোন ব্রাহ্মণ পিতা-মাতা যদি পোষ্য নেওয়ার জন্য আবেদন করে থাকেন, তখন মাইকা থেকে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রার্থীকে মনোনিত করে ওই পিতা-মাতার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখন তাকে তারা আপন সন্তানের মতই বড়ো করে তোলেন।'

অসাধারণ এই সমাজ ব্যবস্থার কথা শুনে অভিভূত হয়ে শিব বলে উঠলেন, 'খুবই নিখুঁত এই সমাজ। কেবলমাত্র নিজের যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করেই এখানে প্রত্যেকে সামাজিক-পদমর্যাদা লাভ করে। এই সমাজ ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং সুবিচার বিস্ময়কর!'

মাঝখান থেকে দক্ষ বলে উঠলেন, 'আমরা দেখলাম যে সময়ের সাথে সাথে উচ্চ বর্ণের মানুষ বাড়তে থাকল। তার মানে এই পৃথিবীতে সবারই শ্রেষ্ঠতর হওয়ার যোগ্যতা আছে। কেবলমাত্র সন্তানকে সঠিক সুযোগ দিলেই হবে।'

শিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই জন্যে নিম্নবর্ণের মানুষেরা নিশ্চয়ই প্রভু রামকে খুবই ভালোবাসে।'

বাস্তবিকই তিনি এদের শ্রেষ্ঠতর হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।'

পর্বতেশ্বর বললেন, 'অবশ্যই তারা তাঁকে খুবই ভালোবাসেন। তারা খুবই অন্ধ ভক্ত। জয় শ্রী রাম!'

'কিন্তু মনে হচ্ছে না যে খুব বেশি মায়েরা এতে খুশি হয়। ধারণাই করতে পারছি না, কোনদিন দেখতে পাবে না জেনেও জন্ম দেবার পরপরই কোন মা নিজের সন্তানকে স্বেচ্ছায় দান করে দিতে চাইবে।'

শিব মুর্খের মতো কথা বলেছেন ভেবে পর্বতেশ্বর বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বললেন 'আরে, এটা তো বৃহত্তর ভালো স্বার্থের জন্য। আর কোন মা যদি সন্তান চাওয়ার আবেদন করেন তখন তা অবস্থা ও ইচ্ছা অনুযায়ী সন্তান প্রদান করা হয়। কোন সন্তান যদি তার মায়ের আশা পূর্ণ করতে না পারে তার চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না।'

পর্বতেশ্বরের ব্যাখ্যা শুনে শিব আশ্চর্য্য হলেও তর্ক চালিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন 'আমি এও অনুমান করছি যে ব্রাহ্মণের মতো উঁচু জাতেরা শ্রী রামের ওপর অপ্রসন্ন হয়েছিল। কেননা এর ফলে তারা সমাজ দমন করার অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল।'

দক্ষ বললেন 'ঠিক, উচ্চবর্ণের বহু মানুষই প্রভু রামের সংস্কারের বিরোধ করেছিল। কেবল ব্রাহ্মণরা নয় ক্ষত্রিয় এমনকি বৈশ্যরাও ছিল। এদের পরাজিত করার জন্য ওনাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল। পরাজিতদের মধ্যে যারা বেঁচেছিল তারাই হল আজকের চন্দ্রবংশী।'

'আচ্ছা, আপনাদের ঝগড়া তাহলে এত পুরনো?'

'হ্যাঁ। চন্দ্রবংশীরা হল খারাপ আর ঘৃণ্য এক জাতি, ওদের না আছে কোন নৈতিকতা না আছে কোন সততা। আমাদের সমস্ত সমস্যার মূলে ওরা। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে প্রভু রাম একটু বেশিই দয়ালু ছিলেন। তাঁর উচিৎ ছিল ওদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। কিন্তু তা না করে উনি ওদের ক্ষমা করে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে যন্ত্রণা সহ্য করেও আমাদের দেখতে হচ্ছে যে প্রভু রামের জন্মস্থান অযোধ্যা শাসন করছে এই চন্দ্রবংশীরা।'

কথাগুলো শুনে শিব কোন প্রতিক্রিয়া করার আগেই নতুন প্রহর শুরু হওয়ার ঘন্টা বেজে উঠল। নতুন প্রহরকে আহ্বান করার জন্য সকলে ছোট প্রার্থনা সেরে নিল। শিব জানলার দিকে একঝলক তাকালেন, তাঁর মুখে প্রত্যাশার আলো ফুটে উঠল।

শিবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে দক্ষর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'প্রভু আমরা এখন মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি নিতে পারি। যদি আপনার অন্য কোন কাজে যাওয়ার থাকে ঘুরে আসুন, তাহলে কালকে আবার বসা যাবে।'

পর্বতেশ্বর দক্ষের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি জানতেন যে সম্রাট কি করতে চাইছেন।

শিব হেসে বললেন 'তাহলে তো ভালোই হয়। আমার মুখ দেখে কি কিছু বোঝা যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ প্রভু, এটা আপনার গুণ। মেলুহাতে সততার চেয়ে মূল্যবান কিছুই নেই। আপনি যাচ্ছেন না কেন, যান। আমরা আগামীকাল সকালে এখানে আবার তো আলোচনা করতে পারবো?'

দক্ষকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে জানাতে শিব নন্দীর সাথে বেরিয়ে গেলেন।



উত্তেজনায় অধির হয়ে শিব ঝোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। উদ্যান থেকে ঢোলের আওয়াজ শুনতে পেয়েই নন্দীকে অতিথিশালায় মধ্যাহ্ন

ভোজনে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি একা থাকতে চাইছিলেন। আনন্দে গভীর শ্বাস ছেড়ে ঝোপের সারি পেরোতেই দেখতে পেলেন গুরুজি আর কৃত্তিকার সামনে সতী নাচ অভ্যাস করছেন।

দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার জানিয়ে গুরুজি বললেন 'আপনাকে আবার দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে।'

শিব গুরুজির পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন 'খুশিতো আমিই হয়েছি গুরুজি।'

সতী দূরে চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কৃত্তিকা আগ্রহ সহকারে বললো 'আপনার নাচ এখনো মনের ভিতর জ্বলজ্বল করছে!'

প্রশংসা শুনে শিবের মুখ রাঙা হয়ে উঠল, তিনি বললেন 'না, না, মোটেই তেমন কিছু ভালো হয়নি।'

'এবার কিন্তু আপনি প্রশংসা পাওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি করছেন।' কৃত্তিকা বললো।

সতীর দিকে ঘুরে শিব বললেন 'আমি ভাবছিলাম আগের দিন যতটা হয়েছিল তারপর থেকে যদি আমরা শুরু করি। নৃত্য শিক্ষক বা ওরকম কিছু হতে চাইছি না, আমি কেবল আপনার নৃত্য দেখতে চাইছি।'

সতী অনুভব করলেন সেই বিচিত্র অস্বস্তিবোধ আবার ফিরে এসেছে। শিবের মধ্যে এমন কি আছে যাতে অনুভব হচ্ছে যে ওনার সঙ্গে কথা বলে নিয়ম ভাঙছি? কেবল মাত্র সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রেখেই কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি আছে। নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে কেন?

সতী বললেন 'আমি যথাসম্ভব ভালো করার চেষ্টা করবো। কেমন করে আরো উন্নতি করা যায় সেই ব্যাপারে আপনার ধারণাগুলো শুনে সমৃদ্ধ হওয়া যাবে। সত্যিই আমি আপনার নৃত্য কুশলতার প্রতি সম্মান জানাচ্ছি।'

সম্মান? সম্মান কেন? ভালোবাসা নয় কেন?

শিব নম্র ভাবে হাসলেন। কে যেন ভিতর থেকে জানালো যে এই মুহূর্তে কোন কথা বললেই পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাবে।

সতী গভীরভাবে শ্বাস নিলেন, অঙ্গবস্ত্রটা কোমরে ভালো করে জড়িয়ে বাঁধলেন এবং নটরাজের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। মাতা ধরিত্রীর তেজ সতীর মধ্যে দিয়ে যেন প্রকাশিত হতে লাগল এমনটা মনে হওয়ায় শিব হাসলেন।

ধরিত্রীর শক্তিতে তেজোময়ী হয়ে সতী নাচ শুরু করলেন। তিনি সত্যিই উন্নতি করেছিলেন, নাচে ভাবের সঞ্চার হচ্ছিল। নৃত্য কুশলতায় তিনি দক্ষ ছিলেন, এর সঙ্গে ভাব সংযুক্ত করে নাচকে এক অন্য স্তরে পৌঁছে দিচ্ছিলেন। সতীর নাচ দেখতে দেখতে শিব এক স্বপ্নময় আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন। সতীর কমনীয় শরীরের বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমা তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষিত করছিল। কখনো বা তাঁর মনে হচ্ছিল যে সতী নাচের মধ্যে যাকে কামনা করছেন তিনিই সেই পুরুষ। এরপর একসময় সতীর নাচ শেষ হল ও সবাই হাততালি দিয়ে প্রশংসা করলো।

গর্বিত হয়ে গুরুজি বললেন 'এটা আমার দেখা তোমার সর্বোত্তম নাচ।'

'ধন্যবাদ গুরুজি।' শরীর ঝুঁকিয়ে সতী বললেন। এরপর শিব কি বলেন সেই আশায় তাঁর দিকে তাকালেন।

শিব উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে বললেন 'অসাধারণ! খুব সুন্দর! আপনাকে বলিনি যে আপনার মধ্যে সম্ভাবনা আছে?'

সতী আত্মসমালোচনা করে বললেন 'মনে হচ্ছে আক্রমণাত্মক দৃশ্যের ভঙ্গিগুলো ঠিকমতো করতে পারিনি।'

'নিজের প্রতি বেশি বিরূপ হচ্ছেন। একটা সামান্য ভুল হয়েছে মাত্র। কনুই-এর একটা ভঙ্গি দেখাতে ভুল করেছেন ফলে পরের ভঙ্গিটা দেখতে একটু অদ্ভুত লাগছিলো।' চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' বলে তাড়াতাড়ি সতীর কাছে গিয়ে সঠিক ভঙ্গিটা দেখানোর জন্য ওর কনুই স্পর্শ করতেই সতী ভয় পেয়ে চমকে পিছিয়ে গেলেন আর গুরুজি ও কৃত্তিকাকে দেখে মনে হল খারাপ কিছু হয়ে গেল। শিবের মনে হলো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেল।

তিনি বললেন, 'আমি দুঃখিত, কনুইয়ের ভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত সেটাই খালি দেখাতে চেয়েছিলাম।'

সতী শিবের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলেন।

গুরুজিই প্রথম অনুভব করলেন যে শিবের অবশ্যই *শুদ্ধিকরণ* করা প্রয়োজন। এরপর বললেন—'শিব আপনার পুরোহিতের কাছে গিয়ে বলুন যে আপনার *শুদ্ধিকরণের* প্রয়োজন। দিন শেষ হওয়ার আগেই যান।'

'কি? শুদ্ধিকরণ আবার কি? আমার তাতে কি প্রয়োজন?'

সতীর চোখ ভাসিয়ে জল আসছিল, তিনি বললেন 'দয়া করে যান, শুদ্ধিকরণ করে নিন। আপনার কিছু হয়ে গেলে নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবো না।'

'আমার কিছুই হবে না! আমি খুবই দুঃখিত যদি আপনাকে স্পর্শ করে কোন নিয়ম ভেঙে থাকি। আর কখনো এমন করবো না। এটাকে এতো গুরুত্ব দেবেন না।'

'এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার!' সতী চিৎকার করে বললেন।

সতীর এইরকম তীব্র প্রতিক্রিয়ায় শিব থতমত হয়ে গেলেন।

এই সামান্য ঘটনাটা নিয়ে এরা এতো বাড়াবাড়ি করছে কেন?

কৃত্তিকা সাবধানে সতীর কাছে এল যাতে স্পর্শ না লাগে তারপর বললো 'দেবী আমাদের ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত।'

'না না দয়া করে যাবেন না।' শিব অনুনয় করে বললেন 'আমি স্পর্শ করবো না শপথ করছি।'

অত্যন্ত বিষাদগ্রস্থ হয়ে সতী ফিরে চললেন, গুরুজি আর কৃত্তিকাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। ঝোপের বেড়ার ধারে পৌঁছে সতী শিবের দিকে ঘুরে বললেন 'দয়া করে রাত শুরু হওয়ার আগেই শুদ্ধিকরণ করে নিন। মিনতি করছি।'

শিবের মুখের না মানা ভাব দেখে গুরুজি বললেন 'ওর কথা শুনুন, আপনার ভালোর জন্যই বলছে।'



অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শিব 'যত্তসব বাজে ব্যাপার!' বলে

চিৎকার করে উঠলেন। তিনি প্রাসাদের অতিথিশালায় শুয়েছিলেন। শুদ্ধিকরণ করেননি—এমনকি ব্যাপারটা কি সেটাও জানারও চেষ্টা করেন নি।

সতীকে স্পর্শ করার জন্য শুদ্ধিকরণের কি প্রয়োজন? আমি তো চাই, যে কোন প্রকারে ওকে স্পর্শ করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে। এরজন্য প্রতিদিন শুদ্ধিকরণ করতে হবে? অদ্ভুত!

এই সময় শিবের মনে একটা বাজে চিন্তা এল।

আমার কারণে কি এই শুদ্ধিকরণ? জাতের চিহ্নবিহীন বলে কি ওকে স্পর্শ করার অনুমতি নেই? আমি কি একটা নিকৃষ্ট অসভ্য লোক?

ফিসফিস করে নিজেকে বললেন 'না। এটা সত্যি হতে পারে না। সতী একথা চিন্তা করতে পারে না, ও খুব ভালো।'

কিন্তু যদি সত্যি হয়। হয়তো ও জানে যে আমি নীলকণ্ঠ .....





অধ্যায় ৭

প্রভু শ্রীরামের অসম্পূর্ণ কাজ

'আজ আপনাকে একটু অন্যমনস্ক লাগছে প্রভু, সব ঠিক আছে তো?' উদ্বিগ্ন হয়ে দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন।

'হুঁ?' বলে শিব সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন 'ক্ষমা করবেন সম্রাট, আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম।'

দক্ষ চিন্তিত হয়ে কনখলার দিকে তাকালেন। গতকাল রাতে নৈশভোজের সময় সতীর মুখে একই রকম একটা হতাশার ভাব লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু ও কিছু বলতে চায়নি।

দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন 'আমরা কি একটু পরে বসব?'

শিব বললেন 'না না একেবারেই নয়। সব ঠিক আছে, ক্ষমা করবেন। আপনি এখনি আলোচনা শুরু করুন।'

উদ্বিগ্ন দক্ষ বললেন 'বেশ। প্রভু শ্রীরাম সমাজে যে পরিবর্তন এনেছিলেন, আমরা সেই ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' বলে শিব মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে মনে গাঁথা সতীর মিনতি করার ছবিটা মুছে ফেলতে চাইলেন।

'মাইকা-ব্যবস্থা খুব সুন্দরভাবে চলতে থাকল। আমাদের সমাজ দ্রুত বাড়তে লাগল। এমনিতেই আমরা ছিলাম সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলির একটা। কিন্তু শেষ বারোশ বছরে আমরা সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। মেলুহা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ আর শক্তিশালী সাম্রাজ্য। এদেশে নাগরিকরা আদর্শ জীবনযাপন করে, কোন দুষ্কার্য নেই। লোকেরা যথাযথভাবে

নিজেদের উপযুক্ত কাজকর্ম করে। কারুর উপর জোর করে কোন কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয় না। আমরা অকারণে যুদ্ধ করি না বা কোন দেশ আক্রমণ করি না। আসলে আমাদের সমাজ এক নিখুঁত সমাজ।'

শিব একমত হলেন, তিনি ধীরে ধীরে আলোচনার মধ্যে ঢুকছিলেন।

'ঠিক বলেছেন সম্রাট। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে এই নিখুঁত আদর্শতাকে যখন তখন অর্জন করা যায়। এটাকে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য না বলে বরং এক যাত্রাপথ বলা উচিত। তবে আপনাদের সমাজ একেবারে নিখুঁত না হলেও তার কাছাকাছি।'

এটা শুনেই পর্বতেশ্বর আক্রমণাত্মকভাবে বললেন 'নিখুঁত বা আদর্শ নয় কেন?'

খুব নরমভাবে শিব বললেন 'আপনি কি একে নিখুঁত বলতে চান? মেলুহার সবকিছুই কি প্রভু রামের নীতি অনুযায়ী নিখুঁতভাবে চলছে?'

পর্বতেশ্বর এর উত্তর জানলেও চুপ করে রইলেন।

দক্ষ তখন বললেন 'প্রভু ঠিকই বললেন। উন্নত করার পথ সবসময়েই খোলা থাকে।'

শিব বললেন 'এসব বলার পরেও আপনাদের সমাজ বিস্ময়কর রকমের সুন্দর। এখানে সব কিছুই যথাযথভাবে চলছে। তাই আমার মাথায় আসছে না যে আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত চিন্তিত কেন? সমস্যাটা কি? নীলকণ্ঠর প্রয়োজন কেন? কোন ভয়ংকর বিপদ এসে ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে—তেমন কোন সমস্যা তো চোখে পড়ছে না। এতো আর আমার দেশের মতো নয় যেখানে এতো বিপত্তি আর সমস্যা, যে কোথা থেকে শুরু করবেন সেটা আপনি বুঝেই উঠতে পারবেন না!'

'আমাদের সামনে এমন কতগুলো সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে যেগুলোর সম্মুখীন হয়ে সমাধান করতে পারছি না, হে প্রভু, নীলকণ্ঠর প্রয়োজন সেই কারণেই। আমরা নিজেদের মতো থাকি আর অন্যদেরও তাদের মতো করে থাকতে দিই। অন্য দেশের সঙ্গে আমরা বাণিজ্য করলেও তাদের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না। সীমান্ত নগরের পরে কোন অনাহুত বিদেশিকে

মেলুহাতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় না। আমরা মনে করি যে অন্য সমাজও যেন আমাদের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে আর আমাদের নিজেদের মতো করে থাকতে দেয়।'

'আমার অনুমান তারা সেটা দেয় না, সম্রাট?'

'না তারা দেয় না।'

'কেন?'

দক্ষ বললেন 'একটা সাধারণ শব্দ প্রভু, ঈর্ষা। তারা আমাদের উন্নততর জীবনযাত্রাকে ঘৃণা করে। আমাদের সুন্দর পারিবারিক ব্যবস্থা তাদের চক্ষুশুল। এটা ঘটনা যে আমরা দেশের প্রত্যেক নাগরিকের তত্ত্বাবধান করি কিন্তু তারা সেটা পারে না বলে আমাদের প্রতি বিরক্ত। তারা খারাপ ভাবে জীবনযাপন করে। নিজেদের জীবনযাত্রা উন্নত না করে আমাদের নিচে টেনে নামাতে চায়।'

'বুঝতে পারছি। মানস সরোবরের তীরভূমি, যেটা ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে ভালো জায়গা সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেই কারণে আমাদেরও অনেক ঈর্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি, যদি আমরা জায়গাটা বন্টন করে দিতাম তাহলে হয়তো অনেক রক্তপাত এড়ানো যেতো।'

'কিন্তু যারা চায় তাদের আমরা আমাদের ঐশ্বর্য্যর ভাগ দিই। তারপরেও ঈর্ষায় আমাদের শত্রুদের চোখ অন্ধ হয়ে রয়েছে। চন্দ্রবংশীরা মনে করে যে সোমরসই আমাদের শ্রেষ্ঠতার মূল চাবিকাঠি। মজার কথা এই যে সোমরস বানানোর জ্ঞান ওদের থাকলেও আমাদের মতো বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে না। সেই কারণে এর সমস্ত গুণ সমাজে ছড়িয়ে দিতে পারেনি।'

'মধ্যিখানে থামানোর জন্য ক্ষমা চাইছি—তা এই সোমরসের উৎপাদন কোথায় করা হয়?'

'মন্দার পর্বত বলে এক গোপন স্থানে। সোমরস চূর্ণ ওখানে বানানোর পর সারা দেশে বিতরণ করা হয়। মেলুহার নির্দিষ্ট মন্দিরের দক্ষ ব্রাহ্মণেরা এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য ও জল মেশান তারপর তা জনসাধারণকে পান করানো হয়।'

'আচ্ছা,' শিব বললেন।

'চন্দ্রবংশীরা আমাদের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি কেননা ওদের কাছে কখনোই পর্যাপ্ত পরিমাণে সোমরস ছিল না। তাই ঈর্ষার কারণে সোমরস নষ্ট করার এক ভয়ংকর পন্থা বের করেছে যাতে আমাদেরও শেষ করে ফেলা যায়। সরস্বতী নদীর জল হল সোমরস বানাবার এক অতি প্রয়োজনীয় অনুঘটক। অন্য কোন জল দিলে কাজ হয় না।'

'সত্যি? কেন?'

'আমরা জানিনা প্রভু। আমাদের বিজ্ঞানীরাও এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। কেবল সরস্বতী নদীর জল দিয়ে কাজ হয়, সেই কারণে ওরা আমাদের ক্ষতি করার জন্য সরস্বতী নদীর বিনাশ করার চেষ্টা করছে।'

'নদীর বিনাশ?' অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

দক্ষর শিশুর মতো চোখ চন্দ্রবংশীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিদ্বেষে জ্বলে উঠল 'হ্যাঁ প্রভু। উত্তরের দুই বিশাল নদী শতদ্রু আর যমুনার মিলনে সরস্বতীর সৃষ্টি। প্রাচীনকালে নিরপেক্ষ অঞ্চল দিয়ে শতদ্রু ও যমুনা নদী বইত। চন্দ্রবংশী ও আমরা সূর্য্যবংশী এই দুই জাতিই ওখানে গিয়ে সোমরসের জন্য জল আনতাম।'

'কিন্তু কেমন করে ওরা সরস্বতী নদীকে নষ্ট করে দিতে চাইল?'

'ওরা যমুনার গতিপথ পাল্টে দিল যাতে সে দক্ষিণ দিকে না এসে পূর্বদিকে বইতে লাগল আর ওদের প্রধান নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হল।'

শিব আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'এমন করা সম্ভব? নদীর গতিপথ পাল্টে দেওয়া যায়?'

'অবশ্যই করা যায়।' পর্বতেশ্বর জানালেন।

দক্ষ এর মধ্যেই বলে উঠলেন 'আমরা খুবই ক্রুদ্ধ হলেও ওদের এই কপট কাজ শোধরানোর একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।'

'তারপর?'

'আপনি চন্দ্রবংশীদের কাছে কি আশা করেন প্রভু? ওরা সব কিছু

অস্বীকার করলো। দাবি করলো, হয়তো কোন ভূমিকম্পের কারণে আপনা থেকেই নদীর গতিপথ পাল্টে গেছে। তার থেকেও খারাপ, তারা আরো দাবি করলো যে নদীর গতিপথ আপনা থেকেই যখন বদলে গেছে তখন এটাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে আমাদের মেনে নিতে হবে।'

পর্বতেশ্বর বললেন 'আমরা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের সম্রাটের পিতা মহান সম্রাট ব্রহ্মানায়কের নেতৃত্বে আমরা স্বদ্বীপ আক্রমণ করলাম।'

'চন্দ্রবংশীদের দেশ?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ শিব। আর সেটা ছিল এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী জয়। চন্দ্রবংশী সেনা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও দয়ালু সম্রাট ব্রহ্মানায়ক ওদের রাজ্য এবং শাসন ক্ষমতা দুইই ফিরিয়ে দিলেন। এমনকি যুদ্ধের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ বা বার্ষিক কোন শুল্কও চাওয়া হয়নি। আত্মসমর্পণের একটাই শর্ত ছিল যে যমুনা নদী ফিরিয়ে দিতে হবে। আমরা যমুনাকে তার আদি গতিপথে আবার ফিরিয়ে এনেছিলাম সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।

'আপনি ওই যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, পর্বতেশ্বর?'

'হ্যাঁ' পর্বতেশ্বর বললেন। তার বুক গর্বে ফুলে উঠল। তিনি আরো জানালেন 'আমি তখন এক সাধারণ সৈন্য ছিলাম, তবে অবশ্যই লড়েছিলাম।'

দক্ষর দিকে ফিরে শিব জিজ্ঞাসা করলেন 'এখন আপনাদের সমস্যাটা কি সম্রাট? আপনাদের শত্রুতো সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছিল। তাহলে সরস্বতী শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?'

'আমাদের ধারণা চন্দ্রবংশীরা আবার কিছু একটা করছে—এখনো সেটা আমরা ধরতে পারছি না। ওদের পরাজয়ের পর দু-দেশের মধ্যবর্তী কিছুটা স্থানকে দাবীবিহীন পতিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা হয়েছিল যেখানে এখন ঘনজঙ্গল। যমুনার উৎস ধারাও ওখানেই। আমরা সবসময় চুক্তিবদ্ধ থেকেছি আর ওই অঞ্চলে কোন অশান্তি করিনি। এখন দেখা যাচ্ছে যে ওরা এটা মানেনি।'

'আপনি নিশ্চিত সম্রাট? ওই অঞ্চলটা কি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? আপনার সাম্রাজ্যের কোন চন্দ্রবংশীয় প্রতিনিধির সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে?'

পর্বতেশ্বর প্রতিবাদ করে বললেন 'আপনি বলতে চাইছেন যে আমরা মিথ্যে বলছি? একজন খাঁটি সূর্য্যবংশী কখনো মিথ্যা বলে না।'

দক্ষ রেগে গিয়ে বললেন 'পর্বতেশ্বর! প্রভু ঐ ধরনের কোন কথা বলেন নি।'

শিব তখন একটু নরম ভাবে বললেন 'আমার কথা বোঝার চেষ্টা করুন পর্বতেশ্বর। আমার দেশের অকারণ যুদ্ধের থেকে যদি কিছু শিখে থাকি তো সেটা হচ্ছে যে, যুদ্ধ হল শেষ উপায়। যদি অন্য কোন উপায় অবলম্বন করে এর সমাধান করা যায় তাহলে কিছু তরুণ সৈনিকের জীবন রক্ষা পায়। কোথাও না কোথাও কোন মা তার জন্য আমাদের আশীর্বাদ করবেন।'

'যুদ্ধ করবো না! চমৎকার! আহা আমরা কি এক মহান মুক্তিদাতা পেয়েছি!' পর্বতেশ্বর বিড়বিড় করে বলে উঠলেন।

কনখলা চেঁচিয়ে উঠলেন 'আপনার কি আর কিছু বলার আছে? আগেই বলেছি যে আমার সামনে নীলকণ্ঠর কোন অপমান করবেন না।'

উত্তরে পর্বতেশ্বর গর্জে উঠলেন 'আমি আপনার আজ্ঞাবহ নই।'

'অনেক হয়েছে।' বলে দক্ষ ওদের থামালেন তারপর শিবের দিকে ফিরে বললেন 'ক্ষমা করুন প্রভু, আপনি ঠিকই বলেছেন। নিশ্চিত না হয়ে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত নয়। এই কারণেই আমি এখনো পর্য্যন্ত যুদ্ধ এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা দেখুন। সরস্বতী নদীর ধারা গত পঞ্চাশ বছর ধরে ক্রমেই শুকিয়ে আসছে।'

'আর শেষ কবছর তো আশঙ্কাজনকভাবে।' অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে রেখে কনখলা বললেন, কেননা মেলুহীদের কাছে মায়ের মতো সরস্বতী নদীর ধীরে ধীরে এই মৃত্যু খুবই দুঃখের। 'এমনকি সরস্বতী এখন সমুদ্রে গিয়েও মিশতে পারছে না, রাজস্থানের দক্ষিণে এক বদ্বীপ অঞ্চলে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

দক্ষ বললেন 'সরস্বতীর জল ছাড়া সোমরস তৈরি করা যায় না। চন্দ্রবংশীরা একথা জানে বলেই সরস্বতীকে শেষ করে দিতে চাইছে।'

'এই ব্যাপারে স্বদ্বীপের প্রতিনিধির বক্তব্য কি? তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়েছে?'

উত্তরে দক্ষ জানালেন 'ওদের সঙ্গে আমাদের কোন কুটনৈতিক সম্পর্ক নেই।'

'সত্যি? আমি ভাবলাম এদেশে অন্য দেশের প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থাটা আপনাদেরই নতুন কোন উদ্ভাবিত পরিকল্পনা। এর ফলে ওদের ভালো করে জানার একটা সুযোগ পাওয়া যায় আর হয়তো যুদ্ধ করার থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আমি শুনেছি যে দুদিন বাদে মেসোপটেমিয়া থেকে কূটনৈতিক একটা দল আসছে। তাহলে স্বদ্বীপের সঙ্গে এটা করা সম্ভব নয় কেন?'

'আপনি ওদের জানেন না প্রভু। ওরা অবিশ্বাসী অনির্ভরযোগ্য মানুষ। কোন সূর্য্যবংশীই স্বেচ্ছায় ওদের সাথে কথা বলে নিজের আত্মাকে অপবিত্র করতে চায় না।'

শিব খুব আশ্চর্য্য হলেও কিছু বললেন না।

কনখলা ঘৃণাভরে বললেন 'প্রভু, আপনি ভাবতেই পারবেন না যে ওরা কোথায় নেমেছে। গত কয়েক বছর ধরে তো ওরা আমাদের উপর যে চোরাগোপ্তা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালাচ্ছে তাতে পাপিষ্ঠ নাগাদেরও কাজে লাগাচ্ছে।'

'সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ?'

দক্ষ বললেন 'হ্যাঁ প্রভু। পরাজয়ের ফলে ওরা কয়েক দশক শান্ত ছিলো। ঐ যুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক জয়ের ফলে ওদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে সম্মুখ সমরে আমাদের কখনোই পরাজিত করতে পারবে না। এর ফলে ওরা এমন এক পন্থা অবলম্বন করল যা ওদের মতো ঘৃণিত জীবেরাই করতে পারে।'

'আমি ঠিক বুঝলাম না। ওরা ঠিক কি করছে?'

'ছোট ছোট ঘাতকদল পাঠাচ্ছে। যারা অসামরিক স্থানে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ জনসাধারণের ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ করছে। ওদের মূল লক্ষ্য হল ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শুদ্র শ্রেণীর লোক। কোন সামরিক ব্যক্তি নয়। ওরা মন্দির, সাধারণ স্নানাগার এইসব জায়গা ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করছে যেখানে সাধারণত প্রতিরোধ করার মতো সৈন্য থাকে না। এই ধ্বংসলীলার ফলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে আর তাদের মনোবলও ভেঙে যাবে।'

শিব শুনে বললেন 'খুবই নক্কারজনক। আমার দেশের পাক্রাতিদের মতো বর্ব্বর জাতরাও এমন খারাপ কাজ করে না।'

পর্বতেশ্বর বললেন 'ঠিকই। এই চন্দ্রবংশীরা বীরের মতো নয়, কাপুরুষদের মতো যুদ্ধ করে।'

'তাহলে আপনারা আক্রমণ করছেন না কেন? ওদের একেবারে শেষ করে ফেলুন।'

দক্ষ বললেন 'আমরা তো সেটাই চাই, কিন্তু নিশ্চিত নই যে ওদের পরাজিত করতে পারবো কিনা।'

দক্ষকে কিছু বলার আগে শিব লক্ষ্য করলেন যে সেনাবাহিনীর অপমান হওয়ায় পর্বতেশ্বর খুবই রেগে উঠেছেন। এরপর দক্ষকে বললেন 'কেন, হে সম্রাট? আপনাদের তো অতি দক্ষ ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী রয়েছে। আমি নিশ্চিত যে আপনারা ওদের পরাজিত করতে পারবেন।'

'দুটো কারণ আছে প্রভু। প্রথমতঃ আমরা সংখ্যায় অনেক কম। একশ বছর আগেও ওরা সংখ্যায় বেশি ছিল যদিও খুব বেশি নয়। কিন্তু আজকে মনে হয় ওদের সংখ্যা আট কোটির ওপর, তুলনায় আমাদের সংখ্যা মাত্র আশি লক্ষ। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে অনেক বেশি সংখ্যক সৈন্যদল গঠন করতে পারবে। ওদের এই বেশি সংখ্যার জন্য আমাদের সামরিক প্রযুক্তি বিফল হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আপনাদের জনসংখ্যা এত কম কেন? আপনারা দুশ বছরের বেশি বেঁচে থাকেন! জনসংখ্যা তো বেশি হওয়া উচিত।'

দক্ষ জানালেন 'সমাজব্যবস্থার কারণে হে প্রভু। আমাদের দেশ সমৃদ্ধ সেই কারণে সন্তানের জন্ম দেওয়া এখানে কর্তব্যর চেয়ে মানসিক ইচ্ছার ওপর বেশি নির্ভরশীল। মাইকা-ব্যবস্থার থেকে সাধারণত অভিভাবকরা কম সংখ্যায় সন্তান দত্তক নেন, একটি বা দুটি—যাতে সেই সন্তানদের সঠিক ভাবে লালন পালন করায় জোর দিতে পারেন। মাইকাতে ক্রমশই কম সংখ্যায় মহিলারা শিশুর জন্ম দিতে যাচ্ছে। স্বদ্বীপে গরীব শিশুরা তাদের পরিবারের আয়ের জন্য শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। পরিবারে শিশুর সংখ্যা বাড়লে আয়ও বাড়ে। ফলে ওই দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি।'

'আর দ্বিতীয় কারণটা কি?'

'দ্বিতীয় কারণটা অবশ্য আমাদের নিজেদের ব্যাপার। আসলে 'যুদ্ধের নিয়ম' মেনে আমরা যুদ্ধ করি। চন্দ্রবংশীরা সেগুলো মানে না। এই জন্য আমার ভয় যে এটা আমাদের একটা দুর্বলতা যেটার সুযোগ ওরা নিতে পারে।'

'যুদ্ধের নিয়ম?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ। যেমন আমরা কখনোই কোন নিরস্ত্র লোককে আক্রমণ করি না। উচ্চতর শ্রেণীর সৈনিক যেমন অশ্বারোহী সৈনিক তার চেয়ে নিম্নতর শ্রেণীর সৈনিক যেমন বল্লমধারী পদাতিক সৈনিককে আক্রমণ করবে না। কোন অসিযোদ্ধা কখনো কাউকে কোমরে নিচে আঘাত করবে না কারণ এটা অনৈতিক। চন্দ্রবংশীরা এইসব সুক্ষ্ম নিয়মের ধার ধারে না। নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য ওরা যে কাউকে যখন খুশি আক্রমণ করতে পারে।'

পর্বতেশ্বর বললেন 'ক্ষমা চাইছি হে মহামান্য সম্রাট, কিন্তু আমরা কে সেটা আলাদা করে দিয়েছে ওই প্রভেদটা। যেমন প্রভু শ্রীরাম বলে গেছেন, ভালো সময়ে কোন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র বোঝা যায় না। শুধুমাত্র খারাপ সময়ে বা বিপদেই জানা যায় যে সে তার নিজ ধর্মের প্রতি কতটা অটল।'

বড় একটা শ্বাস নিয়ে দক্ষ বললেন 'কিন্তু পর্বতেশ্বর আমরা তেমন লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি না যারা আমাদের মতো ভদ্র, শালীন আর নীতিবান। ফলে আমাদের জীবনযাত্রা আক্রান্ত হচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যেন তেন প্রকারেন আমরা যদি রুখে না দাঁড়াই ও প্রতি আক্রমণ না

করি তবে আমরা ব্যর্থ হবো—পরাজিত হবো।'

'আরেকবারের জন্য ক্ষমা চাইছি হে সম্রাট, আমি তো কখনো বলিনি যে আমাদের প্রতি-আক্রমণ করা উচিত নয়। আমি তো আক্রমণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। চন্দ্রবংশীদের আক্রমণ করার জন্য আপনার কাছে একাধিকবার অনুমতি প্রার্থনা করেছি। যদি আমাদের নিয়ম, রীতিনীতি, যুদ্ধবিধি না মেনে যুদ্ধ করি তবে জীবনাদর্শ থেকে আমরা সরে যাবো, নৈতিকভাবে আমাদের পরাজয় ঘটবে। চন্দ্রবংশীরা বিনা যুদ্ধেই বিজয়ী হবে।'

প্রহর শুরুর ঘন্টা বেজে উঠতেই আলোচনা থেমে গেল এবং সকলে ছোট প্রার্থনা সেরে নিল। সতী আজ নৃত্য করবে কিনা ভেবে শিব একবার বাইরে তাকালেন।

দক্ষ আশান্বিত চোখে শিবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'প্রভু আপনার কি কোথাও যাওয়ার আছে?'

মনের মধ্যে চলতে থাকা দুঃখ ও ধন্দকে চেপে রেখে শিব জানালেন 'না। এখন আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে না।'

এই কথা শুনে দক্ষের মুখের হাসি ও আশার ভাব মিলিয়ে গেল। শিব বললেন 'যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা কি এই আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি? মধ্যাহ্নভোজন না হয় একটু পরে করা যাবে।'

'অবশ্যই প্রভু।'

'আমি পুরো ব্যাপারটা শুনলাম। এখনই আক্রমণ না করার কারণও বুঝতে পারছি। এই ব্যাপারে আপনার যে কোন পরিকল্পনা আছে এবং তাতে আমার এই নীলকণ্ঠরও যে কোন ভূমিকা আছে সেটাও বুঝতে পারছি।'

'হ্যাঁ আমাদের কিছু পরিকল্পনা আছে। সম্রাট হওয়ার কারণে বুঝতে পারছি যে আমাদের কিছু ক্রুদ্ধ লোকের দাবিতে সায় দিলে এই বিপত্তির সমাধান করা যাবে না। আমার বিশ্বাস স্বদ্বীপবাসীরা আসলে খারাপ নয়। ওদের চন্দ্রবংশী শাসকেরা ও তাদের জীবনশৈলী ওদের বিপথে চালনা করছে। আমাদের এগোনোর একটাই উপায় আছে আর সেটা হল স্বদ্বীপবাসীদের রক্ষা করা।'

খুবই আশ্চর্য্য হয়ে শিব বললেন 'স্বদ্বীপবাসীদের রক্ষা?'

'হ্যাঁ প্রভু। ওদের খারাপ জীবন দর্শন থেকে রক্ষা করা যা ওদের আত্মাকে সংক্রমিত করছে। মিথ্যে জীবনদর্শন নিয়ে চলা ওদের শাসকদের থেকে রক্ষা করা। ওদের দুঃখ ও অর্থহীন অস্তিত্ব থেকে রক্ষা করা। উৎকৃষ্ট সূর্য্যবংশীয় জীবনধারার পথ দেখিয়ে আমরা এটা করতে পারি। ওরা যদি একবার আমাদের মতো হতে পারে তাহলে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হবে না। আমরা ভাইয়ের মতো থাকতে পারবো। এটাই আমার বাবা সম্রাট ব্রহ্মনায়কের অসম্পূর্ণ কাজ। আসলে এটা প্রভু শ্রীরামের অসম্পূর্ণ কাজ।'

শিব বললেন 'এটা একটা বিরাট কাজ, হে সম্রাট। আপনার বক্তব্যের পিছনে দয়াশীলতা ও যুদ্ধি রয়েছে, কিন্তু এটা খুবই বড় কাজ। ওদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য আপনার সৈন্যর প্রয়োজন হবে আর ধর্মপ্রচারকদের প্রয়োজন হবে ওদেরকে আপনাদের সঙ্গে সহমত করার জন্য। খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।'

'মানছি। আমার দেশে বহু লোক আছে যারা স্বদ্বীপের ওপর আক্রমণ করার ব্যাপারেও চিন্তিত আর আমি তাদের সামনে স্বদ্বীপের সংস্কার-সাধন করার মতো আরো বড় একটা বিষয় রাখছি। এই কারণেই ব্যাপারটা নীলকণ্ঠ ব্যতিত আরম্ভ করতে চাইনি, হে প্রভু।'

বহুদিন আগে খুড়োর বলা কথাগুলো শিবের মনে পড়ে গেল, অন্য এক জীবনের সম্বন্ধে যা যা উনি বলেছিলেন। *এই পাহাড়ের ওপারে তোর ভাগ্য পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব তুই গ্রহণ করে কাজে পরিণত করবি, না আবার পালিয়ে আসবি সেটা তোর ওপরই নির্ভর করবে।*

দক্ষ আবার বলতে শুরু করায় শিব ওনার কথায় মন দিলেন।

'আমরা যে বিপত্তিগুলোর সম্মুখীন হচ্ছি তার ভবিষ্যতবাণী আগেই করা হয়েছিল। দক্ষ বলে চললেন। 'প্রভু শ্রীরাম স্বয়ং বলে গেছেন যে, কোন দর্শন যতই আদর্শপূর্ণ হোক না কেন তার প্রভাব সীমিত সময় ধরেই থাকে। সেটাই প্রকৃতির নিয়ম, আর একে এড়ানো যায় না। আবার পৌরাণিক কাহিনীতে এও বলা হয়েছে যে বাধা বিপত্তি যখন সাধারণ মানুষের অলংঘনীয় হয়ে

দাঁড়াবে তখনই নীলকণ্ঠের আবির্ভাব হবে। আর তিনি মন্দ ও অশুভ চন্দ্রবংশীদের বিনাশ করে সৎ আর শুভ শক্তির পুর্ণপ্রতিষ্ঠা করবেন। হে প্রভু আপনিই হলেন নীলকণ্ঠ। আমাদের রক্ষা করুন প্রভু। প্রভু শ্রীরামের অসম্পূর্ণ কাজ আপনিই পারেন সম্পূর্ণ করতে। আমাদের নেতৃত্ব দিন আর চন্দ্রবংশীদের পরাজিত করতে সাহায্য করুন। স্বদ্বীপবাসীদের সৎপথে আনার জন্য একত্রিত করুন। না হলে আমার আশঙ্কা যে আমাদের এই সুন্দর দেশ, মেলুহার প্রায় নিখুঁত এই সমাজ অবিরাম যুদ্ধের ফলে শেষ হয়ে যাবে। আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন প্রভু? আমাদের নেতৃত্ব দেবেন?'

শিব বিভ্রান্ত হয়ে গেছিলেন। তিনি বললেন 'হে সম্রাট আমি বুঝতে পারছি না, আসলে আমায় কি করতে হবে?'

'আমি জানি না প্রভু। আমরা কেবল জানি যে আমাদের লক্ষ্যটা কি আর জানি যে আপনি হলেন আমাদের নেতা। আমরা কোন পথে চলবো সেটা আপনি ঠিক করবেন।'

এরা চাইছে যে আমি একলাই আট কোটি লোকের জীবন-দর্শনকে নষ্ট করে ফেলি! এরা কি পাগল?

শিব সতর্ক হয়ে বলতে শুরু করলেন 'আপনার লোকেদের এবং তাদের কষ্টের জন্য সহানুভূতি জানাচ্ছি মহামান্য সম্রাট। কিন্তু খুব সৎ ভাবেই বলছি যে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না আমার মতো একজন মানুষ একা কেমন করে সবকিছু বদলে দিতে পারবে।'

ভক্তি বিশ্বাসে গদগদ হয়ে দক্ষ ছলছল চোখে বলে উঠলেন 'আপনি যদি তিনিই হোন তবে সারা ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তন করে দিতে পারবেন।'

শিব দুর্বলভাবে হেসে বললেন 'আমি তাতে নিশ্চিত নই। আমার উপস্থিতি কেমন করে এমন পরিবর্তন আনবে? আমি কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নই। তুড়ি মেরে চন্দ্রবংশীদের ওপর বজ্র নিক্ষেপ করতে পারবো না।'

'আপনার উপস্থিতিই শুধু কাম্য, তাতেই পরিবর্তন আসবে হে প্রভু। আপনাকে পুরো সাম্রাজ্য ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। দেশবাসীর ওপর নীল কণ্ঠের কি প্রভাব পড়ে সেটা দেখুন। কাজটা তারা করতে পারবে সেটা

একবার যদি লোকেরা বিশ্বাস করে নেয় তো তারা কাজটা করবেই।'

কনখলাও বললেন 'আপনি নীলকণ্ঠ প্রভু। নীল কণ্ঠের বাহকের ওপর দেশবাসীর বিশ্বাস আছে। আপনাকে ওরা বিশ্বাস করবে। আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন, হে প্রভু?'

তুমি কি আবার পালিয়ে যাবে?

শিব বললেন 'কিন্তু আপনারা কেমন করে জানছেন যে আমার নীল গলা আমাকে আসল নীলকণ্ঠতে পরিণত করবে? দেখুন হয়তো নীল কণ্ঠ নিয়ে অনেক মেলুহী আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে!'

দক্ষ বললেন 'না প্রভু, এটা কোন মেলুহী হতে পারবে না। পৌরাণিক কাহিনীর মতে নীলকণ্ঠ হবেন একজন বিদেশী। তিনি সপ্ত-সিন্ধুর কেউ হবেন না। আর সোমরস পান করার পর তাঁর গলা নীল হয়ে যাবে।'

শিব কোন উত্তর দিলেন না, স্তব্ধ হয়ে গেলেন কারণ সত্য হঠাৎ তাঁর সামনে প্রতীয়মান হল।

শ্রীনগর। প্রথম রাত। সোমরস। তাই আমার শরীরের ক্ষত, ভাঙা সব সেরে গেছিল। তাই অনুভব করছি যে এখন অনেক শক্তিশালী হয়েছি।

দক্ষ আর কনখলা নিশ্বাস বন্ধ করে শিবের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য। প্রার্থনা করছিলেন তাঁর *সঠিক* সিদ্ধান্তের জন্য।

শুধু আমি কেন? গুনদের সবাইকেই সোমরস দেওয়া হয়েছিল। আমার খুড়োই তাহলে ঠিক? আমার ভাগ্যে বিরাট কিছু আছে?

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

আমার ভাগ্যে বিরাট কিছু নেই। তবে হয়তো এটা আমার প্রায়শ্চিত্ত করার একটা সুযোগ। কিন্তু প্রথমে ......

শিব নম্রভাবে বললেন 'মহান সম্রাট, আমার সিদ্ধান্ত জানানোর আগে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই প্রভু।'

'বন্ধুত্ব গড়ার জন্য সততার প্রয়োজন আছে, এতে কি আপনি একমত? তাতে যদি আপনার বন্ধুর খুব খারাপ লাগে তাও?'

'হ্যাঁ নিঃসন্দেহে।' দক্ষ বললেন, তিনি ভাবতে লাগলেন শিব কোন প্রসঙ্গে কথাগুলো বলতে চাইছেন।

এর মধ্যে পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন 'সম্পূর্ণ সততা কেবলমাত্র একক সম্পর্কের আধারশিলা নয়, তা যে কোন স্থিতিশীল সমাজেরও বটে।'

শিব বললেন 'আমি খুব একটা সহমত হতে পারছি না। কিন্তু মেলুহা আমার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করেনি।'

কেউ কোন কথা বললেন না।

শিব ভদ্র কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলতে লাগলেন 'যখন আমাদের উপজাতিকে মেলুহায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল আপনাদের কাজ করার জন্য লোকের দরকার তাই অভিবাসী চাই। আর আমিও দেশ ছেড়ে চলে আসতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আপনারা আসলে পরিকল্পনা করে নীলকণ্ঠের খোঁজ করছিলেন।'

এরপর নন্দীর দিকে ফিরে শিব বলতে লাগলেন 'আমাদের একবারও বলা হয়নি যে এদেশে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সোমরস নামক এক ওষুধ খাওয়ানো হবে। ওষুধ খাওয়ার অমন প্রভাব হবে তাও জানানো হয়নি।'

নন্দী দোষীর দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। তার উপর প্রভুর রেগে ওঠার সম্যক অধিকার আছে।

দক্ষের দিকে তাকিয়ে শিব বললেন 'মাননীয় সম্রাট, আপনি নিশ্চয় জানেন যে শ্রীনগরে প্রথম রাতে আমার অগোচরে আমায় সোমরস খাওয়ানো হয়েছিল।'

দক্ষ হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন 'প্রভু, এই অসৎ কাজের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। এর জন্য আমি সব সময় লজ্জিত থাকবো। কিন্তু আমাদের কাছে ব্যাপারটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আপনার শরীরে সোমরসের ভালো প্রভাবই তো পড়েছে। আপনার কোনরকম ক্ষতি হয়নি।'

শিব বাঁকা ভাবে উত্তর দিলেন 'আমি তা জানি। দীর্ঘ আর সুস্থ জীবন লাভ করার জন্য আমি চিন্তিত নই। আপনি কি জানেন যে আমার উপজাতির প্রত্যেককে হয়তো সেই সোমরস দেওয়া হয়েছিল? আর হয়তো, সোমরসের কারণেই তারা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল?'

কনখলা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন 'ওরা কোন বিপদের মধ্যে পড়েনি হে প্রভু। কোন কোন লোকের আগে থেকেই কোন না কোন রোগ ব্যাধি থাকে। সোমরস যখন শরীরে প্রবেশ করে ও কার্যকর হয় তখন সেই রোগের লক্ষণগুলো প্রকট হয়ে পড়ে এবং সেরে যায়। আর কখনোই ওই রোগ ফিরে আসে না। আমৃত্যু শরীর সুস্থসবল থাকে। আপনার দলের লোকেরা এখন আগের চেয়ে অনেক স্বাস্থবান।'

শিব বললেন 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিষয়টা সোমরসের প্রভাব নিয়ে নয়। আমি এবং আমার দলের সকলে আগের চেয়ে ভালো আছি। তা সত্ত্বেও মেলুহায় থেকে যা বুঝতে পেরেছি তা হল, কাউকে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ না জানিয়ে সেই বিষয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া শ্রীরামের প্রদর্শিত পথ হতে পারে না। কৈলাশ পর্বতে সম্পূর্ণ সত্যটা আমাদের জানানো উচিত ছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা প্রকারান্তরে আমাদের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে আমাদের ইচ্ছানুসারে করা উচিত ছিল। তারপরেও আমরা হয়তো মেলুহাতে আসতাম কিন্তু সেটা *আমাদের* নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হতো।'

'দয়া করে আমাদের এই কপটতার জন্য ক্ষমা করুন।' দোষী হওয়ার খেদের সাথে দক্ষ বললেন, 'আমাদের কাজ করার ধরণ এমন নয়। সততার জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু আমাদের এছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমরা যারপরনাই দুঃখিত হে প্রভু। আপনার লোকেদের ভালোভাবে দেখাশোনা করা হচ্ছে। তারা আগের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যবান। তারা সুন্দরভাবে অনেক বছর জীবন অতিবাহিত করবে।'

পর্বতেশ্বর অবশেষে মৌনতা ভাঙলেন। বহু দশক ধরে—যবে থেকে এই খোঁজ করা শুরু হয়েছিল তবে থেকে তার হৃদয়ে জমে থাকা কথা বলে উঠলেন, 'শিব আমরা যা করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি। অবশ্যই আপনার

ক্রোধান্বিত হওয়ার পুরো অধিকার আছে। মিথ্যা আচরণ করা আমাদের পথ নয়। আমি মনে করি যা করা হয়েছে সেটা খুবই খারাপ আর প্রভু শ্রীরামও এই কাজ ক্ষমা করতেন না। আমাদের বিপত্তি যতই গুরুতর হোক না কেন, নিজেদের সাহায্যের স্বার্থে কাউকে কৌশলে ভুল পথে চালনা করার অধিকার আমাদের নেই। আমি খুবই দুঃখিত।'

বিস্ময়ে শিবের ভুরু একটু উঠল।

পর্বতেশ্বর একমাত্র লোক যিনি অজুহাত না দেখিয়ে ক্ষমা চাইলেন। ইনি সত্যি করেই মহান রাজা শ্রীরামের একজন অনুগামী।

শিব হাসলেন।

দক্ষ জোরে শ্বাস ফেলে মনের ভার লাঘব করলেন।

শিব দক্ষের দিকে ঘুরে বললেন 'এগুলো এখন ভুলে যাওয়া উচিত মহামান্য সম্রাট। যেমন আমি বলেছিলাম, আপনার দেশের কিছু জিনিসের যে উন্নতি করার দরকার তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও এটা আমার দেখা শ্রেষ্ঠতম একটা সমাজ। আর এর হয়ে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমার কিছু শর্ত আছে।'

'নিশ্চয় প্রভু' প্রসন্ন করার জন্য ব্যগ্রভাবে দক্ষ বললেন।

'প্রথমত এই মুহূর্তে আমি বলছি না যে আমার কাছে আপনারা যা আশা করছেন তা আমি করতে পারবো আবার একথাও বলছি না যে আমি তা করতে পারবো না। যেটা বলছি তার মানে হল আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে আপনাদের সমাজকে আমি আরো ভালোভাবে বুঝতে চাই কেননা কেমন ভাবে সাহায্য করতে পারবো সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই। আমি এও আশা করবো যে, কোন বিষয়ে যেন গোপন না রাখা হয়, আমাকে ভুল পথে চালিত না করা হয়।'

'যথা আজ্ঞা প্রভু।'

'দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য আপনাদের অভিবাসীর প্রয়োজন। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত ধারণা দেবেন না। মেলুহা সম্পর্কে তাদের সবকিছু জানান,

এদেশে তারা আসতে চায় কিনা তা নির্ণয় করার সুযোগ দিন অথবা আপনারা তাদের আদৌ আমন্ত্রণ করবেনই না। ঠিক বলছি তো?'

'অবশ্যই ঠিক বলছেন প্রভু।' দক্ষ বললেন, কনখলার দিকে ফিরে তিনি বললেন 'আমরা শীঘ্রই এগুলি পালন করবো।'

'এছাড়াও, আমি কাশ্মীরে আর ফিরে যেতে চাই না। আমার দলের লোকেদের—গুনদের দেবগিরিতে আনা যাবে? আমি চাই যে ওরা আমার সাথে থাকুক।'

'অবশ্যই প্রভু।' কনখলার দিকে একঝলক দেখে নিয়ে দক্ষ জানালেন 'ওনাদের দেবগিরি নিয়ে আসার জন্য এই নির্দেশ আজই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

'আর একটা কথা। যেখানে সোমরস উৎপাদন করা হয় সেখানে যেতে চাই। দেবতাদের পানীয় ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাই। আমার মন বলছে যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।'

'অবশ্যই যাবেন প্রভু।' অবশেষে দক্ষ অস্বস্তির সাথে হেসে বললেন 'কনখলা আগামীকালই আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবে। এছাড়া পরশুদিন আমিও সপরিবারে ওখানে ব্রহ্মার মন্দিরে পূজা দিতে যাবো। হয়তো আমরা ওখানে মিলিত হতে পারি'।

শিব হেসে বললেন 'বাহ্, তা হলে তো খুবই ভালো হবে।' এরপর গভীর একটা শ্বাস নিয়ে শিব বললেন 'এরপর আমার মনে হচ্ছে আপনি প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠর আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করতে ইচ্ছুক হয়ে পড়েছেন।'

দক্ষ আর কনখলা দ্বিধাভরে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালেন।

'আমি অনুরোধ করছি যে এখনি এটা করবেন না।'

দক্ষ আর কনখলার মুখ সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয়ে গেল। নন্দীর দৃষ্টি মাটির দিকে ছিল। সে এই বাক্যালাপ শুনছিলো না। নিজের এই মিথ্যাচারের জন্য তার অন্তরটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিলো।

'মহামান্য সম্রাট, আমার মনে অদ্ভুত একটা চিন্তা হচ্ছে, যেই লোকেরা জানবে যে অমি নীলকণ্ঠ, তারপর থেকে আমার প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক কাজ ভীষণভাবে বিশ্লেষণ করা হবে,' শিব বিষদভাবে জানালেন। 'আপনাদের সমাজকে খুব ভালোভাবে জানি না—আমার করণীয় কাজ কি জানিনা, তাই সেটা এই সময়ের মধ্যে করে উঠতে পারবো কিনা সেই ব্যাপারে আশঙ্কা হচ্ছে।'

ম্লান হেসে দক্ষ বললেন 'বুঝতে পারছি, হে প্রভু। আপনাকে কথা দিলাম। আমার ঘনিষ্ঠ কর্মচারী, পরিবার, আপনি যাদের জানাতে চান কেবল তারাই নীলকণ্ঠর আবির্ভাবের কথা জানতে পারবে। আর কেউ নয়।'

'ধন্যবাদ, তবে আবার বলছি যে আমি উপজাতির সামান্য একজন মানুষ; অদ্ভুত এক ওষুধের প্রভাবে যার গলার রং নীল হয়ে গেছে। আপনারা যে বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন, সত্যি বলতে আমি বুঝতেই পারছি না যে আমার মতো একজন মানুষ সেখানে কি করতে পারবে!'

শিশুর মতো হেসে দক্ষ বললেন 'আর আমি আবার বলবো, আপনি যদি তিনি হোন—সারা ব্রহ্মাণ্ড পাল্টে দিতে পারবেন!'



অধ্যায় ৮

দেবতাদের পানীয়

শিব ও নন্দী অতিথিশালায় ফিরে যাচ্ছিলেন। শিব চাইছিলেন একাই মধ্যাহ্নের আহার খেয়ে নিতে। নন্দী একটু পিছনে আসছিল, আত্মগ্লানিতে তার মাথা নিচু হয়েছিল—'আমি খুবই দুঃখিত প্রভু, আমায় ক্ষমা করবেন।'

শিব নন্দীর দিকে ফিরে চাইলেন।

'আপনি উচিত কথাই বলেছেন প্রভু। আমরা নিজেদের সমস্যা আর নীলকণ্ঠের খোঁজে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে অভিবাসীদের ওপর যে অন্যায় আচরণ করেছি তা বুঝতেই পারিনি। আপনাকে ভুল ধারণা দিয়েছিলাম প্রভু, আমি আপনাকে মিথ্যা বলেছিলাম।'

শিব কিছুই বললেন না। নন্দীর চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন।

'আমি যারপরনাই দুঃখিত প্রভু। আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। যে শাস্তি দেবেন মাথা পেতে নেব।'

অল্প হাসির রেখা দেখা দিল শিবের ঠোঁটে। হাল্কাভাবে নন্দীর পিঠ চাপড়ে জানালেন যে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু চোখের ইঙ্গিতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন 'আর কোনদিন আমায় মিথ্যা বোলো না বন্ধু।'

নন্দী মাথা নেড়ে ফিসফিস করে বললো 'আর কখনো বলবো না প্রভু। আমি বড়োই দুঃখিত।'

একটু বেশি হেসে শিব বললেন 'ওটা পুরনো ব্যাপার, বাদ দাও।'

তারা আবার চলতে থাকলেন। হঠাৎ শিব মাথা নাড়িয়ে চাপা হেসে নিজের মনে বলে উঠলেন 'অদ্ভুত সব লোকজন!'

নন্দী জিজ্ঞাসা করলো 'কি ব্যাপার প্রভু?'

'সে রকম কিছু নয়। তোমাদের সমাজের কিছু বিচিত্র ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলাম।'

'বিচিত্র ব্যাপার?' নন্দী জানতে চাইল, শিব তার সঙ্গে আবার কথা বলায় নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস একটু বেড়েছে।

'বেশ শোনো তবে। তোমার দেশের কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে আমার নীল কণ্ঠের উপস্থিতি তাদের অসম্ভব কাজ সম্ভব করতে সাহায্য করবে। কেউ কেউ আবার মনে করে যে আমার নাম হঠাৎ এতই পবিত্র হয়ে উঠল যে তা মুখে বলা যাবে না।'

নন্দী শুনে মৃদু হাসল।

শিব বলে চললেন 'আর অন্যদিকে কিছু মানুষ স্পষ্টভাবে মনে করে যে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আসলে তারা এমনও চিন্তা করে, আমার স্পর্শে তারা এতোটাই কলুষিত হবে যে আমায় শুদ্ধিকরণ করতে হবে।'

একটু উদ্বিগ্ন হয়ে নন্দী জানতে চাইল 'শুদ্ধিকরণ? আপনার কেন সেটা করার প্রয়োজন হবে প্রভু?'

শিব এবার সাবধান হয়ে বললেন 'কারণ আমি কাউকে স্পর্শ করে ফেলেছিলাম। আর তখন আমাকে বলা হয়েছিল আমার শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন।'

'কি? কাকে স্পর্শ করেছিলেন প্রভু? সে কোন বিকর্ম মানুষ ছিল?' নন্দী চিন্তিত হয়ে বললো 'কেবলমাত্র বিকর্ম মানুষকে স্পর্শ করলে তবেই আপনার শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন হবে।'

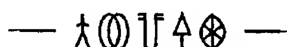
শিবের মুখের রঙ আচমকাই পাল্টে গেল। তাঁর চোখের সামনে থেকে একটা ঢাকা সরে গেল। হঠাৎই গতকালের ঘটনার তাৎপর্যটা বুঝতে পারলেন। স্পর্শ করার পরেই ওর চমকে উঠে পিছিয়ে যাওয়া। গুরুজী আর কৃত্তিকার অমন সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া।

'তুমি অতিথিশালায় ফিরে যাও নন্দী। ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা করে

বো।' অতিথিশালার বাগানের দিকে তাড়াতাড়ি যেতে যেতে শিব বলে গেলেন।

শিবের সঙ্গে চলার চেষ্টা করতে করতে নন্দী জানতে চাইল 'কি হলো প্রভু, আপনি শুদ্ধিকরণ করেছিলেন কি করেন নি?'

শিব আরো তাড়াতাড়ি ওর থেকে দূরে চলে যেতে যেতে বললেন 'তুমি যাও নন্দী, ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'



শিব প্রায় একঘন্টা অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সতী না আসায় সবই ব্যর্থ হল। একলাই সেখানে বসে সময় অতিবাহিত করছিলেন, সহসা ভয়ংকর একটা চিন্তা মনে এল।

আমি কেমন করে এটা ভেবে নিলাম যে আমার স্পর্শ সতীকে কলুষিত করবে? উফ্, কি বোকা আমি!'

তিনি গতকালের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার প্রতিটি মুহূর্ত বিশ্লেষণ করতে লাগলেন।

'আপনার কিছু হয়ে গেলে নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবো না।'

এই কথা বলে ও কি বলতে চেয়েছিল? আমার প্রতি ওর কোন আসক্তি আছে? অথবা ও কেবল এক সম্মানিত মহিলা যে অন্য কারোর দুর্ভাগ্যের কারণ হতে চায় না। ও নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করবে কেন? বিকর্ম মানুষের পুরো ধারণাটাই হাস্যকর।'

সে যে আর আসবে না বুঝতে পেরে শিব উঠে দাঁড়ালেন তারপর বসার জায়গাটায় সজোরে লাথি মারলেন। ব্যথায় পা ঝন্‌ঝন্ করে উঠতেই বুঝতে পারলেন বহুদিনের অসাড় বুড়ো আঙুলটায় আবার সাড় ফিরে এসেছে। চিৎকার করে নিজেকে গালাগালি করে অতিথিশালায় ফিরে চললেন। নাচ করার মঞ্চের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলেন মাটিতে কিছু একটা পড়ে আছে। কাছে গিয়ে নিচু হয়ে সেটা তুললেন। এতো ওর হাতের পুঁতী বসানো অলংকার। ওর ডান হাতে এটা লক্ষ্য করেছিলেন। এটা ভেঙে বা ছিঁড়ে তো যায়নি।

ওকি ইচ্ছে করে এটা এখানে ফেলে গেছে?

ওটা তিনি শুঁকলেন। এতে এক সূর্য্যস্নাত বিকেলে পবিত্র সরোবরের গন্ধ ছিল। ওটা আলতো করে ঠোঁটে ঠেকালেন আর সুন্দর ভাবে চুমু খেলেন। হেসে অলংকারটা কোমরের ছোট থলেতে ভরে নিলেন। মন্দার পর্বত থেকে ফিরেই ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেখা *করতেই* হবে। ওকে পাওয়ার জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতে হলেও যাবেন। ওর জন্য সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত। ওকে ছাড়া তাঁর জীবন-যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর হৃদয় একথা জানতো। তাঁর আত্মা একথা জানতো।



'আর কতো দূর মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী?' শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত ভাবে নন্দী জিজ্ঞাসা করলো। এমন একটা জায়গা যেখানে দেবতাদের পানীয় উৎপাদন করা হয়, রহস্যাবৃত সেই মন্দার পর্বতে যাওয়াকে যে কোন মেলুহীই সম্মানের মনে করে। মেলুহীদের কাছে মন্দার পর্বত হলো তাদের সাম্রাজ্যের আত্মার মতো। যতদিন জায়গাটা নিরাপদ থাকবে, সোমরসও ততদিন নিরাপদ থাকবে।

'ঘন্টাখানেক মাত্র হয়েছে আমরা দেবগিরি ছেড়ে এসেছি অধিপতি।' কনখলা হেসে জানালেন। 'মন্দার পর্বত সারাদিনের পথ।'

'আসলে শকটের জানলা বন্ধ থাকায় বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সূর্য্যদেবকেও দেখা যাচ্ছে না বলে বোঝাও যাচ্ছে না কত সময় পার হলো। সেই কারণে জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

'প্রহর-প্রদীপ আপনার ঠিক দক্ষিণেই জ্বলছে দেখুন। আর জানলা বন্ধ আছে আপনারই সুরক্ষার জন্য।'

শিব কনকখলার দিকে চেয়ে হাসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাদের সুরক্ষার জন্য জানলা বন্ধ করা হয়নি, আসলে মন্দার পর্বতের সুরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর অবস্থান গোপন রাখার জন্য। খুব কম লোকই জানে এর সঠিক অবস্থান। অরিষ্টনেমি নামক বিশেষ আর সেরা এক সেনাবাহিনী মন্দার পর্বত যাওয়ার পথ এবং সেখানকার যাত্রীদের রক্ষা করে।

সেখানকার বৈজ্ঞানিক, অরিষ্টনেমি সৈন্য এবং সম্রাটের বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত যাত্রী ছাড়া কেউই মন্দার পর্বতের অবস্থান জানতে পারে না, যেতেও পারে না। চন্দ্রবংশী সন্ত্রাসবাদীরা যদি মন্দার পর্বত আক্রমণ করে, তাহলে মেলুহার সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে।

'আমরা ওখানে কার সঙ্গে দেখা করবো কনখলা?' শিব জানতে চাইলেন।

'হে প্রভু, ওখানে আমরা বৃহস্পতির সঙ্গে দেখা করবো। তিনি আমাদের সাম্রাজ্যের মুখ্য বৈজ্ঞানিক। যে বৈজ্ঞানিকের দল সারা দেশের জন্য সোমরস উৎপাদন করেন উনি তাদের নেতৃত্ব দেন। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই তারা গবেষণা করে থাকেন। আপনার আগমনবার্তা এক বার্তাবাহক পাখীর মাধ্যমে আগেই তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাল সকালেই তার সঙ্গে আমরা দেখা করতে পারবো।'

শিব মাথা নেড়ে হেসে জানালেন 'ধন্যবাদ।'

নন্দী আবার প্রহর-প্রদীপের দিকে দেখতে লাগল, শিব তাঁর পড়ার মধ্যে ফিরে গেলেন। এটা হল বহু হাজার আগে হওয়া বিশাল আর ভয়ংকর যুদ্ধের এক আকর্ষণীয় কাহিনীর পাণ্ডুলিপি। সুর বা দেবতা ও অসুর বা দানবদের মধ্যে অনন্তকাল ধরে চলা শুভ আর অশুভর চিরন্তন এই যুদ্ধ। দেবতারা ভগবান রুদ্র অর্থাৎ *মহাদেব* বা *দেবতাদের দেবতার*, সাহায্যে অসুরদের পরাজিত করে জগতে শুভর পুর্নস্থাপনা করেছিলেন।



'আশা করি ভালো ঘুম হয়েছে প্রভু।' কনখলা বৃহস্পতির কার্যালয়ের কাছে শিব আর নন্দীকে সুপ্রভাত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

দিনের প্রথম প্রহরের শেষ ঘন্টা শুরু হয়েছিলো। মন্দার পর্বতে তাড়াতাড়ি দিন শুরু হয়ে যায়।

শিব জানালেন 'হ্যাঁ ঘুমিয়েছি। কিন্তু সারারাত ধরে একই ছন্দের একটা শব্দ কানে এসেছে।'

কনখলা হাসলেন কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান

জানিয়ে শিবের ঢোকার জন্য বৃহস্পতির কার্যালয়ের দরজা খুলে দিলেন। শিব ভিতরে ঢুকলেন আর তাঁর পিছনে পিছনে ঢুকলেন কনখলা ও নন্দী। বৃহস্পতির বিরাট কার্যালয় বিচিত্র সব যন্ত্রপাতিতে ভর্তি, কাঠের তৈরি চৌকো আসবাবের ওপর সেগুলো সুপরিকল্পিত ভাবে সাজানো। প্রত্যেক যন্ত্রে যে গবেষণা করা হয়েছে, তার পাশে তালপাতায় বিবরণ লেখা রয়েছে। ঘরখানির রং নীল। কোণের দিকে একটা বড় জানলা, যেখান দিয়ে চোখে পড়ছে মন্দার পর্বতের নিচের গহন অরণ্যের নয়নভিরাম দৃশ্য। মধ্যিখানে অনেকগুলো নিচু বসার আসন বর্গাকারে সাজানো ছিলো। ঘরটা সাধাসিধে ধরণের, কোণায় কোণায় এমন সংস্কৃতির ছাপ যাতে আড়ম্বরের চেয়ে সরলতাই প্রাধান্য পেয়েছে।

ঘরের মধ্যিখানে হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে বৃহস্পতি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি শিবের চেয়ে খানিক বেঁটে, মাঝারী উচ্চতার মানুষ। উজ্জ্বল বাদামী গায়ের রং, গভীর চোখ, সযত্নে লালিত দাড়ি, সব মিলিয়ে বৃহস্পতির এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। টিকি শুদ্ধ পরিষ্কার ভাবে কামানো মাথা, প্রশান্ত চাউনি মিলিয়ে তার মুখে এক বুদ্ধিদীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছিল। একটু মোটা শরীর। চওড়া কাঁধ, বেলনাকার বুকের ছাতি বিশেষভাবে জানান দিচ্ছিল যে একটু ব্যায়াম করলে কিন্তু বৃহস্পতি আরো সুন্দর হতেন। শরীর ছিল বুদ্ধির বাহন, ক্ষত্রিয়দের বা যোদ্ধাদের মতো মন্দির নয়। বৃহস্পতি প্রথা মতো সাদা ধুতি পরেছিলেন এবং কাঁধে অঙ্গবস্ত্র ফেলা ছিল। বাঁ-কাঁধ থেকে পৈতে ঝুলছিল। সেটা ডান কোমর পর্যন্ত জড়ানো ছিল।

'কেমন আছেন কনখলা ? অনেকদিন পর দেখা হল।' বৃহস্পতি বললেন।

কনখলা একটু ঝুঁকে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললেন 'হ্যাঁ বৃহস্পতি, অনেকদিন পর।'

শিব লক্ষ্য করলেন যে বৃহস্পতির হাতের দ্বিতীয় তাবিজে রাজহাঁসের চিহ্ন রয়েছে। যা অতি উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণের প্রতীক।

শিবের দিকে দেখিয়ে কনখলা জানালেন 'ইনিই হলেন প্রভু শিব।'

শিব হেসে নমস্কার জানিয়ে বললেন 'শুধু শিব বললেই চলবে, ধন্যবাদ'।

'ঠিক আছে তাহলে, শুধু শিবই হোক। কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম

না?' নন্দীর দিকে ঘুরে বৃহস্পতি জানতে চাইলেন।

'ইনি হলেন অধিপতি নন্দী। প্রভু শিবের সহায়ক।' কনখলা জানালেন।

'দেখা হয়ে ভালো লাগল।' শিবের দিকে ফেরার আগে বৃহস্পতি বললেন। তারপর শিবের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি জোর করছি না শিব, কিন্তু যদি সম্ভব হয় তবে আপনার গলাটা কি আমি দেখতে পারি?'

শিব মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। গলবন্ধটা খুলে ফেলতে বৃহস্পতি এগিয়ে এসে গলাটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত তিনি অবাক হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ার পর কনখলার দিকে ফিরে বললেন 'এটা কোন প্রতারণা নয়, আভাটা ভিতর থেকে বেরোচ্ছে। কেমন করে সম্ভব? তার মানে ....'

'হ্যাঁ' কনখলা অন্তরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা আনন্দের সঙ্গে কোমলভাবে জানালেন 'তার মানে, নীলকণ্ঠ এসেছেন। আমাদের রক্ষাকর্তা এসেছেন।'

বিহ্বল হয়ে গিয়ে শিব গলবন্ধটা বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'বেশ, তবে জানি না যে আমি রক্ষাকর্তা কিম্বা তেমন কেউ। কিন্তু এই সুন্দর দেশের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। এই কারণেই আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমার মন বলছে যে সোমরস কেমন করে কাজ করে সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ।'

বৃহস্পতিকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি তখনো হতবুদ্ধির অবস্থায় রয়েছেন। শিবের দিকে তাকিয়ে আছেন বটে কিন্তু মন রয়েছে অন্যখানে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল আসল নীলকণ্ঠের আবির্ভাবে পরবর্তী প্রভাব কি হতে পারে সেটা বুঝতে চেষ্টা করছেন 'বৃহস্পতি'। কনখলা মুখ্য বৈজ্ঞানিকের মন এখানে এবং এখনই ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন।

'হ্যাঁ!'

শিব আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'সোমরস কেমন ভাবে কাজ করে সেটা কি জানাবেন বৃহস্পতি?'

'নিশ্চয়ই', বৃহস্পতি বললেন, তার সামনের মানুষগুলোর দিকে আবার

দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নন্দীর দিকে চেয়ে বললেন 'অধিপতির সামনে বলা উচিত হবে?'

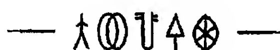
শিব বললেন 'মেলুহাতে আসারপর থেকেই নন্দী আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো রয়েছে, আমি মনে করি ও এখানে থাকলে ঠিকই হবে।'

শিবের কথা নন্দীর মনকে খুবইনাড়া দিল। প্রভু তাকে এখনও এত বিশ্বাস করেন আর সবার সামনে সেটা প্রকাশ করেন। সে আবার প্রতিজ্ঞা করল যে মরে গেলেও আর কখনো প্রভুকে মিথ্যে বলবে না।

আন্তরিকভাবে হেসে বৃহস্পতি বললেন 'আপনি যা বলবেন।'

শিব লক্ষ্য করলেন তিনিই যে নীলকণ্ঠ সেটা আবিষ্কার করার পরও বৃহস্পতি মানসিকভাবে নিজেকে সমর্পণও করেন নি অথবা অতিরিক্ত শ্রদ্ধাও দেখান নি। পর্বতেশ্বরের মত বৃহস্পতি শিবকে নাম ধরেই সম্বোধন করেছিলেন 'হে প্রভু' বলে নয়। যাইহোক, শিব অনুভব করেছিলেন পর্বতেশ্বরে ব্যবহারের মধ্যে সন্দেহপূর্ণ রূঢ়তা ছিল, বৃহস্পতির মধ্যে আছে আশ্বাসপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার।

শিব হেসে বললেন 'ধন্যবাদ, তা কেমন করে সোমরস কাজ করে?'



সম্রাট ও তার পরিবারকে নিয়ে বিশেষ দলটি ধীরে ধীরে মন্দার পর্বতে যাওয়ার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এক সারিতে লম্বাভাবে চারজন করে একশো ষাট জনের অশ্বারোহী বাহিনী আগে আগে পথ প্রদর্শন ও রক্ষক হিসাবে যাচ্ছিল। তার পিছনে পাঁচটি শকট। তার পিছনে একইভাবে বিন্যস্ত আরো একশো ষাট জনের অশ্বারোহী দল। তার পৃষ্ঠরক্ষক হিসেবে আসছিল। শকটগুলির দুই পাশে চল্লিশ জন করে পদাতিক সৈন্য চলছিল। এছাড়াও প্রত্যেক শকটের ধারে বসে যাচ্ছিল দশজন সৈন্য এবং পাঁচজন করে সেবিকা। এইসব সৈন্য হল অরিষ্টনেমী সৈন্য—সারা ভারতের সবচেয়ে ভয়ানক সৈন্য।

এই পাঁচটি শকট কাঠের তৈরি, কোন জানালা বা গবাক্ষবিহীন। শুধুমাত্র মাথার ওপর ফোকর করা—হাওয়া বাতাস চলাচলের জন্য। সামনের দিকে

চালকের ঠিক পিছনে জালিকা লাগানো ছিল আলো ও বাতাস আসার জন্য এবং যেকোন রকম আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করে দেওয়া যেত। একইরকম দেখতে ও একই আকারের কোন শকটে সম্রাট সপরিবারে চলেছেন সেটা বোঝা অসম্ভব। কারুর যদি দিব্যদৃষ্টি থাকে তবেই সে লক্ষ্য করতে পারবে যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ শকটগুলি ফাঁকা। দ্বিতীয় শকটে চলেছেন দক্ষ, তার পত্নী বীরিনি আর তাঁদের কন্যা সতী। পঞ্চম বা শেষ শকটে যাচ্ছিলেন পর্বতেশ্বর এবং তার কিছু মুখ্য সেনানায়ক।

সতী বললেন 'পিতা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না আপনি জিদ্ করে কেন আমায় পূজা দিতে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন? প্রধান অনুষ্ঠানে যেখানে আমি যাওয়ার অনুমতিই পাবো না।' দক্ষ হেসে সতীর হাতে মৃদু চাপড় মেরে বললেন 'তোমায় তো আমি আগেও বহুবার বলেছি, যে তোমার মুখ না দেখলে আমার কোন পূজাই সম্পূর্ণ হয় না। আমি এই বাজে নিয়ম গ্রাহ্যই করি না।'

'লজ্জিতভাবে মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানিয়ে সতী অস্ফুটে বললেন 'পিতা!'

তিনি জানতেন যে তার পিতার এইভাবে নিয়মকে অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়।

বীরিনি দুজনের কথায় অদ্ভুতভাবে হাসিমুখে একবার দক্ষের দিকে তাকালেন তারপর একঝলক সতীর দিকে তাকিয়ে আবার পড়ার মধ্যে ডুবে গেলেন।

সম্রাটের এই বিশেষ দলটির থেকে কিছুদূরে ঘনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পঞ্চাশ জন সৈন্যের একটি দল সন্তর্পণে চলেছিল। এরা হালকা চামড়ার বর্ম পরে ছিল। পরনের ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা যাতে সহজে চলা যায়। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল দুটো করে তলোয়ার, একটি বড় ছোরা আর ধাতু ও চামড়া দিয়ে তৈরি একটা ঢাল যেটা পিঠে আলগা করে বাঁধা ছিল। তাদের পায়ের বিশেষ রকম জুতোয় তিনটি করে ছুরি আটকানো ছিল। এই দলটির সামনের দিকে দুজন যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল সুন্দর যুবক

যার মুখে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন শোভা বাড়িয়ে তুলেছিল—মাথায় পরা গাঢ় বাদামী রঙের পাগড়ি জানান দিচ্ছিল যে সে দলটির অধিপতি। তার বর্ম আলগা করে বাঁধা আর তার ফাঁক থেকে সোনার পদক ঝোলানো হার চোখে পড়ছিল। পদকে সুন্দর সাদা চন্দ্রকলা চিহ্ন শোভা পাচ্ছিল, যেটা চন্দ্রবংশীদের প্রতীক।

তার পাশে যাচ্ছিল দৈত্যাকার এক মানুষ যার আপাদমস্তক লম্বা পোষাকে ঢাকা। পোষাকের মাথায় ঢাকা অংশটা খোলা ছিল আর মুখটা ছিলো কালো মুখোশে ঢাকা। পেশীবহুল হাত ও বাদামের মতো ভাবলেশহীন চোখ ছাড়া শরীরের আর কোন অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না। ডান বাহুতে চামড়ার পটি পরা ছিল যাতে ছিল হাতে সেলাই করা ওম চিহ্ন। এই চিহ্নের রেখাগুলি সাপের আকৃতির। দলপতির দিকে না ঘুরেই সারা শরীর ঢাকা মানুষটি বলল 'বিশ্বদ্যুম্ন, তোমায় প্রতীক চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে, ওটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বর্মটা শক্ত করে বেঁধে নাও।'

অস্বস্তিতে পড়ে বিশ্বদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি হারটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিল এবং কাঁধের দুই পাশের দড়ি টেনে তার বক্ষবর্ম শরীরের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিল।

বিশ্বদ্যুম্ন বলল 'প্রভু, ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমাদের এগিয়ে গিয়ে একবার দেখে নিলে হত যে এটা সত্যিই মন্দার পর্বতে যাওয়ার পথ কিনা। একবার সেটা জানতে পারলে বোঝা যেত—যে আমাদের খবরটা দিয়েছে সেটা সঠিক কিনা। আমি নিশ্চিত যে তারপর আমরা ফিরে এসে ওনাকে অপহরণ করতে পারবো। সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি। এই মুহূর্তে কিছু করা সম্ভব হবে না।'

শরীর ঢাকা মানুষটি শান্তভাবে উত্তর দিল 'বিশ্বদ্যুম্ন আমি কি আক্রমণ করার আদেশ দিয়েছি? সংখ্যা বেশি কমের কথা এখানে উঠছে কি করে? আর আমরা মন্দার পর্বতের দিকেই যাচ্ছি, কয়েক ঘন্টা দেরী হলে আকাশ ভেঙে পড়বে না। এখনকার মতো আমরা পেছন পেছন যাই।'

বিশ্বদ্যুম্ন কথাগুলো কষ্ট করে হজম করলো। মনিবের ধ্যান ধারণার বিরোধ করার থেকে খারাপ কিছুই সে ভাবতে পারতো না। আসলে ওর মনিবই সেই বিরল সূর্য্যবংশীকে খুঁজে বার করেছিল যে ওদের উদ্দেশ্যের

প্রতি সহানুভূতিশীল। এর ফলেই তো মেলুহার হৃদয়কে উপড়ে ফেলে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হবে। সে নরম ভাবে বলল 'কিন্তু প্রভু আপনিতো জানেন যে রাণীমা দেরী করা একেবারেই পছন্দ করেন না। এদিকে সৈন্যরা অধৈর্য্য হয়ে বলাবলি করছে যে হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।' শরীর ঢাকা মানুষটি চকিতে ফিরে দাঁড়ালেন। দেখে মনে হল সে খুবই রেগে গেছে কিন্তু শান্ত ভাবেই বলল 'আমি আমার লক্ষ্য থেকে সরিনি। তুমি যদি চলে যেতে চাও তো যেতে পারো। মূল্য পেয়ে যাবে। দরকার হলে কাজটা আমি একাই করবো।'

বিশ্বদ্যুম্ন তার প্রভুর এমন ভাবভঙ্গী দেখে বিস্মিত হয়ে তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে ফেলল।

'না, না প্রভু। আমি সে কথা বলতে চাইনি। ক্ষমা চাইছি। আপনি চলে যেতে না বলা অবধিই আমি থাকবো। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা যখন হাজার বছর অপেক্ষা করেছি সেখানে কয়েক ঘন্টায় খুব একটা কিছু বদলে যাবে না।'

ওরা আবার সম্রাটের দলের পিছু নিল।



'সোমরস কেমন করে কাজ করে সেটা আমরা খুব সহজেই ধারণা করে নিতে পারি।' বৃহস্পতি বললেন, 'এই ধারণাটাকে বাস্তবে রূপায়িত করাটাই ছিল প্রায় অসম্ভব কাজ। ভগবান ব্রহ্মা এটা করতে পেরেছিলেন। জয়, ভগবান ব্রহ্মার জয়!'

'জয় ভগবান ব্রহ্মার জয়' শিব, কনখলা আর নন্দী একসঙ্গে বলে উঠলেন।

'বয়স বেড়ে যাওয়াকে বা বুড়ো হয়ে যাওয়ার গতিকে এই ওষুধ কেমন করে অদ্ভুত ভাবে মন্থর করে ফেলে সেটা বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে কোন্ জিনিস আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে? বৃহস্পতি বললেন, এমন একটা মৌলিক বস্তু আছে যেটা বাদ দিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না।'

শিব বৃহস্পতির মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তার ব্যাখ্যা

শোনার জন্য।

'আর এই মৌলিক বস্তুটি হচ্ছে তেজ' বৃহস্পতি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, 'আমরা যখন চলাফেরা করি, কথা বলি, ভাবনা চিন্তা করি—যাই করিনা কেন যার জন্য আমাদের জীবিত বলা হয়—সেটা আমরা তখন তেজের ব্যবহার করি।'

শিব শুনে বললেন 'আমাদের মধ্যেও একই রকম ধারণা প্রচলিত আছে। কেবল আমরা একে বলি শক্তি।'

'শক্তি?' বিস্মিত হয়ে বৃহস্পতি জিজ্ঞাসা করলেন।

'জানতে হচ্ছে ব্যাপারটা।' বিস্মিত বৃহস্পতি বলে উঠলেন। 'তেজ বোঝাতে এই শব্দটার ব্যবহার বহু শতাব্দী আর করা হয়নি, এটা পাণ্ড্যদের ব্যবহৃত শব্দ ছিল। আপনাদের উপজাতি কোথা থেকে এসেছে তা কি আপনি জানেন? আপনাদের বংশ সর্ম্পকে?'

'আমি সঠিক কিছু জানি না, তবে এক বুড়ি আছে, সে দাবী করে যে সে নাকি আমাদের সমস্ত ইতিহাস জানে। যখন সে দেবগিরিতে আসবে তখন তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে।'

হেসে বৃহস্পতি বললেন 'সম্ভব হলে জেনে নেওয়া উচিত। যাইহোক, মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। আমরা জানি যে তেজ বিনা আমাদের শরীরের কোন কাজই করা যায় না। এখন এই তেজ কোথা থেকে আসে?'

'আমরা যে খাবার খাই তার থেকে।' নন্দী মৃদুস্বরে বলল। সে এমন গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের সামনে কথা বলার মতো আস্থা ফিরে পাচ্ছিল।

'একেবারে ঠিক। যে খাদ্য আমরা খাই তাতে তেজ সঞ্চিত থাকে। সেটা আমরা ব্যবহার করি। সেই কারণে আমরা যদি না খাই তবে দুর্বল বোধ করি। যদিও, শুধুমাত্র খাদ্যগ্রহণ করলেই তেজ পাওয়া যায় না, শরীরের ভেতরের কিছু একটা এই তেজকে বার করে নেয় যাতে আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারি।'

'একদম ঠিক।' শিব সম্মতি জানালেন।

বৃহস্পতি বলে চললেন যে 'শ্বাসের মাধ্যমে আমরা যে বাতাস গ্রহণ করি তার মাধ্যমে খাদ্যে তেজ রূপান্তরিত হয়। বাতাসে অনেক রকম বায়বীয় পদার্থ থাকে, তার মধ্যে একটার নাম প্রাণবায়ু। সেই বায়ু খাদ্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তেজের নিঃসরণ ঘটায়। আমরা যদি প্রাণবায়ু না পাই তো শরীরে তেজের অভাব দেখা দেবে আর আমরা মারা যাবো।

'কিন্তু এটা তো সেই প্রক্রিয়া যেটা আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।' শিব বললেন, 'এর সঙ্গে এই ওষুধের কি সম্পর্ক? ওষুধটার তো তার ওপর কাজ করা উচিত যার কারণে আমরা বৃদ্ধ হয়ে যাই, দুর্বল হয়ে যাই আর মারা যাই।'

বৃহস্পতি হেসে বললেন 'আপনাদের যা বললাম বয়স বাড়া বা বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে তার কিছু সম্পর্ক রয়েছে। কেননা এমনই মনে হয় যে প্রকৃতিও যেন কৌতুকপ্রিয়। যে বিশেষ বস্তু আমাদের জীবিত রাখে, সেই আবার বৃদ্ধ করে দেয় এবং মৃত্যু ঘটায়। যখন প্রাণবায়ু খাদ্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তেজ তৈরি করে, তখন সে কিছু অন্য বস্তুও মুক্ত করে দেয়, তাকে বলে জারক পদার্থ বা জারক দ্রব্য। এগুলি বিষাক্ত পদার্থও বটে। যখন আপনারা কোন ফলকে বাইরে ফেলে রেখে দেন তখন সেটা পচে ওঠে, কারণ সেটা তখন 'জারিত হয়' অর্থাৎ জারক পদার্থ ওটার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ওটাকে পচিয়ে ফেলে। একইরকম ভাবে 'জারন প্রক্রিয়া' ধাতুকে জীর্ণ করে, ক্ষইয়ে দেয়। নতুন আবিষ্কৃত ধাতু লৌহ বা লোহার ওপর এই বিক্রিয়া বিশেষভাবে হয়। আমরা যখন শ্বাসের মাধ্যমে প্রাণবায়ু গ্রহণ করি তখন এই একই বিক্রিয়া আমাদের শরীরেও হয়। প্রাণবায়ু খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু সে আবার আমাদের শরীরের মধ্যে জারক দ্রব্য নির্গত করায় যা আমাদের শরীরের মধ্যে বিক্রিয়া করতে থাকে। ফলে আমরা ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যেতে থাকি আর তাই বার্ধক্য আসে আর মরে যাই।'

'হে ভগবান অগ্নি!' বিস্মিত নন্দী বলে উঠল। 'সেই বস্তুই যা আমাদের জীবন দিচ্ছে তাই আবার ধীরে ধীরে মেরেও ফেলছে?'

'হ্যাঁ', বৃহস্পতি বললেন 'ব্যাপারটা ভাবুন। বেঁচে থাকার জন্য বাইরের বস্তু যা যা দরকার আমাদের শরীর তার সবই সঞ্চয় করার চেষ্টা করে। যে

প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে ফলে কয়েকদিন না খেলেও আপনি মারা যাবেন না। সে জল সঞ্চয় করে, ফলে তাতে কয়েকদিনের পিপাসা আপনাকে মেরে ফেলবে না। আমি ঠিক বলছি তো? পাছে ঘাটতি দেখা দেয় সেই কারণে শরীর নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই সেই বস্তু সঞ্চিত করে রাখে।'

শিব বললেন 'একেবারে ঠিক।'

'আর অন্য দিকে, আমাদের শরীর কেবলমাত্র কয়েক মুহূর্তের চেয়ে বেশিক্ষণ প্রাণবায়ু সঞ্চিত করতে পারে না, বেঁচে থাকা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু,। এর অর্থ বোঝা মুশকিল। এর একটাই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে আমাদের শরীর বুঝতে পারে যে প্রাণবায়ু প্রাণদায়ক বস্তু হলেও বিষও বটে, অতএব একে সঞ্চিত করা বিপদ।'

শিব জানতে চাইলেন 'তা ভগবান ব্রহ্মা কি করেছিলেন?'

'অনেক গবেষণার পর ভগবান ব্রহ্মা সোমরস আবিষ্কার করেছিলেন, যেটা পান করলে শরীরের জারন দ্রব্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তাদের শুষে নেয় তারপর ঘাম অথবা মুত্রের আকারে শরীর থেকে বার করে দেয়। সোমরসের জন্য শরীরের মধ্যে আর কোন জারক দ্রব্য পড়ে থাকে না।'

'সেই কারণেই যখন কোন ব্যক্তি প্রথম বার সোমরস পান করে তারপর শরীর থেকে যে ঘাম বেরোয় তা বিষাক্ত?'

'হ্যাঁ। প্রথমবার সোমরস পান করার পর শরীর থেকে যে ঘাম বেরোয় বিশেষভাবে তা হানিকারক। মনে রাখবেন কোন ব্যক্তি সোমরস পান করার পর শরীর থেকে যে ঘাম আর মুত্র বের হয় তা কয়েক বছর পর্যন্ত বিষাক্ত থাকে। তাই আপনাকে সেগুলো শরীর থেকে অবশ্যই বের করে দেওয়া উচিত আর নিশ্চিতভাবে খেয়াল রাখা উচিত এর জন্য যাতে অন্য কারোর ওপর প্রভাব না পড়ে।'

'আচ্ছা, এই কারণেই মেলুহীরা স্বাস্থ্যের প্রতি এত সচেতন।'

'ঠিক। এই কারণেই প্রত্যেক মেলুহীকে ছোট থেকে দুটো ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয় জল আর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। সোমরস যা তৈরি করে ও বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ রূপে শরীর থেকে নিঃসরণ করে, জল হল তার সবচেয়ে ভালো

বিশেষক। মেলুহীদের প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে শেখানো হয়। আর যা কিছু ধুয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব তার সবকিছু পরিষ্কার করানো হয়। মেলুহীরা দিনে কম করে দুবার স্নান করে। সব রকম স্নানের কাজ নির্দিষ্ট ঘরে করা হয় আর সকল বর্জ্য মাটির তলার নিকাশী নালির মাধ্যমে সাবধানতার সঙ্গে নগরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়।'

'কড়া স্বাস্থ্যবিধি!' শিব হেসে বললেন, মনে পড়ল কাশ্মীরের প্রথম দিনের কথা আর আয়ুর্বতীর কড়া কড়া কথা। 'সোমরস কেমন করে তৈরি করা হয়?'

'সোমরস উৎপাদন করা বেশ কঠিন কাজ। এর জন্য বহুরকম সামগ্রীর প্রয়োজন হয় আর সেগুলো সহজে পাওয়াও যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—সঞ্জীবনী বৃক্ষ। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে এই বৃক্ষের রোপণ করা হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রচুর তাপের সৃষ্টি হয় সেই কারণে মিশ্রণ তৈরি করার সময় সেটাকে ঠিক রাখার জন্য প্রচুর জলেরও প্রয়োজন হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরুর আগে সঞ্জীবনী বৃক্ষের শাখা পেষাই করার পর সরস্বতী নদীর জলের সঙ্গে মিশিয়ে চূর্ণ করা হয়। অন্য কোন জল দিয়ে এ কাজ করা যায় না কারণ তাতে কাজ হয় না।'

'ও। আমি যে শব্দটা শুনছিলাম সেটা ওই চূর্ণ করার যন্ত্রের শব্দ?'

'ওটার শব্দই শুনছিলেন। এই পর্বতের পাদদেশে এক বিশাল গুহার মধ্যে বিরাট একটা চূর্ণীকরণ যন্ত্র রয়েছে। সরস্বতীর জল এক জটিল প্রক্রিয়ায় খালের মাধ্যমে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে। বিশাল এক জলাধার যাকে আমরা ভালোবেসে বলি *'সাগর'* সেখানে ওই জল জমিয়ে রাখা হয়।'

শিব বিস্মিত হয়ে বললেন *সাগর* মানে *সমুদ্র?* আপনারা জলাধারকে ঐ নাম দিয়েছেন?'

সম্মতি জানিয়ে বৃহস্পতি জানালেন 'এটা একটু বাড়াবাড়ি। তবে জলাধারের আকার দেখলে আপনি অনুভব করতে পারবেন যে আমরা খুব একটা অযৌক্তিক কিছু বলিনি।'

'আচ্ছা। তাহলে আমি এই পুরো ব্যাপারটা দেখতে চাই। গতরাতে আমরা

যখন এসেছিলাম তখন দেরী হয়ে গিয়েছিল, তাই পর্বতের বিশেষ কিছুই দেখা হয়নি।'

বৃহস্পতি বললেন 'মধ্যাহ্ন ভোজনের পরেই আপনাকে সবকিছু দেখাতে নিয়ে যাবো।'

উত্তরে শিব একটু হাসলেন। তিনি কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু কনখলা আর নন্দীকে দেখে নিজেকে ঠিক সময়ে বিরত করলেন।

বৃহস্পতি এটা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বুঝলেন যে শিব তাকে কিছু বলতে চাইছেন কিন্তু নন্দী আর কনখলার সামনে নয়। বৃহস্পতি ওদের দিকে ফিরে বললেন 'মনে হচ্ছে শিব আমায় জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন, দয়া করে আপনারা একটু বাইরে অপেক্ষা করবেন?'

বৃহস্পতি এতটাই শ্রদ্ধেয় ছিলেন যে কনখলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, নন্দীও তার পিছনে গেল। বৃহস্পতি তারপর শিবকে হেসে বললেন 'যে প্রশ্নটা করার জন্য এসেছেন সেটা এতক্ষণ করেননি কেন?'



অধ্যায় ৯

প্রেম ও তার পরিণতি

'ওনাদের সামনে প্রশ্ন করতে চাইনি। কারণ ওদের ভক্তির বিশ্বাস আচ্ছন্নকর অবস্থায় রয়েছে', মুখ বেঁকিয়ে হেসে শিব বললেন। বৃহস্পতিকে তাঁর আস্তে আস্তে ভালো লাগছিল। যে তাকে নিজের সমকক্ষ মনে করছে তেমন মানুষের কাছে থাকতে পছন্দ করছিলেন।

বৃহস্পতি মাথা নেড়ে বললেন 'বুঝেছি বন্ধু, তা আপনি কি জানতে চাইছেন?'

শিব বললেন 'আমি কেন? আমার ওপর সোমরসের প্রভাব এমন অদ্ভুত হল কেন? হতে পারে যে আমার গলা নীল, কিন্তু জানি না কেমন করে আমি সূর্য্যবংশীদের রক্ষাকর্তা হতে পারবো? সম্রাট আমাকে বলেছেন যে আমি সেই ব্যক্তি যে প্রভু শ্রীরামের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবো আর চন্দ্রবংশীদের ধ্বংস করবো।'

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বৃহস্পতি জিজ্ঞাসা করলেন 'উনি এইসব বলেছেন? সম্রাট মাঝে মাঝে এমন কথা বলে থাকেন। কিন্তু সংক্ষেপে বলা যায় যে উনি যা বলেছেন তার পুরোটা সত্যি নয়, পৌরাণিক কাহিনীতে সঠিকভাবে একথা বলেনি যে নীলকণ্ঠ সূর্য্যবংশীদের রক্ষা করবেন। সেখানে বলা আছে দুটো জিনিস, প্রথমত নীলকণ্ঠ সপ্ত-সিন্ধুর *মানুষ হবেন না*, আর দ্বিতীয়ত নীলকণ্ঠ 'অশুভের বিনাশকারী' হবেন। মেলুহীরা বিশ্বাস করে যে এর অর্থ হল নীলকণ্ঠ চন্দ্রবংশীদের ধ্বংস করবেন, কেননা ওরা সত্যিই অশুভ—মানে খারাপ। কিন্তু চন্দ্রবংশীদের ধ্বংস করা মানে এই নয় যে

সূর্য্যবংশীরা রক্ষা পাবে! চন্দ্রবংশীদের ছাড়া আরো অনেক সমস্যা আছে যেগুলোকে আমাদের সমাধান করতে হবে।'

'কি ধরনের সমস্যা? যেমন নাগাদের নিয়ে সমস্যা?'

বৃহস্পতি কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন তারপর সতর্ক হয়ে বললেন 'অনেক সমস্যা আছে, সেগুলোর সমাধান করার জন্য আমাদের অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। কিন্তু আপনার প্রশ্নে ফিরে আসি, আপনার ওপর সোমরসের প্রভাব এমন হল কেন?'

'হ্যাঁ কেন হয়েছিল? কেন আমার গলা নীল হয়ে গেল? আমার শরীরের *অবক্ষয়* রোধ করার কথা বাদ দিলেও, সোমরস আসলে আমার স্থানচ্যুত হওয়া কাঁধের হাড় আর বরফ ক্ষততে ক্ষয়ে যাওয়া পায়ের আঙুলকে সারিয়ে ফেলেছে।'

'ক্ষত আর আঘাত সারিয়ে ফেলেছে?' বৃহস্পতি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। 'অসম্ভব! এ কেবল রোগ সারায় আর বয়স বেড়ে যাওয়াকে রোধ করে—আঘাত ও ক্ষত সারাতে পারে না।'

'আমার ক্ষেত্রে এগুলো হয়েছে।'

বৃহস্পতি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন 'এর সঠিক কারণ জানার জন্য আমাদের গবেষণা করতে হবে। তথাপি আমি এই বিষয়ে খালি একটাই ব্যাখ্যা দিতে পারি। যতদূর জানি আপনি হিমালয়ের ওপারের উঁচু দেশ থেকে এসেছেন, ঠিক তো?'

শিব মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'পাহাড়ে যত ওপরের দিকে ওঠা যায় বাতাস ততই পাতলা হতে থাকে।' বৃহস্পতি বলে চললেন, 'পাতলা বাতাসে প্রাণবায়ুর পরিমাণ কম থাকে। এর মানে আপনার শরীর কম প্রাণবায়ুতে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত আর জারক পদার্থ দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্ত। এর ফলে সোমরসে থাকা বিজারক পদার্থ আপনার শরীরে প্রবলতর প্রভাব ফেলেছে।'

সম্মতি জানিয়ে শিব বললেন 'অনেকগুলোর মধ্যে এটা একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে আমার জাতের সকলেরই তো গলা

শীতল ও নীলরঙের হয়ে যাওয়ার কথা। শুধু আমার হল কেন?'

'খুবই ভালো চিন্তা করার বিষয়।' বৃহস্পতি স্বীকার করলেন। 'কিন্তু একটা কথা আমায় বলুন। আপনার লোকেরা কি আগের শারীরিক অবস্থা থেকে কোন উন্নতি অনুভব করতে পেরেছে?'

'সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনাদের পাতলা বাতাসে বাস করার অবশ্যই কোন ভূমিকা আছে। সকলের গলা যে নীল হয়ে যায়নি তাতে অবশ্যই 'পাতলা বাতাস' এর ভূমিকা হয়তো একটা আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। আমরা এর ওপর আরো গবেষণা করতে পারি। আমি নিশ্চিত যে নীল গলার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে।'

শিব বৃহস্পতির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালেন। ওনার শেষ কথাগুলো বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি নীলকণ্ঠের পৌরাণিক ব্যাখ্যা বিশ্বাস করেন না। তাই না?'

বৃহস্পতি শিবের দিকে অদ্ভুত হাসলেন। শিবকে তাঁর আস্তে আস্তে ভালো লাগছিল। শিবের অপমান হয় এমন কোন কথা বলতে চাইলেন না। কিন্তু মিথ্যেও বলতে চাইলেন না, 'আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। এর দ্বারা সবকিছুর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর যদি কোন অলৌকিক ঘটনা এসে উপস্থিত হয় তাহলে তার একটাই ব্যাখ্যা যে তার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এখনও আবিষ্কার করা যায় নি।'

'তাহলে মেলুহীরা তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয় না কেন?'

'ঠিক জানি না।' বৃহস্পতি চিন্তিতভাবে বললেন। 'হয়তো এই কারণে যে বিজ্ঞান যোগ্য, কিন্তু নির্মম। আর নীলকণ্ঠের মতো সে সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে না। সমাধান করার অস্ত্রগুলো বিজ্ঞান বেছে দিতে পারবে; কিন্তু যুদ্ধটা নিজেকেই করতে হবে। সমস্যার সমাধান নিজে করার চাইতে অন্য কেউ এসে তাদের সমস্যার সমাধান করে দেবে এটা বিশ্বাস করা অনেক সহজ।'

'আপনার তাহলে কি মনে হচ্ছে, মেলুহাতে নীলকণ্ঠর ভূমিকা আছে?'

সহানুভুতির দৃষ্টিতে বৃহস্পতি শিবের দিকে চেয়ে বললেন 'আমি মনে করি যে খাঁটি সূর্য্যবংশীদের অন্য কারোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে দিয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান না করিয়ে বরং অসুরদের সঙ্গে নিজেদের যুদ্ধ করা উচিত। একজন সত্যিকারের সূর্য্যবংশীর কর্তব্য হল কোন কাজ করার জন্য সম্ভব হলে নিজেকে নিজের যোগ্যতা আর শক্তির অন্তিম সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। নীলকণ্ঠর আগমন কেবল সূর্য্যবংশীদের প্রয়াসকে দ্বিগুণ করে দেবে, কেননা এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অশুভ-র বিনাশ আসন্ন।'

শিব মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

বৃহস্পতি বললেন 'আপনি না চাওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসের ফলে আপনার ওপর গুরুদায়িত্বর যে অত্যধিক চাপ, তাতে কি আপনি চিন্তিত?'

'না সেটা আমার চিন্তার কারণ নয়।' শিব উত্তরে বললেন। 'এটা খুব সুন্দর একটা দেশ। আমি যতটা পারি সাহায্য করতে চাই। কিন্তু অবশ্যই আপনাদের লোকেরা তাদের রক্ষা করার ব্যাপারে আমার ওপর যে নির্ভর করে আছে, যখন আমি তা পারবো না তখন কি হবে? এই মুহূর্তে আমি বলতে পারি না যে আমার কাছে যা যা আশা করা হচ্ছে তার সমস্ত করে দিতে পারবো। তাহলে কেমন করে আমি কথা দেবো?'

বৃহস্পতি হাসলেন। তাঁর নীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তি নিজের কথার মূল্য দিতে জানে, সে শ্রদ্ধার পাত্র।

'আপনাকে দেখে ভালো একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে, শিব। আসন্ন দিনগুলোয় আপনাকে হয়তো অনেক চাপের সম্মুখীন হতে হবে। খুব সাবধান বন্ধু। নীল গলা আর অন্ধ বিশ্বাস গড়ে ওঠার ফলে আপনার যে কোন সিদ্ধান্ত সমগ্র দেশের ওপর বিশাল প্রভাব ফেলবে। মনে রাখবেন কোন মানুষ চির বরেণ্য কিনা সেটা ইতিহাসই বলে দেয়, ভবিষ্যৎ বক্তারা নয়।'

শিব হাসলেন, তাঁর আনন্দ হল এই ভেবে যে এতক্ষণে একজন মানুষ পাওয়া গেছে যে তাঁর অবস্থাটা বুঝতে পারছে। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল অন্তত নিজে থেকে সে পরামর্শ দিতে চাইছে।



সময়টা সন্ধেবেলার শেষের দিকে। বৃহস্পতির সঙ্গে বিশদভাবে মন্দার পর্বত দেখতে দেখতে এক আনন্দদায়ক দুপুর কাটানোর পর শিব নিজের বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলেন। পাশে ছিল শেষ হয়ে যাওয়া গাঁজার ছিলিম।

'অসুরদের বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ, নামক এই বইটার কয়েকটা ঘটনা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। অসুরেরা ছিল রাক্ষস, ঘৃণার কারণে তারা দেবতাদের প্রতি রাক্ষসের মতো ব্যবহার করতো। তারা প্রায়ই দেবতাদের নগর আক্রমণ করতো যাতে দেবতারা তাদের মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এগুলো শিবের কাছে আশ্চর্য্য মনে হয়নি। যেটা অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছিল সেটা হল কিছু কিছু দেবতার বিজয়ী হওয়ার অন্ধ উন্মাদনায় নৈতিকতার সীমা লঙঘন করা। ভগবান রূদ্র যদিও স্বয়ং মহান ছিলেন, কিন্তু বৃহত্তর ভালোর স্বার্থে দেবতাদের কাজকর্মগুলোকে তিনি অসমীচীন ভাবে উপেক্ষা করেছিলেন।

শিব অতিথিশালার বাইরে কিছু হইচই শুনতে পেলেন। দোতলার বারান্দায় গিয়ে দেখলেন যে সম্রাট দলবল নিয়ে সবে এসে পৌঁছেছেন। অরিষ্টনেমী সৈন্যরা অভিবাদন দেওয়ার জন্য প্রবেশপথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিছু লোক দ্বিতীয় শকটের ওপাশ থেকে নামছে। শিব ভাবলেন ওরা নিশ্চয় সম্রাটের পরিবার। আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে অরিষ্টনেমীরা সম্রাট পরিবারকে স্বাগত জানানোর জন্য কোন হড়বড় করলো না, কোন দাসত্বের ভাবও দেখালো না, সাধারণভাবে তাদের গ্রহণ করলো। শিব ভাবলেন এটাই হয়তো মেলুহার সমতা-তত্ত্বের রীতি।

যাইহোক, শিবের ভেবে নেওয়া সমতা-তত্ত্ব খাটলো না যখন তিনি পঞ্চম শকটের দিকে তাকালেন, যেটা থেকে পর্বতেশ্বর নামলেন। এখানে অরিষ্টনেমীরা খুবই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছিল। একজন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক দৌড়ে পর্বতেশ্বরের সামনে এলেন আর মেলুহা সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালেন—গোড়ালিতে গোড়ালিতে খট্ করে ঠুকে আওয়াজ করা। সাবধানের ভঙ্গীতে সোজা দাঁড়ানো আর ডানহাত মুঠো করে দ্রুত বাঁ বুকে লাগানো। এই অভিবাদনের পর সেনানায়কটি সামনে ঝুঁকে সেনাবাহিনীর

সর্বাধিনায়ককে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

পিছনের সৈন্যরা একইভাবে অভিবাদন জানালো। পর্বতেশ্বর একটু ঝুঁকে প্রতি অভিবাদন জানালেন। তিনি সৈন্যদের ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার জন্য এগিয়ে গেলেন, দুপা পিছনে চললেন সেই সেনানায়ক।

শিব অনুভব করলেন পর্বতেশ্বরের প্রতি এই সম্মান তার পদের জন্য নয়, ঐ মানুষটার জন্যও বটে। তার ব্যবহারে রূঢ়ভাব থাকলেও পর্বতেশ্বরের বীর যোদ্ধা হিসেবেও সুনাম ছিল। যখন কোন সেনাপতির সত্যি কথার দাম থাকে তখনই সে মানুষ হিসেবে সম্মান পায়। শিব সেই সম্মান প্রত্যেক অরিষ্টনেমী সৈনিকের চোখে দেখতে পেলেন যখন তারা ঝুঁকে তাদের সর্বাধিনায়ককে অভিবাদন জানাচ্ছিল।

শিব একটু পরে দরজায় আস্তে করে টোকা মারার আওয়াজ শুনলেন। দরজার ওপাশে কে আছে তা জানার চেষ্টা না করেই গভীর একটা শ্বাস নিয়ে তিনি দরজা খুলে দিলেন।

দক্ষর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল গাঁজার অচেনা গন্ধটা নাকে যেতেই। সম্রাটের ডানদিকে দাঁড়ানো কনখলারও একই অবস্থা হল। তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকা বৃহস্পতিকে দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন 'এই দুর্গন্ধটা কিসের?' প্রভুর ঘরটা আপনার পাল্টে দেওয়া উচিত। কেমন করে ওনাকে এমন অসুবিধার মধ্যে রেখেছেন?'

বৃহস্পতি বললেন 'আমার মনে হয় শিব এই সুগন্ধর সঙ্গে থাকতেই সুবিধাবোধ করছেন মহান সম্রাট।'

শিব জানালেন—'এটা এমন গন্ধ যেটা আমার সঙ্গে ভ্রমণ করে। আমি এটা পছন্দ করি, সম্রাট।

দক্ষ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। মুখের ভাব গোপন করার কোন চেষ্টা করলেন না। তবে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন। কেননা প্রভু এই দুর্গন্ধতে আনন্দিত। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি প্রভু।' তার মুখের হাসিটা আবার ফিরে এল। 'আমি ভাবলাম যে আপনাকে জানিয়ে যাই যে আমরা সপরিবারে অতিথিশালায় পৌঁছে গেছি।'

প্রতি নমস্কার জানিয়ে শিব বললেন 'এ আপনার মহানুভবতা, হে মাননীয় সম্রাট।'

'আগামীকাল আমরা সবাই আপনার সঙ্গে প্রাতঃরাশ করার আশায় অপেক্ষা করে থাকব এবং সম্মান বোধ করবো প্রভু।'

'এতে তো আমিই সম্মান বোধ করবো। হে সম্রাট।'

'খুব ভালো, খুব ভালো।' বলে দক্ষ সেই প্রশ্নটা করলেন যেটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, 'সোমরসের ব্যাপারে কি বুঝলেন? সত্যিই এটা দেবতাদের পানীয় নয় কি?'

'হ্যাঁ সম্রাট। এটা সত্যিই বিস্ময়কর পানীয়।'

দক্ষ বলতে লাগলেন 'এটাই আমাদের সভ্যতার মূল। যখন আপনি যাত্রা শুরু করবেন তখন আমাদের সুন্দর জীবনযাত্রা দেখতে পাবেন আর আমি নিশ্চিত হে আমাদের রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবেন।'

'মহান সম্রাট, আপনার দেশ সম্পর্কে আগে থেকেই আমি খুবই উচ্চ ধারণা পোষন করি। এটা সত্যিই এক মহান দেশ আর নাগরিকদের প্রতি এখানে সুন্দর ব্যবহার করা হয়। এখানকার জীবনধারণ পদ্ধতিকে রক্ষা করতে হবে বলে তো আমার মনে কোন সন্দেহ হয় না। যাইহোক, আমি কি করে উঠতে পারবো সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই। আপনাদের সভ্যতা এতই উন্নত আর সেখানে আমি কেবল একজন উপজাতি মানুষ মাত্র।'

দক্ষ হাত জোড় করে বললেন, 'প্রভু, বিশ্বাস হল খুবই শক্তিশালী এক অস্ত্র। এখন যেটা চাই সেটা হল আপনার নিজের ওপর ততটাই বিশ্বাস আনা, যতটা আপনার প্রতি আমাদের আছে। আমাদের দেশে যদি আর কিছুদিন থাকেন আর দেশবাসীর ওপর আপনার উপস্থিতির প্রভাব লক্ষ্য করেন, তবে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আপনি কি করতে পারেন, আর এটা আমার স্থির বিশ্বাস।'

শিব দক্ষের এইরকম শিশুসুলভ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আর তর্ক করলেন না।

বৃহস্পতি তখন শিবকে বাঁচাতে শিবের দিকে চোখ টিপলেন আর দক্ষকে বললেন 'মহামান্য সম্রাট, আমার মনে হচ্ছে শিব ক্লান্ত, আজ সারাটা দিনই গেছে। আমরা বরং এখন যাই, কালকে আবার আসা যাবে।'

দক্ষ হেসে বললেন 'আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন বৃহস্পতি। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি প্রভু। কাল প্রাতঃরাশের সময় দেখা হবে। শুভরাত্রি।'

শিবও 'শুভরাত্রি' বলে অভিবাদন জানালেন।



সতী শান্ত হয়ে খাবার জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন আর দক্ষ ব্যস্ত ভাবে প্রহর প্রদীপের দিকে দেখছিলেন। তার বাঁপাশে একে একে বসেছিলেন কনখলা, বৃহস্পতি আর পর্বতেশ্বর। ডানদিকে একটা খালি কাষ্ঠাসন ছিল, সতী ভাবলেন নিশ্চয় 'নীলকণ্ঠ'র জন্য। খালি আসনটার পাশে সতী নিজে বসেছিলেন আর তার ডান পাশে তার মা বীরিনি। এইভাবে বসার বন্দোবস্ত করার ব্যাপারে দক্ষ অনেক ভাবনাচিন্তা করেছিলেন।

সতী সব ব্যবস্থাদিগুলো দেখে নিলেন। মেলুহীরা সাধারণত যেমন নিচু আসবাবে খাবার রেখে মাটিতে আসন পেতে বসে খেতে পছন্দ করে তেমন না করে প্রাতঃরাশের জন্য উঁচু আসবাবের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলাপাতার স্থানে সোনার থালা, মাটির খুরির বদলে রূপোর পান পাত্র রাখা হয়েছিল। সতীর মনে হল যে তার পিতা মনপ্রাণ দিয়ে আজকের এই ব্যবস্থা করেছেন। তার পিতাকে আগেও দেখেছিলেন তথাকথিত নীলকণ্ঠদের প্রতি আশা ব্যক্ত করতে। যারা শেষে প্রতারক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। আশা করলেন যে তার পিতার যেন আর মোহ ভঙ্গ না হয়।

ঘোষক শিব ও নন্দীর আগমনবার্তা ঘোষণা করল। দক্ষ হাতজোড় করে শ্রদ্ধার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন শিবকে অভ্যর্থনা করার জন্যে, পর্বতেশ্বর সম্রাটের এমন ভৃত্য-র মতো ভাব দেখে চোখ ঘুরিয়ে ভঙ্গী করলেন। সেই মুহূর্তে সতী ঝুঁকে পানপাত্র নিতে গেলেন আর হাত থেকে সেটা মাটিতে পড়ে গেল।

'হে প্রভু' দক্ষ সকলকে দেখিয়ে বললেন, 'কনখলা, বৃহস্পতি আর পর্বতেশ্বরকে তো আপনি চেনেন। একেবারে ডানদিকে আমার পত্নী সম্রাজ্ঞী বীরিনি।'

বীরিনির নমস্কারের প্রত্যুত্তরে শিবও হেসে সামনে ঝুঁকে নমস্কার করলেন।

'আর ওনার পাশে' দক্ষ হেসে পরিচয় করানোর মধ্যেই সতী পাত্রটা মাটি থেকে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন—'আমার কন্যা সম্রাটকুমারী সতী।'

তাঁর জীবনসর্বস্বকে তাঁর দিকে তাকাতে দেখে শিবের মনে হল যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। হৃদয়ের গতি অত্যধিক বেড়ে গেল। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখানুভূতি অনুভব করলেন সূর্য্যাস্তর সময়ে পবিত্র সরোবরের সুগন্ধ। আগের মতোই তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন। পুরো ঘর জুড়ে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। সতীর হাত থেকে পানপাত্রটা আবার পড়ে গিয়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল। গড়িয়ে যাওয়া পানপাত্রের ঠংঠং আওয়াজে সতীর স্থির দৃষ্টি বিচলিত হল। অতি মানবীয় চেষ্টায় তিনি মুখের বিস্ময়ের ভাবকে সামলে নিলেন। খুব দ্রুত শ্বাস নিচ্ছিলেন, যেন শিবের সঙ্গে দ্বৈত নৃত্য করেছেন। ওনার আত্মা যে সেটাই করছে সেটা তিনি জানতেন না।

দক্ষ বিস্ময়ে হতবাক হওয়া যুগলকে দেখে আনন্দিত বোধ করছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন নাটকের পরিচালক, যিনি নিজের নাটকের সফল অভিনয় দেখছেন। শিবের ডানপাশে নন্দী দাঁড়িয়ে ছিল, সে সতীর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। নৃত্য অনুশীলন, বিকর্মর স্পর্শ, শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া এবং তার প্রভুর মানসিক যন্ত্রণা। তার কিছুটা ভয় করছিল আবার তাড়াতাড়ি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল। যদি তার প্রভু চায় তো সবদিক দিয়ে সে সমর্থন করবে। বৃহস্পতি নির্বিকার ভাবে দুজনকে লক্ষ্য করছিলেন আর এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরিণাম কি তাই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। পর্বতেশ্বর ঘটনা লক্ষ্য করছিলেন আর বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। যা হচ্ছিল সেটা অনৈতিক, অনুচিত আর তার চেয়েও খারাপ অবৈধ।

খালি আসনের দিকে দেখিয়ে দক্ষ বললেন 'প্রভু, দয়া করে বসুন। আমরা শুরু করি।'

শিব কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। দক্ষর কথা শুনতেই পাননি। তিনি তখন এমন জগতে বিচরণ করছেন যেখানে কেবল সতীর ছন্দোবদ্ধ শ্বাস প্রশ্বাসের সুর, এমন এক সঙ্গীত যা শুনে তিনি সাতজন্ম নাচতে পারবেন।

একটু জোরে দক্ষ বললেন 'প্রভু।'

অন্যমনস্কভাবে শিব এবার তাকালেন—যেন অন্য জগতে রয়েছে।

'দয়া করে বলুন প্রভু।' দল বললেন।

বিহ্বল হয়ে যাওয়া দৃষ্টি নিয়ে শিব বললেন 'ও হ্যাঁ, অবশ্যই।'

শিব বসতেই খাবার আনা হল। খাবারটা মেলুহীরা সাধারণত প্রাতরাশে খেতে পছন্দ করতো। চালের আর ডালের গুড়ো মিশিয়ে ঘন কাই তৈরি করে সেটা অনেকক্ষণ রেখে দেওয়া হতো। তারপর সেই কাইয়ের গোলা সামান্য নিয়ে কলাপাতায় মুড়ে ভাপানো হতো। এরপর পাতা মোড়া অবস্থাতেই সেটা মশলাদায় মুসুর ডালের সঙ্গে পরিবেশন করা হতো। একে বলা হতো ইড়লি।

তখনো খানিকটা বিস্ময়ের ঘোরে থাকা সতী ফিসফিস করে শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনিই নীলকণ্ঠ'? ততক্ষণে দ্রুত শ্বাস নেওয়াটা একটু শান্ত হয়েছিল। মজা করে শিব হেসে উত্তর দিলেন 'তেমনই তো মনে হচ্ছে। কি? প্রভাবিত হলেন?'

সতীর মুখে গম্ভীর ভাবের মুখোশটা ফিরে এল ভুরু উঁচিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব এনে উত্তর দিলেন—

'প্রভাবিত হতে যাবো কেন?'

'কি'?!

দক্ষ বললেন 'প্রভু',

শিব শুনে দক্ষর দিকে ফিরে বললেন 'বলুন সম্রাট।'

'আমি ভাবছিলাম যে আজ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের পুজোর ব্যাপার শেষ হয়ে যাবে। আর আমি এখানে আরোদিন দুয়েক থাকতে চাই, বৃহস্পতির সঙ্গে কিছু ব্যাপারে পুর্নবিবেচনা করার আছে। বীরিনি আর সতীর এখানে

থাকার কোন অর্থ হয় না কেননা ওরা এখানে শুধু শুধু একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

'ধন্যবাদ, মহান সম্রাট', বৃহস্পতি একটু চতুরতার সঙ্গে বললেন, 'মন্দর পর্বতের প্রতি আপনার পরিবারের উৎসাহকে আপনি যেভাবে প্রকাশ করলেন তাতে আমি খুব আস্বস্ত হলাম।'

সকলে শুনে হাসিতে ফেটে পড়ল। দক্ষও নিজের কথায় মজা পেয়ে হাসিতে যোগ দিলেন।

'আমি কি বললাম সেটা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারলেন বৃহস্পতি?' দক্ষ মাথা নেড়ে বললেন।

তারপর শিবের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, 'যতদূর জেনেছি যে আগামীকাল সকালেই আপনি দেবগিরি চলে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা করেছেন। আমার মনে হয় বীরিনি আর সতী যদি আপনার সঙ্গে যায় তো বেশ ভালো হয়। বাকি আমরা দুদিন পড়ে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো।'

সতী আশঙ্কায় চোখ তুলে চাইলেন। কেন সেটা নিশ্চিত হতে পারলেন না, কিন্তু মনের মধ্যে কেউ যেন বললো এই পরিকল্পনায় সহমত না হতে। আবার ভাবলেন ভয় পাওয়ার তো কোন কারণ নেই। বিগত পঁচাশী বছর ধরে তিনি বিকর্ম জীবনযাপন করেছেন আর কখনো নিয়মের উল্লঙ্ঘন করেননি, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেটা জানার ওপর তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ছিল।

শিব তেমন কিছু চিন্তা করেন নি। তিনি বেশ প্রসন্ন হয়ে জানালেন 'আমার মনে হয় এটা বেশ ভালো পরিকল্পনা, সম্রাট। আমি আর নন্দী মাননীয়াদের সঙ্গে দেবগিরি ফিরে যেতে পারবো।'

'তাহলে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।' সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষ বললেন। তারপর পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরে বললেন, 'পর্বতেশ্বর অরিষ্টনেমী রক্ষীরা যাতে দুটো দলে ভাগ হয়ে যায় যাতে ফেরার পথেও কাজে লাগে, তার ব্যবস্থাটা সুনিশ্চিৎ করুন।'

'প্রভু, আমি মনে করি না যে এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অরিষ্টনেমীর

একটা বড় অংশ এখানে থেকে বিভিন্ন জিনিস স্থানান্তরিত করার কাজে নিযুক্ত আছে। তাছাড়া যে দল পর্বত পাহারায় নিযুক্ত তাদের কোন পরিস্থিতিতেই হ্রাস করা যাবে না। এরপরে দু দল যাত্রীর সঙ্গে যাওয়ার মতো যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য হয়তো পাওয়া যাবে না। সম্ভব হলে পরশুদিন আমরা সবাই একসঙ্গে যাত্রা করতে পারি।'

'আমি নিশ্চিত যে কোন অসুবিধা হবে না। আর আপনি সবসময় বলেন না, যে একজন অরিষ্টনেমী যোদ্ধা পঞ্চাশ জন শত্রু-সৈন্যর সমান? এটাই ঠিক থাকলো যে প্রভু নীলকণ্ঠ, বীরিনি আর সতী কাল সকালেই যাবে। দয়া করে সব ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

পর্বতেশ্বর অপ্রসন্ন হয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন আর শিব ও সতী আবার ফিসফিস করে কথা শুরু করে দিলেন।

সতী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন 'শুদ্ধিকরণ করতে গিয়েছিলেন তো?'

শিব উত্তরে বললেন 'হ্যাঁ।' তিনি মিথ্যে বলেন নি। দেবগিরিতে থাকার শেষদিনে শুদ্ধিকরণ করতে গিয়েছিলেন। এতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু জানতেন যে পরের বার দেখা হলেই সতী এই ব্যাপারে জানতে চাইবেন। আর সতীকে তিনি মিথ্যে বলতে চাননি।

'যদিও আমি মনে করি এই শুদ্ধিকরণ ব্যাপারটা হাস্যকর, অযৌক্তিক। আসলে পুরো বিকর্ম ব্যাপারটাই অবাস্তব। মেলুহাতে যে যে জিনিস ঠিক নয় এবং সেগুলো ঠিক করা বা পাল্টানো উচিত, এটাও তার মধ্যে একটা।'

সতী চোখ তুলে চাইলেন। ভাবলেশহীন মুখ। শিব সেই চোখের গভীরে কিছু খোঁজার চেষ্টা করলেন কিন্তু যেন কোন সাদা দেওয়ালে তাঁর দৃষ্টি বাধা পেল।



পরের দিন সকালে দ্বিতীয় প্রহরের শুরুর সময়ে শিব, বীরিনি, সতী আর নন্দী দেবগিরির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, সঙ্গে একশ জন অরিষ্টনেমী সৈন্য। দক্ষ, পর্বতেশ্বর ও কনখলা অতিথিশালার বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের বিদায়

জানালেন। বৃহস্পতি কোনো গবেষণার কাজে আটকে ছিলেন।

যাত্রীদের একটা শকটেই বসতে হয়েছিল কেননা প্রচলিত নির্দেশিকা অনুসারে সম্রাটের যাত্রার জন্য কমকরে চারটি শকট রাখতে হত। আসার সময় যেহেতু পাঁচটি শকট এসেছিল, সেইহেতু আজকে ফেরত যাওয়ার যাত্রীদের জন্য একটাই শকট বেঁচেছিল। পর্বতেশ্বর এই প্রচলিত নিয়ম না মানা ব্যবস্থায় অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন কেননা বিভ্রান্ত করার জন্য কোন খালি শকটের ব্যবস্থা না করেই সম্রাটের পরিবারের যাত্রার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু তার আপত্তি সম্রাট বাতিল করে দিয়েছিলেন।

শকটের মধ্যে আরামদায়ক আসনে বসে থাকা সতী লক্ষ্য করলেন যে শিব তাঁর গলবন্ধটা আবার পরে নিচ্ছেন।

'গলবন্ধটা সবসময় পরে থাকেন কেন?'

'কেউ নীল গলাটা দেখার পর হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তখন অস্বস্তিবোধ করি, তাই।' শিব উত্তরে বললেন।

'কিন্তু আপনাকে তো এটা দেখানোর জন্য অভ্যস্ত হতে হবে। নীল গলা তো মুছে ফেলতে পারবেন না।'

'ঠিকই, তবে যতক্ষণ না অভ্যস্ত হচ্ছি ততক্ষণ গলবন্ধটা আমার রক্ষাকবচ।'

যাত্রীদল দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে পর্বতেশ্বর আর কনখলা দক্ষের সঙ্গে গেলেন।

পর্বতেশ্বর দক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন 'মহামান্য সম্রাট ওই লোকটার ওপর আপনার এত বিশ্বাস কেন? ও এমন কোন কাজই করেনি যার জন্য এত সম্মান পাচ্ছে। ও কেমন করে নেতৃত্ব করে আমাদের বিজয়ের পথে নিয়ে যাবে যেখানে এ বিষয়ে তার কোন শিক্ষাই নেই? নীলকণ্ঠকে কেন্দ্র করে পুরো ধারণাটাই আমাদের নিয়মের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মেলুহাতে কোন ব্যক্তিকে কোন কাজের দায়িত্ব তখনই দেওয়া হয় যখন সে ওই কাজের যোগ্য এবং ওই কাজের জন্য তাকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।'

দক্ষ উত্তরে বললেন 'আমরা এখন যুদ্ধের পরিস্থিতিতে রয়েছ পর্বতেশ্বর, —যদিও ঘোষণা করা হয়নি, তাহলেও দুটোই একই রকম। প্রতি এক সপ্তাহ

অন্তর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছি। এই কাপুরুষ চন্দ্রবংশীরা এমনকি সামনে থেকেও আক্রমণ করছে না পাছে আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করি। এছাড়া আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম তাই সোজাসুজি ওদের দেশ আক্রমণ করতেও পারবো না। আমাদের 'নিয়ম' এই ক্ষেত্রে কাজ করছে না। আমাদের অলৌকিক কিছু চাই। এবং ভাগ্যক্রমে আকস্মিক লাভ করার প্রথম নিয়মই হচ্ছে—অলৌকিক কাণ্ড তখনই ঘটে যখন যুক্তি আর বিবেচনা আর কাজ করে না এবং মানুষ দৈব বা অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করতে শুরু করে। নীলকণ্ঠর ওপর আমার বিশ্বাস আছে এবং আমার প্রজাদেরও।'

'কিন্তু শিবের তো নিজের ওপরেই বিশ্বাস নেই। তিনি যেখানে নিজেই চাইছেন না সেখানে আপনি কেমন করে তাকে জোর করে আমাদের রক্ষাকর্তা বানাবেন?'

'সতীই এর পরিবর্তন করবে।'

'মাননীয় সম্রাট আপনি আপনার কন্যাকে টোপ হিসাবে রাখতে চাইছেন? 'আপনি কি বাস্তবে চাইছেন যে একজন আমাদের রক্ষক রূপে সাহায্য করবে কেবল তার নিজের কামনা চরিতার্থ করবে বলে?

'এটা কামনা চরিতার্থ করা নয়।'

দক্ষর এমন প্রতিক্রিয়া দেখে পর্বতেশ্বর আর কনখলা চুপ করে গেলেন।

দক্ষ বলতে লাগলেন 'আমাকে কেমন পিতা বলে মনে হয় আপনাদের? আপনারা ভাবছেন আমার কন্যাকে আমি ওইভাবে ব্যবহার করবো? সে হয়তো প্রভুর কাছে থাকলে স্বাচ্ছন্দ আর আনন্দ খুঁজে পাবে। অনেকদিনই তো সে কষ্ট পেল। আমি চাই যে আনন্দে থাকুক। আর এটা করার ফলে যদি দেশকেও সাহায্য করা যায় তাতে দোষ কি?'

পর্বতেশ্বর কিছু বলতে চাইলেও না বলাই ভালো মনে করলেন।

দক্ষ বলে চললেন 'আমাদের প্রয়োজন চন্দ্রবংশী আদর্শতা কে ধ্বংস করে ফেলা। আর এটা আমরা একটামাত্র উপায়েই করতে পারি, সেটা হল আমাদের জীবনশৈলীর লাভটা স্বদ্বীপবাসীদের প্রদান করে। সাধারণ

স্বদ্বীপবাসীরা এতে কৃতজ্ঞ হবে কিন্তু ওদের চন্দ্রবংশী শাসকরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করবে। হয়তো বাধা দিতে সক্ষম হবে, তবে যতই চেষ্টা করুক না কেন, নীলকণ্ঠের নেতৃত্বে লোকেদের থামাতে পারবে না। আর সতী যদি নীলকণ্ঠের সাথে থাকে তাহলে তিনি চন্দ্রবংশীদের বিরুদ্ধে আমাদের নেতৃত্ব করাকে কখনোই প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।'

'কিন্তু সম্রাট আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে প্রভু আমাদের পাশে আসবেন আপনার কন্যার প্রেমে পড়েছেন বলে?' কনখলা জিজ্ঞাসা করলেন।

দক্ষ বললেন, 'আপনি মুখ্য বিষয়টাই ছেড়ে গেলেন। প্রভুকে আমাদের পক্ষে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে না—তিনি আগে থেকেই আছেন। আমাদের এই বিশাল সভ্যতা—হয়তো নিখুঁত নয় কিন্তু তার কাছাকাছি তো—এক অন্ধ লোকও এটা দেখতে পাবে। আমাদের নেতৃত্ব করার জন্য, নীলকণ্ঠের প্রয়োজন একটা প্রেরণা, আর নিজের প্রতি বিশ্বাস। ওই আত্মবিশ্বাস আপনা থেকেই গড়ে উঠবে যখন তিনি সতীর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হবেন।'

'আর সেটা কেমন করে হবে সম্রাট?' একটু রাগত ভাবে পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

দক্ষ জানতে চাইলেন 'আপনি কি জানেন যে কোন পুরুষের জীবনে সবচেয়ে প্রেরণা শক্তি কি?'

কনখলা আর পর্বতেশ্বর দক্ষর দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন।

'সেটা হল যাকে সে সবচেয়ে ভালোবাসে তাকে প্রভাবিত ও খুশি করার আকুল আকাঙক্ষা', দক্ষ বোঝাতে লাগলেন, 'আমাকে দেখুন, আমি চিরকাল পিতাকে ভালোবেসে এসেছি। ওনাকে প্রভাবিত করার ইচ্ছা আজও আমায় চালন করছে। তিনি আজ নেই কিন্তু আজও আমি এমন কিছু করতে ইচ্ছা করি যাতে মৃত্যুর পরেও তিনি গর্ববোধ করেন। সম্রাট হওয়ার কারণে যাতে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ সূর্য্যবংশী জীবন ধর্ম পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় আমার সেই ইচ্ছাশক্তি আমাকে সেই লক্ষ্যে চালিত করছে। আর নীলকণ্ঠ যখন সতীকে এমনই প্রভাবিত করবেন যে সতী তাঁর জন্য গর্ববোধ করবে। তখনই তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য জেগে উঠবেন।'

পর্বতেশ্বর বিরক্ত হলেন, যুক্তিগুলো মেনে নিতে না পারলেও চুপচাপই রইলেন।

'কিন্তু সতী যদি অন্য রকম চায়? যেমন তার স্বামী সবসময় তার কাছেই থাকবে?' কনখলা জানতে চাইলেন।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দক্ষ উত্তর দিলেন 'আমি আমার কন্যাকে জানি। এটাও জানি যে তার ওপর কিভাবে প্রভাব ফেলা যাবে।'

কনখলা হেসে বললেন 'এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৌতূহলের বশে জানতে চাইছি, আপনার বিচারে কোনো মহিলার জীবনে সবচেয়ে বড় মানসিক সম্পদ কি?'

দক্ষ জোরে হেসে উঠে বললেন 'কেন জানতে চাইছেন? আপনি কি জানেন না?'

'তা হলে তো বলতে গেলে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মানসিক সম্পদ হল আমার ইচ্ছা, যে শাশুড়ি ঘুম থেকে ওঠার আগেই যেন আমি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসতে পারি।'

দক্ষ আর কনখলা হাসিতে একেবারে ফেটে পড়লেন।

পর্বতেশ্বরের এটা হাসির ব্যাপার বলে মনে হল না। 'ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনার শাশুড়ি সম্পর্কে এমন ভাবে বলা ঠিক নয়।'

'ওহো, শান্ত হন পর্বতেশ্বর, সব কথাই আপনি বড্ড গুরুত্ব দিয়ে দেখেন।' কনখলা বললেন।

দক্ষ হাসি মুখে বললেন 'আমার ধারণা কোন মহিলার জীবনের সবচেয়ে বড় মানসিক সম্বল হল নিজের গুণের জন্য অন্যের থেকে পাওয়া প্রশংসা, ভালোবাসা ও স্নেহ।'

কনখলা সে কথায় সম্মতি জানিয়ে হাসলেন। তার সম্রাট সত্যিই মনের কথা বুঝতে পারেন।



অধ্যায় ১০

আচ্ছাদিত ব্যক্তি ফিরে এল

পাথর কেটে তৈরি রাস্তা দিয়ে সম্রাটের পরিবারকে নিয়ে পুরো দলটি যখন মন্দার পর্বত ছেড়ে বেরিয়ে এল, বীরিনি তখন শকট একটু থামানোর জন্য অনুরোধ করলেন। বীরিনি, সতী, শিব ও নন্দী শকট থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে নিরন্তর উপকার করে যাওয়া মন্দার পর্বতের উদ্দেশ্যে ছোট প্রার্থনা করলেন। তাদের ওপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নজর রাখছিল ভব্রভ্য নামক ষাট বছর বয়সী কিন্তু যুবকের মতো একজন অরিষ্টনেমী। দাড়ি-গোঁফওলা ভয় পাওয়ার মতো চেহারা তার।

একটু পরে ভব্রভ্য বীরিনির কাছে এসে তার অস্থিরতা চেপে না রেখেই বলল 'মাননীয়া সম্রাজ্ঞী শকটে উঠে পড়ার সময় হয়ে গেছে।' বীরিনি অধিপতির দিকে একবার মাথা নেড়েই উঠে পড়লেন। সতী, শিব আর নন্দীও তার পিছনে পিছনে উঠে পড়লেন।

'ইনিই তিনি', বিশ্বদ্যুম্ন চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে তার প্রভুকে জানালো।

এই দলটা নিরাপদ দূরত্বে লুকিয়ে ছিল। খুব ঘন গাছপালা তাদের আরো ভালো করে লুকিয়ে থাকায় সাহায্য করছিল।

'হ্যাঁ' আচ্ছাদিত মানুষটা বলল, আর শিবের পেশীবহুল শরীরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। দূরবীন ছাড়াই তার কোন সন্দেহ ছিল না যে ওই লোকটা সেই একই লোক যে ব্রহ্মার মন্দিরে কয়েক সপ্তাহ আগে লড়াই করেছিল। 'ওই লোকটা কে?'

'আমি জানি না প্রভু।'

'ওর ওপর নজর রাখো, ওই লোকটাই শেষ আক্রমণটা বিফল করে দিয়েছিল।'

বিশ্বদ্যুম্ন বলতে চাইল যে আগের আক্রমণটা পরিকল্পনার অভাবে বিফল হয়েছিল। জাতি চিহ্নবিহীন মানুষটার ভূমিকা খুব বেশি ছিল না। বিশ্বদ্যুম্ন তার প্রভুর সাম্প্রতিক যুক্তিহীন সিদ্ধান্তগুলো বুঝতে পারছিল না। এগুলো তার প্রভুর স্বাভাবিক চরিত্রের বাইরে। হয়তো অন্তিম লক্ষ্যের নিকটতার কারণে সিদ্ধান্তগুলো সঠিক হচ্ছিল না তা সত্ত্বেও বিশ্বদ্যুম্ন নিজের চিন্তা-ভাবনাকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল।

'মনে হয় আক্রমণ করার আগে একঘন্টা ধরে ওদের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে প্রভু। অরিষ্টনেমীদের অতিরিক্ত সহায়তা পাবার আশঙ্কা তাহলে আর থাকবে না। তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে রাণীমাকে জানানো যাবে যে খবর দেবার লোকটি ঠিকই খবর দিয়েছে।'

'না, আমাদের আরো কয়েকঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ওরা মন্দার পর্বত থেকে অর্ধেক দিনের দূরত্বে চলে যাওয়া পর্যন্ত। ওদের নতুন শকটগুলোয় আপতকালীন বিপদসংকেত পাঠানোর ব্যবস্থা করা আছে। আমাদের সুনিশ্চিত ভাবে কাজ শেষ করে ফেলতে হবে অতিরিক্ত সাহায্য চলে আসার আগে।

'যথা আজ্ঞা প্রভু', বিশ্বদ্যুম্ন বলল, সে খুশি হল যে তার প্রভুর বিখ্যাত সামরিক বুদ্ধি কমে যায়নি।

'আরেকটা কথা মনে রাখবে, কাজটা খুবই তাড়াতাড়ি করা চাই। আমরা যত সময় নেব তত বেশি মানুষ আহত হবে।'

'হ্যাঁ প্রভু।'



মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য যাত্রীদল যখন থামল, ততক্ষণে অর্ধেক পথ চলে আসা হয়েছে আর দিনের তৃতীয় প্রহরও শুরু হয়েছে। এখানে জঙ্গল কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছিল যাতে অতর্কিত কোন আক্রমণ না ঘটে। জায়গাটার মধ্যিখানে সম্রাজ্ঞীয় পরিচারিকারা খাবার বার করে গরম

করছিল। সম্রাট পরিবার এবং শিবেরা সামনের দিকে দেবগিরির দিকে মুখ করে একসঙ্গে বসেছিলেন। সমগ্র দলটার পিছনের দিকে একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ভদ্রভ্য চারিদিকে কড়া নজর রাখছিল। বিশিষ্ট মানুষরা ছাড়া অর্ধেক অরিষ্টনেমী সৈন্য বসে খেয়ে নিচ্ছিল আর বাকিরা পাহারা দিচ্ছিল। শিব যখন দ্বিতীয়বার ভাত নিতে যাচ্ছিলেন তখন পথ থেকে একটু দূরে ডাল ভাঙার শব্দ শুনতে পেলেন। সেই অবস্থাতেই আরো ভালো করে শুনতে চেষ্টা করলেন—আর কোন শব্দ শোনা যায় কিনা। কিছুই শোনা গেল না। তাঁর সহজাত বুদ্ধি বলেছিল এ কোন আক্রমণকারী, যে বুঝতে পেরেছে ভুল করে শব্দ করে ফেলেছে এবং স্থির হয়ে আছে। সতীর দিকে তাকালেন সেও শব্দটা শুনেছে কিনা জানার জন্য। দেখলেন সেও ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া পথের দিকে এক দৃষ্টিতে দেখছে। এইবার খুব আস্তে একটা শব্দ শোনা গেল, ভাঙা ডালের ওপর থেকে চাপ সরিয়ে নিলে যেমন শব্দ হয় তেমন। যে খুব মন দিয়ে শুনছে, সে ছাড়া এটা আর কারো কানে আসবে না।

শিব চকিতে থালা নামিয়ে রাখলেন, তলোয়ার বার করলেন আর ঢাল পিঠে শক্ত করে বেঁধে নিলেন। শিবকে দেখে ভদ্রভ্যও তলোয়ার বার করলো আর তার সৈন্যদের সংকেত করলো একই রকম করতে। কয়েক পলকেই অরিষ্টনেমীরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। সতী এবং নন্দীও তাদের তরবারি বার করে প্রথামতো যুদ্ধের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। সতী বীরিনির দিকে না ফিরেই ফিসফিস করে বললেন 'মা তাড়াতাড়ি শকটে উঠে পড়ে ওটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও, পরিচারিকাদেরও নিয়ে যাও কিন্তু প্রথমে ঘোড়াগুলোকে খুলে দাও। আমরা পিছু হটছি না আর শত্রুরা তোমায় অপহরণ করুক তাও চাইছি না।'

'আমার সঙ্গে আয় সতী', বীরিনি মিনতি করলেন। ইতিমধ্যে পরিচারিকারা শকটের দরজা খুলে দিয়েছে।

'না, আমি এখানেই থাকবো। তাড়াতাড়ি করো। মনে হয় আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই।'

বীরিনি তাড়াতাড়ি পরিচারিকাদের নিয়ে শকটে ঢুকে পড়লেন আর তারা ভেতর থেকে সেটা বন্ধ করে দিল।

কিছু দূরে থাকা ভৱভ্য তার এক সহায়ককে ফিসফিস করে বললো 'ওদের চাল আমি জানি, এই কাপুরুষগুলোকে দক্ষিণ সীমায় দেখেছিলাম। প্রথমেই ওরা একটা আত্মঘাতি বাহিনী পাঠাবে এবং এমন ভান করবে যেন ওরা পিছু হটছে তার পর আবার ফিরে আক্রমণ করবে। আমি ক্ষতির পরোয়া করি না। আমরা ওই বেজন্মা লোকগুলোকে তাড়া করবো আর এক এক করে শেষ করে দেব। এরা অরিষ্টনেমীর সঙ্গে লাগতে এসেছে। তার দাম ওদের দিতে হবে।'

এর মধ্যে শিব সতীর দিকে ঘুরে ফিসফিস করে বললেন 'আমার মনে হচ্ছে ওরা কোন বড় লক্ষ্যে তাক করেছে। সম্রাট পরিবার ছাড়া সেটা আর কি হতে পারে? আপনার কি মনে হয় না শকটের মধ্যে থাকা উচিত?'

আশ্চর্য্য হয়ে সতী শিবকে যেন দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করলেন। মুখে উদ্ধতভাব ফুটে উঠল, 'আমি লড়াই করবো .....'

ও বুঝতে চাইছে না কেন? আমি যা বললাম সেটা যুক্তপূর্ণ। শত্রুকে যদি তার মুখ্য লক্ষ্যবস্তু পাওয়াকে কঠিন করে দেওয়া যায় তবে তার যুদ্ধ করার মনোবল কমে যায়।

এই ভাবনাগুলো মন থেকে মুছে ফেলে শিব পথের দিকে মন দিলেন। সকলে টান টান হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন যাতে শত্রুর সামান্য নড়াচড়াও শোনা যায়। যখন তারা ভাবতে লাগল যে বোধহয় এটা ভুল কিছু হবে, তখনই মন্দার পর্বতের দিকের নিচের পথ থেকে শাঁখের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। শিব ঘুরে দাঁড়ালেও জায়গা থেকে নড়লেন না। যারাই আওয়াজ করে থাকুক না কেন খুবই বেগে তারা ধেয়ে আসছিল।

শিব এই বেসুরো ধ্বনি চিনতে পারলেন না, যদিও দক্ষিণ ধারের অরিষ্টনেমীরা এটাকে ঠিকই চিনতে পারলো। এটা *নাগধ্বনি* শাঁখের শব্দ। নাগারা আক্রমণ ঘোষণা করার সময় এই রকম শাঁখ বাজায়।

লড়াই করার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেও ভৱভ্য এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা করা দরকার সেটা করতে ভোলেনি। একজন সহায়ককে আদেশ করতেই সে দৌড়ে শকটের কাছে গিয়ে তলায় আটকানো একটা বড় কৌটো টেনে বার

করে তাতে লাথি মেরে খুলল, পাশের দিকে একটা গুটিকাতে চাপ দিল। তখন ওই কৌটো থেকে আট-ন-হাত লম্বা একটা নল খাড়া ওপর দিকে উঠে গেল। এই লম্বা নল-এর প্রয়োজন যাতে ঘন জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে এর মাধ্যমে ধোঁয়া দিয়ে বিপদ সংকেত জানালে দেবগিরি আর মন্দার পর্বত থেকে পাহারাদারেরা সেটা দেখতে পায়। লোকটি এরপর একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ওই কৌটোর চারটে খাঁজের মধ্যে শেষ খাঁজে গুঁজে দিল। নল দিয়ে লাল ধোঁয়া গলগল করে বেরোতে শুরু করল। এর দ্বারা চরম বিপদের সংকেত জানানো হতে লাগল। সাহায্য আসতে ছ-ঘন্টা সময় লাগবে। চার ঘন্টা লাগবে যদি তারা খুবই তাড়াতাড়ি আসতে পারে, ভদ্রভদ্য লড়াইটা বেশিক্ষণ চলতে দিতে চায়নি। অনেক আগেই প্রত্যেক নাগা আর চন্দ্রবংশীদের শেষ করে ফেলতে চাইছিল।

এরপরে মন্দার পর্বতে যাওয়ার পথের পাশ থেকে আক্রমণটা শুরু হল। দশজন চন্দ্রবংশী সৈন্যদের ছোট একটা দল অরিষ্টনেমীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন সৈন্য জোরে শাঁখ বাজাচ্ছিল। আরেক জনের মাথা মুখ কাপড় দিয়ে পুরো ঢাকা ছিল। কেবল চোখের জায়গা দুটো চেরা ছিল। ওই ছিল নাগা!

শিব নড়লেন না। তাঁদের পুরো দলটার পিছনের দিকে লড়াইয়ের উন্মত্ততা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। সেখানে কেবলমাত্র দশজন চন্দ্রবংশী ছিল। অরিষ্টনেমীদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। তিনি সতী ও নন্দীকে নিজেদের জায়গাতেই থাকতে সংকেত করলেন। এটা যে আসল আক্রমণ নয় সেটা বুঝে সতী সম্মতি জানালেন।

লড়াইটা হল সংক্ষিপ্ত ও প্রচণ্ডভাবে, চন্দ্রবংশী সৈনিকরা হিংস্রভাবে যুদ্ধ করলেও সংখ্যায় খুব কম ছিল। ভদ্রভদ্য যেমন আশা করেছিল, তারা একটু পরেই পিছু হটে পালালো।

'ওদের ধাওয়া কর,' ভদ্রভদ্য চেঁচিয়ে বলল। 'ওদের সবাইকে শেষ করে দাও।'

চন্দ্রবংশীদের ধাওয়া করার জন্যে অরিষ্টনেমীরা তাঁদের অধিপতির পিছনে

ছুটল। বেশিরভাগ সৈন্যই শিবের চিৎকার শুনতে পেল না। 'না! এখানে থাকো—ওদের ধাওয়া কোরো না।'

তবে কিছু অরিষ্টনেমী শিবের অনুরোধ শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু বেশির ভাগই চন্দ্রবংশীদের ধাওয়া করতে চলে গিয়েছিল।

সতী, নন্দী, পঁচিশ জন সৈনিক ও শিব ফাঁকা জায়গাটার উপর কেবলমাত্র থাকলেন। শিব দেবগিরি যাওয়ার পথের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন—যেদিক থেকে ডাল ভাঙার শব্দটা এসেছিল।

তিনি ওই কয়েকজন অরিষ্টনেমীর দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। এবং পিছনের দিকে ইঙ্গিত করে শান্ত ও ধীর ভাবে বললেন 'এইখান থেকেই এবার আসল আক্রমণ শুরু হবে। চারজন, চারজন করে খুব ঘেঁষে ঘেঁষে ওই দিকে মুখ করে একটা ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াও। সম্রাটের কন্যাকে মাঝখানে রাখ। কিছুক্ষণ ওদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে। একটু পরেই ওই অরিষ্টনেমীরা ফিরে আসবে, যখন ওরা বুঝতে পারবে যে ওদিক আর কোনো চন্দ্রবংশী লড়াই করার জন্য নেই।'

এই অরিষ্টনেমীরা শিবের দিকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। ওরা ছিল পাকা যোদ্ধা। এমন একজন সেনাপতি যার মাথা ঠাণ্ডা এবং স্থির বুদ্ধি যে জানে তাকে সঠিক কি করতে হবে, অরিষ্টনেমীরা এর চেয়ে বেশি কিছু চাইছিল না। তারা শিবের আদেশ অনুযায়ী দাঁড়িয়ে পড়ল এবং অপেক্ষা করতে লাগল।

এরপরেই আসল আক্রমণ শুরু হল। আপাদমস্তক আচ্ছাদিত একজনের নেতৃত্বে চল্লিশ জন চন্দ্রবংশী সৈনিক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, আস্তে আস্তে হেঁটে তারা সূর্য্যবংশী দলটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সংখ্যায় কম অরিষ্টনেমীরা শত্রুদের কাছে আসার অপেক্ষায় স্থির হয়ে রইল।

'সম্রাটের কন্যাকে আমাদের হাতে তুলে দাও, তাহলে আমরা চলে যাব, শরীর আচ্ছাদিত মানুষটা বলল। 'আমরা অনাবশ্যক রক্তপাত চাই না।'

ব্রহ্মা মন্দিরের সেই সণ্ডটা না? অদ্ভুত একটা পোশাক পরেছে, কিন্তু ও ভালোই লড়াই করে।

'আমরাও রক্তপাত চাইছি না', শিব বললেন, 'চুপচাপ চলে যাও আর কথা দিচ্ছি যে তোমাদের মেরে ফেলবো না।'

'ওহে জংলী তুমিই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছো।' শরীর আচ্ছাদিত লোকটা বললো। ভাবভঙ্গিতে রাগ দেখালেও তার গলার স্বর ছিল শান্ত ও গম্ভীর।

শিব লক্ষ্য করলেন যে খয়েড়ি পাগড়ি বাঁধা অধিপতি অধৈর্য্য হয়ে এই শরীর ঢাকা লোকটার দিকে বারে বারে তাকাচ্ছে। পরিষ্কারভাবেই সে তাড়াতাড়ি আক্রমণ করতে চাইছে।

অধিপতিদের মধ্যে মতভেদ?

'আমি তো কেবল মুখোশ পরা একটা মুর্খের মুখই দেখতে পাচ্ছি—আর সেটা শীঘ্রই তোমার হতভাগ্য গলা থেকে ঝুলতে থাকবে। এছাড়া তোমার ওই মাথামোটা সহকারীকে বল সে যেন লড়াই এর পরিকল্পনাটা প্রকাশ করে না দেয়।'

আচ্ছাদিত লোকটা শান্তই থাকলো—বিশ্বদ্যুম্নর দিকে তাকালো না।

দুর! লোকটা সত্যিই বোঝে দেখছি।

'শেষ বারের মত বলছি, জংলী ভূত। ওনাকে এক্ষুণি আমাদের হাতে তুলে দাও।' শরীর আচ্ছাদিত লোকটা আবার বলল।

এর মধ্যেই সতী হঠাৎ শকটের দিকে চেয়ে কি ভাবলেন আর চিৎকার করে বললেন 'মা! আপৎকালীন বিপদ সংকেত দেওয়ার জন্য নতুন শাঁখটা রয়েছে সামনের দিকের জালের কাছে। এক্ষুণি ওটা বাজাও!' শকট থেকে সাহায্য চাওয়ার সংকেত বাজতে শুরু করলো। ভৱভ্য আর তার সৈনিকদের ডাক পাঠানোর জন্য সংকেত পাঠানো হতে লাগল। শরীর আচ্ছাদিত লোকটা তখন তীব্র কটূক্তি করলো কারণ বুঝতে পারলো যে তার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কাজটা শেষ করার জন্য হাতে খুব কম সময়ই আছে। অন্য সূর্য্যবংশীরা এখনি ফিরে আসবে।

'আক্রমণ।'

অরিষ্টনেমীরা নিজের জায়গায় খাড়া হয়ে ছিল। শিব বললেন 'সজাগ

থাকো, অপেক্ষা করো। তোমাদের কেবল সময় নষ্ট করাতে হবে। সম্রাট কন্যাকে আগলে রাখো। বন্ধুরা এখনি এসে পড়বে।'

চন্দ্রবংশীরা আরেকটু কাছে আসতে হঠাৎ সতী ব্যূহ থেকে বেরিয়ে ওই শরীর আচ্ছাদিত লোকটাকে আক্রমণ করে বসলেন। সতীর আচমকা আক্রমণ চন্দ্রবংশীদের গতিকে কম করে দিল। অরিষ্টনেমীদের অন্য কোন উপায় রইল না। চন্দ্রবংশীদের ওপর তারা হিংস্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো।

শিব তাড়াতাড়ি সতীর ডান পাশটা রক্ষা করতে এগিয়ে গেলেন কেননা বিশ্বদ্যুম্ন খুবই বিপদজনকভাবে সতীর দিকে এগিয়ে আসছিল। বিশ্বদ্যুম্ন শিবকে সামনে থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য তলোয়ার দিয়ে আঘাত হানল। কিন্তু শিবের তীব্র গতির ফলে সে নিজেই বেসামাল হয়ে পড়লো। শিব খুব সহজেই বিশ্বদ্যুম্নর আঘাত প্রতিহত করলেন এবং ঢাল দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। নন্দী তাড়াতাড়ি সতীর বাম পাশ রক্ষা করতে এগিয়ে এল পাছে চন্দ্রবংশীরা সেদিক দিয়ে আক্রমণ করে।

এর মধ্যে সতী শরীর আচ্ছাদিত লোকটাকে তীব্রভাবে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল সে খালি আত্মরক্ষাই করে যাচ্ছে প্রত্যাঘাত করছে না। সে সতীকে জীবিত আর অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইছিল।

শিব বিশ্বদ্যুম্নের কাঁধে প্রচণ্ড এক আঘাত করে ক্ষত করে দিলেন। মুখবিকৃতি করে বিশ্বদ্যুম্ন তার ঢাল তুলে ধরে শিবের আরেকটা আঘাত আটকালো। একই সঙ্গে সে শিবের শরীরে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। শিব তার ঢাল দিয়ে সেটা আটকাতে চাইলেও ততটা তাড়াতাড়ি পারলেন না। ফলে বিশ্বদ্যুম্ন শিবের বুকে আঘাত করে চিরে দিল। পিছিয়ে এসে ডানদিকে লাফ দিয়ে শিব ওপর থেকে নিচে খুব জোরে কোপ মারলেন। বিশ্বদ্যুম্ন ঢাল দিয়ে সেটা প্রতিহত করলেও শিবের এই রীতি বহির্ভূত আঘাতে সে বিচলিত হয়ে পড়লো। নিজেকে সামলে নিতে নিতে সে উপলব্ধি করলো যে শিব এক অসাধারণ ভালো তলোয়ার যোদ্ধা। এটা বেশ শক্ত আর দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে।

নন্দী এর মধ্যে এক চন্দ্রবংশী সৈনিককে মেরে ফেলেছিল। কেননা সৈন্যটা

যুদ্ধরীতির কোমরের নিচে আঘাত করার নিষেধ না মেনে নন্দীর উরুতে আঘাত করে কেটে দিয়েছিল। ভীষণভাবে আহত ও রক্তাক্ত পা নিয়েও নন্দী লড়াই করছিল আরেকজন সৈন্যর সঙ্গে। চন্দ্রবংশী সৈন্যটা নন্দীর আহত পায়ে ডাল দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো, ফলে নন্দী টলমল করে পড়ে গেল। চন্দ্রবংশী ভাবল এইবার লোকটাকে বাগে পেয়েছি। দুহাতে সে তলোয়ার উঁচু করে ধরে ভীষণ এক আঘাত করতে যেতেই অকস্মাৎ কুঁকড়ে এগিয়ে এল—যেন পিছন থেকে প্রচণ্ড এক আঘাত লাগল। সে মাটিতে পড়ে যেতে নন্দী দেখতে পেল চন্দ্রবংশীটার পিঠে একটা ছুরি বিঁধে রয়েছে। তার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল শিবের বাঁহাত মসৃণ গতিতে পেঁচিয়ে ছুরিটা টেনে বার করে নিচ্ছে। ডান হাতে শিব তলোয়ার উঁচু করে ধরে বিশ্বদ্যুম্নর প্রচণ্ড এক আঘাতকে প্রতিহত করলেন। কোন রকমে নন্দী উঠে দাঁড়াতে শিব তাঁর ঢাল আবার সামনে তুলে ধরলেন।

শরীর আচ্ছাদিত লোকটা বুঝলো যে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। অন্য অরিষ্টনেমীরা তাড়াতাড়ি এসে পড়বে, সে সতীর পিছনে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। যাতে মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলা যায়, কিন্তু সতী ছিলেন খুবই ক্ষিপ্র। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য চকিতে বাঁদিকে ঘুরলেন। অঙ্গবস্ত্রর ভিতর থেকে বাঁ হাতে একটা ছুরি বার করে লোকটার পেট লক্ষ্য করে চালিয়ে দিলেন। ছুরিটা পোষাক কেটে ভেতরে ঢুকে গেলেও বর্মর জন্য বাধাপ্রাপ্ত হল।

এবং তখনই হইহই করে ভদ্রভ্য আর অন্য অরিষ্টনেমীরা এসে পড়ল সঙ্গীদের সঙ্গে লড়াইয়ে যোগ দেবার জন্য। নিজেরা খুবই কম সংখ্যক বুঝে শরীর আচ্ছাদিত লোকটার আর কিছু উপায় রইল না। নিজের সৈন্যদের সে পিছিয়ে পালাতে বললো। ভদ্রভ্যকে চন্দ্রবংশীদের পিছনে আবার ধাওয়া করতে শিব বারণ করলেন।

'ওদের যেতে দাও বীর ভদ্রভ্য। আমরা আবার ওদের ধরবার সুযোগ পাবো। এই মুহূর্তে প্রধান কর্তব্য হল সম্রাট পরিবারকে সুরক্ষিত রাখা।'

যেভাবে এই বিদেশী লড়াই করছিল শুধু সেই কারণে ভদ্রভ্য শিবের

দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, নীলকণ্ঠের জন্য নয়। কারণ ব্যাপারটা তার অজানা ছিল। সে মাথা নেড়ে নরমভাবে বলল 'হ্যাঁ যুক্তিযুক্ত কথাই বলেছেন, বিদেশী।'

ভব্রভ্য দ্রুত তার অরিষ্টনেমী সৈন্যদের নিয়ে এক চক্রাকার ব্যূহ রচনা করলেন আর আহতদেরও তার মধ্যে নিয়ে এলেন। মৃতদেহগুলো স্পর্শ করা হল না। অন্তত তিনজন অরিষ্টনেমী প্রাণ দিয়েছিল তার সেখানে নজন চন্দ্রবংশীর দেহ খোলা জায়গাটায় পড়ে ছিল। শেষ চন্দ্রবংশী সৈনিক আত্মঘাতী হয়েছিল কারণ সে এতটাই আহত হয়েছিল যে পালাতে পারতো না।

শত্রুর হাতে জীবন্ত ধরা পড়ে গুপ্তকথা জানানোর থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে যাওয়াই ভালো। ভব্রভ্য তার সৈন্যদের নিচু হয়ে ঢাল মাথার ওপর তুলে রাখতে বললেন তীর বর্ষনের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। আর তারা উদ্ধারকারী দল না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল।



'হে ঈশ্বর' বলে চিৎকার করে দক্ষ সতীকে জড়িয়ে ধরলেন। দ্বিতীয় প্রহরের চতুর্থ ঘন্টায় পাঁচশো সৈন্য নিয়ে উদ্ধারকারী দল এসে পৌঁছেছিল। বিপদের আশংকায় পর্বতেশ্বরের বারণ সত্ত্বেও দক্ষ, বৃহস্পতি আর কনখলা শকটে করে এসেছিলেন। দক্ষ সতীকে ছেড়ে দিলেন, তার চোখ থেকে কফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল, তিনি ফিসফিস করে বললেন 'তুই আহত হসনি তো? হয়েছিস?'

সতী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন 'আমি ঠিক আছি পিতা, সামান্য কিছু কেটে কুটে গেছে, তেমনি কিছু নয়।'

বীরিনি গর্বিতভাবে বললেন—'ও খুব সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে।'

'এটা মায়ের বাড়াবাড়ি', সতী বললেন। তার গম্ভীরভাব ফিরে এসেছিল। শিবের দিকে ফিরে বলে চললেন 'শিবই আজকে আমাদের বাঁচিয়েছেন, পিতা। চন্দ্রবংশীদের আসল পরিকল্পনা বুঝতে পেরে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় সবাইকে এক করে ছিলেন।

'আহা, আমার মনে হচ্ছে উনি একটু বেশি বাড়িয়ে বলছেন', শিব বললেন।

অবশেষে প্রভাবিত হয়েছে!!

'মোটেই ও বাড়িয়ে বলেনি প্রভু।' প্রকাশ্যেই কৃতজ্ঞভাবে দক্ষ বললেন। 'আপনি আপনার জাদু দেখাতে শুরু করেছেন। আমরা আসলে একটা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করতে পেরেছি। এটা আমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনি জানেন না।'

'কিন্তু এটা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ছিল না, মহামান্য সম্রাট', শিব বললেন, 'এটা ছিল সম্রাট কন্যাকে অপহরণের চেষ্টা।'

'অপহরণ?' দক্ষ জানতে চাইলেন।

'শরীর আচ্ছাদিত লোকটা নিশ্চিতভাবে ওনাকে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইছিল।'

'কোন শরীর আচ্ছাদিত লোক?' চমকে চিৎকার করে উঠলেন দক্ষ।

'ও একজন নাগা ছিল, সম্রাট।' শিব দক্ষের এমন উন্মাদের মতো চেহারা দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'ওই লোকটার লড়াই দেখেছি। ও একজন অসাধারণ যোদ্ধা। একটু মন্থর হলেও অসাধারণ। কিন্তু সতীর সঙ্গে যখন সে লড়াই করছিলো তখন চেষ্টা করছিলো যাতে সতীর কোন আঘাত না লাগে।'

দক্ষর মুখ থেকে সমস্ত রঙ কে শুষে নিয়েছিল। বীরিনি তাঁর স্বামীর দিকে অদ্ভুত এক ভয় ও রাগ মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তাদের এমন হাবভাবে শিব অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন যেন কোন গোপন পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন।

সতী বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'পিতা? আপনি ঠিক আছেন তো?'

দক্ষর দিক থেকে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে শিব সতীর দিকে ঘুরে বললেন, 'ভাল হয় যদি আপনি একান্তে ওনাদের সঙ্গে কথা বলেন। কিছু যদি মনে না করেন, আমি দেখতে যাবো নন্দী আর অন্য সৈন্যরা ঠিক আছে কিনা।'

পর্বতেশ্বর তার সৈনিকদের কাছে ঘুরছিলেন, আহতরা চিকিৎসাগত সাহায্য ঠিকমতো নিচ্ছে কিনা তদারক করছিলেন। ভব্রভ্য দু-পা পেছনে। নন্দীকে রক্ষা করতে গিয়ে শিব যে চন্দ্রবংশীকে মেরেছিলেন পর্বতেশ্বর তার কাছে এলেন। তীব্র ঘৃণায় গরগর করে উঠলেন—'এই লোকটাকে পিছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে'।

ভব্রভ্য মাথা ঝুঁকিয়ে জানাল 'হ্যাঁ প্রভু।'

'কে এ কাজ করেছে? কে আমাদের পবিত্র যুদ্ধরীতি উলঙঘন করেছে?'

'আমার মনে হয় বিদেশী লোকটি, প্রভু। কিন্তু আমি শুনেছি যে এই চন্দ্রবংশী যখন অধিপতি নন্দীকে আক্রমণ করেছিল তখন নন্দীর প্রাণ বাঁচাতে বিদেশী এমন কাজ করেছিলেন। আর চন্দ্রবংশীটা নিজেই যুদ্ধের নিয়ম না মেনে নন্দীর কোমরের নিচে আঘাত করেছিল।'

পর্বতেশ্বর খুব কঠিন দৃষ্টিতে এমনভাবে ভব্রভ্যর দিকে তাকালেন যে সে ভয় জড়সড় হয়ে গেল। 'নিয়ম হচ্ছে নিয়ম।' তিনি গর গর করে উঠলেন।

'সেটা মেনে চলা উচিত—তোমার শত্রু সেটা অবজ্ঞা করলেও।'

'যথা আজ্ঞা প্রভু।'

'যাও গিয়ে দেখ যাতে মৃতদের যথাযথ ভাবে সৎকার করা হয়, চন্দ্রবংশীদেরও।'

বিস্মিত হয়ে ভব্রভ্য জিজ্ঞাসা করলো 'প্রভু? কিন্তু ওরা তো সন্ত্রাসবাদী'।

'হতে পারে ওরা সন্ত্রাসবাদী' ক্রুদ্ধভাবে পর্বতেশ্বর বললেন, 'কিন্তু আমরা হলাম সূর্য্যবংশী, আমরা হলাম প্রভু শ্রীরামের অনুগামী। কিছু সাধারণ নিয়ম আছে যেগুলো আমরা শত্রুদের প্রতিও মেনে চলি। চন্দ্রবংশীদের যথাযথভাবে অন্তিম সংস্কার করা চাই। সব পরিষ্কার?'

'যথা আজ্ঞা প্রভু।'



নন্দীর পাশে শুয়ে থাকা এক আহত অরিষ্টনেমী নন্দীকে জিজ্ঞাসা করল

'আপনি কেন বিদেশী মানুষটিকে 'আপনার প্রভু' বলে সম্বোধন করেন?'

নন্দী এবং অন্য আহত সৈনিকদের কাছে আধ ঘন্টার মতো কাটিয়ে শিব তখনি সেখান থেকে গেছেন। কেউ যদি আহতদের এই মুহূর্তে দেখতো তাহলে বিশ্বাসই করতে পারতো না যে তারা মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই একটা যুদ্ধ করেছে। তারা একে অন্যের সঙ্গে খুশিতে কথাবার্তা বলছিল। কেউ কেউ তাদের সহকর্মীদের এই বলে খোঁচা দিচ্ছিল যে লড়াইয়ের শুরুতে কেমনভাবে তারা ভুল ফাঁদে পা দিয়েছিল। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে এমন হাসিঠাট্টা করা ক্ষত্রিয়ের ভাষাতে বীরত্বের এক চরম উদাহরণ।

'কেন না উনি আমার প্রভু।' উত্তরে নন্দী সহজভাবে জানালো।

'কিন্তু উনি তো বিদেশী। এক জাতি-চিহ্নবিহীন বিদেশী।' অরিষ্টনেমীটি বলল, 'কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি একজন বীর যোদ্ধা। কিন্তু মেলুহাতে বীর যোদ্ধা অনেক আছে। ওনার বিশেষত্ব কি? আর কেনই বা তিনি সম্রাট পরিবারের সঙ্গে অতটা সময় অতিবাহিত করছিলেন।'

'আমি এর উত্তর দিতে পারব না বন্ধু। সময় হলেই তুমি সব জানতে পারবে।'

অরিষ্টনেমীটি নন্দীর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল। তারপরে মাথা নেড়ে হাসল। সে ছিল একজন যোদ্ধা। বর্তমানকে নিয়েই তার কেবল মাথা ঘামানোর অভ্যাস। অন্য কোন বড়ো ব্যাপারে সে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করতো না। 'যাইহোক আমার মনে হয় এখন তোমায় বলা যেতে পারে যে তুমি খুবই সাহসী, বন্ধু। আমি দেখেছিলাম যে আহত অবস্থাতেও তুমি লড়াই করছিলে। আত্মসমর্পণ এই শব্দটা বোধহয় তোমার জানা নেই। তোমায় আমি 'ভ্রাতা' বলতে গর্ব অনুভব করব।'

অরিষ্টনেমীর পক্ষ থেকে এটা ছিল কে অমূল্য বিবৃতি। মেলুহী সৈন্যবাহিনীতে ভ্রাতা সম্পর্ক মেনে চলা হত একজন সাধারণ সৈন্য থেকে দলপতির পদ পর্যন্ত। এই পদের যে কোনো সৈন্য তার সমপদস্থ সৈন্যের সঙ্গে ভ্রাতা সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত। এই দুই ভ্রাতা ভাইয়ের মত একসঙ্গে লড়াই করবে, একে অন্যকে রক্ষা করবে। প্রয়োজন হলে

ভাইয়ের জন্য জগতের সঙ্গেও লড়বে, তারা কখনোই একই মহিলার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হবে না। আর একে অন্যকে সত্যি কথা বলবে—সেটা যতই খারাপ হোক না কেন।

অরিষ্টনেমীরা ছিল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম সৈন্যদল। একজন অরিষ্টনেমী কেবল তাঁর সমকক্ষকেই 'ভ্রাতা' হওয়ার প্রস্তাব দিত। নন্দী জানত যে সে কখনোই অরিষ্টনেমীর সত্যিকারের ভ্রাতা হতে পারবে না। তাকে প্রভুর সঙ্গেই থাকতে হবে। কিন্তু একজন অরিষ্টনেমীর কাছ থেকে ভ্রাতা হওয়ার প্রস্তাবের গর্বে নন্দীর চোখ জলে ভরে গেল।

নাক কুঁচকে মজা করে অরিষ্টনেমীটি বলল 'আমার জন্যে কেঁদে ফেলো না।'

অরিষ্টনেমীর হাতে চাপড় মেরে নন্দী হাসিতে ফেটে পড়ল। নন্দী জিজ্ঞাসা করল 'তোমার নাম কী ভাই?'

'কৌস্তভ' উত্তরে অরিষ্টনেমী জানাল।

'একদিন আমরা একসঙ্গে চন্দ্রবংশীদের সঙ্গে আসল যুদ্ধ করব বন্ধু আর প্রভু শ্রীরামের কৃপায় ওই বেজন্মাগুলোদের আমরা একেবারে শেষ করে দেব।'

'অগ্নিদেবের নামে দিব্যি করে বলছি আমরা অবশ্যই করব!'



'আপনি কেমন করে নাগাদের চোখে পড়লেন সেটা জানতে কৌতূহল বোধ করছি', বৃহস্পতি বললেন, শিবের শরীরের গভীর ক্ষতগুলোকে পরিষ্কার করা হচ্ছিল এবং ঔষধ দিয়ে পটি জড়ানো হচ্ছিল—সেটা তিনি দেখছিলেন।

যখন সমস্ত সৈনিকের ক্ষত ও আঘাতের চিকিৎসা করা সম্পূর্ণ হবে তারপরেই যেন তাঁর চিকিৎসা করা হয় সেই ব্যাপারে শিব জোর দিয়েছিলেন।

'আমি সত্যি এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারব না', শিব বললেন। 'ঐ নাগা কেমন করে ভাববে তা যেন আমার মনে এমনিই এসে গেলো।'

'আমি কিন্তু এর ব্যাখ্যা দিতে পারব!'

'সত্যিই? কি?'

'এর ব্যাখ্যাটা হল যে আপনি হলেন সর্বশক্তিমান 'ন' যাঁর নাম উচ্চারণ করা যাবে না!' বৃহস্পতি তার চোখ বড় বড় করে হাত দুটো উপর দিকে তুলে প্রাচীন যাদুকরের মতো ভঙ্গী করে কথাগুলো বললেন।

তারা হাসিতে ফেটে পড়লেন। এর ফলে সৈন্যদলের চিকিৎসক শিবের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে শিব শান্ত হলেন যাতে ক্ষতর চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা যায়। ক্ষত ওপরে আয়ুর্বেদিক মলম লাগিয়ে নিমপাতা দিয়ে ঢাকা দেওয়া হল, চিকিৎসক তার উপর সুতির কাপড়ের পটি দিয়ে আবৃত করে দিলেন।

'প্রতি একদিন অন্তর আপনাকে এগুলো বদলাতে হবে, বিদেশী' পটিগুলো দেখিয়ে চিকিৎসক বললেন।

'দেবগিরিতে সম্রাটের চিকিৎসক এগুলি করে দিতে পারবেন। আর এক সপ্তাহ্ এগুলি ভেজাবেন না। এবং যতদিন না আপনি সম্পূর্ণভাবে স্নান করছেন ততদিন সোমরস পরিহার করে চলবেন।'

'আহা! এনার সোমরসের প্রয়োজন নেই। এনার শরীরে এটা যতটা ক্ষতি করতে পারে ততটাই করেছে।' মজা করে বৃহস্পতি বললেন।

শিব ও বৃহস্পতি আবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন। চিকিৎসক রাগে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন।

শান্ত হওয়ার পর বৃহস্পতি বললেন, 'কিন্তু সত্যি করে, ওরা কেন আপনাকে আক্রমণ করেছিল? আপনি তো কারোর ক্ষতি করেন নি।'

'আমার মনে হয় না আক্রমণটা আমার ওপর হয়েছিল, এটা সতীর ওপর আক্রমণ।'

'সতীর ওপর কেন? সেটা তো আরো অদ্ভুত।'

শিব বললেন 'সম্ভবত সতীর ওপরও নয়। আমার ধারণা ওদের লক্ষ্যটা ছিল পুরো সম্রাট পরিবার। সম্ভবত আসল লক্ষ্য ছিলেন সম্রাট। সেখানে

তিনি না থাকায় তাদের লক্ষ্য সতীর দিকে ঘুরেছিল।'

'আমার মনে হয় ওদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্রাট বা তার পরিবারের কাউকে অপহরণ করা।'

বৃহস্পতি কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। তাকে উদ্বিগ্ন মনে হল। দু-হাতের পাতা জোড়া করে মুখে ঠেকালেন। অনেক দূরে কোথাও তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। শিব তার কোমরের ছোট থলে থেকে কল্কে বের করলেন। যত্ন করে তাতে শুকনো গাঁজা ভরতে লাগলেন। বৃহস্পতি তার বন্ধুর দিকে ঘুরে দেখলেন, তিনি যা করছেন দেখে অখুশি হলেন।

'কখনোই আপনাকে একটা কথা বলিনি আর বলাও বোধহয় ঠিক নয়, যাইহোক ...... আপনি মুক্ত পুরুষ বলেই।' বৃহস্পতি বললেন—'কিন্তু আপনাকে বন্ধু বলে মানি। আর এটা আমার কর্তব্য যে উচিত কথাটা বলা। করচপতে কিছু মিশরীয় ব্যবসায়ীকে এই গাঁজার নেশা করতে দেখেছি। এটা আপনার পক্ষে ভালো নয়।'

'আপনি ভুল, বন্ধু' শিব হাসিমুখে বললেন—'আসলে এটা জগতের সবচেয়ে ভালো নেশা।'

'আপনি সম্ভবত জানেন না শিব। এর প্রচুর ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল, এটা আপনার স্মৃতিশক্তির ক্ষতি করবে। অতীত স্মৃতি চিন্তা করার ব্যাপারে এটা অকথিত ভাবে ক্ষতি করবে।'

আচমকা শিবের মুখ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল। বৃহস্পতির দিকে বিষাদের হাসি হেসে বললেন 'সেই কারণেই এটা ভালো বন্ধু। যে সব মুর্খ এটা নেয় তারা কখনোই অতীতকে ভুলতে ভয় পায় না।'

শিব এরপর কল্কেটা ধরিয়ে, বড় একটা টান মারলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন—'তারা ভুলতে না পারলেই ভয় পায়।' বৃহস্পতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিবের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ভাবছিলেন কি সে ভয়ানক অতীতের ঘটনা, যার জন্য তার বন্ধু গাঁজার নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।



অধ্যায় ১১

নীলকণ্ঠ প্রকাশ্যে এলেন

খোলা প্রান্তরে অস্থায়ী শিবিরে রাত কাটানোর পর পরের দিন সকালে সম্রাটের দলের দেবগিরি যাত্রার পুনরারম্ভ হল। পরিস্থিতির বিচারে রাত্রে যাত্রা মোটেই নিরাপদ ছিল না। নন্দী সমেত আহতেরা প্রথম তিনটি এবং পঞ্চম শকটে শুয়ে যাচ্ছিলো। সম্রাটের পরিবার এবং শিব ছিলেন চতুর্থটিতে। আগের দিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সৈনিককে অপেক্ষাকৃত আরামদায়কভাবে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতি ও কনখলা তিন অরিষ্টনেমির হত্যায় শোকাহত বাকী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পর্বতেশ্বর, ভব্রভ্য ও অন্য দুই সৈনিক বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তৈরি অস্থায়ী কাঠের ডুলিতে করে শহীদদের চিতাভস্ম পূর্ণ তিনটি ভস্মাধার বয়ে নিয়ে চলেছিলেন। ভস্মাধারগুলি তাদের পরিবারের হাতে সরস্বতীতে আনুষ্ঠানিক বিসর্জনের জন্য তুলে দেওয়া হবে। শিব, সতী, নন্দীও হেঁটে যেতে চাইছিলেন কিন্তু চিকিৎসক জোর দিয়েছিলেন যে তাঁরা সে অবস্থায় নেই।

পর্বতেশ্বর তাঁর সৈনিকদের বীরত্বে গর্বিতভাবে হাঁটছিলেন। *তার ছেলেরা*, সে তাদের যেভাবে ডাকতো, দেখিয়ে দিয়েছে তারা কোন ধাতুতে তৈরি—একেবারে ইন্দ্রদেবের চুল্লী থেকে বেরোনো। তিনি হাত কামড়াচ্ছিলেন সেখানে থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ না করতে পারার জন্য। যখন তার ধর্মমেয়ে, *তার* সতী বিপদে তখন তার রক্ষায় সেখানে না থাকার জন্য নিজেকে ভর্ৎসনা করছিলেন। তিনি সেই দিনটার জন্য প্রার্থনা করছিলেন যখন অবশেষে ওই কাপুরুষ চন্দ্রবংশীয়দের শেষ করার এক একটা সুযোগ তিনি পাবেন। নিঃশব্দে

অঙ্গীকারও করে ফেলেছিলেন যে তার পরবর্তী ছয় মাসের বেতন তিনি গোপনভাবে মৃত সৈনিকদের পরিবারদের দান করবেন।

'আমি এখনো ভাবতেই পারছি না যে সে এত নীচে নামতে পারে', দক্ষ বিতৃষ্ণায় ফেটে পড়লেন।

শকটে আরামে ঘুমন্ত শিব ও সতী দক্ষের গর্জনে ধড়মড়িয়ে উঠলেন। বীরিনি যে বইটা পড়ছিলেন তার থেকে চোখ তুলে দক্ষের উপর চোখ কুঁচকে মনোনিবেশ করলেন।

'কে? মাননীয় সম্রাট' শিব জড়ানোভাবে জানতে চাইলেন।

'দিলীপ। মানবতার উপর সেই অশুভ ছায়া।' আবার চাপা ঘৃণায় ফেটে পড়লেন দক্ষ। বীরিনি স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন। তার বাড়ানো হাত ক্রমশ সতীর হাত মুঠোয় নিয়ে ঠোঁটের কাছে উঠে এল ও তিনি আলতো করে তাতে চুমো খেলেন। সতীকে আগলে তিনি তার হাতের উপর অন্য হাত রাখলেন। ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে সতী সানুরাগ দৃষ্টিতে তার মায়ের দিকে চাইলেন ও বীরিনির কাঁধে তার ক্লান্ত মাথা ছেড়ে দিলেন।

'দিলীপ কে, মাননীয় সম্রাট' জানতে চাইলেন শিব।

'স্বদ্বীপের সম্রাট' জানালেন দক্ষ। 'সবাই জানে সতী আমার নয়নের মণি। ওরা সম্ভবত আমাকে প্যাঁচে ফেলার জন্যই ওকে অপহরণ করার চেষ্টা করছিলো!'

শিব সহানুভূতির সঙ্গে দক্ষের দিকে চেয়েছিলেন। তিনি সাম্প্রতিক চন্দ্রবংশী ষড়যন্ত্রে সম্রাটের ক্রোধ বুঝতে পারছিলেন। 'কোন পর্যায়ে অধঃপাতিত হলে একজন নাগাকে পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে ব্যবহার করা যায়', বলছিলেন ক্ষিপ্ত দক্ষ। 'এটাই বোঝায় যে চন্দ্রবংশীয়রা কি না করতে পারে।'

'মাননীয় সম্রাট আমি জানি না যে ঐ নাগাকে ব্যবহার করা হয়েছিলো কিনা', শিব মৃদুভাবে জানালেন। 'মনে তো হয় যে সেই ছিল দলপতি।'

দক্ষ কিন্তু তার ন্যায্য ক্রোধে এতটাই হারিয়ে গিয়েছিলেন যে শিবের ইঙ্গিতটা ধরতে পারলেন না। 'প্রভু ঐ নাগা শুধু এই দলটার দলপতি হলেও হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সে অতি অবশ্যই চন্দ্রবংশীয়দের অধীনস্থ।

কোন নাগা নেতা হতে পারে না। ওরা অভিশপ্ত। পূর্বজন্মকৃত ভয়ংকর পাপের শাস্তি হিসাবে এ জন্মে বীভৎস বিকৃতি ও বিকার নিয়ে জন্মায়। নাগারা কাউকে এমনকী নিজের মুখ দেখাতেও অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু তারা ভয়ংকর শক্তি ও কৌশলের অধিকারী। তাদের উপস্থিতি সমগ্র মেলুহাবাসীর এবং একইভাবে অধিকাংশ স্বদ্বীপবাসীদের হৃদয়ে ভয় ধরিয়ে দেয়। চন্দ্রবংশীরা এতটাই নেমেছে যে ওইসব বিকৃত দানবদের পর্যন্ত দলে টেনেছে। তারা আমাদের এতটাই হিংসা করে যে বুঝতেই পারছে না যে নাগাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে তারা নিজেদেরও পাপের ভাগী করে তুলছে।'

শিব, সতী এবং বীরিনি চুপচাপ দক্ষের বাগাড়ম্বর শুনে যাচ্ছিলেন। শিবের দিকে ফিরে দক্ষ বলে চললেন, 'প্রভু আপনি দেখছেন তো আমরা কেমন নরকের কীটেদের বিরুদ্ধে? তাদের না আছে নীতি, না সম্মানবোধ। এবং দলেও এতটাই ভারী যে আমাদের দশজন পিছু ওদের একজন। প্রভু, আমাদের আপনার সাহায্য প্রয়োজন। এ শুধু আমার লোকেদের জন্যই নয়, আমার পরিবারের জন্যও বটে। আমরা বড় বিপদে।'

'মাননীয় সম্রাট, আমার পক্ষে যতখানি সাহায্য সম্ভব আমি করবো।' শিব বললেন। 'কিন্তু আমি তো কোন সেনাপতি নয়। আমি চন্দ্রবংশীদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতে পারি না। আমি এক সাধারণ উপজাতি দলপতি মাত্র। কি পরিবর্তনই বা একজন গড়ে দিতে পারে?

'প্রভু, সভায় এবং জনগণের মধ্যে আপনার উপস্থিতির ঘোষণাটুকু অন্তত করতে দিন' দক্ষ মিনতি করলেন। 'সাম্রাজ্যের মধ্যে কয়েকটা সপ্তাহমাত্র ঘুরে কাটান। আপনার উপস্থিতি জনগণের মনোবল বাড়িয়ে তুলবে। যে পরিবর্তন আপনি গতকাল গড়ে দিয়েছেন তার দিকে তাকান। এক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ আসলে আপনার জন্যই—আপনার উপস্থিত বুদ্ধির জন্যই আমরা ব্যর্থ করে দিতে পেরেছি। দয়া করে আমাকে আপনার আগমনবার্তা ঘোষণা করতে দিন। এটুকুই আমার প্রার্থনা।'

শিব দক্ষের ভীতিবিহ্বল সনির্বন্ধ মুখের দিকে চাইলেন। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন সতীর ও বীরিনির, বিশেষ করে সতীর চোখ তাঁর উপরে নিবদ্ধ।

'আমি নিজেকে এ কোথায় জড়িয়ে ফেলছি?'

'ঠিক আছে,' শিব হাল ছেড়ে দিলেন।

দক্ষ উঠে শিবকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলেন।

'ধন্যবাদ, প্রভু' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন দক্ষ। প্রায় দম বন্ধ শিব তখন দক্ষের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়াচ্ছেন। 'কালকেই আমি আপনার আগমনবার্তা সভায় ঘোষণা বরবো। তারপর আরও তিন সপ্তাহের জন্য আপনি সাম্রাজ্য সফরে বেরেতে পারেন। আমি নিজে সমস্ত আয়োজন করবো। সুরক্ষার জন্য একটা পুরা বাহিনী আপনার সঙ্গে থাকবে। পর্বতেশ্বর ও সতীও আপনাকে সঙ্গ দেবে।'

'না!' বিরোধিতা করলো বীরিনি। সতী তার মার এরকম রুক্ষ স্বর কখনো শোনেনি। 'সতী কোথাও যাচ্ছেনা। আমি তোমাকে আমাদের মেয়ের জীবন বিপদে ফেলতে দেব না। ও আমার সাথে দেবগিরিতেই থাকবে।'

'অবিবেচক হয়ো না বীরিনি' শান্তভাবে বললেন দক্ষ। 'তুমি সত্যিই মনে কর যে সতীর কিছু হতে পারে যেখানে প্রভু নীলকণ্ঠ কাছাকাছি উপস্থিত। প্রভুর কাছেই সে সবচেয়ে নিরাপদ।'

'ও যাচ্ছে না। এবং এটাই শেষকথা। তীব্রকণ্ঠে জানালো বীরিনি। সে তখন সতীর হাত সজোরে আঁকড়ে ধরেছে।

দক্ষ বীরিনিকে উপেক্ষা করে শিবের দিকে ফিরলেন। 'কিছু ভাববেন না প্রভু। আমি সমস্ত আয়োজন করে ফেলবো। পর্বতেশ্বর এবং সতী আপনার সঙ্গে যাত্রা করবে। আপনাকে শুধু মাঝেমধ্যে সতীকে সামলে রাখতে হবে।'

ভ্রূকুটি করলেন শিব। সতীও।

কৌতূকের সাথে হাসলো দক্ষ। 'আমার সোনা মেয়ের কখনো সখনো একটু বেশিই সাহসী হওয়ার ঝোঁক ওঠে। এই যেমন একবার—ও তখন নেহাতই শিশু—কোন কিছু ছাড়া ওর ছোট তলোয়ারটা নিয়ে এক বৃদ্ধাকে এক পাল বুনো কুকুরের হামলা থেকে বাঁচাতে একাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যন্ত্রণায় প্রায় মরেই যাচ্ছিল। সেটা আমার জীবনের সব চাইতে খারাপ দিনগুলোর মধ্যে একটা। আমার মনে হয় বীরিনিকেও এই ঝোঁকটাই ভাবাচ্ছে।'

শিব সতীর দিকে চাইলেন। তার মুখে কোন ভাবান্তর নেই।

'সেই জন্যেই তো' দক্ষ বলে চললেন, 'আমি আপনাকে ওকে সামলে রাখার পরামর্শ দিচ্ছি। তাহলেই আর কোনো সমস্যা থাকবে না।'

শিব আবার সতীর দিকে চাইলেন। সতীর প্রতি তার সীমাহীন ভালবাসা ও প্রীতির উদ্দামতা তিনি অনুভব করলেন।

আমি যা করতে পারতাম না ও করেছে।



পরের দিন সকালে মেলুহা রাজসভায় শিব দক্ষের পাসে বসার জায়গা পেলেন। সভার জাঁকজমক তাকে বিস্ময়াহত করেছিল। জনগণের ভবন হওয়ার কারণে মেলুহার সংযত পরিকল্পনা ও পরিমিত ভাবকে এখানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এর স্থান বিশাল গণ-স্নানাগারের পাশেই। এর মঞ্চ বিধিমতো ঝামা ইঁটে তৈরি এবং মেঝে সমেত কাঠামোটা তৈরি সেগুন কাঠে যা শক্ত হলেও সহজেই খোদাই করে ছাঁদে ফেলা যায়। শক্তিশালী মোটা স্তম্ভ মেঝের খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে আছে। ভাস্কর্যশোভিত আড়ম্বরপূর্ণ স্তম্ভগুলোয় *অপ্সরা, দেবদেবী* ও *ঋষিদের* আকৃতি খোদাই করা আছে। সোনালী ও রূপোলী নকশায় রত্নখচিত স্তম্ভের মাথায় জমকালোভাবে খোদাই করা কাঠের ছাদ। পবিত্র নীল রঙ ও রাজকীয় লাল রঙের নিশান ছাদ থেকে ঝুলছে। দেয়ালের প্রতিটি কুলুঙ্গিতে রাখা ছবিগুলি প্রভু শ্রীরামের জীবন বর্ণনা করছে। কিন্তু সভার এই অপূর্ব স্থাপত্য প্রশংসা করার অবসর নেই শিবের। দক্ষের আকাঙ্খা তার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আর এটাই তাকে যথেষ্ট অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে।

'যেমনটি আপনাদের অনেকেই হয়তো শুনেছেন' দক্ষ ঘোষণা করলেন, 'গতকাল আরেকটা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে। মন্দার পর্বত থেকে দেবগিরির পথে চন্দ্রবংশীরা সম্রাট পরিবারের ক্ষতি করার চেষ্টা করছিলো।'

ভীতিবিহ্বল ফিসফিসানিতে সভা ভরে গেল। যে প্রশ্নটা সবাইকে ভাবাচ্ছিলো তা হল এই যে চন্দ্রবংশীরা মন্দার পর্বতের পথ আবিষ্কার করলো

কিভাবে। এর মধ্যেই শিব নিজেকে মনে মনে বলছিলেন যে এটা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ছিলো না। এটা ছিল শুধুমাত্র অপহরণের প্রচেষ্টা।

'এই আক্রমণের ফন্দি খুব ভালোই এঁটেছিলো চন্দ্রবংশীরা', সভার গুঞ্জন ডুবিয়ে দিয়ে গমগমে গলায় বললেন দক্ষ।

প্রতিভাবান স্থপতিরা সভার কাঠামোটা এমনভাবে করেছিলো যাতে রাজকীয় মঞ্চে বলা যে কোন কণ্ঠস্বর সারা সভা জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। 'কিন্তু আমরা তাদের হটিয়ে দিয়েছি। এতদিনের মধ্যে এই প্রথম আমরা কোনো কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে হটিয়ে দিয়েছি।'

এই ঘোষণায় সভায় উল্লাসের ঢেউ উঠলো। আগেও তারা চন্দ্রবংশীদের সরাসরি আক্রমণকে হটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত্য মেলুহাবাসীরা ভয়াল সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কোনো জবাব খুঁজে পায়নি। কেননা সাধারণত সন্ত্রাসবাদীরা অসামরিক জায়গায় আচমকা আক্রমণ করতো আর সূর্যবংশী সৈন্যরা আসার আগেই কেটে পড়তো।

জনতাকে স্তব্ধ করার জন্য হাত তুলে দক্ষ বলে চললেন, 'আমরা যে তাদের হটাতে পেরেছি তার কারণ অবশেষে সত্যের জয়ের সময় এসেছে। আমরা তাদের হটিয়েছি কারণ আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আদি পিতা মনুর বার্তাবাহক! আমরা তাদের হটিয়েছি কারণ আমাদের ন্যায়বিচারের সময় এসেছে!'

গুঞ্জন জোরালো হয়ে উঠলো। তবে কি শেষ পর্যন্ত নীলকণ্ঠ এসেছেন? গুজব তো প্রত্যেকেরই কানে এসেছে। কিন্তু তাতে কারোর বিশ্বাস হয়নি। আগেও এমন মিথ্যা ঘোষণা হয়েছে।

দক্ষ হাত তুললেন। প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তোলার জন্য যতটুকু সময় দরকার তিনি অপেক্ষা করলেন। আর তার পরেই প্রবল উচ্ছ্বাসে গর্জে উঠলেন, 'হ্যাঁ! যা রটেছে সব সত্যি। আমাদের পরিত্রাতা এসে গিয়েছেন! নীলকণ্ঠ এসে গিয়েছেন!'

গলবন্ধ সরানো অবস্থায় রাজকীয় মঞ্চে তাকে প্রদর্শন করানোয় শিবের মুখ বিকৃত হয়ে গেলো। চারপাশে জড়ো হওয়া মেলুহী অভিজাতদের বিচিত্র

সব কথাবার্তায় তাঁর কান ভোঁ ভোঁ করছিলো।

'প্রভু, রটনা আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু কখনো সেগুলো সত্যি বলে ভাবিনি।'

'আমাদের আর কোনো কিছুতে ভয় নেই, প্রভু। দুষ্টের দিন শেষ হয়ে এসেছে!'

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন প্রভু?'

'কৈলাস পর্বত? সেটা কোথায়, প্রভু? আমি সেখানে তীর্থে যেতে চাই।'

'বারবার এইসব একই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আর এইসব লোকের অন্ধবিশ্বাসের সম্মুখীন হয়ে শিব অস্বস্তিতে পড়লেন। সুযোগ পাওয়া মাত্র তিনি দক্ষের কাছে সভা ছাড়ার অনুমতি চাইলেন।



কয়েক ঘন্টা বাদে, শিব নিজের কক্ষে শান্তিতে বিশ্রাম করতে করতে সভায় যা হল তাই ভাবছিলেন। গলবন্ধ আবার তার গলায় ফিরে এসেছে।

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি, আমি কি সত্যিই এই লোকগুলোকে তাদের সমস্যাগুলোর থেকে মুক্তি দিতে পারবো?'

'কি বলছেন, প্রভু?' একটু দূরে চুপচাপ বসে থাকা নন্দী জানতে চাইলো।

'তোমার লোকেদের বিশ্বাস আমাকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে,' নন্দীর শোনার মতো করে জোরে বললেন শিব। 'যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তাহলে তোমার লোকেদের রক্ষা করার জন্য আমি যে কোন শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারি। কিন্তু আমি কোন নেতা নয়। আর 'দুষ্টের বিনাশকারী' তো নয়ই।'

'প্রভু, আমি নিশ্চিত যে আপনি আমাদের যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে জয়ের পথে নিয়ে যেতে পারেন। দেবগিরির পথে আপনি তাদের হটিয়ে দিয়েছেন।'

'ওটা আসল জয় ছিলো না,' শিব উড়িয়ে দিলেন।' 'ওরা ছোট দল ছিল, আর হত্যা করা লক্ষ্য ছিলো না—ছিল অপহরণ করা। যদি আমরা সুসংগঠিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হই যাদের লক্ষ্যই হত্যা, তাহলে পরিস্থিতি

অনেকটাই বদলে যেতে পারে। যদি আমায় জিজ্ঞেস কর, মনে হচ্ছে মেলুহা দুর্দান্ত নৃশংস শত্রুদের বিপক্ষে। তোমাদের দেশ কেবলমাত্র একজনের উপর বিশ্বাসে চলবে না। এটা সমাধান নয়। তোমার লোকেদের বদলাতে থাকা সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। এইরকম নির্মম শত্রুর সঙ্গে ঝুঝবার ক্ষেত্রে তোমাদের জীবনযাত্রা হয়তো বেশি সাদাসিদে। এক নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমি কোনো দেবতা নয় যে জাদুবলে তোমাদের সমস্যার সমাধান করে দেব।'

'আপনিই ঠিক, প্রভু', অধিক চিন্তায় বিপর্যস্ত না হওয়া সাদাসিদে, ভাগ্যবানও বিশ্বাসী মানুষ নন্দী বললো। 'একটা নতুন ব্যবস্থার দরকার আর আমি তো জানিই না এই নতুন ব্যবস্থা কি হবে। তবে আমি একটা জিনিস জানি। হাজারেরও বেশি বছর আগে আমরা এমনই একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম আর প্রভু রাম এসে আমাদের পথ দেখিয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত যে, আপনিও একইভাবে আমাদের উন্নততর পথে নিয়ে যাবেন।'

'নন্দী, আমি প্রভু শ্রীরাম নয়।'

পুরুষোত্তম, আদর্শ মানব প্রভু শ্রীরামের সঙ্গে কি করে এই মুর্খ আমার তুলনা পর্যন্ত করতে পারে?

'প্রভু, আপনি প্রভু শ্রীরামের চাইতেও বড়', জানালো নন্দী।

'বাজে বোকো না, নন্দী। আমি প্রভু শ্রীরামের সঙ্গে তুলনাটুকু করার মতো কী ই বা করেছি? আর বেশি ভালো হওয়ার কথা তো ছেড়েই দাও।'

'কিন্তু প্রভু, আপনি এমন সব কাজ করবেন যা আপনাকে তাঁর উপরে স্থান দেবে।'

'চুপ! একদম চুপ!'



পূর্ণ উদ্যমে শিবের সাম্রাজ্য ভ্রমণের আয়োজন চলছিলো। শিব কিন্তু প্রত্যেক বিকেলে সতীর নাচের পাঠের জন্য সময় বের করে নিচ্ছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বন্ধুত্ব গড়ে তুলছিলেন। কিন্তু শিবকে যা

জ্বালা দিচ্ছিল তা হল সতী সম্মান দেখালেও তার মধ্যেকার কোনরকম অনুরাগ-আবেগ তার অনুভূতির প্রকাশে পাওয়া যাচ্ছিল না।

এরই মধ্যে শিবের উপজাতিকে দেবগিরিতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিলো, যেখানে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যকর জীবিকা ও বাসস্থান দেওয়া হয়েছিলো। ভদ্র কিন্তু গুনদের সঙ্গে থাকবে না। তাকে এর পরিবর্তে নীলকণ্ঠের যাত্রায় সঙ্গদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

'বীরভদ্র! এ নামটা আবার কবে জোটালি?' কাশ্মীর ছাড়ার পর থেকে ভদ্রের সঙ্গে এই প্রথম দেখাতেই জানতে চাইলেন শিব।

'সত্যি বলতে কি, কারণটা বোকা বোকা' ভদ্র হাসলো। জাদুকরী সোমরসের কল্যাণে তার সামান্য কুঁজ উধাও হয়ে গেছে। 'এখানে আসার পথে আমি ভ্রমণকারী দলের দলপতিকে একটা বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিলাম। সেই আমার নামের আগে এই *বীরের জন্য* উপাধিটা দিয়েছে।'

'তুই একা বাঘের সাথে লড়েছিলি?' স্পষ্টতই প্রভাবিত শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

অপ্রস্তুতভাবে মাথা নাড়লো ভদ্র।

'বটে। তাহলে তো তুই সত্যিই বীরভদ্র নামের যোগ্য।'

'তা ঠিক!' হেসে ফেলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো ভদ্র। 'এই অদ্ভুত "দুষ্টের বিনাশকারী" নামটার সঙ্গে ঠিকঠাক মানাতে পারছো তো? নাকি শুধুমাত্র নিজের অতীতের জন্যই এইসব আবেদনে সাড়া দিচ্ছ।'

'বন্ধু, আপাতত আমি স্রোতের সাথেই চলেছি। কিন্তু কিছু একটা থেকে বুঝতে পারছি আমার সমস্ত আশঙ্কা সত্ত্বেও, আমি সত্যিই এই লোকেদের সাহায্য করতে পারবো। নিঃসন্দেহে এই মেলুহবাসীরা সম্পূর্ণ উন্মাদ। আর এরা আমার কাছে যা চাইছে তার সব আমি করতেও পারবো না। কিন্তু আমি অবশ্যই এটা অনুভব করি যে যদি আমি তফাত গড়ে দিতে পারি, তা যতটুকুই হোক না কেন, অতীতের সাথে আমি মানিয়ে নিতে পারবো।'

'তুমি যদি নিশ্চিত থাকো তবে আমিও তাই। যে কোনো জায়গায় আমি তোমার পেছনে থাকবো।'

'পেছনে নয়। পাশে পাশে চলবি।'

বীরভদ্র হেসে উঠে শিবকে জড়িয়ে ধরলো। 'শিব, তোমায় ছাড়া মন কেমন করছিলো।'

'আমারও তাই।'

'বিকেলে বাগানে দেখা করা যাক। গাঁজার বিরাট ভান্ডার পেয়েছি।'

'কথা রইলো!'

বৃহস্পতিও শিবের সঙ্গে ভ্রমণের অনুমতি চেয়েছিলো। সে ব্যাখ্যা করে বলছিলো যে, করচপ বন্দরে শীঘ্রই এক মেসোপটেমীয় জাহাজ ভিড়তে চলেছে। সেটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় কিছু দুর্লভ রাসায়নিক জিনিস বয়ে আনছে। যেমন করেই হোক তার দলকে এই জিনিসগুলো দেখেশুনে সংগ্রহ করতেই হবে। শিবের সাথে ঘুরতে ঘুরতে এটা করার মতলবটা ভালোই। দক্ষ বললেন এই যাত্রায় বৃহস্পতির অংশগ্রহণে শিব রাজী থাকলে তাঁর কোন অসুবিধা নেই। শিব উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটিতে সমর্থন জানালেন।

সভায় নীলকণ্ঠ-সংক্রান্ত ঘোষণার তিন সপ্তাহ পর অবশেষে শিবের সাম্রাজ্য ভ্রমণ যাত্রার দিন ঘনিয়ে এলো। সেদিন সকালে দক্ষ শিবের কক্ষে পদার্পণ করলেন।

'মাননীয় সম্রাট, আপনি আমায় ডেকে পাঠাতে পারতেন', নমস্কার জানিয়ে বললেন শিব। 'আপনার এখানে আসার দরকার ছিলো না।'

'প্রভু আপনার কক্ষে আসা তো আমার কাছে আনন্দের ব্যাপার', শিবের সম্বোধনের উত্তরে ছোট্ট অভিবাদন জানিয়ে হাসলেন দক্ষ। 'আমি ভাবছিলাম কি আপনার দলের সাথে যে চিকিৎসক যাবেন তার সাথে আপনাকে পরিচিত করে দেবো।' গত রাতেই তিনি কাশ্মীর থেকে এসে পৌঁচেছেন।

সম্রাটের সহকারী চিকিৎসককে কক্ষের মধ্যে আনার জন্য দক্ষ পাশে সরে গেলেন।

'আয়ুর্বতী' উচ্ছসিত শিবের মুখ অনির্বচনীয় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে

উঠলো।' 'আপনাকে আবার দেখতে পেয়ে বড় ভালো লাগছে!'

'প্রভু, এ আমার গৌরব' আনন্দে উদ্ভাসিত আয়ুর্বতী শিবের পাদস্পর্শে পা ছোঁয়ার জন্য ঝুঁকলেন।

আয়ুর্বতীকে এড়ানোর জন্য মুহূর্তের মধ্যে শিব পিছিয়ে গেলেন।

'আয়ুর্বতী, আপনাকে আমি আগেও বলেছি,' বললেন শিব। 'আপনি জীবনদাতা। দয়া করে পা ছুঁয়ে আমায় অস্বস্তিতে ফেলবেন না।'

'আর আপনি নীলকণ্ঠ, প্রভু। দুষ্টের বিনাশকারী' ভক্তির সঙ্গে বললো আয়ুর্বতী। 'কি করে আপনি আমাকে আপনার অনুগ্রহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে শিব হাল ছেড়ে দিলেন আর আয়ুর্বতীকে তাঁর পা স্পর্শ করতে দিলেন। তার মাথায় মৃদুভাবে হাত ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন।

কয়েক ঘন্টা বাদে, শিব, সতী, পর্বতেশ্বর, বৃহস্পতি, আয়ুর্বতী, কৃত্তিকা, নন্দী এবং বীরভদ্র রওনা দিলেন। সঙ্গে ছিল পনেরোশ সৈন্যের এক বাহিনী আর আরাম ও সুরক্ষার জন্য জনা-পঁচিশেক পরিচারিকা ও পঞ্চাশজন সাহায্যকারীর দল। বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত কোটদ্বার শহর পর্যন্ত্য তারা সড়কপথ ধরে চলার পরিকল্পনা নিলেন। সেখান থেকে করচপ বন্দরে যাওয়ার জন্য তারা নৌকা ব্যবহার করবেন। এরপর লোথাল শহরে পৌঁছানোর জন্য পূর্বদিকে যাত্রা করবেন। অবশেষে তারা সড়ক ধরে উত্তর দিকে সরস্বতীর অভ্যন্তরস্থ ব-দ্বীপের দিকে পাড়ি দেবেন ও তারপরে নৌকা ধরে দেবগিরিতে ফিরবেন।



অধ্যায় ১২

মেলুহার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ

'মনু কে ছিলেন?' জানতে চাইলেন শিব। ' "পিতৃপুরুষ" হিসাবে ওনার উল্লেখ প্রায়ই আমার কানে এসেছে।'

ভ্রমণকারী দল কয়েকদিন ধরেই দেবগিরি থেকে কোটদ্বারের যাওয়ার চওড়া পথ ধরে চলছিলো। মন্দার যাত্রায় যেরকম ব্যবহার করা হয়েছিল অবিকল সেইরকম সাতখানা শকটের সারি ছিল কেন্দ্রে। তার মধ্যে পাঁচটা ছিল ফাঁকা। দ্বিতীয় শকটে যাচ্ছিলেন শিব, সতী, বৃহস্পতি ও কৃত্তিকা। গুরুত্বপূর্ণ সেনানায়ক ও আয়ুবতীর সঙ্গে পর্বতেশ্বর যাচ্ছিলেন পঞ্চমটিতে। সর্বাধিনায়কের উপস্থিতির অর্থই ছিলো যে প্রত্যেক নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কাজেই নন্দী বাকী অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। শকটে চড়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদাধিকার বল তার ছিলো না। বীরভদ্র সৈনিক হিসাবে নন্দীর বাহিনীতে ঢুকেছিলো। নিজ নিজ অধিপতিদের অধীনে সৈন্যবাহিনী সামনে, পিছনে ও পাশের দিক রক্ষা করে চলছিলো।

শিবের প্রশ্নের উত্তরে বৃহস্পতি ও সতী একসঙ্গে মুখ খুললেন।

'প্রভু মনু ছিলেন .....'

একসঙ্গে দুজনেই কথা থামালো।

'মাননীয় বৃহস্পতি, আপনি আগে', বললো সতী।

'আরে না না' উষ্ণ হেসে বললো বৃহস্পতি। 'গল্পটা আপনিই বলুন না কেন?'

কার গলা নীলকণ্ঠের বেশি পছন্দ তা তাঁর জানাই ছিল।

'হতেই পারে না, মাননীয় বৃহস্পতি, আপনাকে টপকে আমি? ব্যাপারটা পুরোপুরি অনুচিত হয়ে যাবে।'

'কেউ কি আমায় জানাবে না তোমরা দুজনেই এই পুরো আদবকায়দার ব্যাপারই চালাতেই থাকবে?' শিব বললেন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে', হেসে ফেললো বৃহস্পতি। 'এর মধ্যেই চটে পুরো নীল হয়ে যেও না।'

'হাস্যকর বৃহস্পতি', শিব হাসলেন। 'এই রকম চালিয়ে গেলে শখানেক বছরের মধ্যে কাউকে তুমি সত্যিই হাসাতে পারবে।'

বৃহস্পতি ও শিব যখন হাসাহাসি করছিলেন, সতী তখন যেরকম অশোভন ভাবে আলোচনা চলছিলো তাতে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সম্মানীয় প্রধান বৈজ্ঞানিক যখন স্বস্তিতে আছেন তখন আর কিছু বলতে চাইলেন না। আর যাই ঘটুক না কেন, শিবকে তিনি তিরস্কারই বা করবেন কি করে? তাঁর নীতিবোধ তাতে বাধ সাধে। তিনি দুবার তার জীবন বাঁচিয়েছেন।

'তা প্রভু মনুর পিতৃপুরুষ হওয়ার ব্যাপারটা তুমি ঠিকই ধরেছ' বললেন বৃহস্পতি। 'ভারতের সমস্ত লোক ওনাকে আমাদের সভ্যতার জনক বলে মানে।'

'স্বদীপবাসীরাও?' সন্ধিগ্ধভাবে শিব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, আমাদের তো তাই মনে হয়। যাই হোক না কেন, প্রভু মনু সাড়ে আট হাজার বছরেরও আগে জীবিত ছিলেন। এ আজকের কথা নয়। আপাতভাবে মনে তো হয় তিনি দক্ষিণ ভারতের রাজপুত্র ছিলেন। নর্মদা নদী ছাড়িয়ে যেখানে স্থল শেষ হয়ে সমুদ্রের শুরু হয়েছে। জায়গাটা সঙ্গমতামিল'।

'সঙ্গমতামিল?'

'হ্যাঁ। সঙ্গমতামিল তখন পৃথিবীর সবচাইতে সমৃদ্ধ আর শক্তিশালী দেশ ছিলো। প্রভু মনুর বংশ পাণ্ডরা বহু প্রজন্ম ধরে সেই জায়গা শাসন করেছিলো। যাইহোক, প্রভু মনুর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে তাঁর সময়ে রাজারা তাঁদের পুরাতন মর্যাদাপূর্ণ আচরণের রীতিনীতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারা

দুর্নীতির রাস্তা ধরেছিলেন, তাঁদের অন্তরের চেতনালোক দায়িত্বের দিকে মন না দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলো সম্পদের প্রাচুর্যের বিলাস-ব্যসনে। তারপর নামল এক ভয়ংকর বিপর্যয়। সমুদ্র ফুঁসে উঠে ধ্বংস করলো সমগ্র সভ্যতা।'

'হে ঈশ্বর' শিব শিহরিত হলেন।

'প্রভু মনু জানতেন যে এমন দিন আসবে, আর, সত্যি বলতে কি, এর জন্যে প্রস্তুতও ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তার প্রাচীন দেশের এই অবনমনই দেবতাদের ক্রোধের সঞ্চার করেছিলো। বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে চেয়ে, তিনি তাঁর একদল অনুগামী নিয়ে নৌবহর সমেত উত্তরের উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে পাড়ি দিলেন। আজকের মেলুহার পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের গভীরে অবস্থিত মেহেরগড় নামে এক জায়গায় তিনি তার প্রথম শিবির স্থাপন করলেন। এক ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজকীয় পোষাক ছেড়ে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। আসলে, সন্ন্যাসীদের যে পণ্ডিত বলে ডাকা হয় সেটা তো প্রভু মনুর বংশের নাম পাণ্ড্য থেকেই এসেছে।'

'চিত্তাকর্ষক। তা প্রভু মনুর ছোট্ট দল কি করে আজকের এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষ হয়ে উঠলো?'

মেহেরগড়ে আসার ঠিক পরের বছরগুলোয় তাদের খুবই অসুবিধা হয়েছিলো। প্রতি বছর বর্ষায় সমুদ্রের বান ও নদীর স্রোত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু অনেকগুলো বছর কাটার পর প্রভু মনুর প্রার্থনায় দেবতাদের ক্রোধের উপশম হলো আরও জল তার আগ্রাসন থামালো। যাইহোক, সমুদ্র কিন্তু আর কখনোই তার প্রকৃত অবস্থায় ফিরলো না।'

'এর মানে দক্ষিণের গভীরে কোথাও আজও সমুদ্র সঙ্গমতামিল নগরগুলো ঢেকে রেখেছে?'

'আমরা তাই মনে করি' উত্তরে বললো বৃহস্পতি। 'সমুদ্র আগ্রাসন থামালে, প্রভু মনু ও তার লোকেরা পাহাড় থেকে নামলেন। সরু সিন্ধুর ধারা বিশাল নদী হয়েছে দেখে তারা চমকে উঠলেন। উত্তর ভারতে অনেক ছোট ছোট নদীও ফুলে উঠেছিল আর জেগেছিলো ছয়খানা বিশাল নদী—সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা, সরযূ ও ব্রহ্মপুত্র। প্রভু মনু বলেছিলেন যে দেবতাদের

ক্রোধের ফলে দেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধিই নদীগুলির উৎপত্তির কারণ। তাপমাত্রার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গলতে শুরু করেছিল হিমালয়ের উঁচুতে জমে থাকা বিশাল বিশাল বরফের চাঙড় বা হিমবাহ—সৃষ্টি হয়েছিলো নদীগুলির।'

'হুম ....'

'এইসব নদীর কূলে গ্রাম গড়ে উঠলো আর পরে নগর। এইভাবে সঙ্গমতামিলের ধ্বংস থেকে জন্ম নিল সাত নদীর দেশ বা সপ্তসিন্ধু—আমাদের এই স্থান।'

'সাত? কিন্তু তুমি তো উত্তর ভারতের ছখানা নদীর জন্মের কথা বললে।'

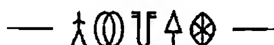
'হ্যাঁ, তা ঠিক। সপ্তম নদীর অস্তিত্ব আগে থেকেই ছিল। এটা নর্মদা আর এটাই হয়ে উঠল আমাদের দক্ষিণের সীমা। প্রভু মনু তার বংশধরদের নর্মদার দক্ষিণে যেতে কড়াভাবে মানা করেছিলেন। আর যদি তারা তা করতো, তবে আর ফিরতে পারতো না। এ এক নিয়ম যা আমাদের মনে হয় চন্দ্রবংশীয়রা পর্যন্ত্য মেনে চলে।'

'তো, প্রভু মনুর অন্য নিয়মগুলো কি ছিলো?'

'সত্যি বলতে কি, নিয়ম প্রচুর। মনুস্মৃতি নামে এক সুবিস্তৃত সংহিতায় সে সব লিপিবদ্ধ আছে। তুমি কি পুরোটাই শুনতে আগ্রহী?'

'লোভনীয় বটে,' হাসলেন শিব। 'কিন্তু আমি ভাবছি পরে দেখা যাবে।'

'প্রভু, আপনার অনুমতিক্রমে মধ্যাহ্ন ভোজের পরে বোধহয় প্রভু মনুর সমাজের পরিচালনা সম্বন্ধে আরও আলোচনা করতে পারি', পরামর্শ দিলো কৃত্তিকা।



নীলকণ্ঠের দলের যাত্রাপথের সামান্য দূরে চল্লিশজন লোকের একটা ছোট দল চুপচাপ বিপাশা নদীর ধার বরাবর পা টেনে টেনে চলছিলো। দলটার প্রতি দুজন পিছু একজন মাথায় একটা করে ছোট ডিঙি বয়ে নিয়ে চলছিলো। এটা এই এলাকার বিশেষত্ব। স্থানীয়রা বাঁশ, বেত ও দড়ি দিয়ে ছোট ও হালকা নৌকা বানাতো যা একজন লোকের মাথায় বয়ে নিয়ে চলার মতো। প্রত্যেক

নৌকা অপেক্ষাকৃতভাবে দ্রুত ও সাবধানতার সঙ্গে দুজন লোককে বইতে পারে। দলের আগে ছিল মাথায় বাদামী পাগড়ি পরা এক যুবক। মুখে তার গর্বের সাথে শোভা পাচ্ছিল যুদ্ধক্ষত। তার সামান্য আগে আগে চলছিলো এক আচ্ছাদিত ব্যক্তি। মাথা ঝুঁকানো, কুঁচকানো চোখ। আস্তে আস্তে মেপে মেপে পা ফেলে চলছিলো সে। ভাবনার গহনে তলিয়ে গিয়েছিলো তার মন। নিঃশ্বাস পড়ছিলো ঘন ঘন। অবসন্নভাবে সে তার হাত তুললো চাপা দেওয়া কপাল রগড়ানোর জন্য। তার বাঁ কবজিতে ছিল নাগ 'ঔম' প্রতীক খোদিত তাবিজ।

'বিশ্বদ্যুম্ন' বলে উঠলো আচ্ছাদিত লোকটি। 'আমরা এখান থেকেই নদীতে নামব। লোকবসতির কাছাকাছি এলেই ধরা পড়া এড়াতে নদী থেকে সরে যাবো। দুমাসের মধ্যে আমাদের করচপ পৌঁছাতে হবে।'

'করচপ, প্রভু?' বিস্মিত বিশ্বদ্যুম্ন বলে উঠলো। 'আমি তো ভেবেছিলাম যে আমরা লোথালের বাইরে রাণীর সাথে গোপন আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে যাচ্ছি।'

'না', জানালো আচ্ছাদিত ব্যক্তি। 'আমরা করচপর বাইরে ওনার সাথে মিলবো।'

'ঠিক আছে, প্রভু,' কোটদ্বারের দিকের যাওয়ার পথের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো বিশ্বদ্যুম্ন। সে ভালোভাবেই জানতো যে তার প্রভু সম্রাটকন্যাকে অপহরণ করার আরেকটা চেষ্টায় খুবই আগ্রহী ছিল। আর সে এটাও জানতো যে সফরকারী দলের সঙ্গে যে বাহিনী চলেছে তার শক্তি-বিচার করলে এ চেষ্টা করতে যাওয়া মূর্খের মতো কাজ হবে। তাছাড়া, তারা মূল লক্ষ্যের সময়সূচী থেকে পিছিয়ে আছে। তাদের রাণীর সঙ্গে দেখা করাটা খুবই জরুরী।

তার সৈন্যদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরে বিশ্বদ্যুম্ন আদেশ করলো, 'শ্রীক্তা, তোমার ডিঙি নদীতে ভাসাও আর তোমার দাঁড়টা দাও। যাত্রার এই অংশে আমি প্রভুর নৌকা বাইবো।'

শ্রীক্তা তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলো। বিশ্বদ্যুম্ন ও আচ্ছাদিত ব্যক্তিই প্রথম যারা নদীতে নামলো। তার লোকেদের জলে নৌকা ভাসানোর মধ্যেই

বিশ্বদ্যুম্ন নৌকা বাইতে শুরু করে দিয়েছিলো। দূরে নদীর আরও ভেতরের দিকে নৌকায় অসতর্কভাবে হেলান দেওয়া দুটি মেয়ে আচ্ছাদিত ব্যক্তির চোখে পড়লো। মেয়েদের মধ্যে একজন এলোমেলোভাবে নৌকার ধারের জল তার বন্ধুর গায়ে ছেটাচ্ছে। আর সে ভেজার হাত থেকে বাঁচার বৃথা চেষ্টা করছে। তাদের এই শিশুসুলভ খেলায় তাদের নৌকা বিপজ্জনকভাবে এপাশ-ওপাশ দুলছে। আচ্ছাদিত লোকটি দেখলো মেয়েরা লক্ষ্য করেনি যে উল্টোদিকের পাড় থেকে একটা কুমীর জলে নেমেছে। অবশ্যম্ভাবী রুচিকর আহার হিসাবে তাদের দেখে, কুমিরটা দ্রুত মেয়েদের নৌকার দিকে সাঁতরাচ্ছিলো।

'পেছনে তাকাও!' বিশ্বদ্যুম্নকে তাদের দিকে দ্রুত নৌকা বেয়ে নিয়ে যেতে বলে আচ্ছাদিত লোকটি মেয়েদের চিৎকার করে বললো।

দূর থেকে মেয়েগুলো তার কথা শুনতে পেলো না। মোটের উপর তারা যা দেখলো তা হল দুজন লোক তাদের দিকে নৌকা বেয়ে আসছে। তারা দেখতে পেলো তাদের মধ্যে একজন প্রায় দানবের মতো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত্য অদ্ভুত পোষাকে ঢাকা। মুখ ঢাকা মুখোশে। এই লোকটি প্রচণ্ডরকমের অঙ্গভঙ্গি করছে। এই দুজনের পেছনে এক মস্ত সৈন্যদল দ্রুত তাদের নৌকা জলে নামাচ্ছে। মেয়েগুলোর ভয় পাওয়ার পক্ষে এটাই যথেষ্ট ছিলো। লোকগুলো বদ মতলবে তাদের দিকে আসছে এই ভেবে মেয়েগুলো তাদের সমস্ত জোর দিয়ে দাঁড় টানতে শুরু করলো আর দ্রুত আচ্ছাদিত লোকটির নৌকা থেকে দূরে সরে যেতে থাকলো। কুমিরের দিকেই সরছিলো তারা।

'না!' চিৎকার করে উঠলো আচ্ছাদিত লোকটি। বিশ্বদ্যুম্নের হাত থেকে দাঁড় ছিনিয়ে নিয়ে সে তার শক্তিশালী হাতে বাইতে শুরু করলো। তাদের ও মেয়েদের মধ্যে দূরত্ব সে কমিয়ে আনছিলো। কিন্তু তার দ্রুততা যথেষ্ট ছিলো না। কুমিরটা মেয়েদের কাছাকাছি চলে এসেছিলো। সেটা জলে ডুব দিয়ে তার বিশাল শরীর দিয়ে নৌকায় টুঁ মেরে দুলিয়ে দিলো। ছোট্ট নৌকাটা কাত হয়ে উল্টে গেলো আর মেয়েগুলো বিপাশায় পড়ে গেলো। মেয়েগুলোর আতঙ্কিত আর্তনাদে বাতাস চিরে গেলো। তারা প্রাণপণে জলে ভেসে থাকার চেষ্টা করছিলো। কুমিরটাও তার ধাক্কাতে বেশ খানিকটা সরে গিয়েছিলো।

ঘুরে পড়ে সেটা ছটফট করতে থাকা মেয়েগুলোর দিকে সাঁতরাতে শুরু করলো। এই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের দেরীতেই মেয়েগুলোর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিলো। উদ্ধারকারী নৌকা তাদের ও কুমিরের মাঝখানে এসে পড়েছিলো। আচ্ছাদিত লোকটি বিশ্বদ্যুম্নের দিকে ফিরে আদেশ দিল, 'মেয়েদের বাঁচাও।'

বিশ্বদ্যুম্নের প্রতিক্রিয়ার আগেই সে এক ঝটকায় পোষাক ছেড়ে ফেলে নদীতে ঝাঁপ দিলো। দাঁতের মাঝে শক্তভাবে তার ছুরি চেপে ধরে সে এগোতে থাকা কুমিরের দিকে সাঁতরাতে লাগলো। বিশ্বদ্যুম্ন মেয়েদের একজনকে নৌকায় টেনে তুললো। সে এরই মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। অন্য মেয়েটির দিকে ফিরে সে আশ্বাস দিলো, 'আমি শীগগির ফিরবো।'

বিশ্বদ্যুম্ন ঘুরে প্রাণপণে পাড়ের দিকে নৌকা চালালো। পথে সে তার কিছু আর সৈন্যের পাশ কাটালো। 'তাড়াতাড়ি দাঁড় টানো। প্রভুর জীবন সংকটের মধ্যে।'

অন্য সৈন্যরা সেই জায়গাটার দিকে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে গেলো যেখানে আচ্ছাদিত লোকটি জলে ঝাঁপ দিয়েছে। জলের তলায় চলতে থাকা লড়াইয়ের রক্তে জল লাল হয়ে গেছে। সৈন্যেরা নিঃশব্দে জল ও সমুদ্রের দেবতা বরুণের কাছে এই আশায় প্রার্থনা করছিলো যে এই রক্ত যেন তাদের প্রভুর না হয়।

সৈন্যের মধ্যে একজন তলোয়ার নিয়ে জলে ঝাঁপ দেওয়ার উপক্রম করছে এমন সময় আচ্ছাদিত লোকটি রক্তে মাখামাখি হয়ে ওপরে ভেসে উঠলো। এটা সেই কুমিরের রক্ত। সে জোরের সাথে অন্য মেয়েটার দিকে সাঁতরে যাচ্ছিলো যে প্রায় জ্ঞান হারানোর মুখে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে তার কাছে পৌঁছে তার মাথা জল থেকে টেনে তুললো। এরই মধ্যে চন্দ্রবংশী সৈন্যদের দুজন তাদের ডিঙি থেকে ঝাঁপ দিয়েছে।

'প্রভু, কৃপা করে নৌকায় উঠুন,' তাদের মধ্যে একজন বললো। 'আমরা সাঁতরে তীরে উঠবো।'

'আগে মেয়েটিকে সাহায্য করো,' উত্তরে বললো আচ্ছাদিত লোকটা।

সৈন্যেরা অচেতন মেয়েটিকে ডিঙিতে টেনে তুললো। তারপর আচ্ছাদিত

লোকটি সাবধানে নৌকায় উঠলো আর তীরের দিকে বেয়ে চললো। যতক্ষণে সে নদীর তীরে পৌঁছালো, ততক্ষণে বিশ্বদ্যুম্ন অন্য মেয়েটিকে উদ্ধার করে ফেলেছে। মেয়েটি দ্রুত বয়ে চলা ঘটনাক্রমে হতবুদ্ধি হয়ে বসেছিলো।

'তুমি ঠিক আছো তো?' বিশ্বদ্যুম্ন মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো।

উত্তরে, মেয়েটি বিশ্বদ্যুম্নের পেছনে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো। বিশ্বদ্যুম্ন পেছনে ঘুরলো। নদীর তীরে আচ্ছাদিত লোকটি অন্য মেয়েটির শিথিল দেহ বয়ে পাড়ে উঠছিলো। তার বিশাল দেহে মেয়েটির কাপড় লেপ্টে ছিলো। হতবুদ্ধি মেয়েটির কাছে তার কাপড়ে লেগে থাকা কুমিরের রক্ত তার বন্ধুর বলে ঠেকলো।

'জানোয়ার, কি করেছো তুমি' আঁতকে উঠলো মেয়েটি।

নাগা আকস্মিকভাবে তাকালো। তার চোখে হালকা বিস্ময় খেলে গেলো। সে, যাইহোক, কিছু বলা থেকে বিরত রইলো। কোমলভাবে অচেতন মেয়েটিকে মাটিতে শোয়ালো। যখন সে তা করছিলো তার মুখের মুখোশ সরে গিয়েছিলো। বিশ্বদ্যুম্নের পাশের মেয়েটি তার দিকে আতঙ্কে চেয়ে রইলো।

'নাগা!' সে আর্তনাদ করে উঠলো।

বিশ্বদ্যুম্নের প্রতিক্রিয়ার আগেই সে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে করতে দৌড়ালো, 'বাঁচাও, বাঁচাও, এক নাগা আমার বন্ধুকে খাচ্ছে।'

নাগা লোকটি বিষণ্ন চোখে পলায়মান মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলো। যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ের সমস্ত জানালা বন্ধ করে দিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকালো সে। এর মধ্যেই বিশ্বদ্যুম্ন এত বছরে প্রথমবারের জন্য তার প্রভুর মুখ দেখতে পেলো। মুহূর্তের মধ্যে সে তার দৃষ্টি নামালো। কিন্তু এরই মধ্যে তার প্রভুর সাধারণত ভাবলেশহীন চোখে খেলে যাওয়া তীব্র দুঃখ ও যন্ত্রণার বিরল আবেগ সে দেখতে পেয়েছিলো। ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে তাঁর সদ্য বাঁচানো অকৃতজ্ঞকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করে সে তলোয়ার বের করলো।

'না, বিশ্বদ্যুম্ন, নাগা আদেশ করলো। আবার তার মুখোশ পরে নিয়ে সে অন্য সৈন্যদের দিকে ফিরলো, 'একে জাগাও।'

'প্রভু,' বিশ্বদ্যুম্ন যুক্তি দেখালো। 'ওর বন্ধু অন্যদের নিয়ে আসবে। এই মেয়েটিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া যাক।'

'না।'

'কিন্তু প্রভু, কেউ শীঘ্রই চলে আসতে পারে। আমাদের এ জায়গা ছাড়া উচিত।'

'যতক্ষণ না আমরা ওকে জাগিয়ে তুলি', তার স্বাভাবিক শান্ত গলায় জানালো নাগা।



নন্দী ও বীরভদ্র সমেত রাজকীয় দল যে বিশ্রামাগারে থেমেছিলো তার চত্বরে তাঁরা একসাথে মধ্যাহ্নভোজ উপভোগ করছিলেন। সৈন্যবাহিনীর প্রায় অর্ধাংশও খেতে বসেছিলো। এই ঝলসানো তাপে এগোনোর জন্য যতটা শক্তি আহরণ করা যায় তার পুরোটাই তাদের দরকার ছিলো। পর্বতেশ্বর খাবার আয়োজন যাচাই করতে এসেছিলেন। সতীর স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। যাইহোক, তিনি তাদের সাথে খেতে আপত্তি করছিলেন। তিনি পরে তার সৈন্যদের সঙ্গে খেতেন।

সৈন্যদের মধ্যে এক জায়গা থেকে আসা প্রচণ্ড হট্টগোলে শিব বিচলিত হলেন। বৃহস্পতি, নন্দী ও বীরভদ্রকে বসে থাকতে বলে তিনি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে উঠে দাঁড়ালেন। পর্বতেশ্বরও গোলমালটা শুনতে পেয়েছিলেন ও উত্তেজনার জায়গার দিকে যাচ্ছিলেন।

'দয়া করে ওকে বাঁচান!' আর্তি জানালো মেয়েটি। 'এক নাগা তাকে জ্যান্ত খাচ্ছে!'

'আমি দুঃখিত,' অধিপতি জানালো। 'আমাদের উপর কড়া নির্দেশ আছে। কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা এই বিশ্রামাগারের আশপাশ ছেড়ে যেতে পারি না।'

'কি ব্যাপার?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

ঘুরে পড়ে বিস্ময়ে অধিপতি অভিবাদন জানালো ও মাথা ঝোঁকালো।

'প্রভু', অধিপতি জানালো, 'এই মেয়েটি অভিযোগ করছে যে একজন নাগা এর বন্ধুকে আক্রমণ করেছে। এ আমাদের তাকে সাহায্য করতে বলছে।'

পর্বতেশ্বর তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটির দিকে তাকালেন। নাগাবাহিনীর পিছু নিয়ে তাদের ধ্বংস করতে পারার থেকে বেশি আর কিছু চাইতেন না। কিন্তু তাঁর নির্দেশগুলো জলের মতো স্পষ্ট। তিনি নীলকণ্ঠ ও সতীকে ছেড়ে যেতে পারেন না। তাদের রক্ষাই এই বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু তিনি একজন ক্ষত্রিয়। দুর্বলের রক্ষার জন্য লড়াইটাই যদি না করতে পারলেন তাহলে আর কিসের ক্ষত্রিয়? তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধে ফুঁসতে থাকা পর্বতেশ্বর সবে কিছু বলতে যাবেন এমন সময় শিব এলেন।

'কি ব্যাপার?' শিব জানতে চাইলেন।

'প্রভু', সম্ভ্রমের সাথে বললো দলপতি। সে বিশ্বাসই করতে পারছিলো না যে সে সত্যিই নীলকণ্ঠের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। 'এই মেয়েটি দাবী করছে যে এর বন্ধু নাগাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের মনে হয় যে এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। মন্দার পর্বতের পথে চন্দ্রবংশীদের প্রতারণার কথা আমরা শুনেছি।'

শিব শুনলেন তার অন্তরাত্মা বলছে, *'ফিরে যাও! সাহায্য কর!'*

স্বচ্ছন্দে একটানে তলোয়ার বার করে শিব মেয়েটিকে বললেন, 'আমাকে তোমার বন্ধুর কাছে নিয়ে চল।'

পর্বতেশ্বর শ্রদ্ধার সঙ্গে শিবের দিকে তাকালেন। মৃদু হলেও শ্রদ্ধা তো বটেই। সেও তৎক্ষণাৎ তার তরোয়াল বের করে দলপতির দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার বাহিনীসমেত আমাকে অনুসরণ কর। সেনানায়ক ব্রক, সম্পূর্ণ বাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বল। যে কোনো মূল্যে সম্রাটকুমারীকে নিরাপদ রাখতে হবে।'

শিব ও পর্বতেশ্বর মেয়েটির পেছনে দৌড়ালেন যে অনায়াসে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। নিশ্চিতভাবে সে স্থানীয়। দলপতি তার ত্রিশজন সৈন্যের বাহিনীসমেত তাঁদের পিছু নিলেন। আধঘন্টার বেশির ভাগটাই প্রাণপণে দৌড়ে অবশেষে নদীর ধারে পৌঁছে তারা এক হতভম্ব মেয়েকে জমির উপর

বসে থাকতে দেখলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দূরের দিকে শূন্য চাউনি মেলে চমকে তাকিয়ে আছে সে। সারা কাপড় রক্তমাখা হলেও আশ্চর্যভাবে তার কোনো আঘাত লাগেনি। জল থেকে আসা ও ফিরে যাওয়া বহু পদচিহ্ন বর্তমান।

দলপতি সন্দেহের চোখে যে মেয়েটি তাদের পথ দেখিয়ে এনেছিলো তার দিকে তাকালো। তার সৈন্যদের দিকে ফিরে সে নির্দেশ দিল, 'সেনাপতি ও নীলকণ্ঠকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াও। এটা ফাঁদ হতে পারে।'

'আমি বলছি ওকে জ্যান্ত খাওয়া হচ্ছিলো', আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটি! তার বন্ধুকে জীবন্ত আর বিপদমুক্ত দেখে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো।

'না, ওকে নয়', শিব শান্তভাবে জানালেন। নদীর উপর ভাসমান কুমিরটার মৃতদেহের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন শিব। এক পাল কাক মৃতদেহটার উপরে বসে ওটার নাড়িভুড়ি নিয়ে বিভৎস্য ভাবে মারপিট করছিলো। 'কেউ এইমাত্র ওকে ওই কুমিরটার থেকে বাঁচিয়েছে।'

'প্রভু, সে যেই হোক না কেন নদী বেয়ে গেছে,' নদীর ধারে ভারী পদচিহ্নগুলোর দিকে হাত দেখিয়ে দলপতি বললো।

'কিন্তু একজন নাগা কেন এই মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করবে?' জানতে চাইলেন শিব।

পর্বতেশ্বরও অবাক হয়েছেন মনে হলো। এখন পর্যন্ত সাধারণভাবে রক্তলোলুপ যে সব নাগাদের সঙ্গে তারা ঝুঝেছেন এটা তার থেকে পুরোপুরি অন্যরকম।

'প্রভুরা', শিব ও পর্বতেশ্বর দুজনকে উদ্দেশ্য করেই দলপতি বললো। 'এই মেয়েটিকে নিরাপদ দেখাচ্ছে। হয়তো সবার এখানে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমি এই মেয়েদের সঙ্গে করে এদের গ্রামে পৌঁছে দিয়ে কোটদ্বারে সফরকারী দলের সঙ্গে আবার মিলিত হবো। আপনারা বিশ্রামাগারে ফিরতে পারেন।'

'বেশ,' বললো পর্বতেশ্বর। 'যদি লাগে তো তোমার সঙ্গে চারজন সৈন্য নিয়ে যাও।'

ওই অদ্ভুত ঘটনায় হতভম্ব হয়ে শিব ও পর্বতেশ্বর দুজনেই ফিরে চললেন।



বিকেল প্রায় পড়ার দিকে। শিব, বৃহস্পতি, নন্দী ও বীরভদ্র চুপচাপ আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসেছিলেন। শিব দূরে বিশ্রামাগারের বারান্দায় বসে থাকা আয়ুর্বতী ও কৃত্তিকার সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত সতীর দিকে ফিরে তাকালেন। পর্বতেশ্বর স্বাভাবিকভাবেই তার সৈন্যদের মাঝে ঘুরছেন ও ব্যক্তিগতভাবে শিবিরের সুরক্ষার ব্যবস্থা ও তার ছেলেদের স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করছেন।

'এটা প্রস্তুত, শিব,' নীলকণ্ঠের হাতে ছিলিমটা দিতে দিতে বললো বীরভদ্র।

কল্কেটা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে শিব কড়া টান দিলেন। দৃশ্যতই তিনি আয়েশ করছিলেন। জিরোনোর প্রয়োজন বোধ করে বন্ধুর হাতে ফেরত দেওয়ার আগে তিনি আরও কিছুটা ধোঁয়া টানলেন। বীরভদ্র বৃহস্পতি ও নন্দীকে এটা দিতে চাইলে তাদের দুজনেই প্রত্যাখ্যান করলো। সতীর দিকে চোরা দৃষ্টিতে তাকাতে থাকা শিবের দিকে চাইলেন বৃহস্পতি তারপর হেসে উঠে মাথা নাড়লেন।

'কি হলো?' বৃহস্পতির ভঙ্গী দেখে শিব জানতে চাইলেন।

'বন্ধু, আমি তোমার আকুলতা বুঝতে পারছি,' ফিসফিস করে বললেন বৃহস্পতি। 'কিন্তু যা তুমি আশা করছো তা খুবই কঠিন। প্রায় অসম্ভবই।'

'যখন এতটাই দামী তখন সহজ হতে পারে না। পারে কি?'

শিবের হাতে মৃদু চাপড় দিয়ে হাসলেন বৃহস্পতি।

বীরভদ্র জানতো শিবের কি প্রয়োজন। নাচ ও সুর। এটা সব সময়েই তার মেজাজ ভালো করে। 'এই হতভাগ্য দেশে কি লোকে নাচগান করে না?'

'ওহে বীরভদ্র' বলে উঠলো নন্দী। নিম্নপদাধিকারীর সঙ্গে তার স্বর অন্যরকম। 'প্রথমত, এই দেশ হতভাগ্য নয়। এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা।' ছদ্ম ক্ষমাপ্রার্থনায় মজা করে হাত জড়ো করলো বীরভদ্র।

'দ্বিতীয়ত', বলে চললো নন্দী, 'শুধুমত্র পরিস্থিতির আবেদনেই আমরা নাচি, এই যেমন হোলি উৎসব বা জনসাধারণের অনুষ্ঠান।'

'কিন্তু নাচার শ্রেষ্ঠ আনন্দ তো তখনই,দলপতি, যখন তুমি কোনো কারণ ছাড়াই তা কর' বললো বীরভদ্র।

'আমারও তাই মত', বললেন শিব।

নন্দী তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেলো।

কোনো আভাস ছাড়াই, বীরভদ্র আচমকা তার এলাকার এক লোকগীতি গেয়ে উঠলো। শিব বন্ধুর দিকে চেয়ে হাসলেন। কারণ বীরভদ্র তার প্রিয় গানগুলোর একটা গাইছিলো। গাইতে গাইতে বীরভদ্র আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো ও এবার শিবের সাথে সুরের মূর্চ্ছনায় নাচতে শুরু করলো। গাঁজা ও নাচের জুড়ি মুহূর্তের মধ্যে তার মেজাজ পাল্টে ফেলেছিলো।

প্রথমে চমকে ও তারপর আনন্দের সাথে শিবের দিকে চাইলেন বৃহস্পতি। তিনি নাচে একটা ছন্দ দেখতে পাচ্ছিলেন—তালে তালে ছয়খানা পদক্ষেপের সমাহারে মসৃণ পুনরাবৃত্তি। শিব ঝুঁকে পড়ে বৃহস্পতি ও নন্দীকে টেনে তুললেন। তারাও যোগ দিল, যদিও শুরুতে অনিচ্ছুকভাবে। কিন্তু সে শুধু কিছু সময়ের জন্য। এরপরই অনিচ্ছুক বৃহস্পতি নাচে মেতে উঠলেন। পুরো দলটা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে আরও জোরে গাইতে গাইতে গোল হয়ে আগুনের চারদিকে ঘুরতে লাগলো।

হঠাৎ শিব বৃত্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে সতীর কাছে এলো। 'আমার সাথে নাচো।'

স্তম্ভিত সতী তার মাথা ঝাঁকালো।

'আরে এসোই না। গুরুজী ও আমি দেখার সময় যখন তুমি নাচতে পারো তখন এখানে নয় কেন?'

'সেটা ছিলো জ্ঞানের জন্য!' বললো সতী।

'তাতে কি? যদি আমরা জ্ঞানের জন্য না নাচি তবে তা ভুল নাকি?'

'আমি তা বলিনি।'

'বেশ। তুমি তোমার মতো ভেবে নিও', হতাশ ভঙ্গিতে বললো শিব। 'আয়ুর্বতী, চলে আসুন!'

ঘাবড়ানো আয়ুর্বতী কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন বুঝতে পারছিলেন না। কিছু ঠিক করে উঠার আগেই শিব তার হাত ধরে বৃত্তের মধ্যে টেনে নিলেন। বীরভদ্রও কৃত্তিকাকে দলে টেনেছিলো। উত্তাল নাচ ও চীৎকার করে গান গেয়ে দলটা এমনিতে নিস্তব্ধ রাত্রে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলেছিলো।

সুস্পষ্ট অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ালেন সতী। কটমট করে শিবের পেছনে তাকিয়ে দৌড়ে বিশ্রামাগারে ঢুকে গেলেন। বারান্দার দিকে ঘুরে সতীকে দেখতে না পাওয়ায় শিবের ক্রোধ আরও বেড়ে গেলো।

'ধুস!'

আনন্দ ও বিষাদের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হৃদয়ে নিয়ে তিনি নাচে ফিরে গেলেন। আরেকবার বারান্দার দিকে ফিরলেন তিনি। সেখানে কেউ নেই।

ওই পরদা-টার পেছনে কে?

বীরভদ্রের টানে পরের ভঙ্গীতে গেলেন শিব। কয়েক মুহূর্ত বাদেই শিব আবার বারান্দার দিকে তাকানোর সুযোগ পেলেন। তিনি পরদার পেছনে সতীর রূপরেখা দেখতে পাচ্ছিলেন—তারই দিকে তাকিয়ে। শুধুমাত্র তারই দিকে।

বাঃ!

বিস্মিত আনন্দিত শিব এক ঝটকায় তাঁর নাচে ফিরলেন—ফিরলেন তাঁর মূল ছন্দে। তাঁকে সতীকে প্রভাবিত করতেই হবে!



অধ্যায় ১৩

অশুচির আশীর্বাদ

নীলকণ্ঠের অভ্যর্থনায় কোটদ্বার ঢেলে সেজে উঠেছিলো। দুর্গের পরিসীমা ধরে দীপাবলীর মতো মশাল জ্বালানো হয়েছিলো। সূর্য্যবংশী সূর্য্য অলংকৃত লাল ও নীল নিশান ঝোলানো হয়েছিলো দুর্গের প্রাচীরে। প্রথা ভেঙে যা কদাচিৎ ঘটে, রাজ্যপাল নিজে নীলকণ্ঠকে অভ্যর্থনা জানাতে নগরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। স্থানীয় সভায় কোটদ্বারের অভিজাতদের জন্য আয়োজিত নীলকণ্ঠের আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনীর পরের দিন এক জনসাধারণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো। পঁয়ষট্টি হাজার লোক, যা বাস্তবে কোটদ্বারের সম্পূর্ণ জনসংখ্যা, অনুষ্ঠানের জন্য চারদিক থেকে জড়ো হয়েছিলো। উপস্থিতির বিশাল সংখ্যার কথা ভেবে অনুষ্ঠানের আয়োজন নগরের বাইরে করা হয়েছিলো যাতে প্রত্যেক লোকের স্থান পাওয়া নিশ্চিত করা যায়।

শিবের ভাষণ কোটদ্বারবাসীকে মেলুহার বিবাদের দিনের শীঘ্র সমাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত করে তুললো। শিব লোকেদের উপর যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিলেন তা তাঁর কাছে এক আশ্চর্য ঘটনা ছিলো। যদিও তিনি শব্দ ব্যবহারে খুবই সতর্ক ছিলেন ও তাদের বলেছিলেন যে মেলুহার লোকেদের সমর্থন করার জন্য যতটা সম্ভব তিনি করবেন, লোকেরা নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করছিলো।

‘অবশেষে অভিশপ্ত চন্দ্রবংশীরা ধ্বংস হবে,’ একজন বললো।

‘এখন আর আমাদের কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে হবে না। নীলকণ্ঠ সব কিছুর ভার নেবেন,’ একজন মহিলা বললো। জনগণের প্রতিক্রিয়ায় খুবই

পরক্ত পর্বতেশ্বর, বৃহস্পতি ও সতীর সঙ্গে বক্তাদের মঞ্চে বসেছিলেন। মুখ্য বৈজ্ঞানিকের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আমাদের সমাজ আইনের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিৎ নয়। নিজেদের সমস্যার সমাধান আমাদের কোন একক ব্যক্তির অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেদেরই করা উচিত। এইরকম অন্ধবিশ্বাসের উপযুক্ত কিই বা করেছে, এই লোকটি?'

'পর্বতেশ্বর', বৃহস্পতি সম্মানের সঙ্গে মুখ খুললেন। তিনি তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। 'আমি মনে করি শিব ভালো লোক। মনে হয় উনি কিছু করে দেখাতে চাইবেন। আর ভালো কাজ করার প্রথম পর্যায় কি ভালো উদ্দেশ্য নয়?'

পর্বতেশ্বর পুরোপুরি সম্মত হতে পারলেন না। নীলকণ্ঠের কিংবদন্তীতে তো তাঁর কখনোই বিশ্বাস ছিলো না। সেনাপতি বিশ্বাস করতেন যে জীবনে নিজের স্থান অর্জনের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই অনুশীলন ও প্রস্তুতি নিতে হয়। শুধুমাত্র নীলকণ্ঠর জন্য কেউ রূপোর পাত্র পায় না। 'হ্যাঁ তা ঠিক হতে পারে। কিন্তু শুধু উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়। তার পেছনে যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা দরকার। আর এই আমাদের দেখ—অদক্ষ লোককে উচ্চাসনে বসিয়ে এমন করছি যেন সেই আমাদের রক্ষাকর্তা। মোটের উপর আমরা যা জানি, তা হল যে সে আমাদের পুরোপুরি ধ্বংসের পথেও নিয়ে যেতে পারে। আমরা বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছি। না যুক্তি, না নিয়ম, এমনকি অভিজ্ঞতা পর্যন্ত্য নয়।'

'কখনো সখনো বেগতিকে পড়লে কারও সামান্য বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। যুক্তিসংগত উত্তর সবসময় কাজ করে না। আমাদের অলৌকিকেরও প্রয়োজন হয়।'

'*আপনি* অলৌকিকের কথা বলছেন? একজন বিজ্ঞানী হয়ে?'

'অলৌকিক কাজ আপনি বিজ্ঞানেও পেতে পারেন, পর্বতেশ্বর', বৃহস্পতি হেসে ফেললেন।

শিবকে মঞ্চ থেকে নামতে দেখে পর্বতেশ্বর বিষয় থেকে সরে গেলেন। তাঁকে নামতে দেখে তাঁর হাত ছোঁয়ার জন্য জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠলো।

নন্দী ও বীরভদ্রের নেতৃত্বে সৈন্যরা তাদের ঠেকিয়ে রাখছিলো। তাদের মধ্যে এমন একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিলো যে মনে হচ্ছিলো এই ধস্তাধস্তিতে সে আঘাত পেতে পারে।

'নন্দী, ওই লোকটিকে আসতে দাও', বললেন শিব।

নন্দী ও বীরভদ্র তাকে আসতে দিতে দড়ি নামাল।

আরেকজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি ওনার ছেলে। পথ দেখানোর জন্য ওনার আমাকে দরকার।'

'ওকেও আসতে দাও', বললেন শিব।

ছেলেটি দৌড়ে এসে তার বাবার হাত ধরলো। ছেলের হাত ছাড়া প্রায় হারিয়ে যেতে বসা অন্ধ লোকটি চেনা ছোঁয়া পেয়ে আন্তরিকভাবে হাসলো। তার ছেলে তাকে শিবের কাছাকাছি নিয়ে এসে বললো, 'বাবা, তোমার একদম সামনেই নীলকণ্ঠ। তুমি কি তাঁকে অনুভব করতে পারছো?'

অন্ধের চোখ থেকে জলের ধারা নামলো। কিছু না ভেবেই সে ঝুঁকে শিবের পা ছোঁয়ার চেষ্টা করলো। তার ছেলে চমকে এক ঝটকায় তাকে টেনে সরালো।

'বাবা?' ছেলেটি ধমকে উঠলো।

ছেলেটির এতক্ষণের ভালো ব্যবহার ও কথার সঙ্গে এখনকার গলার রুক্ষতায় শিব চমকে উঠলেন। 'কি হল?'

'আমি দুঃখিত, প্রভু' ছেলেটি ক্ষমা চাইলো। 'উনি তা চাইছিলেন না। আপনার উপস্থিতিতে উনি শুধু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন।'

'আমি দুঃখিত, প্রভু', অন্ধ লোকটি বললো। তার চোখের জলের স্রোত তখন বেড়েছে।

'কিসের জন্য দুঃখিত?'

'উনি একজন বিকর্ম, প্রভু' তার ছেলে বলে উঠলো, 'কুড়ি বছর আগে অসুখে অন্ধ হয়ে গেছেন। ওনার আপনাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা উচিত হয়নি।'

শিবের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সতী তখন সম্পূর্ণ আলোচনাটাই শুনে ফেলেছিলেন। অন্ধ লোকটির প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন। নিজের স্পর্শ পর্য্যন্ত অশুচি গণ্য হওয়ার জ্বালা তিনি জানতেন। কিন্তু যা সে করার চেষ্টা করেছে তা নিয়ম বহির্ভুত।

'আমি দুঃখিত প্রভু', বলে চললো অন্ধ লোকটি। কিন্তু আমার উপর রেগে গিয়ে আমার দেশকে রক্ষা করা থেকে আপনি কৃপা করে থামবেন না। এটি পরমাত্মার তৈরি শ্রেষ্ঠ জায়গা। পাপী চন্দ্রবংশীদের হাত থেকে একে রক্ষা করুন। আমাদের রক্ষা করুন, প্রভু।

অন্ধ লোকটি অনুশোচনায় দুহাত জড়ো করে কেঁদে চলেছিলো। শিব অন্ধ লোকটির প্রতি সম্ভ্রমে বিচলিত বোধ করলেন।

এ এখনো তার দেশকে ভালোবাসে, যে তার সাথে এমন অন্যায্য ব্যবহার করেছে।

কেন? আরও খারাপ ব্যাপার যে মনেও হচ্ছে না যে সে এটাও ভাবছে না যে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে।

ভাগ্যহীন লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিবের চোখ জলে ভরে এলো।

এইসব আজগুবি ব্যাপার আমি বন্ধ করবো।

শিব সামনে এগিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। হতচকিত ছেলেটি নীলকণ্ঠকে তার বিকর্ম বাবার পদস্পর্শ করতে দেখে অবিশ্বাসে কেঁপে উঠলো। অন্ধ লোকটিতো কয়েক মুহূর্ত অকূলে ভাসছিলো। যখন সে বুঝলো যে নীলকণ্ঠ কি করেছেন তখন সে চমকে দুহাত তুললো নিজের মুখ ঢাকার জন্য।

শিব উঠে অন্ধ লোকটির সামনে দাঁড়ালেন। 'আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে আপনার মতো দেশপ্রেমিক মানুষের জন্য লড়াইয়ের শক্তি আমি পাই।'

অন্ধ লোকটি বোবার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। বিস্ময়ে তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিলো। সে প্রায় ভেঙে পড়বে এমন সময় শিব তাকে সামলাতে

দ্রুত এক পা এগিয়ে এলেন, যাতে সে মাটিতে পড়ে না যায়। অন্ধ লোকটি কোনক্রমে এটুকুই বলার শক্তি পেল, *'বিজয়ীভব'। জয়ী হও।*

শিব তাকে ছেড়ে দিতে তার ছেলে বাবার অচেতন দেহ ধরে ফেললো। নীলকণ্ঠের কাজে পুরো জনতা বিস্ময়ে চুপ করে গিয়েছিলো। বিকর্মকে স্পর্শ করার মতো গম্ভীর বিষয় ভুলে নীলকণ্ঠ তাদের একজনের আশীর্বাদ চেয়েছেন। শিব পর্বতেশ্বরের ক্ষিপ্ত মুখ দেখতে ঘুরলেন। শিব নিয়ম ভেঙেছেন। ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এবং জনসমক্ষে। সতী তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখ, চোখও সম্পূর্ণ অবয়ব ভাবলেশহীন।

ও কি এত ভাবছেন?



শিব একা হতেই তাঁর ঘরে সাথে সাথেই বৃহস্পতি ও সতী ঢুকলেন। তাঁর প্রিয়তম মানুষগুলির দুজনকে দেখে খুশি হয়ে ওঠা শিবের হাসি সতীর কথা শুনে মিলিয়ে গেল। 'আপনার শুদ্ধিকরণ লাগবেই।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে শিব শুধু বললেন, 'না'।

'না? না মানে কি বোঝাতে চাইছেন?'

'আমি বোঝাতে চাইছি, না। নেহি। নাকো!' জোর দেওয়ার জন্য কাশ্মীর ও কোটদ্বারের আঞ্চলিক ভাষায় 'না'-এর প্রতিশব্দগুলো জুড়লেন শিব।

'শিব' নিজের আত্মসংযম বজায় রেখে বললেন বৃহস্পতি। 'এটা কোনো হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়। আমি সতীর সঙ্গে একমত। রাজ্যপালও তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত এবং তিনি পণ্ডিত ডেকেছেন। আমরা কথা বলছি বলে তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন। অনুষ্ঠানটা এখনই হোক।'

'কিন্তু আমি তো বললাম আমি চাই না।'

'শিব', তার অভ্যস্ত সুরে ফিরলেন সতী। 'আমি আপনার বীরত্ব, বুদ্ধি, প্রতিভা এগুলোকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আইনের ঊর্ধ্বে আপনি নন। একজন বিকর্মকে স্পর্শ করেছেন। শুদ্ধিকরণ লাগবেই। এটাই আইন।'

'বেশ, তাহলে আমার সেই হতভাগ্য অন্ধ লোকটিকে স্পর্শ করাকে যে আইন বলে অবৈধ, সে আইন ভুল!'

শিবের মনোভাবে সতী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

'আমার কথা শোন শিব,' যুক্তি দেখালেন বৃহস্পতি। শুদ্ধিকরণ না করাটা তোমার পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। আরও মহৎ কাজের জন্য রয়েছো তুমি। ভারতের ভবিষ্যতের জন্য তুমি গুরুত্বপূর্ণ। গোঁ ধরে নিজেকে বিপদে ফেলো না।'

'এটা গোঁ ধরা নয়। সত্যি করে আমায় বলতো যদি আমি এক নিপীড়িত মানুষকে ছুঁয়েই ফেলি, সেটা আমার কি করে ক্ষতি করতে পারে? আমি আরো বলতে পারি যে সমাজ যাকে এভাবে একঘরে করেছে, খারাপ ব্যবহার পাওয়ার পরও সে দেশকে এখনো ভালোবাসে।'

'শিব সে ভালো মানুষ হতেই পারে, কিন্তু তার আগের জন্মের পাপ তোমার ভাগ্যকে দুষিত করবে,' বললেন বৃহস্পতি।

'তাহলে তাই করুক! যদি সেই লোকটির ভার কমে, আমি ধন্য বোধ করবো।'

'শিব? আপনি বলছেন কি?' বলে উঠলেন সতী। 'কেনই বা আরেকজনের পাপের শাস্তি বইবেন?'

'প্রথমত আগের জন্মের পাপের জন্য কেউ শাস্তি পাচ্ছে এ ধরণের বাজে কথায় আমি বিশ্বাস করি না। পরিষ্কারভাবে এ তার অসুস্থতার ফল। দ্বিতীয়ত, যদি আমি কারোর তথাকথিত পাপের বোঝা বইতেই চাই, তাতে অন্যের লাগছে কেন?'

'লাগছে কারণ আমরা তোমার জন্য ভাবি!' বলে উঠলেন বৃহস্পতি।

'শোনো সতী,' বললেন শিব। 'এটা বলো না যে তুমি এই অর্থহীন ব্যাপারে বিশ্বাস কর।'

'এটা অর্থহীন নয়।'

'দেখ, তুমি কি চাও না আমি তোমার জন্য লড়ি? তোমার সমাজ তোমার

প্রতি যে অন্যায় করেছে তা বন্ধ করি?'

'তাহলে এই ব্যাপার? *আমি?*' ক্ষেপে গিয়ে বললেন সতী।

'না', সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা উত্তর দিলেন শিব। তার পরই বললেন, 'সত্যি বলতে কি হ্যাঁ। এটা তোমার ব্যাপারেও বটে। এটা বিকর্মদের ব্যাপারেও তাদের যে অবিচারের সম্মুখীন হতে হয় তার জন্য। আমি তাদের অচ্ছুতের জীবন যাপন করা থেকে মুক্তি দিতে চাই।'

'তোমার রক্ষণাবেক্ষণে আমার দরকার নেই। আমার মুক্তি হতে পারে না।' ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরোনোর আগে চেঁচিয়ে বললেন সতী।

শিব ভ্রূকুটি করে বিরক্তির সঙ্গে তার চলে যাওয়া দেখলেন। 'এ মহিলার যে কি ব্যাপার?'

'উনিই ঠিক', পরামর্শ দিলেন বৃহস্পতি। 'ওখানে যেও না।'

'এই বিকর্ম-এর বিষয়ে তুমি ওর সঙ্গে? নিজের অন্তর থেকে বলো, বৃহস্পতি। তুমি কি মনে করো না এ অন্যায়?'

'আমি বিকর্ম-এর বিষয়ে বলছি না। আমি সতীর ব্যাপারে বলছি।'

শিব এত কিছু সত্ত্বেও তীব্র চাউনিতে বৃহস্পতির দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মন, দেহ, হৃদয় সবকিছু সতীকে অর্জনের চেষ্টা করতে বলছিলো। তাঁকে ছাড়া তার জীবন যে অর্থহীন। তাঁকে ছাড়া তাঁর আত্মার অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ।'

'ওদিকে যেও না, বন্ধু,' আবার বললেন বৃহস্পতি।



ভ্রমণকারী দল রাজকীয় বজরায় করে নদীনগর কোটদ্বার ছাড়ল ও তার আগুপিছু চললো একই রকম মাপের ও জাঁকজমকপূর্ণ দুখানি বিশাল নৌকা। মেলুহ সুরক্ষা ব্যবস্থার ধাঁচ মেনে বাড়তি নৌকাগুলি কোনরকম আক্রমণকারীর অনুমান গুলিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে কোন নৌকায় সম্রাটপরিবার চলেছে

বোঝা না যায়। পুরো রাজকীয় বাহিনী ছিল দ্বিতীয় নৌকায়। বিশাল নৌকা তিনটির প্রত্যেকটিতেই সৈন্যদল মোতায়েন করা হয়েছিলো। উপরন্তু পাশ থেকে অতর্কিত আক্রমণ রুখতে রাজকীয় বহরের দুপাশ বরাবর গতির সঙ্গে তাল রেখে পাঁচটি দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিপ নৌকা চলছিলো।

'প্রভু, বর্ষা যখন পড়েনি তখন নদীই যাতায়াতের সেরা পথ,' বললো আয়ুর্বতী। 'যদিও আমাদের সমস্ত প্রধান নগরগুলো ভালো সড়কপথের মাধ্যমে যুক্ত, দ্রুততা আর সুরক্ষার দিক থেকে দেখলে তারা নদী পথের সাথে পাল্লা দিতে পারবে না।'

শিব আয়ুর্বতীর দিকে তাকিয়ে সৌজন্যমূলক হাসি হাসলেন। তিনি বেশি কথাবার্তা চালানোর মতো মানসিক অবস্থায় ছিলেন না। কোটদ্বারে সেই যে চূড়ান্ত দিনে শিব শুদ্ধিকরণের মধ্যে দিয়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন থেকেই সতী শিবের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

নদী বরাবর বহু নগরেই রাজকীয় বজরা থেমেছিলো। দিন গতানুগতিকভাবে একই রকম কাটছিলো। নীলকণ্ঠের আগমনে প্রত্যেক নগরেই জাগছিল প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস।

মেলুহাতে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই অস্বাভাবিক। কিন্তু নীলকণ্ঠ তো আর প্রতিদিন অবতীর্ণ হন না।

'কেন?' বহুদিন তাঁর বিচলিত হৃদয়ের অশান্তি চেপে চুপ করে থাকার পর শিব বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেন কি?'

'তুমি জান বৃহস্পতি আমি কিসের ব্যাপারে বলছি', বিরক্তিতে চোখ কুঁচকে বললেন শিব।

'উনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে উনি বিকর্ম হওয়ারই যোগ্য', ম্লান হেসে জানালেন বৃহস্পতি।

'কেন?'

'হয়তো উনি যেভাবে বিকর্ম হয়েছেন তার জন্য।'

'এটা কি করে ঘটেছিল?'

'এটা ঘটেছিল ওনার আগের বিবাহের সময়।'

'কি? সতীর বিবাহ হয়েছিলো?'

'হ্যাঁ। তা প্রায় বছর নব্বই আগের কথা। এটা ছিল সাম্রাজ্যের আর এক অভিজাত পরিবারের সঙ্গে রাজনৈতিক বিবাহ। ওনার স্বামীর নাম ছিল চন্দনধ্বজ। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে সন্তান প্রসবের জন্য উনি মাইকা গিয়েছিলেন। তখন বর্ষার সময়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সন্তান ছিল মৃত।'

'হে ঈশ্বর।' যে যন্ত্রণা সতীকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়েছিল তা অনুভব করলেন শিব।

'কিন্তু আরও খারাপ ব্যাপার ঘটেছিলো। সেই দিনই ভাবী সন্তানের নিরাপদ প্রসবের জন্য নর্মদায় প্রার্থনা করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত ডুবে গিয়েছিলেন ওনার স্বামী। ওনার জীবন সেই অভিশপ্ত দিনেই চুরমার হয়ে গিয়েছিলো।'

শিব এতটাই স্তম্ভিত হয়ে বৃহস্পতির দিকে চেয়েছিলেন যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত করতে পারছিলেন না।

'উনি বিধবা হন ও সেই দিনই উনি বিকর্ম বলে ঘোষিত হন।'

'কিন্তু কি করে ওঁর স্বামীর মৃত্যু ওঁর দোষ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে?' যুক্তি দেখালেন শিব। 'এটা একেবারেই অযৌক্তিক।'

'ওনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য উনি বিকর্ম বলে ঘোষিত হননি। হয়েছেন ওনার মৃত সন্তান প্রসবের জন্য।'

'কিন্তু তাতো যে কোন কারণে হাত পারে। স্থানীয় চিকিৎসকরাও ভুল করে থাকতে পারেন।'

'মেলুহায় তা হয় না শিব', শান্তভাবে বললেন বৃহস্পতি।

'মৃত সন্তানের জন্ম দেওয়াটা বোধ হয় কোন নারীর বিকর্ম হওয়ার সবচাইতে খারাপ ধরন। কেবলমাত্র নাগা সন্তানের জন্ম দেওয়াকে এর চাইতেও খারাপ বলে ধরা হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তা হয়নি। কেননা তা হলে ওনাকে সম্পূর্ণভাবে সমাজ থেকে নির্বাসিত করা হত।'

'এটা বদলাতেই হবে। বিকর্মের ধারণাই অন্যায্য।'

বৃহস্পতি তার বন্ধুর দিকে চেয়ে থাকলেন। 'তুমি হয়তো বিকর্মকে মুক্তি দিতে পারবে। কিন্তু একজন নারীকে কি করে মুক্তি দেবে যে মুক্তি পেতে চায় না? উনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে উনি এই সাজার যোগ্য।'

'কেন? আমি নিশ্চিত যে উনিই প্রথম মেলুহী নারী নন যিনি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ওঁর আগে নিশ্চয়ই আরও অনেকেই ছিলো। এবং পরেও আরও অনেকে থাকবে।'

'উনিই প্রথম রাজবংশীয় মেলুহী নারী যিনি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ওর ভাগ্যের দোষে সম্রাটকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিলো। এর জন্যে তাঁর বংশপরিচয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিলো।'

'এর জন্যে কি করে তাঁর কূল নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে? সতী তাঁর নিজের সন্তান নয়, সেও মাইকা থেকে এসেছিলো, ঠিক কিনা?'

'না বন্ধু। প্রায় আড়াইশো বছর আগে অভিজাত পরিবারের জন্য এই নিয়ম শিথিল করা হয়। আপাতভাবে 'জাতীয় প্রয়োজনে' অভিজাত পরিবারগুলিকে তাদের নিজস্ব সন্তান রাখার অধিকার দেওয়া হয়। কিছু নিয়মের সংশোধন হতে পারে, তবে যদি বিশেষ কিছু নির্বাচিত গোষ্ঠী ও পেশাগত মানের ঊর্দ্ধে থাকা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শতকরা নব্বই শতাংশ পরিবর্তনের পক্ষে সায় দেয় তবেই। এই ধরনের ঐক্যমতের উদাহরণ কালেভদ্রে পাওয়া যায়। এটা তাদের মধ্যে অন্যতম। কেবলমাত্র একজনই এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছিলো।'

'কে?'

'প্রভু সত্যধ্বজ, পর্বতেশ্বরের পিতামহ। এই নিয়ম চালু হওয়ার পরেই ওনাদের পরিবার নিজস্ব সন্তান গ্রহণ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো। পর্বতেশ্বর আজ পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞাকে সম্মান করে চলেন।'

'কিন্তু যদি এই জন্মের নিয়ম পাল্টাতে পারে,' শিব উপায় ভাবতে ভাবতে বললেন, 'তবে বিকর্মের নিয়ম নয় কেন?'

'কেননা এই আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত যথেষ্টসংখ্যক অভিজাত পরিবার নেই। রূঢ় সত্য এটাই।'

'কিন্তু এসবের পুরোটাই প্রভু শ্রীরামের শিক্ষার পরিপন্থী।'

'প্রভু শ্রীরাম এও বলেছিলেন যে বিকর্মের ধারণা সঠিক। তুমি তাতে প্রশ্ন তুলতে চাও না কি?'

শিব কিছুক্ষণ বৃহস্পতির দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকার পর নদীর দিকে তাকালেন।

'বন্ধু, প্রভু শ্রীরামের আইনে প্রশ্ন তোলায় কিন্তু অন্যায় নেই,' বললেন বৃহস্পতি। অনেক সময়েই তিনি স্বয়ং অন্যের যুক্তির সমর্থনে নিজের মত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। প্রশ্ন হলো যে এই বিকর্মের নিয়ম পাল্টাতে চাওয়ার পেছনে তোমার কোন উদ্দেশ্য কাজ করছে? এটা কি তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর যে এই আইনটাই অন্যায় তার জন্য; না কি তোমার সতীর প্রতি আকর্ষণ ও তোমার পথে দাঁড়ানো অসুবিধাজনক এক আইনকে বাতিল করার জন্য।'

'আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে এই বিকর্ম আইন অন্যায্য। যে মুহূর্ত থেকে এই আইন সম্বন্ধে জেনেছি তখন থেকেই আমি তা অনুভব করি। এমনকী সতীকে বিকর্ম বলে জানার আগেই।'

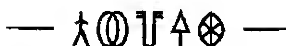
'কিন্তু সতী মনে করেন না যে এই আইন অন্যায়।'

'কিন্তু তিনি চমৎকার মহিলা। এ ধরণের ব্যবহার তাঁর প্রাপ্য নয়।'

'উনি শুধু একজন চমৎকার মহিলাই নন। আমার দেখা সেরাদের মধ্যে উনি একজন। উনি রূপবতী, সৎ, স্পষ্টবাদী, সাহসিনী ও বুদ্ধিমতী—একজন মানুষ এক নারীর মধ্যে যা চায় তার সবটাই। কিন্তু তুমি যে সে মানুষ নও। তুমি নীলকণ্ঠ।'

শিব ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত বজরার বেষ্টনীর উপর রাখলেন। তাঁদের জলে ভেসে যাওয়া বজরা থেকে শিব দুরের নদীধার বরাবর ঘন জঙ্গলের দিকে চাইলেন। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ফুরফুরে বাতাসে তাঁর জটা দুলছিলো।

'তোমায় আমি আগেও বলেছি বন্ধু', বৃহস্পতি বললেন, 'এই দুর্ভাগা নীল কণ্ঠের জন্য, তোমার নেওয়া সব সিদ্ধান্ত নানাভাবে প্রভাব ফেলবে। শত চিন্তার পর তোমায় কাজে নামতে হবে।'



গভীর রাত্রি। রাজকীয় দলটি সবেমাত্র সিন্ধুতীরের সুত্‌গেনগড় নগর থেকে যাত্রা শুরু করেছে। নীলকণ্ঠকে দেখে সুত্‌গেন্‌গড়ের আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠাটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। নীল কণ্ঠর দর্শন দেওয়াটাও এখন বাঁধা ধরা নিয়মের মতো হয়ে গিয়েছিল। তাদের সভ্যতার পরিত্রাতা অবশেষে এসেছেন।

তাদের পরিত্রাতা কিন্তু নিজের জ্বালায় অস্থির। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সতী শিবের থেকে তাঁর দূরত্ব বজায় রেখেছেন। যন্ত্রণা ও হতাশার গভীরে ছিন্নভিন্ন শিব তল পাচ্ছেন না।

দলটির থামবার পরের জায়গা হল বিখ্যাত নগর *মোহন জো দারো* বা *মোহনের মঞ্চ*। বিশাল সিন্ধুতীরের এই নগরটি হাজার হাজার বছর আগে এই এলাকায় বাস করা এক মহান দার্শনিক সন্ন্যাসী প্রভু মোহনের প্রতি উৎসর্গীকৃত। মোহন জো দারোর অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা করেই শিব প্রভু মোহনের মন্দির দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই মন্দিরটি নগরের প্রধান বেদির আকারের সমতলক্ষেত্রের বাইরে আরও কিছুটা সিন্ধুর দিকে অবস্থিত। মোহন জো দারোর নগরপাল শিবকে এক জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার সাথে সেখানে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু শিব একা যাওয়ার উপরেই জোর দিলেন। তাঁকে যেন মন্দিরটা টানছিলো। তিনি অনুভব করছিলেন যে সেখানে তাঁর বিচলিত হৃদয়ের কোন সুরাহা মিলবেই।

মন্দিরটা বেশ সাদামাটা। অনেকটা প্রভু মোহনের মতোই। একটা ক্ষুদ্র সাধারণ গাঁথুনি নিজেকে সেই সন্ন্যাসীর জন্মভূমি বলে ঘোষণা করছে। মন্দির চত্বরের চার প্রধান দিকে অবস্থিত সুবিশাল দরজাগুলো মন্দিরের তাৎপর্য্যের একমাত্র চিহ্ন বহন করছে। শিবের কথামতো নন্দী ও বীরভদ্র তাদের বাহিনী নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করে থাকলো।

শিবের স্বস্তিদায়ক গলবন্ধ তখন তাঁর গলায় ফেরত এসেছে। বহুদিন পরে প্রশান্তি বোধ করে তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। ঢুকবার মুখে ঘন্টি বাজিয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে থামে হেলান দিয়ে চুপচাপ ধ্যানে বসলেন। হঠাৎ এক চেনা বিচিত্র গলা বলে উঠলো: 'কেমন আছেন বন্ধু?'



অধ্যায় ১৪

মোহন জো দারোর পণ্ডিত

শিব চোখ খুলেই একজনকে দেখলেন যিনি ব্রহ্মা মন্দিরের দেখা পণ্ডিতের প্রায় অবিকল প্রতিরূপ, সে যেন আরেক জন্মের কথা। এঁরও তাঁরই মতো লম্বা ঘন চুল ও সাদা দাড়ি। পরনে গেরুয়া ধুতি ও অঙ্গবস্ত্র। বয়সের ভারে জীর্ণ মুখে ফোটা কোমল অভ্যর্থনা জানানো হাসি। আরও কিছুটা লম্বা গঠন না হলে হয়তো শিব তাঁকে ব্রহ্মামন্দিরে দেখা পণ্ডিতের সঙ্গে সহজেই গুলিয়ে ফেলতেন।

'কেমন আছেন বন্ধু' ? বসে পড়ে পণ্ডিত আবার জানতে চাইলেন।

'আমি ঠিক আছি, পণ্ডিতজী',—ভারতীয় রীতিতে সম্মানসূচক 'জী' ব্যবহার করলেন শিব। কারণটা না ধরতে পারলেও এই আচমকা প্রবেশ তাঁর ভালোই লেগেছিলো। ঠিক যেন এই মন্দির তাঁকে টানছিলো কারণ তাঁর ভাগ্যে এই পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হওয়া লেখা ছিলো। 'মেলুহার সব পণ্ডিতই কি একই রকম দেখতে ?'

উষ্ণভাবে হাসলেন লোকটি। 'সব পণ্ডিত নয়। কেবল আমরাই।'

'আর এই 'আমরা' কারা, পণ্ডিতজী ?'

'পরের বার যখন আমাদের কারোর সঙ্গে আপনার দেখা হবে, তখন বলবো', রহস্যজনকভাবে বললেন পণ্ডিত। 'কথা দিলাম।'

'এখন নয় কেন ?'

'এই মুহূর্তে আমাদের পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়', হাসলেন পণ্ডিত। 'যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল এই যে আপনি কোন কিছুতে বিচলিত হয়ে আছেন। সে

বিষয়ে কথাবার্তা বলতে চান কি?'

গভীর নিঃশ্বাস নিলেন শিব। তাঁর সহজাত বোধ জানান দিচ্ছিলো যে এনার উপর বিশ্বাস রাখা যেতে পারে।

'ব্যাপারটা হল মেলুহার জন্য আমার করণীয় সম্ভাব্য কর্তব্য।'

'জানি, জানি। যদিও আমি নীলকণ্ঠের ভূমিকাকে 'কর্তব্য' বলে উড়িয়ে দেবো না। তিনি আরও অনেক কিছু করেন।' শিবের গলার দিকে দেখিয়ে পণ্ডিত বলে চললেন, 'কাপড়ে দৈব জৌলুশ ঢাকা পড়ে না।'

বাঁকা হেসে শিব মুখ তুললেন। 'তা বেশ, মেলুহাকে চমৎকার সমাজ বলেই বোধ হয়। আর একে দুষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যতটা সম্ভব আমি করতে চাই।'

'তাহলে অসুবিধাটা কিসের?'

'অসুবিধাটা এটাই যে এই নিখুঁত সমাজে কিছু ঘোরতর অন্যায্য রীতিনীতি চলতে দেখছি। এবং মেলুহার আকাঙ্খিত আদর্শের সাথে এইসব একেবারেই বেমানান।'

'আপনি কোন রীতিনীতির কথা বলছেন?' জানতে চাইলেন পণ্ডিত।

'যেমন ধরুন এই যেভাবে বিকর্মদের সাথে ব্যবহার করা হয়।'

'এটা কেন অন্যায্য?'

'কি করে কেউ নিশ্চিত হতে পারে যে এইসব মানুষেরা পূর্বজন্মে পাপ করেছিলো? আর তাদের বর্তমান দুর্ভোগ তারই পরিনাম? এটা চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য হতেই পারে। অথবা প্রকৃতির খেলা।'

'আপনি ঠিকই বলছেন। হতেই পারে। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে বিকর্মদের ভাগ্য শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার?'

'তা নয়কি?'

'মোটেই নয়।' পণ্ডিত ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এটা পুরো সমাজের ব্যাপার। বিকর্মদের এই ভাগ্য মেনে নেওয়াটা মেলুহার স্থায়ীত্বের জন্যে জরুরী।'

শিব ভুরু কুঁচকালেন।

'হে নীলকণ্ঠ, প্রত্যেক সফল সমাজের যা চাই তা হলো নমনীয়তা ও স্থায়ীত্ব। আপনার স্থায়ীত্ব কেন প্রয়োজন? কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বপ্ন ও সামর্থ্য আলাদা আলাদা। কোন যোদ্ধার নিজস্ব সন্তানের এক বিশাল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার মতো প্রতিভা থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে সমাজকে ততটাই নমনীয় হতে হবে যাতে এই ছেলেটি তার নিজের বৃত্তি তার বাবার কর্ম থেকে আলাদা করতে পারে। কোন সমাজে নমনীয়তার ফলে পরিবর্তন সম্ভব হয়, যাতে এর সমস্ত সদস্যেরা নিজেদের ক্ষমতা বুঝে তাদের সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর অবকাশ পায়। আর যদি কোন সমাজের প্রত্যেকটি লোক তার প্রকৃত সামর্থ্যে উপনীত হতে পারে তাহলে সম্পূর্ণ সমাজ ও তার প্রকৃত সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম হবে।'

কিন্তু এর সাথে বিকর্মের কি সম্পর্ক?

'আমি শীঘ্রই মূল প্রসঙ্গে আসবো। শুধু আমার সাথে তাল রেখে চলুন' বললেন পণ্ডিত। 'যদি আমরা এটা মেনে নিই যে নমনীয়তা সকল সমাজের চাবিকাঠি, তবে মাইকা ব্যবস্থার উদ্ভব তা বাস্তবে অর্জনের জন্যই। কোন শিশুই জানেনা যে তাদের পিতামাতার প্রকৃত পেশা কি ছিলো। তাঁদের নিজেদের সহজাত প্রতিভা তাঁদের যা করতে বলছে সে পথে চলার ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন।'

'মানলাম। মাইকা ব্যবস্থা অবিশ্বাস্য রকমের ভালো। একজন *কেবলমাত্র নিজেকেই* তার জীবনে সে যা করেছে তার জন্য দায়ী করতে পারে। অন্য কাউকেই নয়। কিন্তু এতো গেলো নমনীয়তার কথা। স্থায়ীত্বের কি হলো?'

'বন্ধু, স্থায়ীত্ব একজনকে পছন্দের স্বাধীনতা দেয়। লোকেরা স্বপ্নপূরণে তখনই প্রয়াসী হতে পারে যখন তারা এমন এক সমাজে বাস করছে যেখানে বেঁচে থাকাটা দিনগত লড়াইয়ের ফল নয়। যে সমাজে নেই সুরক্ষা, নেই স্থায়ীত্ব, সেখানে কোন বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পী বা প্রতিভাবান লোক থাকতে পারে না। মানুষ সবসময়েই হয় যুদ্ধ করছে বা যুদ্ধের অবস্থায় আছে। পশুর থেকে কোনোভাবেই ভালো অবস্থায় নয়। চিন্তার পরিচর্যা বা স্বপ্নের পথে এগোনোর সুযোগ কোথায়? আমাদের সমাজ গঠনের আগে সব মানুষই এই অবস্থাতেই ছিলো। সভ্যতা খুবই ভঙ্গুর। মনুষ্যত্ব ভুলে জানোয়ারে পরিণত

হওয়ার জন্য আমাদের শুধু কয়েক দশকের বিশৃঙ্খলা চাই। আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলো খুব সহজেই আমাদের মুঠোর মধ্যে নিয়ে ফেলে। আমরা ভুলে যেতে পারি যে আমরা রীতিনীতি সম্পন্ন আইনের অধিকারী সংবেদনশীল প্রাণী।'

'বুঝতে পারছি। আমার দেশের উপজাতিগুলো পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকী তারা আরো ভালোভাবে বাঁচতেও চায় না।'

'নীলকণ্ঠ, তারা জানেনা যে এক উন্নততর জীবন সম্ভব। এ একটানা বিবাদের অভিশাপ। এ আমাদের মানবজীবনের সবচাইতে সুন্দর দিকগুলো ভুলিয়ে দেয়। এর জন্যই সমাজের সবসময়ের জন্য স্থায়ীত্বের দরকার যাতে আমরা পরস্পরকে এমন পরিস্থিতিতে না ফেলি যাতে বাঁচবার জন্য লড়তে হয়।'

'ঠিক আছে। কিন্তু মানুষকে তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিভাকে অর্জন করতে দিলে তা অস্থায়ীত্ব বয়ে আনবে কেন? আসলে তো এটা বরঞ্চ মানুষকে তাঁদের জীবনে আরও সুখী করে তুলবে, এর মাধ্যমে সমাজকে আরও বেশি করে দৃঢ় করে তুলবে।'

'ঠিকই। কিন্তু শুধু আংশিকভাবে। মানুষ তাদের জীবন যখন আরও ভালো করতে চায় তখন সে খুশিই হয়। কিন্তু দুটি অবস্থা আছে যাতে পরিবর্তন বিশৃঙ্খলার পথে নিয়ে যায়। প্রথমত, যখন মানুষ অন্যের আনা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়, তখন সে পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারে না। এর ভয় তাদের কাছে প্রায় মৃত্যু ভয়ের মতোই। যখন পরিবর্তন দ্রুত ঘটতে থাকে তখন তারা তা প্রতিরোধ করে।'

'ঠিক। অন্যের চাপানো পরিবর্তন মেনে নেওয়া কঠিন।'

'আর খুব দ্রুত পরিবর্তন অস্থায়ীত্ব বয়ে আনে। এটাই প্রভু শ্রীরামের জীবনযাত্রার ভিত্তিপ্রস্তর। কিছু আইন আছে যা সমাজকে ধীরগতিতে পরিবর্তিত হতে ও স্থিতিশীল হতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে এটা তার নাগরিকদের তাদের স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করে। তিনি নমনীয়তা ও স্থায়ীত্বের এক আদর্শ ভারসাম্য সৃষ্টি করেছিলেন।'

'আপনি একটা দ্বিতীয় পরিস্থিতির কথা বলছিলেন .....'

'দ্বিতীয়টা হল যখন লোকেরা পরিবর্তন ঘটাতে *পারে না* তখন তারা আয়ত্বের বাইরে থাকা কারণের জন্য তাদের জীবনকে উন্নত করতে চায়। ধরুন কোন এক অসাধারণ যোদ্ধা আছে যে তার চোখ-হাতের সমন্বয় কোন অসুখের ফলে হারিয়েছে। সে এখনও যোদ্ধা, কিন্তু আর অসাধারণ নয়। অসুবিধাটা হল যে সে তখন এটাকে তার প্রতি করা অবিচার হিসাবে ধরে নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সে সম্ভবত তার চিকিৎসক বা সমাজকে দোষারোপ করবে। এইরকম বহু অতৃপ্ত মানুষ সমগ্র সমাজের পক্ষে আশংকার কারণ হতে পড়বে।' সে সম্ভবত তার চিকিৎসক বা সমাজকে দোষারোপ করবে। এই রকম বহু অতৃপ্ত মানুষ সমগ্র সমাজের পক্ষে আশংকার কারণ হতে পারে।

শিব ভুরু কোঁচকালেন। যুক্তিটা তাঁর মনে ধরেনি। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে, বহু বছর আগে পাক্রাতিদের তাঁর খুড়োর দেওয়া শান্তিপ্রস্তাব নাকচ করার পেছনের মূল কারণগুলোর একটা ছিল তাঁদের অসুস্থ বৃদ্ধ দলপতি যে তার অসাধারণ যোদ্ধা হিসাবে পাওয়া প্রাথমিক খ্যাতি বজায় রাখতে চাইছিলো। সে যে গুনদের পরাস্ত করতে পারতো সেই খ্যাতি সে হারাতে চাইছিলো না।

'তাদের সম্মিলিত ক্রোধের ফলে বিদ্রোহের জন্ম হতে পারে, এমনকী হিংসারও', পণ্ডিত বললেন। 'প্রভু শ্রীরাম তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। এবং এর ফলে বিকর্মের ধারণা জন্ম নিয়েছিলো। যদি আপনি কাউকে বিশ্বাস করাতে পারেন যে তার এ জন্মের দুর্ভাগ্য তারই আগের জন্মের পাপের ফল, তবে সে সঠিকভাবে সমাজের উপর রাগে ফেটে না পড়ে নিজেকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়।'

'কিন্তু এটা আমি মানতে পারছি না যে বিকর্মকে একঘরে করে রাখা কাজে দেবে। এটা চাপা রাগকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।'

'কিন্তু তারা একঘরে নয়। তাদের জীবন সরকারের ভর্তুকিতে চলে। তারা পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগও করতে পারে। তারা তাদের পছন্দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জনেও সমর্থিত হয়, তবে কিনা যেসব

ক্ষেত্রে সম্ভব। তারা আত্মরক্ষার্থে লড়াইও করতে পারে। তারা যা করতে পারে না তা হল অন্যকে প্রভাবিত করার মতো অবস্থায় আসতে। হাজার বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলে আসছে। আপনি কি জানেন প্রভু শ্রীরামের এই সাম্রাজ্য সৃষ্টির আগে ভারতে বিদ্রোহ কি রকম হামেশাই হতো? বেশির ক্ষেত্রে বিদ্রোহ এমন দুরদর্শী লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হতো না যারা ভাবতেন যে তারা সাধারণ মানুষের জন্য উন্নততর জীবন সৃষ্টি করতে পারবেন। নিজেদের ভাগ্যের প্রতি অসন্তুষ্ট মানুষদের দ্বারা তারা পরিচালিত হতো। বিকর্মদের লোকেরা খুবই পছন্দ করতো। সাধারণত এইসব বিদ্রোহগুলোর ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো ও শৃঙ্খলার উদ্ধার হতে হতে কয়েক দশক বয়ে যেতো।'

'তাহলে আপনি বলছেন যে, জীবনের প্রতি হতাশায় আচ্ছন্ন যে কোন ব্যক্তি নিজেকে বিকর্ম হওয়ার পথে ছেড়ে দেবে', শিব বললেন। কেন?'

'ব্যাপক অর্থে সমাজের ভালোর জন্য।'

বিস্ময়বিমূঢ় শিব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর সামনে রাখা যুক্তিগুলোকে তিনি বেশ অপছন্দই করছিলেন। 'দুঃখিত। আমি কিন্তু মনে করি যে এই ব্যবস্থা পুরোপুরি অন্যায্য। আমি শুনেছি যে মেলুহার জনসংখ্যার প্রায় কুড়ি ভাগের এক ভাগই বিকর্ম। আপনারা এত জন লোককে চিরকালের জন্য নির্বাসিত করে রাখতে চান? এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।'

'আপনি এর পরিবর্তন করতে পারেন। আপনি নীলকণ্ঠ। কিন্তু মনে রাখবেন কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। প্রভু শ্রীরামের সময় মন্থরা নামে এক মহিলা এমন এক ঘটনা পরম্পরার সূত্রপাত করেছিলো যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়েছিলো। সে নিজের শারীরিক বিকৃতির ফলে ভয়ংকর দুরবস্থা ভোগ করেছিলো। আর পরে নিজেকে এক ক্ষমতাশালী রাণীর উপর প্রভাব বিস্তারের অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলো। এইভাবে সারা সাম্রাজ্যে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলো। কাজেই একজনের মানিয়ে নিতে না পারা দুর্ভাগ্য ব্যাপকভাবে নর সংহারের পথে নিয়ে গেছিলো। যদি এই মানুষটিকে বিকর্ম বলে ঘোষণা করা হত তাহলে কি সবার ভালো হতো না? এর কোনো সহজ উত্তর নেই। হয়তো আপনিই ঠিক। হয়তো এখন বিকর্মের সংখ্যা এত বেড়ে

গেছে যে সমাজ বিশৃংখলার দিকে চলে যেতে পারে। আমারই কি এই সমস্যার সমাধান জানা আছে? না। হয়তো আপনিই তা খুঁজে পাবেন'।

শিব মুখ ঘোরালেন। তিনি অন্তরে বিশ্বাস করেন যে এই বিকর্ম ব্যবস্থা অন্যায্য।

'হে নীলকণ্ঠ, আপনি কি *সকল* বিকর্মের কথাই ভাবছেন'? পণ্ডিত বললেন। 'না কোনো বিশেষ একজনের?'



'প্রভু ওখানে কি করছেন?' জানতে চাইল নন্দী। 'উনি অনেক সময় নিচ্ছেন।'

'আমি জানি না' বীরভদ্র বললো। 'মোটের উপর আমি যা জানি তা হল যদি শিব বলে যে ও কিছু করতে চায়, আমি সেটা মেনে নিই।'

'তুমি প্রভুকে নাম ধরে ডাক কেন?'

'কেননা ওটাই তার নাম।'

এই সাধাসিধে উত্তরে নন্দী হেসে মন্দিরের দিকে ফিরে তাকাল।

'আচ্ছা অধিপতি, আমায় কি বলতে পারেন, বীরভদ্র নন্দীর কাছে সরে এসে বললো, 'কৃত্তিকার কি সব ঠিক হয়ে গেছে?'

'ঠিক হয়ে গেছে?'

'মানে বলতে চাইছি, ও কি ধরাছোঁয়ার বাইরে?' বললো বীরভদ্র।

'ধরাছোঁয়ার বাইরে?'

'আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি', বীরভদ্র লজ্জায় লাল হয়ে বললো।

'ও বিধবা', নন্দী বললো। পনেরো বছর আগে ওর স্বামী মারা গিয়েছেন'।

'ওহো, কি দুঃখের কথা!'

'হ্যাঁ, তাই', বীরভদ্রের দিকে তাকিয়ে হাসলো নন্দী। 'তবে তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলি, 'এই মুহূর্তে, ওর সব ঠিক হয়ে যায়নি।'



'আমি কিছু বলতে পারি?' কৃত্তিকা বললো।

বিস্মিত হয়ে ভুরু কুঁচকে সতী অতিথিশালার জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে কৃত্তিকার দিকে তাকালেন। 'আমি কি তোমাকে কখনো মনের কথা প্রকাশে বাধা দিয়েছি? প্রকৃত সূর্য্যবংশী সবসময় যা ভাবে তাই বলে।'

'বেশ', বললো কৃত্তিকা। 'কখনো সখনো নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোটা ততটা ক্ষতিকারক নাও হতে পারে।'

সতীর ভুরু আরও কুঁচকে গেলো।

সাহস হারানোর আগেই দ্রুত বললো কৃত্তিকা, 'ওনার নীলকণ্ঠ হওয়ার কথা ভুলে যান। শুধু একজন মানুষ হিসাবেও আমার মনে হয় আমার দেখা সেরাদের মধ্যে উনি একজন। উনি বিচক্ষণ, সাহসী, হাসিখুশি, দয়ালু আর আপনাদের পায়ের তলার এই মাটিকে উনি শ্রদ্ধা করেন। এটা কি সত্যিই এতটাই খারাপ?'

সতী কটমট করে কৃত্তিকার দিকে চাইলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে কৃত্তিকার কথায় তিনি বিচলিত হচ্ছিলেন নাকি তার নিজের অভিজ্ঞতায় যা আপাতভাবে একেবারে স্পষ্ট।

কৃত্তিকা বলে চললো, 'হতেও তো পারে, হয়তো নিয়ম ভাঙাটা সুখের পথেও নিয়ে যেতে পারে।'

'আমি একজন সূর্য্যবংশী' সতী আলোচনায় ইতি টানলেন। নিয়মই আমার *সব।* সুখের সাথে আমার কি? এ বিষয়ে আমাকে বলার সাহস আর কখনো করো না!'



'হ্যাঁ, একজন বিশেষ বিকর্ম আছেন', শিব মেনে নিলেন। 'কিন্তু এই জন্যই আমি বিকর্ম ব্যবস্থাকে অন্যায্য ভাবছি তা নয়।'

'তা আমি জানি', বললেন পণ্ডিত। 'কিন্তু এও জানি যে এই মুহূর্তে

আপনাকে যা বিচলিত করে তুলেছে তা সেই বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক। শুধু তাঁকে পাওয়ার জন্যেই আপনি এই নিয়মের পরিবর্তন করছেন, ন্যায্য হলেও সেটা সতী ভাবুন এ আপনি চাইছেন না। কেননা সতী যদি তা বিশ্বাস করেন, তা হলে তিনি কখনোই আপনার কাছে আসবেন না'।

'আপনি কি করে ওঁর নাম জানলেন?' স্তম্ভিত শিব জানতে চাইলেন।

'বন্ধু, আমরা অনেক কিছুই জানি।'

'ওঁকে ছাড়া আমার পুরো জীবনটাই অর্থহীন।'

'জানি', হাসলেন পণ্ডিত। 'হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি'।

শিব ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। এটা অপ্রত্যাশিত।

'আপনি চান যে উনি আপনার ভালোবাসায় সাড়া দিন। কিন্তু যখন আপনি ওনাকে বুঝতে পর্যন্ত পারছেন না তখন কিভাবে উনি তা করবেন?'

'আমার মনে হয় আমি ওকে বুঝতে পারি। আমি ওকে ভালোবাসি।'

'আপনি ওনাকে ভালোবাসেন ঠিকই। কিন্তু ওনাকে বুঝতে পারেন না। আপনি জানেন না উনি কি চান।'

শিব চুপ করে রইলেন। তিনি জানতেন পণ্ডিত ঠিকই ধরেছেন। সতীকে নিয়ে তিনি পুরোপুরি বিভ্রান্ত।

উনি যা চান তা অনুমানের একটা ঝুঁকি। 'আদান-প্রদানের তত্ত্বের সাহায্যে আপনি নিতে পারেন', পণ্ডিত বলে চললেন।

'কি?' শিব ঘাবড়ে গেলেন।

'এটা সমাজের কাঠামো গড়ে তোলে।'

'মাপ করবেন, এর সাথে সতীর কি সম্পর্ক?'

'নীলকণ্ঠ, আর কিছুক্ষণ আমাকে সময় দিন' পণ্ডিত বললেন। 'আপনি তো জানেন যে আপনার পরার কাপড় তখনই তৈরি হয় যখন তুলাতন্তুর বুনোটে সম্ভব হয়, ঠিক কিনা?'

'ঠিক', শিব সায় দিলেন।

'একইভাবে আদান-প্রদানগুলো তন্তু, যারা পরস্পরের সাথে বুনোট বেঁধে সমাজ গড়ে তোলে—গড়ে তোলে তার সংস্কৃতি। অথবা কোন লোকের ক্ষেত্রে গড়ে তোলে তার চরিত্র।'

শিব মাথা নাড়লেন।

'আপনি যদি কোন কাপড়ের শক্তি পরীক্ষা করতে চান, তবে আপনাকে তার বুনোটের মান যাচাই করতে হবে। যদি আপনি কোন ব্যক্তির চরিত্র অনুধাবন করতে চান তবে তার অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার ও আদান-প্রদানের প্রকৃতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন।'

'ঠিক আছে', পণ্ডিতের কথা হজম করতে করতে ধীরে ধীরে বললেন শিব। 'কিন্তু আদান-প্রদান ....'

'বুঝিয়ে বলছি', পণ্ডিত থামিয়ে দিলেন। 'আদান-প্রদান হল দুই ব্যক্তির মধ্যের পারস্পরিক ক্রিয়া। এটা জিনিসপত্রের ব্যবসা হতে পারে, যেমন এক শুদ্র চাষী এক বৈশ্যকে অর্থের বদলে দানাশস্য আদান-প্রদানের প্রস্তাব দিতে পারে। কিন্তু জড়বস্তু জড়িত বিষয়ের বাইরেও এই আদান-প্রদান ঘটতে পারে। যেমন ক্ষত্রিয় ক্ষমতার বদলে সমাজকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারে।'

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'আদান-প্রদানের অর্থ দেওয়া-নেওয়া।'

'একদম ঠিক। তাহলে এই যুক্তি ধরে চললে, যদি আপনি কারোর থেকে কিছু চান তাহলে সে যা চায় আপনাকে তাকে তা দিতে হবে।'

'তাহলে ও কি চায় বলে আপনার মনে হয়?' শিব জানতে চাইলেন।

'সতীর আদান-প্রদানের ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করুন। উনি কি চান বলে আপনার মনে হয়?'

'জানি না। ওর ব্যাপার স্যাপার খুবই গোলমেলে।'

'না উনি নন। এর একটা বাঁধাধরা ছাঁদ আছে। ভেবে দেখুন। উনি সম্ভবত ইতিহাসের সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বিকর্ম। চাইলে প্রতিবাদ করার শক্তি ওনার আছে। ওনার আছে ঠিকই কারণ উনি কখনোই কোন যুদ্ধ থেকে পিছু হটেননি। কিন্তু বিকর্ম নিয়মের বিরুদ্ধে উনি প্রতিবাদ করেন নি। আবার অন্যান্য

বেশিরভাগ বিকর্মের মতো উনি নেপথ্যে মিলিয়ে গিয়ে অজ্ঞাতে জীবনযাপনও করেননি। অনুশাসন মেনে চলা সত্ত্বেও উনি ঘ্যানঘ্যান করেননি বা অন্যদের কাছে অভিযোগ জানাননি। জীবন ওনারসাথে যতই অন্যায্য ব্যবহার করুক না কেন উনি সবসময়েই সম্মানের সাথে চলেছেন। কেন?'

'নীতিনিষ্ঠ মানুষ বলে কি?'

'সেটা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই কারণ নয়। মনে রাখবেন, কোন আদান-প্রদানে আপনি কিছু দেন কেননা পরিবর্তে কিছু আশাও করেন। অন্য কাউকে অপরাধী বোধ করানোর চেষ্টা না করিয়ে উনি এক অন্যায্য আইন মেনে নিয়েছেন। এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হল যে তাঁর প্রতিভাকে কিন্তু সমাজের কল্যাণের জন্যে যখনই সম্ভব তিনি কাজে লাগিয়ে চলেছেন। যিনি সমাজের সাথে তাঁর আদান-প্রদানে এত কিছু দিচ্ছেন তিনি বিনিময়ে কি চান বলে আপনার মনে হয়?'

'সম্মান', শিব বলে উঠলেন।

'একদম তাই!' আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন পণ্ডিত। 'এবং যখন এইরকম কোন মানুষকে রক্ষার চেষ্টা আপনি করেন তখন আপনি কি করছেন বলে আপনার মনে হয়?'

'তাঁকে অসম্মানিত করছি।'

'পুরোপুরি ঠিক। আমি জানি প্রয়োজনে উপস্থিত কোন ভালো মানুষের রক্ষা করতে চাওয়াটা আপনার স্বভাবজাত। কিন্তু সতীর ক্ষেত্রে এই ভাব আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ওনাকে সম্মানজানান। এবং উনি আপনার প্রতি অদম্য টান অনুভব করবেন। যারা তাঁকে ভালোবাসে তাদের থেকে উনি অনেক কিছুই পান। পান না যা তিনি সবচাইতে বেশি করে চান—সম্মান।'

'শিব কৃতজ্ঞ হাসির সাথে পণ্ডিতের দিকে চাইলেন। তিনি তাঁর উত্তর পেয়ে গেছেন।

সম্মান।



সপ্তাহ দুই পরে নীলকণ্ঠের বাহিনী সিন্ধু ও পশ্চিম সমুদ্রের সংগমস্থলে করচপ বন্দরে পৌঁছালো। ঝকঝকে এই নগরটি যে সমতল ক্ষেত্রের উপর তৈরি হয়েছিল, তার থেকে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় সমতল ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল আরও জাঁকজমকের সাথে। তাও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। দ্বিতীয় সমতল ক্ষেত্রে থাকতো করচপর অভিজাতরা। নগরপাল ছিলেন এক ছোটখাটো চেহারার বৈশ্য। নাম ঝুলেশ্বর। তিনি শুনতে পেয়ে নীলকণ্ঠকে অভ্যর্থনা জানাতে শহরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। শুরু করলেন এক নতুন প্রথার।

এক লক্ষ নাগরিকসমেত করচপ ভেতরে ভেতরে কিন্তু এক প্রান্তিক বাণিজ্য নগর। কাজেই একশত বছর আগে এক বৈশ্যকে এর নগরপাল হিসাবে নিযুক্ত করাটা সম্রাট দক্ষের পিতা প্রভু ব্রহ্মনায়কের এক দুরদৃষ্টিসম্পন্ন কাজ ছিলো। ঝুলেশ্বর অসাধারণ দক্ষতার সাথে নগর শাসন করছিলেন। নগরের ভাগ্যকে মুড়ে দিয়েছিলেন সোনায়। আজ পর্যন্ত যতজন ছিলো তার মধ্যে তাঁকেই সবচাইতে বিচক্ষণ ও দক্ষ নগরপাল হিসাবে ধরা হতো। বাণিজ্য প্রধান শহর হওয়ার ক্ষেত্রে করচপ বহু পূর্বেই পূর্বপ্রান্তের নগর লোথালকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। মেসোপটেমীয় ও ইজিপ্টবাসীদের মতো বিদেশীরা এই উন্মুক্ত শহরে প্রবেশাধিকার পেলেও স্পষ্ট, সম্রাটের অনুমতি ছাড়া আর ভেতরে ভ্রমণের জন্য ঢুকতে পারতো না।

করচপতে প্রথম দিনেই বেড়ানোর জন্য ঝুলেশ্বর নীলকণ্ঠকে পথ দেখিয়ে পশ্চিম সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেলেন। আগে কখনো সমুদ্র না দেখা শিব জলের প্রায় অসীম বিস্তারে চমৎকৃত হলেন। তিনি বন্দরে বহু ঘন্টা কাটালেন ও ঝুলেশ্বর গর্বের সাথে করচপ বন্দরের সাথে যুক্ত জাহাজ তৈরির জায়গায় তৈরি হওয়া বিভিন্ন ধরনের নৌকা ও জলযান ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। বৃহস্পতি তাদের সঙ্গে বন্দরে আমদানী হওয়া জিনিসগুলো যাচাই করতে গেলেন যা তিনি মেসোপটেমীয় ব্যবসায়ীদের থেকে আশা করছিলেন।

শিবের জন্য আয়োজিত নৈশভোজে ঝুলেশ্বর গর্বের সাথে ঘোষণা করলেন যে পরের দিনই সরকার আয়োজিত এক যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রভু বরুণ ও প্রবাদপ্রতিম জমজ অশ্বিনীকুমারদের প্রসাদ আনুকূল্যে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে শিবের সম্মানার্থে। অশ্বিনীকুমারেরা বিখ্যাত প্রাচীন সমুদ্রভ্রমণকারী যাঁরা মেলুহা থেকে মেসোপটেমীয়া ও তা ছাড়িয়ে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের দেখানো পথ, মানচিত্র ও গল্প সমুদ্রভ্রমণকারীদের শহরের জ্ঞান ও প্রেরণার উৎস।

ভোজনের পর শিব সতী ও কৃত্তিকার ঘরে গেলেন।

'আমি ভাবছিলাম কি', শিব সতর্কভাবে বলছিলেন যেহেতু সতী আবার তাঁর সাথে লৌকিকতায় ফিরে গেছেন। 'তুমি কি কাল যজ্ঞে আসছো?'

'আমি দুঃখিত, প্রভু নীলকণ্ঠ', সতী সম্মান জানিয়ে বললেন। 'হয়তো আমার পক্ষে অনুষ্ঠানটায় যাওয়া সম্ভব হবে না। এই জাতীয় যজ্ঞে আমার থাকার অধিকার নেই।

শিব প্রায় বলতে যাচ্ছিলেন, যে যেহেতু তিনি নীলকণ্ঠের সঙ্গে যাচ্ছেন তার যাওয়ায় কেউই আপত্তি তুলবেন না। কিন্তু ভাবলেন, থাক। 'হয়তো কাল আমরা কিছুটা নাচ অভ্যাস করতে পারি। কবে যে শেষ নাচের পাঠ নিয়েছি মনেই পড়ছে না।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। বহুদিন আপনার কাছে শিক্ষার সুযোগ আমিও পাইনি', বললেন সতী।

শিব কোনোরকমের আনন্দ ছাড়াই সতীর দিকে ফিরে ঘাড় নাড়লেন। তাঁদের সম্পর্কের শিথিলতা তাঁকে ব্যথা দিচ্ছিলো। বিদায় জানিয়ে তিনি যাওয়ার জন্য ফিরলেন।

কৃত্তিকা সতীর দিকে চেয়ে অগোচরে মাথা নাড়লেন।



অধ্যায় ১৫

অগ্নি পরীক্ষা

ছোট্ট ছেলেটি ছাগল চলার সরু ধুলোভরা পথ দিয়ে চলছিলো। ছুঁচালো পাথরগুলো এড়াতে তার পশমের কাপড়ের মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে চলছিলো সে। ঘন, ভিজে, জঙ্গল রাস্তার উপর ভীতিপ্রদভাবে ঝুঁকে এসেছিলো। সরু পথের দুধারের গাছের সারির ওপারে দেখা ছিল দুঃসাধ্য। এই ঘন পাতাঝাড়ের মধ্যে কিছু ভয়ংকর দানব যেন ওঁৎ পেতে বসে আছে যাতে সে গতি কমালেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে ব্যাপারে ছেলেটি নিশ্চিত ছিলো। তার গ্রাম তখন আর মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ। পাহাড়ের ওপারে সূর্য দ্রুত ডুবছে। দানবেরা অন্ধকার ভালোবাসে একথা তাকে বাগে না আনতে পারলে মা ও ঠাকুমা বারবার বলতো। গুরুজন কারোর সঙ্গ সে একান্তভাবেই চাইছিলো—দৈত্যেরা যে বড়দের বিরক্ত করে না ।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার একটা অদ্ভুত শব্দে তার হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্য যেন থেমে গেলো। পেছন থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় সে সঙ্গে সঙ্গে ছোট তলোয়ারটা টেনে বার করলো। তার বন্ধুরা জঙ্গলের দানবদের সম্বন্ধে বহু গল্প শুনেছে। ভীতুগুলো কখনোই সামনাসামনি আক্রমণ করে না।

সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শব্দটার দিকনির্ণয়ের চেষ্টা করলো। এই অদ্ভুত ফিরে ফিরে আসা ছন্দটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। তার মনে হল এ যেন সে আগেও শুনেছে। নিঃশ্বাসের শব্দটার সঙ্গে আবার একটা ঘড়ঘড়ে পুরুষকণ্ঠ যোগ দিয়েছে। না এতো দানব নয়! ছেলেটি তার বন্ধুদের চুপিসাড়ে এগিয়ে হাসাহাসি করতে শুনেছে কিন্তু কখনো নিজের চোখে কাজটা দেখেনি। এইবার তার সুযোগ!

পাশে তলোয়ার ঝুলিয়ে সে চুপিসাড়ে পাতাঝাড়ের মধ্যে ঢুকলো। শব্দের উৎস খুঁজতে তাকে বেশি দূর যেতে হলো না। একটা ছোট ফাঁকা জায়গা থেকে আওয়াজটা আসছে। গাছের গুঁড়ির পেছনে লুকিয়ে সে উঁকি মারলো।

একটা জুটি। তারা যেন তাড়াতাড়িতে আছে। এমনকী তারা কাপড়ও পুরোপুড়ি ছাড়েনি। লোকটার গায়ে অস্বাভাবিক রকমের লোম—প্রায় ভালুকের মতো। এদিক থেকে ছেলেটি তার পেছন দিকটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিলো। মেয়েটার সামনেটা ছিল তার চোখের সামনে। সে ছিল অত্যাশ্চর্য রকমের সুন্দরী! ঢেউ খেলানো লম্বা ঝকঝকে কেশরাশি। কিছুটা ছেঁড়া উর্ধাঙ্গের বস্ত্র থেকে উঁকি দিচ্ছিল সুডোল বক্ষদেশ। পাশবিক মৈথুনে ফুটে উঠেছে দাগড়া দাগড়া লাল গভীর ক্ষতচিহ্ন। ফালি ফালি কাপড় সরে গিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে সুকুমার টানা টানা পা গুলি। ছেলেটি কল্পনাতীত রকমের উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। তার প্রিয় বন্ধু ভদ্রকে এ ব্যাপারটা শোনানোর জন্য তার তর সইছিলো না।

দৃশ্যটা উপভোগ করতে করতে তার অস্বস্তি বাড়ছিলো। কোথাও একটা গোলমাল রয়েছে। লোকটা চূড়ান্ত রকমের উত্তেজিত হলেও মেয়েটার তো কোনরকম প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ছে না—প্রায় মড়ার মতোই। দুপাশে হাত দুটো নির্জীবভাবে পড়ে আছে। মুখ শক্তভাবে বন্ধ। তার প্রেমিকের কানে কোনরকমের উৎসাহব্যঞ্জক ফিসফিস করে সে বলছে না তো। তার চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের ধারা কি সত্যিই ভাবোচ্ছ্বাস? নাকি তাকে জোর করা হচ্ছে? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? লোকটার ছুরি তো মেয়েটার নাগালের মধ্যেই পড়ে। সে চাইলেই তা তুলে লোকটার পিঠে বিঁধিয়ে দিতে পারে।

ছেলেটি মাথা ঝাঁকালো। সে তার বিবেককে চুপ করানোর চেষ্টা করলো। 'চুপ করে আমায় দেখতে দাও।'

তারপরই এলো সেই মুহূর্ত যা তাকে বাকি সারাটা জীবন ধরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। হঠাৎ করে মেয়েটির চোখ পড়লো তার ওপর।

***'বাঁচাও!'** আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটি 'দয়া করো!'*

ছেলেটি চমকে উঠে পিছিয়ে গেলো। হাত থেকে খসে পড়লো তলোয়ার। কাকে মেয়েটি ডাকছে দেখতে ফিরলো লোমশ দানবটা। ছেলেটি ঝটপট

তলোয়ারটা তুলে পালাতে শুরু করলো। পায়ের বরফ ক্ষতর প্রচণ্ড যন্ত্রণা উপেক্ষা করে দৌড়ালো সে। লোকটা তাকে তাড়া করেছে এই চিন্তায় সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। লোকটার ঘন ঘন ফেলা নিঃশ্বাস তার কানে আসছিলো।

ছেলেটি সেই ছাগল চরা রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে প্রাণপণে গ্রামের দিকে দৌড়ালো। এখনো সে সেই ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো। প্রতি মুহূর্তে তা যেন আরও কাছে এগিয়ে আসছিলো। ছেলেটি ঝটিতে বাঁদিকে ঘুরে পড়ে বোঁ করে ঘুরেই সনসনিয়ে তার তলোয়ার চালালো।

সেখানে কেউ নেই। নেই সেই ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দও। শুধু আছে আতংকিত মেয়েটির আকুল মিনতি।

'বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

ছোট্ট ছেলেটি পেছন ফিরলো। সেই হতভাগ্য মেয়েটি।

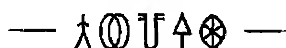
'ফিরে যাও! তাকে সাহায্য করো!' তার অন্তরাত্মা বলে উঠলো।

সে মুহূর্তকাল দোনামনা করলো। তার পরেই ঘুরে পড়ে গ্রামের দিকে দৌড়ালো।

না! ফিরে যাও! তাকে সাহায্য কর!

শিব ঘামতে ঘামতে জেগে উঠলেন। তাঁর বুক ধড়ফড় করছিলো। বেপরোয়া ভাবে সেই ভয়ংকর দিনটিতে ফিরতে চেয়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘুরলেন। নিজের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আর সম্ভব নয়। মেয়েটির আতঙ্কিত মুখ বারবার ঘুরেফিরে আসছিলো। মনে গেঁথে যাওয়া ছবি কি করে চোখ বন্ধ করে এড়াবে তুমি?

হাঁটু দুখানা টেনে তুলে তার উপর হাত রাখলেন তিনি। তারপর তা করলেন একমাত্র যেটা তাকে রেহাই দিতে পারে। কেঁদে ফেললেন তিনি।



দ্বিতীয় সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত চতুর্ভূজাকার একটা জায়গায় যজ্ঞবেদী বানানো হয়েছিলো করচপয় কিন্তু এই অনুষ্ঠান মেলুহার মতো

স্বাভাবিক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান রইলো না। প্রান্তিক নগরটি উৎসবস্থলকে তাক লাগানো রঙে রাঙিয়ে তুলেছিলো। চত্বরটা রাঙানো হয়েছিলো উজ্জ্বল সোনালী রঙে। ফুলে সাজানো রঙিন খুঁটিতে, বাঁধা হয়েছিলো *সামিয়ানা* বা কাপড়ের আচ্ছাদন। সূর্য্যবংশীয় প্রতীক অঙ্কিত লাল ও নীল নিশান অনেক খুঁটি থেকে ঝুলছিলো। পুরো আবহাওয়াটা ছিল আড়ম্বর ও জাঁকজমকের।

বেদীর পুরোভাগে ঝুলেশ্বর শিবকে অভ্যর্থনা জানালেন ও যজ্ঞের সামনে তাঁর আসনের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। নগরপালের বারবার করা অনুরোধে অনুষ্ঠানের সময়ে শিব তার গলবন্ধ সরিয়ে রাখলেন। শিবের ডানদিকে বসলেন পর্বতেশ্বর ও বৃহস্পতি, বামে ঝুলেশ্বর ও আয়ুর্বতী। নন্দী ও বীরভদ্রও শিবের পেছনে বসবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলো। প্রথাগত না হলেও ঝুলেশ্বর শিবের অনুরোধে রাজী হয়েছিলেন। বহুজাতি অধ্যুষিত প্রান্তিক এই নগরের শাসনকর্তা ঝুলেশ্বর বিশ্বাস করতেন যে উপযোগিতা অনুসারে মেলুহার কঠোর আইনকে কিছুটা নমনীয় করাই যায়। তাঁর উন্মুক্ত মানসিকতা করচপকে বিভিন্ন ধরনের লোকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলো—করে তুলেছিলো জিনিসপত্র, কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনার আদানপ্রদানের কেন্দ্রস্থল।

কেন্দ্রস্থলের চতুর্ভূজাকার জায়গাটা থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত সতীর ঝুল বারান্দার দিকে চাইলেন শিব। যজ্ঞ চলাকালীন যজ্ঞবেদীতে পা রাখার অনুমতি না পেলেও নিরাপদ দূরত্বে থাকা তাঁর কক্ষ থেকে যজ্ঞের কার্যপদ্ধতি দেখার অনুমতি সতী পেয়েছিলেন। শিব তাঁকে দেখলেন ঝুল বারান্দার পেছনে কৃত্তিকার পাশে দাঁড়িয়ে যজ্ঞের কার্যপদ্ধতি দেখছেন।

এই জাতীয় যজ্ঞের আগে প্রথামতো পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন, 'এখানে কারোর যদি এই যজ্ঞে কোন আপত্তি থাকে, অনুগ্রহ করে এখনি বলুন। নচেৎ চিরকালের মতো আর কিছু বলবেন না।'

এটা ছিল শুধুই একটা প্রথাগত প্রশ্ন, আসলে যার উত্তরের আশা করা হয় না। কাজেই একজন যখন জোরে বলে উঠলো 'আমি আপত্তি জানাচ্ছি', তখন একটা সম্মিলিত গুঞ্জন জেগে উঠলো।

গলাটা কার তা বুঝতে কারোর তাকানোর দরকার হলো না। এটা তারকের গলা। সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমের চূড়ান্ত গোঁড়া এলাকা থেকে আসা অভিবাসী সে। করচপতে আসা থেকেই তারক এই 'অধঃপতিত পাপের শহরের' নৈতিক রক্ষাকর্তার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলো।

কার আপত্তি আছে দেখতে ঘাড় ঘোরালেন শিব। সতীর ঝুলবারান্দার একদম কাছাকাছি পূজা বেদীর প্রান্তে তারককে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন শিব। দৈত্যাকার লোকটার বিশাল ভুঁড়ি। খনি শ্রমিকের মতো ফুলে ওঠা পেশীবহুল হাত। সুন্দর মুখে জীবনভর লড়াইয়ের ক্ষতচিহ্ন। রীতিমতো ভয়ংকর চেহারা। তার তাবিজের দিকে না তাকিয়েই বোঝা যায় যে তারক ক্ষত্রিয়। সৈন্যবাহিনীর নিচের সারিতে কাজ করে সে জীবন চালায়।

বিরক্ত ঝুলেশ্বর কটমট করে তারকের দিকে চাইলেন। 'এবার আবার কি হলো? সাজসজ্জায় চন্দ্রবংশীয় সাদা রঙ যে আমরা ব্যবহার করিনি এবার তো তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে কি তুমি ভাবছ যে অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য জলের উষ্ণতা বেদের ঠিক করা উষ্ণতার মতো নয়?'

জনতা গজগজ করছিলো। পর্বতেশ্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝুলেশ্বরের দিকে চাইলেন। বেদ প্রসঙ্গে অবহেলাভরে কথা বলার জন্য তিনি নগরপালকে ধমক দিতে যাবেন এমন সময় তারক মুখ খুললো। 'আইন বলে যে যজ্ঞবেদীতে কোন বিকর্মের থাকার অধিকার নেই।'

'ঠিকই, যদি না তুমি বিকর্ম বলে ঘোষিত হয়ে থাক, তবে তো আমার মনে হয় না যে ওই আইন লঙঘন করা হয়েছে', বললেন ঝুলেশ্বর।

'হ্যাঁ, হয়েছে!'

বিস্ময়সূচক ফিসফিসানিতে জায়গাটা ভরে গেলো। ঝুলেশ্বর হাত তুললেন।

'তারক, এখানে কোন বিকর্ম নেই। এখন দয়া করে বোসো।' ঝুলেশ্বর বললেন।

'সম্রাটকুমারী সতী তার উপস্থিতির দ্বারা যজ্ঞকে দূষিত করছেন।'

শিব ও পর্বতেশ্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারকের দিকে তাকালেন। জমায়েতের

বাকীদের মতোই ঝুলেশ্বরও তারকের বক্তব্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'তারক, তুমি বড্ড বাড় বেড়েছো। যজ্ঞের নিয়ম মেনে রাজকুমারী সতী অতিথিশালার ভেতরেই আছেন। যজ্ঞবেদীতে তিনি উপস্থিত নন। এবার চাবুক খাবার আগে ভালোয় ভালোয় বসে পড়ো।'

'কি অপরাধে আমাকে চাবুক মারবেন, নগরপাল ?' চেঁচিয়ে উঠলো তারক। 'আইনের পাশে দাঁড়ানো মেলুহাতে অপরাধ নয়।'

'কিন্তু আইন তো ভাঙা হয়নি।'

'হ্যাঁ, হয়েছে। আইনের শব্দগুলো হুবহু ধরলে তাতে বলা হয়েছে যে যজ্ঞ চলাকালীন কোন বিকর্মই একই চত্বরে থাকতে পারবে না। শহরের দ্বিতীয় চত্বরে যজ্ঞ চলছে। একই চত্বরে উপস্থিত থেকে রাজকুমারী যজ্ঞকে দূষিত করছেন।'

পারিভাষিক দিক থেকে দেখলে তারকই ঠিক। অধিকাংশ লোকই এই আইনের ব্যাখ্যা করে যে কোন বিকর্ম, প্রার্থনা অনুষ্ঠানের বেদীতে থাকতে পারবে না। যাইহোক যেহেতু অন্যান্য শহরের মতো করচপও একটাই সমতলের উপরে তৈরি, আইনের কঠোর ব্যাখ্যার অর্থ সতী দ্বিতীয় সমতলের কোথাও থাকতে পারবেন না। যজ্ঞকে নিয়মানুগ করতে হলে তাঁকে শহরের অন্য সমতলে যেতে অথবা নগরের প্রাচীরের বাইরে যেতে হবে।

ঝুলেশ্বর তারকের আপত্তির নীতিগত যথার্থতায় মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তিনি যাহোক তাহোক ভাবে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন। 'আরে ছেড়ে দাও তারক। তুমি একটু বেশিই নীতিবাদী হয়ে পড়ছো। আমার তো মনে হয় ব্যাখ্যাটা বড্ড বেশি কড়া হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবছি ....'

'না ঝুলেশ্বরজী' জমায়েতের মধ্যে দিয়ে একটা গলা জোরে গমগম করে উঠলো।

শব্দটা কোথা থেকে এলো দেখতে সকলেই ঘুরলো। ঝুলবারান্দা থেকে নেমে আসা সতী বলে চললেন 'নগরপাল, আপনাকে বিরক্ত করার অপরাধ মার্জনা করবেন।' আনুষ্ঠানিক ভাবে নমস্কার জানালেন সতী। 'তারকের আইনগত ব্যাখ্যা কিন্তু সঠিক। যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

আমি, আমার লোকজন এখনই নগর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তৃতীয় প্রহরের শুরুতে আমরা ফিরবো। আশা করি ততক্ষণে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে।'

শিব সজোরে হাত মুঠো করলেন। তারকের ঘাড় মুচড়ে দেওয়ার জন্য তাঁর হাত নিশপিশ করছিলো। অতিমানবিক প্রচেষ্টায় নিজেকে সামলালেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সতী কৃত্তিকা ও পাঁচ ব্যক্তিগত দেহরক্ষী সমেত অতিথিশালার বাইরে বেরিয়ে এলেন। সতীকে সঙ্গদানের জন্য উঠে পড়া নন্দী ও বীরভদ্রের দিকে ঘুরে দেখলেন শিব। শিব যে শহরের বাইরে সতীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য তাদের চান তা তারা বুঝতে পেরেছিল।

'আপনি যে নিজের থেকে বুঝতে পারলেন না এটাই বিরক্তিকর' ক্রোধভরে তারক সতীকে বললো। 'কি ধরনের সম্রাটকুমারী আপনি। আইনকে আপনি সম্মান করেন না?'

সতী তারকের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ সংযত। তিনি কোন বিতর্কে ঢুকতে না চেয়ে তাঁর দেহরক্ষীর অশ্ব প্রস্তুত করা অবধি চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'আমি তো বুঝতেই পারি না যে নীলকণ্ঠর ভ্রাম্যমান বাহিনীর সাথে এক বিকর্ম মহিলা কি করছে। সে পুরো যাত্রাটাই দূষিত করছে', গজরাচ্ছিল তারক।

'যথেষ্ট হয়েছে!' শিব মাঝখানে বলে উঠলেন। 'সম্রাটকুমারী সতী সম্মানের সাথে চলে যাচ্ছেন। এখনি তোমার গালিগালাজ বন্ধ কর।'

'না, করবো না!' চেঁচিয়ে উঠলো তারক। 'কি ধরনের নেতা আপনি? আপনি প্রভু শ্রীরামের নিয়মে প্রশ্ন তুলছেন।'

'তারক।' ঝুলেশ্বর গর্জে উঠলেন। 'নিয়মের প্রশ্ন তোলার অধিকার প্রভু নীলকণ্ঠের আছে। জীবনের প্রতি মায়া দয়া থাকলে ওনার কর্তৃত্বকে অস্বীকার কোরো না।'

'আমি একজন মেলুহী' চেঁচাল তারক। 'যে কোন আইনভঙ্গকারীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করার অধিকার আমার আছে। একজন সাধারণ *ধোপা* পর্যন্ত প্রভু রামের প্রতি অভিযোগ তুলেছিলো। তিনি লোকটির অভিযোগ

স্বীকার করে নিয়ে পত্নীকে ত্যাগ করেছিলেন। এটাই তাঁর মহত্ব। আমি নীলকণ্ঠকে প্রভু শ্রীরামের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলবো।'

'তারক, যথেষ্ট হয়েছে,' ফেটে পড়লেন সতী।

পুরো জমায়েত তারকের মন্তব্যে বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সতী নয়। তাঁর ভেতরে সপাং করে কিছু একটা আছড়ালো। বহুদিন ধরে বহু অপমান তিনি সহ্য করেছেন—এবং সম্মানের সাথেই করেছেন। কিন্তু এইবার এই লোকটি শিবকে অপমান করেছে। তাঁর শিব—অবশেষে নিজের কাছে স্বীকার করলেন তিনি।

'আমি অগ্নি পরীক্ষার অধিকার আহ্বান করছি।' সামলে উঠে বললেন সতী।

স্তম্ভিত দর্শককূল নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। *আগুনের পরীক্ষা!*

প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিলো। অগ্নি পরীক্ষা হল মৃত্যু অব্দি দ্বন্দ্বযুদ্ধ যা একজন প্রতিযোগীকে কোন অন্যায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বদলার সুযোগ দেয়। আগুনের বৃত্তের মধ্যে লড়াইটা চলে বলে এর নাম অগ্নি পরীক্ষা। যতক্ষণ না একজন মারা যায় বা হার স্বীকার করে, প্রতিযোগীদের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। আজকাল অগ্নিপরীক্ষা প্রায় বিরল হয়ে পড়েছে। আর কোন মহিলার এই অধিকার আহ্বান তো প্রায় শোনাই যায় না।

'দেবী, এর কোনো প্রয়োজন নাই', মিনতি করলেন ঝুলেশ্বর। তাঁর প্রজাদের মতোই তিনিও ভয় পেয়েছিলেন যে হয়তো এই শহরেই সম্রাটকুমারী সতীর প্রাণ যাবে। দৈত্যাকার তারক তাকে হত্যা করবে। সম্রাটের ভয়ংকর ক্রোধের সৃষ্টি হবে। তারকের দিকে ফিরে ঝুলেশ্বর আদেশ দিলেন 'তুমি এই আহ্বান গ্রহণ করছো না।'

'কাপুরুষ নাম কুড়োনোর জন্য?'

'তুমি তোমার বীরত্ব জাহির করতে চাও?' এতক্ষণে পর্বতেশ্বর মুখ খুললেন। 'তবে আমার সাথে লড়বে এসো। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমি সতীর

প্রতিনিধি হিসাবে লড়বো।'

'পিতৃতূল্য, শুধুমাত্র আমারই প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার আছে,' পর্বতেশ্বরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে *'পিতার মতো'* বলে সম্মান জানিয়ে বললেন সতী। তারকের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আমি কোন প্রতিনিধি নিয়োগ করছি না। তুমি আমার সাথে লড়বে।'

'তুমি এমন কিছু করবে না তারক' বৃহস্পতি এইবার আপত্তি জানালেন।

'তারক, তোমার লড়াই না করার একটাই কারণ হতে পারে যে তুমি মরতে ভয় পাচ্ছো।' শিব বললেন।

তাঁর কথায় চমকে প্রত্যেকটি লোক নীলকণ্ঠের দিকে ঘুরলো। সতীর দিকে ফিরে শিব বলে চললেন, 'করচপর নাগরিকেরা, আমি সম্রাটকুমারীকে লড়াই করতে দেখেছি। তিনি যে কাউকে হারাতে সক্ষম। এমনকী দেবতাদেরও'।

সতীও চমকে শিবের দিকে তাকিয়েছিলেন।

'আমি এই আহ্বান স্বীকার করছি', গরগর করে বললো তারক।

'তাঁর সাদা ঘোড়ায় চড়ে বিদায় নিতে নিতে সতী তারকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। চতুর্ভূর্জাকার চত্বরটার প্রান্তে পৌছে তিনি তাঁর ঘোড়া থামিয়ে আরেকবার শিবের দিকে তাকালেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে তিনি ঘুরলেন ও স্থান ত্যাগ করলেন।



তৃতীয় প্রহরের শুরুতে শিব ও বৃহস্পতি চুপিচুপি লুকিয়ে স্থানীয় ব্যায়ামগারে ঢুকে তারককে দুই সঙ্গীর সাথে দেহচর্চা করতে দেখলেন। সে দিনের যজ্ঞ মাটি হয়ে গিয়েছিলো। পরের দিন রাজকুমারীর মৃত্যুর ভয়ে ভীত সকলের কেউই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চায়নি। যাইহোক, যজ্ঞ যেহেতু আহ্বান করা হয়েছে তখন তা সম্পন্ন করতেই হবে। নয়তো দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। জমায়েত রীতি মেনে চলার পর যজ্ঞ শেষের ঘোষণা করা হয়েছিলো।

দুর্ভাগা প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর করা তারকের মার্কামারা ভয়ংকর আঘাতে বৃহস্পতি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এক তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে এলেন। 'আজ রাতেই আমি ওকে হত্যা করবো। কাল উনি মরবেন না।'

স্তম্ভিত শিব অবিশ্বাসের সাথে প্রধান বৈজ্ঞানিকের দিকে ঘুরলেন। 'বৃহস্পতি? কি বলছো তুমি?'

'সতীর মতো মহৎ একজনের এমন ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া উচিৎ নয়। ওনার জন্য আমার জীবন ও সম্মান ত্যাগে আমি প্রস্তুত আছি।'

'কিন্তু তুমি একজন ব্রাহ্মণ। হত্যা তো তোমার কাজ নয়।'

'তোমার জন্য আমি তা করবো,' আবেগতাড়িত বৃহস্পতি ফিসফিসিয়ে বললেন। 'বন্ধু, ওনাকে তুমি হারাবে না।'

শিব কাছে এগিয়ে বৃহস্পতিকে জড়িয়ে ধরলেন। 'নিজের আত্মাকে দূষিত করো না বন্ধু। আমি এত বড় ত্যাগের যোগ্য নই।'

বৃহস্পতি শিবকে জড়িয়ে রাখলেন।

পিছু হটে ফিসফিস করে শিব বললেন, 'আর তাছাড়া, তোমার আত্মবলিদানের প্রয়োজন নেই। কারণ সূর্য পূবে ওঠে এটা যেমন নিশ্চিত, সতী আগামীকাল তারককে পরাস্ত করবে এটাও ততটাই নিশ্চিত।'



তৃতীয় প্রহরের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সতী অতিথিশালায় ফিরে এলেন। তিনি তার ঘরে উঠে না গিয়ে নন্দী ও বীরভদ্রকে মূল আঙিনায় ডেকে আনলেন ও তার তলোয়ার বের করে তাদের সাথে অনুশীলন শুরু করলেন।

সামান্য পরেই পর্বতেশ্বর ঢুকলেন। তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। সতীর সাথে এই যে তার শেষবারের মতো কথা হতে পারে সেই ভয় তার অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। তিনি অনুশীলন থামিয়ে তরোয়াল খাপে ভরলেন ও সম্মানের সাথে হাত জড়ো করে নমস্কার জানালেন। ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'পিতৃতুল্য'।

পর্বতেশ্বর সতীর কাছে সরে এলেন। তাঁর মুখ শোকে জর্জরিত। তিনি কাঁদছিলেন বলেই মনে হলো সতীর। যদিও নিশ্চিত ছিলেন না। কখনো তিনি তাঁর পর্বতেশ্বরের নির্ভীক চোখে জলের লেশমাত্রও দেখেননি। 'সোনা আমার' বিড়বিড় করে উঠলেন তিনি।

'আমার যা ঠিক মনে হয়েছে আমি তাই করছি' বললেন সতী। 'আমি খুশি'।

পর্বতেশ্বর কিছু বলার মতো জোর পাচ্ছিলেন না। এক মুহূর্তের জন্য তিনি তারককে রাতেই হত্যার কথা ভাবলেন। কিন্তু তা বেআইনি হবে।

তক্ষুণি ঢুকলেন শিব ও বৃহস্পতি। পর্বতেশ্বরের মুখ লক্ষ্য করলেন শিব। এই প্রথম তিনি সেনাপ্রধানের মুখে কোন দুর্বলতার চিহ্ন দেখলেন। পর্বতেশ্বরের দূর্দশা বুঝলেও সতীর উপর তার প্রভাব তাঁর পছন্দ হচ্ছিলো না।

'দেরী হওয়ার জন্য দুঃখিত।' আনন্দের সাথে বলে উঠলেন শিব।

প্রত্যেকেই তাঁর দিকে ঘুরে তাকালেন।

'আসলে আমি আর বৃহস্পতি প্রভু বরুণের মন্দিরে তারকের জন্য প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম।' শিব বললেন। 'তাঁর আত্মার অন্য জগতে যাত্রা যেন আরামদায়ক হয়, সেই প্রার্থনা করলাম আমরা।'

সতী হো হো করে হেসে উঠলেন। সঙ্গে আঙিনায় উপস্থিত বাকীরাও।

'ভদ্র, এই অনুশীলনে তুই সঠিক প্রতিপক্ষ নোস।' বললেন শিব। 'তুই বড্ড দ্রুত নড়াচড়া করিস। নন্দী তুমি সম্রাটকুমারীর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নাম। আর তোমার ক্ষিপ্রতা সামলাও।'

সতীর দিকে ফিরে শিব বলে চললেন, 'আমি তারককে অনুশীলন করতে দেখেছি।' ওর প্রহারের জোর প্রচণ্ড। কিন্তু প্রহারের জোর ওর গতি কমিয়ে দেয়। ওর শক্তিকে ওরই দুর্বলতায় বদলে নাও। ওর নড়াচড়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করো তোমার ক্ষিপ্রতা।'

প্রত্যেকটি শব্দ গ্রহণ করে সতী মাথা নাড়লেন। তিনি নন্দীর সাথে অভ্যাস আবার শুরু করলেন। নন্দীর আস্তে আস্তে নড়াচড়ার থেকে তুলনামূলকভাবে

বেশি দ্রুতগতির ফলে অবশেষে মারণ প্রহার দিতে তিনি সক্ষম হলেন।

হঠাৎ শিবের মাথায় এক মতলব খেলে গেলো। নন্দীকে থামতে বলে তিনি সতীর কাছে জানতে চাইলেন, 'লড়াইয়ের অস্ত্র বাছার স্বাধীনতা কি তোমার আছে?'

'হ্যাঁ। আহ্বান যেহেতু আমিই জানিয়েছি, তাই এই বিশেষ সুবিধা আমার আছে।'

'তাহলে ছুরি বেছে নাও। ওটা যেমন ওর প্রহারের পাল্লা কমাবে তেমনই তুমিও যথেষ্ট দ্রুত এগোতে ও হটতে পারবে।'

'দারুণ।' পর্বতেশ্বরও একেবারে একমত। বৃহস্পতিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

সতী তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মতি জানালেন। সেই মুহূর্তে দুখানা ছুরি নিয়ে বীরভদ্রের উদয় হলো। একটা নন্দীকে দিয়ে অন্যটা শিব সতীর হাতে দিয়ে বললেন, 'অনুশীলন কর দেবী।'



বৃত্তাকার রঙ্গভূমির কেন্দ্রে দণ্ডায়মান সতী ও তারক। এ করচপর বিশালাকার প্রধান রঙ্গভূমি নয়। মেসোপটেমীয় অভিবাসীদের সমবেত যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠানের জন্য মূল রঙ্গভূমির পাশেই এই রঙ্গভূমি তৈরি করা হয়েছিল। অগ্নিপরীক্ষার জন্য যতটা মূল ঘেরা জায়গার বিস্তৃতি প্রয়োজন ঠিক ততটাই। অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে সহজেই দূরে থাকার মতো বড়োও নয় আবার লড়াই তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার মতো ততটা ছোটও না। জমির চারপাশেই আসন ছিলো। তার গ্রহণক্ষমতা ছিলো কুড়ি হাজার যার পুরোটাই গত পাঁচশো বছরের মধ্যে করচপর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখতে ভরে গিয়েছিলো।

প্রত্যেকে প্রার্থনা করছিলেন পিতৃপুরুষ মনু এমন কিছু চমৎকার করুন যাতে সম্রাটকুমারী সতীর জয় হয়। কিংবা অন্ততঃ জীবনটা থাকে। সতী ও তারক উভয়েই উভয়কে আনুষ্ঠানিক নমস্কার জানালেন। মুখে উচ্চারিত হলো সম্মানের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রাচীন প্রতিজ্ঞা। তারপর মূল আসনের

উপরে থাকা বরুণদেবের মূর্তির সামনে তারা মাথা নোয়ালেন। জল ও সমুদ্রের দেবতাদের কাছে আশীর্বাদ চাইলেন। ঝুলেশ্বর বরুণদেবের আসন সম্মানিত মূর্তির তলায় স্থান শিবের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। নগরপাল বসলেন শিবের বামে। আয়ুর্বতী ও কৃত্তিকা আবার তাঁর বামে। বৃহস্পতি ও পর্বতেশ্বর বসলেন শিবের ডানে। নন্দী ও বীরভদ্র তাদের নিজেদের চেনা জায়গায় ছিলেন—শিবের পেছনে। আগের দিনই এক বার্তাবহ পক্ষী দ্বন্দ্বযুদ্ধের খবর বয়ে নিয়ে গেছে দক্ষের কাছে। যাইহোক প্রত্যুত্তর আশা করার মতো পর্যাপ্ত সময় নেই।

অবশেষে, ঝুলেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপারে বিচলিত হলেও তাকে সমাহিত দেখাচ্ছিলো। রীতি অনুযায়ী তিনি হাত মুঠো করে বুকের কাছে তুলে ধরে গর্জে উঠলেন *'সত্য! ধর্ম! মান!'*

রঙ্গভূমির বাকি অংশেও সহমতের ধ্বনি উঠলো, *'সত্য! ধর্ম! মান।'*

তারক ও সতীও প্রতিধ্বনি তুললেন *'সত্য! ধর্ম! মান!'*

ঝুলেশ্বর রঙ্গভূমি রক্ষকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ায় সে আনুষ্ঠানিক তৈল প্রদীপে পবিত্র অগ্নি সংযোগ করলো। প্রদীপের উগরানো আগুন চলকে পড়লো তৈল প্রণালীতে। মূল ভূমির গণ্ডি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। পরীক্ষামঞ্চ প্রস্তুত।

ঝুলেশ্বর শিবের দিকে ঘুরলেন 'প্রভু, দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরুর নির্দেশ দিন'।

শিব সতীর দিকে ফিরে হাসলেন। সে হাসি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন, 'অগ্নিদেবের এই বিশোধক আগুনে সর্বদাই সত্যের জয় অনিবার্য হবে!'

তারক ও সতী সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ছুরি বের করলেন। অধিকাংশ প্রথাগত যোদ্ধার মতোই তারক তার ছুরি সামনে ধরে ছিল। সে তার শক্তির সাথে মানানসই পরিকল্পনা বেছে নিয়েছিলো। সামনে ছুরি ধরাটা তাকে সতী কাছে এলেই আঘাতের সুযোগ করে দিয়েছিলো। সে খুব বেশি নড়াচড়া না করে তার সামনে সতীকে নড়াচড়ার সুযোগ দিচ্ছিলো।

যুদ্ধের সকল সময় জানা রীতি ভেঙে তার ছুরি পেছনে ধরেছিলেন সতী।

তার প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ক্রমাগত এহাত ওহাত করছিলেন তাঁর ছুরি। উদ্দেশ্য ছিল তার আক্রমণের দিক সম্বন্ধে তারককে ধাঁধায় ফেলা। অন্যদিকে তারক বাজপাখীর মতো সতীর নড়াচড়ায় লক্ষ্য রাখছিলো। ছুরি এখন তার ডান হাতে।

হঠাৎ সতী বাঁ দিকে ঝাঁপালেন। তারক কিন্তু স্থির। সে জানে ছুরি তাঁর ডান হাতে। বাঁদিকে সরাটা ছলমাত্র। ছুরি চালাতে তাকে ডানদিকে সরতেই হবে। প্রত্যাশামতোই সতীও ঝটিটি ডানে সরে ছুরি বসানোর জন্যে হাত উঁচু করলেন। তারক প্রস্তুত ছিলো। দ্রুত তার ছুরি বাঁ হাতে চালান করে সে তীব্রবেগে ছুরি চালালো। সতীর দেহ বরাবর চিরে গেলো। গভীর ক্ষত না হলেও বেদনাদায়ক তো মনে হয়ই। দর্শক মণ্ডল থেকে এক সম্মিলিত হতাশার ধ্বনি উঠলো।

সতীর আগের অবস্থায় পিছিয়ে গেলেন। তিনি আবার ছুরি পেছনে ধরে এহাত ওহাত করতে লাগলেন। তারক তার হাতের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলো। এখন ছুরি তাঁর বাঁ হাতে। তিনি তার প্রত্যাশামতোই ডান দিকে সরলেন। সে চুপচাপ তাঁর হঠাৎ বাঁ দিকে ঝাঁপানোর অপেক্ষায় ছিলো। তিনি তাই করলেন। নড়ার সময়ে তাঁর বাঁ হাত দোলালেন। তাঁর ক্ষতি করার মতো কাছাকাছি আসার আগেই তারক আঘাত হানলো। সে বেপরোয়া ভাবে চালিয়ে তাঁর বাম কাঁধে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলো। সতী ঝটিতি পিছু হটলেন। দর্শকরা আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠলো। কেউ কেউ চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলো। তারা আর তাকাতে পারছিলো না। কেউ কেউ ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করছিলো। যদি এটাই পরিণতি হয় তবে ধীরে যন্ত্রণাদায়ক ভাবে না হয়ে দ্রুত হোক।

'কি করছেন উনি?' আতঙ্কিত বৃহস্পতি ফিসফিস করে শিবকে বললেন। 'এরকম বেপরোয়াভাবে আক্রমণ শানাচ্ছেন কেন?'

শিব বৃহস্পতির দিকে ঘুরে তাকালেন। পর্বতেশ্বরের মুখও তাঁর চোখে পড়লো। তার মুখে অবাক করা হলেও প্রশংসার ছাপ। বৃহস্পতি না বুঝলেও তিনি কিন্তু কি চলছে জানতেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের দিকে ফিরে তাকিয়ে শিব ফিসফিস করে বললেন, 'ও ফাঁদ পাতছে।'

কেন্দ্রে সতী তখনও ছুরি তার পেছনে দুহাতে বদলাচ্ছেন। তিনি তার ডান থেকে বাঁয়ে সরার ভান করলেন। কিন্তু এবার আর ছুরির হাত বদলালেন না। তিনি বাঁ হাত মুড়লেন। হালকা ঢিলেভাবে ডান হাতে ছুরি ধরে রাখলেন।

তারক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সতীকে দেখছিলো। সে তো নিশ্চিত যে সতীর রক্ত ঝরিয়ে তিলে তিলে সে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। তার বিশ্বাস ছিলো যে ছুরি তাঁর বাম হাতে। সে তাঁর ডান দিকে ও তার পরে বাম দিকে সরাটা আশা করেছিলো এবং তিনিও সেইভাবে দ্রুতভাবে বাঁক নিলেন। তাঁর বাঁ হাতের এগোনো আশা করে সে ডান হাত চালালো। সতী নিখুঁতভাবে এক পাক ঘুরে গেলেন। বিস্মিত তারকের প্রতিক্রিয়ার পূর্বেই সতী ডানদিকে ঝাঁপিয়ে তারকের বুকে হিংস্রভাবে তাঁর ডান হাত বসিয়ে দিলেন। ছুরি তারকের ফুসফুস ফুঁড়ে চলে গিয়েছিলো। আঘাতের ঝটকা তারককে নিশ্চল করে দিয়েছিলো। তার মুখ থেকে রক্ত চলকে উঠলো। সে ছুরি ফেলে পেছনে টলতে টলতে সরলো। সতী নির্মমভাবে চাপ বজায় রেখে ছুরিটা বাঁট অব্দি গভীরে ঢুকিয়ে দিলেন।

তারক টলমল করতে করতে নিশ্চল অচেতনভাবে মাটিতে পড়ে গেলো। পুরো রঙ্গভূমি থমকে গিয়েছিলো। সতীর মুখে দেবীমাতার ক্রোধ খেলে যাচ্ছিলো। পঁচাশি বছরের চাপা ক্রোধ সেই মুহূর্তে উপরে ঠেলে উঠেছে। যতটা সম্ভব ক্ষতির উদ্দেশ্যে আস্তে আস্তে মুচড়াতে মুচড়াতে ছুরি টেনে বার করলেন তিনি। তারকের মুখ থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। তারককে শেষ করার জন্য তাঁকে আর শুধু ছুরিটা হৃদপিণ্ডে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তক্ষুনি হঠাৎ তাঁর মধ্যে শান্তিময় অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। ঠিক যেন কেউ তাঁর মধ্যেকার নেতিবাচক শক্তি টেনে নিলো। তিনি সিংহাসনে আসীন দুষ্টের বিনাশকারী শিবের দিকে ফিরে চাইলেন। মুখে হালকা হাসি।

তারকের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'তোমায় আমি ক্ষমা করলাম'।

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো রঙ্গভূমি। এমনকী যদি প্রভু বরুণও নিজের হাতে এই যুদ্ধ লিখতেন, তাহলেও তা এতটা নিখুঁতভাবে শেষ হতো না। যা

যা সূর্য্যবংশীদের প্রিয় তার সবই এতে আছে। চাপের মুখে অবিচলতা অথচ মর্যাদাপূর্ণ বিজয়।

সতী ছুরি তুলে গর্জে উঠলেন, 'জয় শ্রীরাম।'

সম্পূর্ণ রঙ্গভূমিও পুনরাবৃত্তি করলো, 'জয় শ্রীরাম'।

সতী শিবের দিকে ফিরে আরেকবার গর্জে উঠলেন, 'জয় শ্রীরাম!'

'জয় ....' শিবের গলায় শব্দগুলি জড়িয়ে গিয়েছিলো।

এ সময়ে পুরোটা না বললেও প্রভু কিছু মনে করবেন না।

তাঁর ভালোবাসার নারীকে চোখের জল না দেখানোর জন্যে শিব সতীর থেকে মুখ ঘোরালেন। নিজের সংযম পুনরুদ্ধার করে তিনি আনন্দোজ্জ্বল মুখে তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন। সতী শিবের দিকে চেয়ে থাকলেন। শিবের শ্রদ্ধা দেখে তাঁর বহুদিনের সুপ্ত আবেগ উথলে উঠছিলো। যখন তিনি আর তা সামলাতে পারলেন না, চোখ বুজে ফেললেন।



অধ্যায় ১৬

সূর্য ও পৃথিবী

সে রাত্রে করচপতে এক স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠান হল। সম্রাটকুমারী বিপন্মুক্ত হয়েছিলেন। অসহ্য তারক পরাজিত হয়েছে। করচপর অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করতো যে তার নিজের মাও নিশ্চয়ই এই বেয়াদব জ্ঞানদাতাকে অপছন্দ করতো। এই উদারমনা নগরেও তার কোন সমর্থক ছিলো না। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধেরও নিয়ম আছে। কাজেই যে মুহূর্তে সতী তারককে ক্ষমা করলেন চিকিৎসকদল তাকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে ছুটলেন। তার প্রাণ বাঁচাতে শল্যচিকিৎসকদের ছয় ঘন্টা লড়তে হয়েছিলো। শহরবাসীর বিরাগ ঘটিয়ে তাঁরা সাফল্য লাভ করেছিলেন।

'আপনি কি সূর্য ও পৃথিবী সংক্রান্ত কবিতাটা শুনেছেন?' সতী শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন।

যখন ভেতরে উত্তাল জনতার স্রোত ঢুকছে তখন তারা নগরপালের প্রাসাদের ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে।

'না', মুখে মোহময় হাসি এনে শিব সতীর আরও খানিকটা কাছে সরে এলেন'। 'তবে শুনতে ভালো লাগবে।'

'আপাতভাবে পৃথিবী কখনো সখনো সূর্যের কাছাকাছি আসার কথা ভাবে,' বললেন সতী। 'কিন্তু তাতো আর সে পারে না। সে এতটাই সাধারণ আর সূর্য্যের উজ্জ্বলতা এতটাই দগ্ধকারক যে সে যদি কাছে আসে তো ধ্বংস অনিবার্য।'

কি হবে এবার?

'আমি তা মানছি না', বললেন শিব। 'আমার তো মনে হয় পৃথিবী যতক্ষণ তার কাছাকাছি আছে ততক্ষণ সে জ্বলে। পৃথিবীর অনুপস্থিতিতে তার অস্তিত্বের কোন প্রয়োজনই নেই।'

'সূর্যের অস্তিত্ব শুধুমাত্র পৃথিবীর জন্য নয়। সৌর জগতের সমস্ত গ্রহের জন্যই তার অস্তিত্ব।'

'কার জন্য সে বাঁচতে চাইবে তা বাছার অধিকারও কি সত্যিই সূর্য্যের নেই?'

'না' শিবের দিকে, বেদনাক্লিষ্ট মুখে তাকিয়ে, সতী বললেন। 'যে মুহূর্তে সে সূর্য হয় সেই মুহূর্তে তার কর্তব্য আরও উপরে চলে যায়। সে শুধু নিজের জন্যে বাঁচে না। সে বাঁচে সকলের মহত্তর কল্যাণের জন্য। তার জাজ্জ্বল্যতাই সৌরব্যবস্থার চালিকাশক্তি। আর পৃথিবীর যদি কোনরকম দায়িত্ববোধের চেতনা থাকে তবে সে এই তাল নষ্ট করার মতো কিছুই করবে না।'

'আর সূর্যের কি করা উচিত?' জানতে চাইলেন শিব। ক্রোধ ও ব্যথার প্রকাশ তখন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। 'সে সারা জীবন জুড়েই শুধু জ্বলে চলবে? দূর থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে?'

'পৃথিবী তো আর কোথাও চলে যাচ্ছে না। সূর্য আর পৃথিবী একটা মধুর বন্ধুত্বও উপভোগ করতে পারে। কিন্তু এর বেশি কিছু নিয়মের বাইরে। এটা অন্যদের স্বার্থের পরিপন্থী।'

ক্রোধে শিব সতীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উত্তর দিকে চাইলেন পবিত্র হ্রদের থেকে সান্ত্বনা আহরণের জন্য। কিছু না পেয়ে আকাশের দিকে চাইলেন, সেইসব দেবতার দিকে যাদের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই।

ধ্যাত্তেরি!

তাঁর শক্তিশালী মুঠি ঝুলবারান্দার বেষ্টনীর উপর সজোরে পড়লো। কয়েকটা ইঁট খসে পড়লো। তিনি ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন।

— ⚹ —

নগর প্রাচীরের বাইরে, এক জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় সামান্য কয়েকজন কিছু সৈন্য শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছিলো। সামান্য দূরে দুজন আচ্ছাদিত মানুষ বিশাল পাথরের উপরে বসে আছেন। বাহিনীর অধিপতি ওই দুজনের পাশে সতর্কভাবে পাথরের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বিশ্বাসই করতে পারছিলো না যে স্বয়ং রাণীর পাশেই সে দাঁড়িয়ে। এই সুযোগ তাকে বিহ্বল করে তুলেছিলো।

আচ্ছাদিতদের মধ্যে একজন অধিপতিকে কাছে আসার জন্য হাত তুলে ইশারা করলো। তার কবজিতে এক চামড়ার তাবিজ। তাতে ধারালো ওঁ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। 'বিশ্বদ্যুম্ন, তুমি কি নিশ্চিত যে এইখানে তার সাথে আমাদের দেখা করার কথা? তার প্রায় ঘন্টাখানেক দেরী হচ্ছে।'

'হ্যাঁ প্রভু,' বিশ্বদ্যুম্ন বিচলিতভাবে উত্তর দিলো। 'ঠিক এইখানেই সে আমাকে বলেছিলো সে আসবে।'

অন্য আচ্ছাদিত মানুষটি ঘুরে কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় মহিলাকণ্ঠে বলে উঠলেন— যে কণ্ঠস্বরের কথা বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয়। 'ওই লোকটি কিনা নাগাদের রাণীকে অপেক্ষায় রেখেছে।' অন্য আচ্ছাদিত লোকটির দিকে ঘুরে তিনি বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে তুমি পুরোটাই বিস্তারিত ভাবে ছকে ফেলেছো। আশা করি এই ভয়ংকর জায়গায় আসাটা জলে যাবে না।

অন্য আচ্ছাদিত লোকটি তার পেশীবহুল হাত তুলে রাণীকে ধৈর্য্য ধরতে বললো। 'মহারাণী, ধৈর্য্য ধরুন। এই লোকটিই হল চাবিকাঠি যার জন্য আমরা সূর্য্যবংশীদের এমন ঘা দিয়েছি যা তারা কোনোদিন ভুলতে পারবে না।'

'আপাতভাবে, গতকাল নগরে সম্রাটকুমারী ও একটি লোকের মধ্যে অগ্নিপরীক্ষার লড়াই হয়েছে', স্থানীয় সংবাদ সম্পর্কে সে অবগত আছে সেটা রাণীকে জানিয়ে প্রভাবিত করতে হঠাৎই বলে উঠল বিশ্বদ্যুম্ন। 'বিশদ বিবরণ আমার কাছে নেই। আমি শুধু আশা করছি যে আমাদের লোকটি আবার যেন এর মধ্যে জড়িয়ে না গিয়ে থাকে।'

রাণী এক ঝটকায় অন্য আচ্ছাদিত লোকটির দিকে ঘুরলেন। তারপর বিশ্বদ্যুম্নের দিকে ফিরে বললেন, 'অন্য সৈনিকদের সাথে অপেক্ষা কর।'

বিশ্বদ্যুম্ন আঁচ করল যে সে এমন কিছু বলে ফেলেছে যা বলা উচিত ছিল না। সে তার প্রভুর কঠোর দৃষ্টির সামনে পড়ে লাঞ্ছিত হওয়ার আগে পেছনে সরে গেলো। প্রশিক্ষণালয়ে এই জন্যেই তাকে বলা হয়েছিল যে উত্তম সৈনিকেরা কখনোই তাদের কাছে জানতে না চাইলে কথা বলে না।

'সে এখানে?' রাগ না চাপা গলায় রাণী জানতে চাইলেন। অন্য আচ্ছাদিত পুরুষটি মাথা নাড়লো।

'আমার মনে হয় আমি তোমাকে এই বিষয়টা ভুলে যেতে বলেছিলাম, কঠোরভাবে বললেন রাণী। এই অনুসন্ধানে কিছু পাওয়ার নেই। তুমি কি বোঝ যে মন্দার পর্বতে তোমার আক্রমণ তাদের মনে সন্দেহ জাগাতে পারে যে তাদের মাঝে আমাদের চর আছে?' পুরুষটি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে মুখ তুললো।

'তুমি কি তার জন্যই এখানে এসেছিলে?'

'না, মহারাণী। গভীর শ্রদ্ধাসূচক গলায় বলে উঠলো আচ্ছাদিত পুরুষটি। এটাই সেই জায়গা যেখানে সে আমাদের সাথে দেখা করবে বলেছিলো।'

রাণী হাত বাড়িয়ে কোমলভাবে পুরুষটির কাঁধ চাপড়ালেন। 'লক্ষ্যে অবিচল থাক, বাছা,' কোমলভাবে বললেন রাণী। 'যদি আমরা এটা ঘটাতে পারি, চিরকালের জন্য এটা আমাদের সবচাইতে বড় জয় হবে। তুমি এক্ষুণি যা বললে—আমরা এমন আঘাত হানবো যা কাটিয়ে ওঠা ওদের কাছে ভয়ানক কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

পুরুষটি মাথা নাড়লো।

তাঁর হাত টেনে নিয়ে নিজের কালো পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাণী বলে চললেন, 'অথচ ওর প্রতি এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে আছ, যে এমন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছ যা তোমায় মানায় না। তুমি কি জান যে ওই লোকটা পরিষ্কারভাবে বলে পাঠিয়েছে যে ওকে যেন স্পর্শ না করা হয়? অন্যথায় চুক্তি বাতিল।'

আচ্ছাদিত পুরুষটি রাণীর দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকলো। 'কি করে আপনি

'বাছা, আমি নাগাদের রাণী,' মাঝখানে বলে উঠলেন। 'দাবার ছকে আমার গুটি কিন্তু একটা নয়।'

মন্দার পর্বতে তার বোকার মতো আচরণে লজ্জিত হয়ে আচ্ছাদিত পুরুষটি রাণীর দিকে চেয়ে থাকলো। রাণীর পরের কথাগুলো তার লজ্জা আরও বাড়িয়ে তুললো। 'তুমি বিস্ময়কর সব ভুল করছো বাপু। চিরকালের সেরা নাগা হওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে। তা নষ্ট করো না।'

'আচ্ছা মহারাণী।'

রাণীকে আশ্বস্ত মনে হলো।

তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় আমরা একা থাকলে তুমি আমাকে *মাসী* বলেও ডাকতে পারো। যতই হোক আমি *তোমার মায়ের বোন।'*

'অবশ্যই।' আচ্ছাদিত পুরুষটির চাহনিতে হাসির আভাস দেখা গেল 'যেমন তুমি বলবে মাসী।'



অগ্নিপরীক্ষার পর দু সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। সতী পরবর্তী স্থানে যাত্রা করার পক্ষে যথেষ্টই সেরে উঠেছেন। শিব, বৃহস্পতি ও পর্বতেশ্বর অতিথিশালায় শিবের কক্ষে একসাথে বসেছিলেন।

'তাহলে সবাই সহমত' বললেন পর্বতেশ্বর। 'আমি এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু করার আয়োজন করে ফেলি। ততদিনে সতীর পুরোপুরি সেরে ওঠা উচিত।'

শিব সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় এই পরিকল্পনাটা ঠিকঠাকই আছে।'

'পর্বতেশ্বর আমি আর এগোচ্ছিনা,' বললেন বৃহস্পতি।

'কেন ?' জানতে চাইলেন পর্বতেশ্বর।

'আসলে আমি যে নতুন রাসায়নিকগুলো চেয়ে পাঠিয়েছিলাম সেগুলো এসে গিয়েছে। এই চালানী জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ভাবছি মন্দার পর্বতে ফিরে

গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু করবো। আমরা যদি ঠিকঠাক করে উঠতে পারি, তবে সোমরসের জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ এক লাফে অনেকটা কমে যাবে।'

শিব মলিন হেসে বললেন, 'বন্ধু তোমায় ছাড়া খালি খালি লাগবে।'

'তোমাকে ছাড়া আমারও' বললেন বৃহস্পতি। 'কিন্তু আমি তো আর দেশ ছেড়ে যাচ্ছি না। যাত্রা শেষ হলে মন্দার পর্বতে চলে এসো। আমাদের এলাকার কাছাকাছি অরণ্যের সৌন্দর্য তোমায় ঘুরিয়ে দেখাবো।'

'ঠিক আছে।' শিব হাসলেন। 'হয়তো তোমার বৈজ্ঞানিক কলাকুশলতা প্রকাশ করে আমার এই নীল গলার কিছু গ্রহণযোগ্য কারণও তুলে ধরতে পারবে।'

বৃহস্পতি ও শিব দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়লেন। পর্বতেশ্বর এই ব্যক্তিগত রসিকতা বুঝতে না পেরে নম্রভাবে তাকিয়ে রইলেন।

'বৃহস্পতি, শুধু একটা ব্যাপার' বলে উঠলেন পর্বতেশ্বর। 'এই ভ্রমণকারী দলের থেকে কোন সৈন্য সরানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি নগরপাল ঝুলেশ্বরকে ফিরতি পথে তোমার সঙ্গে থাকার জন্য কিছু সেনা পাঠাতে বলবো।'

'ধন্যবাদ পর্বতেশ্বর। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ঠিকঠাকই যেতে পারবো। কোন আতঙ্কবাদী কেন আমায় গুরুত্ব দেবে ?'

'গতকালই মোহন জো দারো থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরেই এক গ্রামে আবার সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে।' পর্বতেশ্বর জানালেন। 'পুরো মন্দিরটাই ধ্বংস হয়ে গেছে আর সমস্ত ব্রাহ্মণরা মারা পড়েছেন।'

'আবারও', রেগে গিয়ে শিব বলে উঠলেন। 'এ মাসের এটা তৃতীয় আক্রমণ!'

'হ্যাঁ' সম্মতি জানালেন পর্বতেশ্বর। 'ওরা সাহস পেয়ে যাচ্ছে। এবং যেমন হয়ে থাকে পেছনে থাকা সৈন্যরা প্রকৃত লড়াইয়ের জন্যে এসে পৌঁছানোর আগেই ওরা হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।'

শিব মুঠি শক্ত করলেন। এইসব সন্ত্রাস বাদী হামলার জবাব যে কিভাবে দেওয়া যায় তা তাঁর মাথায় আসছিলো না। যেহেতু এর পরের আঘাতটা তারা কোথায় হানবে তা কারোরই জানা নেই তাই তাদের জন্যে প্রস্তুত থাকার পথও নেই। চন্দ্রবংশীদের দেশ স্বদ্বীপ আক্রমণই কি এসব থামানোর একমাত্র পথ? শিবের ভেতরের তোলপাড় বুঝতে পেরে বৃহস্পতি চুপ করে রইলেন। তিনি জানতেন যে এর কোন সহজ সমাধান নেই।

শিবের দিকে তাকিয়ে পর্বতেশ্বর বলে চললেন, 'আমি আমার লোকেদের যাত্রার আয়োজন করতে বলছি। রাত্রে খাওয়ার সময় দেখা করবো। মনে তো হয় শেষপর্যন্ত সতীও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারবে। নন্দী ও বীরভদ্রকেও আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার নির্দেশ পাঠাচ্ছি। ওদের সঙ্গ যে আপনার ভালো লাগে তা আমি জানি।'

পর্বতেশ্বরের এই অস্বাভাবিক বিচক্ষণতায় শিবকে অবাক দেখালো। 'ধন্যবাদ, পর্বতেশ্বর। আপনার এই কাজের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু মনে হয় আজ রাতে কৃত্তিকা, নন্দী ও বীরভদ্র বাঁশীর অনুষ্ঠান শুনতে যাবে। বীরভদ্র পাগলতো এমন কী কিছু মণিমুক্তোও জোগাড় করে ফেলেছে যাতে নন্দীর পাশে তাকে দেশী ভূতের মতো না লাগে!'

পর্বতেশ্বর মৃদু হাসলেন।

'তাহলেও আপনার সাথে খেতে ভালোই লাগবে', বললেন শিব।

'ধন্যবাদ', পর্বতেশ্বর উঠতে উঠতে বললেন। কয়েক পা গিয়েই তিনি থমকে ঘুরলেন। নিজের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বিড়বিড় করে বললেন, 'শিব!'

'বলুন?' শিব বলে উঠলেন।

'আমার মনে হয় আপনাকে এটা জানানোই হয়নি,' পর্বতেশ্বর অস্বস্তির সাথে বললেন। 'কিন্তু সতীকে তার অগ্নিপরীক্ষায় সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার স্বচ্ছ চিন্তাই জয় এনে দিয়েছে।'

'আরে না, না, এতো ওরই চমৎকারিত্ব,' শিব বললেন।

'তাতো বটেই', বললেন পর্বতেশ্বর। কিন্তু ওকে চমৎকারিত্ব দেখানোর জন্যে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও পরিকল্পনা আপনিই যুগিয়েছেন। এমন যদি

এই পৃথিবীকে কেউ থাকে যার প্রতি আমার টান কর্তব্যের গন্ডির বাইরে তবে সে হল সতী। তাকে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

'আরে ঠিক আছে,' হাসলেন শিব। কথাবার্তা আরও চালিয়ে পর্বতেশ্বরকে আরও অস্বস্তিতে না ফেলার মতো বুদ্ধি তাঁর ছিলো।

পর্বতেশ্বর হেসে হাত জড়ো করে নমস্কার জানালেন।

দেশজুড়ে চলা 'নীলকণ্ঠের উন্মাদনা'য় গা না ভাসালেও তিনি শিবকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিলেন। পর্বতেশ্বরের সম্মান কুড়োনোর সুদূর পথে শিব সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেনাপতি ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চলে যাওয়া পর্বতেশ্বরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বৃহস্পতি বলে উঠলেন, 'উনি মানুষ হিসাবে মন্দ নন। তবে একটু বদমেজাজী, এই যা। তবে আমার দেখা সেরা সৎ সূর্য্যবংশীদের মধ্যে উনি একজন। প্রভু শ্রীরামের প্রকৃত অনুগামী। আশা করি ওর বলা বদমেজাজী কথাগুলোয় তুমি মন খারাপ করোনি।'

'না হে,' জানালেন শিব। 'সত্যি বলতে কি, পর্বতেশ্বরের সম্বন্ধে আমি খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করি। উনি এমন এক মানুষ যার শ্রদ্ধা আদায় করতে আমি নিশ্চয়ই চাইবো।'

শিবের মহৎ হৃদয়ের আরেক নিদর্শণ দেখে বৃহস্পতি হাসলেন। কাছে সরে এসে বললেন, 'তুমি সত্যিই ভালো মানুষ।'

প্রত্যুত্তরে শিবের মুখেও হাসি ফুটলো।

'শিব, শেষবার যখন জানতে চেয়েছিলো, তখন উত্তরটা দিইনি', বলে চললেন বৃহস্পতি। 'সততার সাথে বলতে গেলে নীলকণ্ঠের কিংবদন্তিতে আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি। আজও করি না।'

শিবের হাসি আরও চওড়া হলো।

'কিন্তু তোমাতে আমার বিশ্বাস আছে। এই স্থানের পাপশক্তি শুষে নেওয়ার শক্তি যদি কারও থেকে থাকে তা তোমারই আছে। তোমাকে যতখানি সম্ভব

সাহায্য আমি করবো। যতভাবে পারি।'

'বৃহস্পতি যা আমার কখনো ছিলো না তুমি আমার সেই ভাই। আমার যত সাহায্য দরকার শুধুমাত্র তোমার উপস্থিতিই তার সব দিতে পারে।'

এই বলে শিব তাঁর বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন। বৃহস্পতিও ঘনিষ্ঠভাবে শিবকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি এক নব উদ্যমের জোয়ার অনুভব করতে পারছিলেন। তিনি আরও একবার প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁর লক্ষ্য থেকে, কখনোই পিছু হটবেন না। সে যাই হোক না কেন। এ শুধু মেলুহার জন্যই নয়। শিবের জন্যেও বটে। তারই বন্ধুর জন্যে।



সতীর অগ্নিপরীক্ষার তিন সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর ভ্রমণকারী দল করচপ থেকে যাত্রা শুরু করলো। যেমন হয়ে থাকে, তেমনই সাতখানা শকট একই সারিতে চলছিলো। কিন্তু এবারে আর পাঁচখানা নয়। ছটা শকটই ছিলো নকল। শিব সতীর সাথে তৃতীয় শকটে ছিলেন আর তাদেরই সাথে যোগ দিয়েছিলেন পর্বতেশ্বর ও আয়ুর্বতীও। এবারই প্রথম পর্বতেশ্বর শিবের সাথে একই শকটে যাত্রা করছিলেন। কৃত্তিকা শকটে না গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন যে গ্রামের অপরূপ সৌন্দর্য্য তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। নন্দীর বাহিনীতে কৃত্তিকার সাথে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পেরে বীরভদ্র যারপর নাই খুশি হয়েছিলো। করচপ থেকে কয়েকটা মাত্র দিনের যাত্রার মধ্যেই দলটি বিপরীত দিক থেকে দ্রুত আসা এক বিশাল জনতার সামনে পড়ে থমকে গেলো। কি ব্যাপার জানতে পর্বতেশ্বর শকট থেকে বেরিয়ে এলেন। সেনানায়ক ব্রক পর্বতেশ্বরের কাছে এসে সামরিক অভিবাদন জানালেন।

'কি, ব্যাপারটা কি?'

'প্রভু, ওরা কুঞ্জ গ্রাম থেকে আসা উদ্বাস্তু', ব্রক বলে উঠলো। 'ওরা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ থেকে বাঁচতে পালাচ্ছে।'

'পালাচ্ছে।' বিস্মিত পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। 'তুমি বলতে চাইছো যে আক্রমণ এখনো চলছে?'

ক্রোধে মুখ লাল করে ব্রক বললো 'তাইতো মনে হয় প্রভু।'

'ধ্যাত্তেরি।' পর্বতেশ্বর গর্জে উঠলেন। তার অথবা মেলুহার সামনে এত ভালো সুযোগ কখনো আসেনি। যখন সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চলছে একই সময়ে দেড় হাজার সৈন্য উপস্থিত। কিন্তু তবুও পর্বতেশ্বরের হাত-পা বাঁধা। নীলকণ্ঠ ও সম্রাটকুমারীকে রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যাওয়ার অধিকার তাঁর নেই।

'কি যাচ্ছেতাই ব্যাপার', নিজেকে বললেন তিনি। আমার উপরে থাকা নির্দেশ আমার ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছে!'

'কি ব্যাপার, পর্বতেশ্বর?'

পর্বতেশ্বর ঘুরে শিবকে পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। সতী ও আয়ুর্বতীও শকট থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। পর্বতেশ্বর উত্তর দেওয়ার আগেই এক ভয়ংকর আওয়াজে নিঝুম বনের রাস্তা চিরে গেলো। আওয়াজটা শিব চিনতে পারলেন। জোরে ও পরিষ্কারভাবে এই আওয়াজ শঙ্খবাদকের বদ উদ্দেশ্য ঘোষণা করছে। আক্রমণের সূচনা ঘোষণা করছে। নাগা আক্রমণ শুরু হয়েছে।



অধ্যায় ১৭

কুঞ্জের যুদ্ধ

'কোথায় তারা?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

'প্রভু, তারা আমার গ্রামে' আতঙ্কিত মোড়ল জানালো। এই এখান থেকে সামান্য দূরেই। পাঁচ নাগার নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশো চন্দ্রবংশী সৈন্য। তারা আমাদের পালানোর জন্য আধ ঘন্টা সময় দিয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের মন্দিরে আটকে রাখা হয়েছে।

পর্বতেশ্বর প্রচণ্ড ক্রোধেও সংযম বজায় রাখতে প্রাণপণে মুঠি পাকালেন।

'প্রভু, আমাদের পণ্ডিতজী বড় ভালো মানুষ।' বলে উঠলো মোড়ল। তার চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়াচ্ছিলো। ব্রক মোড়লের কাঁধে সান্ত্বনা জানাতে হাত রাখলো। এতে তার দুঃখ বাড়লো বই কমলো না। গ্রামের পুরোহিতের পরিণতি না জানায় তার অপরাধবোধ বেড়ে যাচ্ছিল।

আমাদের পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি আমরা থাকতে চেয়ে লড়তে চেয়েছিলাম, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো মোড়ল। 'কিন্তু ওনারা দেবতার মতো। কি করে অস্ত্র তুলতে হয় তাই তাঁরা জানেন না। কি করে এই দলের বিরুদ্ধে লড়বেন তাঁরা?'

রাগ চড়তে থাকলে ব্রক মোড়লকে ছেড়ে দিলো।

'কিন্তু পণ্ডিতজী আমাদের পালানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাদের মহিলা ও শিশুদের নিয়ে পালাতে বললেন। বললেন যে ভগবান ব্রহ্মা তার কপালে যা লিখেছেন তাই তিনি মেনে নেবেন। কিন্তু কাউকে যদি বাঁচানো যেতে পারে তবে সেই চেষ্টাই করা উচিত।'

পর্বতেশ্বরের নখ চামড়ায় বসে গেলো। তিনি কাপুরুষ চন্দ্রবংশীদের দূর্বল ব্রাহ্মণদের উপর এই পুনর্বার আক্রমণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারা কিন্তু ক্ষত্রিয়দের আক্রমণ করছিলো না, যারা পরে প্রতি-আক্রমণ শানাতে পারে। তিনি সেই ভাগ্যের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন যেখানে তিনি কিছুই করতে পারেন না। তাঁর স্বত্বার এক অংশ তাঁর ওপর থাকা নির্দেশ অমান্য করতে চাইছিলো। কিন্তু তিনি আইন না ভাঙতে বদ্ধ পরিকর।

'এই বর্বরতা বন্ধ হওয়া দরকার।'

তাঁর মনের কথা কার মুখে দেখতে পর্বতেশ্বর মুখ তুললেন। শিবের মুখের ভাবে মুহূর্তের জন্য তিনি শিউরে উঠলেন। নীলকণ্ঠের মধ্যে ফুটে ওঠা ক্রোধোন্মত্ততা দেবতাদের পর্যন্ত স্তব্ধ করে দিতে পারতো।

'আমরা মানুষ হিসাবে ভালোই,' শিবের ক্রোধ ঝরে পড়লো। 'আমরা মুরগীছানা নই যে পালাবো। পালানো উচিত ওই সন্ত্রাসবাদীদের। সুর্যবংশীদের ক্রোধটা ওদেরই টের পাওয়া উচিত।'

মোড়লের পেছনে দাঁড়ানো এক গ্রামবাসী বলে উঠলো 'কিন্তু ওরা তো সন্ত্রাসবাদী। আমরা ওদের হারাতে পারবো না, পণ্ডিতজী তা জানতেন। আর সেইজন্যেই আমাদের পালানোর আদেশ দিয়েছেন।'

'কিন্তু আমাদের দেড় হাজার সৈন্য আছে', এই ধরণের কাপুরুষতার প্রদর্শনে বিরক্ত শিব বলে উঠলেন। 'আর তোমরা পাঁচশো। আমাদের চারজন পিছু ওদের মাত্র একজন। আমরা ওদের গুঁড়িয়ে দিতে পারি। এমন শিক্ষা দেব যা ওদের মনে থাকবে।'

মোড়লের যুক্তি কিন্তু আলাদা। 'কিন্তু ওদের সাথে আছে নাগারা। তারা অলৌকিক, রক্তলোলুপ হত্যাকারীর দল। এই ধরনের দুষ্টদের বিরুদ্ধে আমাদের সুযোগ আর কতটুকু?'

কুসংস্কারকে দমাতে হলে যে অন্য কোন আরও শক্তিশালী বিশ্বাস চাই তা বোঝার মতো বুদ্ধি শিবের ছিলো। তিনি শকটের পা-দানির উপর উঠে দাঁড়ালেন যাতে তাঁকে আরও লম্বা দেখায়। গ্রামবাসীরা তাঁর দিকে অবাক হয়ে দেখতে থাকলেন। তিনি নিজের গলবন্ধ এক ঝটকায় সরিয়ে দূরে ছুঁড়ে

ফেললেন। আর তাঁর তা দরকার নেই!

'আমিই নীলকণ্ঠ!'

সমস্ত সৈন্যেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দুষ্টের বিনাশকারীর দিকে চাইলো। তারা তাঁকে তাঁর অদৃষ্ট প্রকৃত অর্থেই মেনে নিতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলো। যে সমস্ত গ্রামবাসীরা নীলকণ্ঠের আগমনের কথা জানতো না তারা চোখের একদম সামনে এক কিংবদন্তীকে জীবন্ত হতে দেখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

'আমি এই সব সন্ত্রাসবাদীদের সাথে লড়তে যাচ্ছি', গর্জন করে উঠলেন শিব। 'আমি তাদের দেখিয়ে দিতে চলেছি যে আমরা আর ভীত নই। আমরা যে যন্ত্রণা ভোগ করছি তা ওদের অনুভব করাতে চলেছি আমি। ওদের জানাতে চলেছি যে মেলুহা মুখ থুবড়ে পড়ে নেই যে যা খুশি তাই করে যাবে।'

শিবের সামনে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মধ্যে দিয়ে তেজের স্রোত বয়ে গেলো। তাদের মেরুদণ্ড হয়ে উঠলো টানটান ও তারা হয়ে উঠলো অনুপ্রাণিত।

'কে কে আমার সাথে আসছো?'

'আমি', গর্জে উঠলেন পর্বতেশ্বর। শিবের ঘোষণায় তিনি অনুভব করছিলেন যে তার উপর চেপে বসা দমবন্ধ করা বাঁধন যেন খসে গেলো।

'আমিও' প্রতিধ্বনিত হল সতী, নন্দী, বীরভদ্র ও ব্রকের মুখ থেকেও।

'আমিও' উপস্থিত প্রত্যেকেই ঘোষণা করলো।

হঠাৎই আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা ও সৈন্যেরা বদলে গেলো এক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সেনাবাহিনীতে। সৈন্যেরা তলোয়ার বের করলো। ভ্রমণকারী দলের চলমান অস্ত্রভাণ্ডার থেকে গ্রামবাসীরা যে যেমন পারে অস্ত্র বের করে নিলো।

'কুঞ্জের দিকে' রণহুঙ্কার ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে শিব বেগে ধেয়ে গেলেন।

পর্বতেশ্বর ও সতীও দ্রুত শকটের থেকে ঘোড়াকে মুক্ত করে শিবের পেছন পেছন দৌড়ালেন। পেছনে ধাওয়া করলো সূর্য্যবংশীরা। তাদের রণহুঙ্কার

নাগা শঙ্খধ্বনিকে ছাপিয়ে গিয়েছিলো। কুঞ্জে ঝড়ের বেগে ঢুকে ঘটে যাওয়া যে ভয়ংকর দৃশ্য তারা দেখলো তাতে তারা থমকে গেলো। চন্দ্রবংশীরা গ্রামের বাকী অংশ ছেড়ে মেলুহীদের পূজার মন্দিরে আঘাত হেনেছে যাতে মেলুহীদের সব চাইতে বেশি কষ্ট হয়। মন্দিরের চারপাশে ব্রাহ্মণদের মুণ্ডহীন দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তাঁদের একসাথে জড়ো করে হত্যা করা হয়েছে। মন্দিরকে বীভৎসভাবে ধ্বংস করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নৃশংস আক্রমণের দৃশ্য সূর্য্যবংশীদের ক্রোধ বাড়িয়ে তুললো। তারা উন্মত্তপ্রায় ষাঁড়ের মতো আক্রমণ করলো। চন্দ্রবংশীদের কোন সুযোগই ছিলো না। তারা সংখ্যাতেও কম ছিল আর বিহ্বল হয়ে পড়েছিলো। তারা দ্রুত দখল হারাচ্ছিলো। চন্দ্রবংশীদের কয়েকজন পিছু হটতে শুরু করতেই সেই পাঁচ নাগা তাদের আবার সংঘবদ্ধ করে ফেরালো। তারা তাদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত রকমের অসুবিধা সত্ত্বেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সূর্য্যবংশীদের সঙ্গে অভাবনীয় সাহসের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকলো।

পর্বতেশ্বর উন্মত্তের মতো লড়ছিলেন। শিব আগে কখনো সেনাপতিকে লড়তে দেখেননি। তিনি তার কৌশল ও বীরত্বে চমকিত হয়ে উঠেছিলেন। শিবের মতোই পর্বতেশ্বর জানতেন যে জয়ের চাবিকাঠি হল নাগারা। যতক্ষণ তারা বেঁচে থাকবে সূর্য্যবংশীরা সিঁটিয়ে থাকবে আর চন্দ্রবংশীরা তাতে অনুপ্রাণিত হবে। তিনি উন্মত্তের মতো আগ্রাসী হয়ে তাদেরই একজনকে আক্রমণ করলেন।

ওই নাগা দক্ষতার সাথে পর্বতেশ্বরের আক্রমণ তার ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলো। সে পর্বতেশ্বরের খোলা কাঁধের উপর তলোয়ার বসাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সে জানতো না যে পর্বতেশ্বর ইচ্ছা করেই তাঁর পাশের দিক খোলা রেখেছেন। আঘাত এড়াতে একপাশে ঘুরে গেলেন পর্বতেশ্বর। তাঁর ঢাল পিঠে ফেলতে ফেলতে পেছনের খাপ থেকে ছুরি বের করে নাগার খোলা ডান কাঁধের দিকে ছুঁড়লেন তিনি। তার আর্তনাদে পর্বতেশ্বর বুঝতে পারলেন যে ছুরিটা অনেকটাই ভেতরে ঢুকেছে।

নাগা উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু কাঁধে বসা ছুরি নিয়েই সে যেভাবে তলোয়ার সমেত হাত ঘুরিয়ে যুদ্ধে ফিরলো তাতে পর্বতেশ্বর অবাক

হয়ে মনে মনে প্রশংসা না করে পারলেন না। পর্বতেশ্বর ঢাল তুলে নাগার এই সামান্য দুর্বল আক্রমণ প্রতিহত করলেন। তিনি তলোয়ার তুলে কোপ মারতে চাইলেন কিন্তু নাগা খুবই ক্ষীপ্রভাবে তা এড়ালো। বাঁ দিকে বাঁক খেয়ে পর্বতেশ্বর নাগার কাঁধে তখনও বসে থাকা ছুরির ওপর সজোরে তার ঢাল দিয়ে আঘাত করলেন। ছুরি কাঁধের হাড় ভেদ করে বসে গেলো। নাগা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে টলে উঠলো। এই সুযোগটারই দরকার ছিলো পর্বতেশ্বরের। তলোয়ার উপরে তুলে নৃশংসভাবে ওপরের দিকে কোপ বসালেন তিনি। নৃশংসভাবে তা নাগার হৃদপিণ্ড ভেদ করে ঢুকে গেল। পর্বতেশ্বরের তলোয়ার তার প্রাণ কেড়ে নেওয়ায় নাগার শরীর শক্ত হয়ে গেলো। হত্যা সম্পূর্ণ করতে পর্বতেশ্বর তলোয়ার ঠেলে আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। নাগা নিথর হয়ে পড়ে গেলো।

মেলুহীদের মতো নাগা মুখের অমঙ্গল প্রভাবের উর্ধে ছিলেন না পর্বতেশ্বর। তিনি ঝুঁকে পড়ে নাগার মুখের মুখোশ সরালেন। এক ভয়ংকর মুখাকৃতি বেরিয়ে এলো। তার নাক শুধুই হাড় আর প্রায় পাখির ঠোঁটের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে। কানগুলো হাস্যকরভাবে বিশাল। মুখ বিকৃতভাবে দুমড়ানো। ঠিক যেন মনুষ্যাকৃতি কোন শকুন। সূর্য্যবংশীরা যখন কোন সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে ফেলে তখন তারা যা বলে তাই দ্রুত আওড়ালেন পর্বতেশ্বর, 'বীর যোদ্ধা, তোমার পরলোক যাত্রা সুগম হোক।'

পর্বতেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে ভাবলেন একটা গেলো, এখনো চারটে বাকি। উঁহু, ঠিক করে বলতে গেলে দুটো গেছে, আর তিনটা। তিনি শিবকে এক দৈত্যাকৃতি নাগাকে পেড়ে ফেলতে দেখলেন। শিব ও পর্বতেশ্বরের দুজনেই দুজনকে দেখে মাথা নাড়লেন। শিব পর্বতেশ্বরের পেছনের দিকে দেখালেন। পর্বতেশ্বর ঘুরে দেখলেন এক বেপোরোয়া নাগা একাই পাঁচ সূর্য্যবংশীর মহড়া নিচ্ছে। তিনি শিবের দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন। শিব ঘুরে অন্য এক নাগাকে আক্রমণ করলেন। পর্বতেশ্বরও তার জন্য পড়ে থাকা বাকি একজনের দিকে ফিরলেন।

মত্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে শিব সেই নাগার দিকে ধেয়ে চললেন। সে সবেমাত্র এক সূর্য্যবংশী যোদ্ধা হত্যা করেছে। দৌড়ে কাছাকাছি পৌঁছে তিনি উঁচুতে লাফিয়ে উঠলেন। নাগার তলোয়ার ঘুরিয়ে মারা কঠিন আঘাত

আটকাতে সামনে রাখলেন ঢাল। নাগা আশা করেছিল প্রচলিত উঁচু থেকে নীচুতে চালানো তরোয়ালের আঘাত যা বেশ কিছুটা উঁচু থেকে হানা হয়। সে এই আশাতে আঘাত আটকাতে তার ঢাল উপরের দিকে করলো। শিব কিন্তু তরোয়াল চালালেন একদিক হেলে। বিস্মিত নাগার ঢাল এড়িয়ে বিদ্ধ করলেন তার হাত। নাগা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে পিছনের দিকে পড়ে গেলো। তারপরই সে খাড়া হয়ে আবার ঢাল উপরের দিকে তুলে ধরলো। সে বুঝতে পেরেছিল যে শিব আগের সূর্য্যবংশীদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী যোদ্ধা।

নির্ভীক নাগার সাথে ভয়ংকর যুদ্ধে ব্যস্ত শিব কিন্তু দূরের আরেকজনকে খেয়াল করেননি। এই নাগাটা দেখতে পাচ্ছিলো যে তাদের হামলা ক্রমশই পিছু হটছে। নাগাদের ও চন্দ্রবংশীদের পিছু হটা আর শুধু সময়ের অপেক্ষা। নাগাদের এই প্রথম ব্যর্থ আক্রমণ পরিচালনার অপমানের সামনে পড়তে হবে। সে দেখতেই পাচ্ছিলো যে শিবই এই প্রতি-আক্রমণ পরিচালনা করছেন। এই লক্ষ্যের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই এই মানুষটিকে শেষ করতে হবে। নাগাটা তার ধনুক তুললো।

এদিকে শিব কিন্তু বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তিনি তাঁর তলোয়ার নাগার পাকস্থলীতে খানিকটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। নাগা ভীষণভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। সে আস্তে আস্তে পিছনে সরতে সরতে তার ঢাল দিয়ে শিবকে সজোরে আঘাত করলো। সে তলোয়ার নিচের দিকে চালিয়ে শিবকে ফালাফালা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। শিব তার ঢাল নিয়ে প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি নাগার আঘাত আটকাতে আটকাতে জোরে তরোয়াল ঠেলে আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন। আর মাত্র কয়েক পলক। নাগার প্রাণ বেরিয়ে গেলো। তার রক্তাক্ত শরীর অবশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। শিব শ্রদ্ধার সাথে পড়ে থাকা নাগার দিকে তাকালেন।

এইসব লোকেরা হতে পারে পাপী, কিন্তু এরা নির্ভীক যোদ্ধা।

শিব বাঁদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে পর্বতেশ্বরও তার সঙ্গে যুদ্ধরত নাগাকে মেরে ফেলেছেন। তিনি শেষ নাগাকে খুঁজতে আস্তে আস্তে ঘুরলেন। তারপরেই সেই মানুষটির তীব্র চিৎকার তাঁর কানে এলো যার প্রতি তাঁর ভালোবাসা যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে।

'শি—ব।'

শিব ডানদিকে তাকিয়ে সতীকে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখলেন। কেউ তাঁকে তাড়া করেছে কিনা দেখতে তাঁর পেছনে তাকালেন। নাঃ, কেউ নেইতো। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেলো। তাঁর প্রতিক্রিয়ার আগেই সতী সামনে লাফিয়ে পড়লেন। লাফটা ছিল একদম ঠিকঠাক সময়ে।

দূরে থাকা নাগা ততক্ষণে অগ্নিবান ছুড়ে দিয়েছে যা তাদের বিখ্যাত বিষাক্ত বাণগুলোর মধ্যে একটা। এর ফলার বিষ আক্রান্তের শরীর ভেতর থেকে পুড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটে। আত্মা বহুজন্মের জন্য দুষিত হয়ে পড়ে। শিবের ঘাড় লক্ষ্য করেই বাণটা ছাড়া হয়েছিলো। সে তার ভয়ংকর লক্ষ্যে নির্ভুলভাবে ধেয়ে আসছিলো। নাগা কিন্তু তার পথে অন্য কারোর বাধা দানের সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখেনি।

শিবের সামনে লাফিয়ে পড়ার সময় সতী শূন্যেই তাঁর দেহটা বাঁকিয়ে নিয়েছিলেন। তীরটা ভয়ংকর বেগে তাঁর বুকে আঘাত করলো। শূন্যেই তাঁর দেহ পেছন দিকে ছিটকে পড়লো। নিথর শিথিলভাবে শিবের বাঁয়ে পড়লেন তিনি। চুরমার হয়ে যাওয়া হৃদয়ে স্তম্ভিত শিব সতীর উপুড় হয়ে থাকা শরীরের দিকে চাইলেন।

দুষ্টের বিনাশকারী ক্রোধে গর্জে উঠলেন। উন্মত্তপ্রায় বন্য হস্তীর মতো তিনি তলোয়ার উঁচিয়ে নাগাকে আক্রমণ করলেন। আক্রমনোদ্যত নীলকণ্ঠের ভয়ংকর রূপ দেখে নাগাটা সাময়িকভাবে নড়বড়ে হয়ে পড়েছিলো। তার পরেই সে নিজগুণে নব উদ্যমে প্রস্তুত হলো। সে দ্রুত তুণ থেকে আরেকটা বাণ বের করে ধনুকে লাগিয়ে ছুঁড়লো। তার উন্মত্তের মতো ধেয়ে চলা থেকে একটুও না থেমে বা গতি না কমিয়ে শিব তলোয়ার চালিয়ে বাণের গতিমুখ সরালেন। ক্রমশ আতঙ্কিত হতে থাকা নাগা আবার বাণ ছুঁড়লো। শিব তলোয়ার আবার চালিত করে তা সরালেন ও গতি আরও বাড়ালেন। নাগা আরেকটি বাণ নিতে গিয়েও পারলো না। নাগাটার কাছে পৌছে এক হিংস্র হুঙ্কার ছেড়ে শিব উঁচুতে লাফ দিলেন। শনশনিয়ে তাঁর তলোয়ার ঘোরালেন। তলোয়ারের এক কোপে মুণ্ডচ্ছেদ করলেন নাগার। ভয়াবহ আঘাতে তার ছিন্ন মুণ্ড ছিটকে

পড়লো। প্রাণহীন দেহটা ধপাস করে পড়ে গেলো। তখনো স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডর জন্য কাটা গলা থেকে রক্ত গলগল করে বেরতে থাকলো।

নীলকণ্ঠের প্রতিহিংসা তখনও চরিতার্থ হয়নি। ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছেড়ে ঝুঁকে পড়ে তিনি নাগার শিথিল দেহ ছিন্নভিন্ন করতে থাকলেন। নৃশংসভাবে টুকরো টুকরো করতে থাকলেন। কোন যুক্তিবোধ বা সুস্থ মস্তিষ্কের সাড়া শিবের ক্ষিপ্ত মনে প্রবেশ করতে পারছিলো না। শুধুমাত্র যুদ্ধের কোলাহলের মাঝে এক মৃদু, আহত, জড়ানো প্রায় শোনা যায় না এমন এক গলা তিনি ছাড়া অন্য কারোরই প্রায় কানে যায়নি।

'শিব ......'

'ঘুরে গিয়ে দূরে পড়ে থাকা সতীর মাথা সামান্য উঠতে দেখলেন তিনি'।

'সতী!'

তিনি চিৎকার করে তাঁর দিকে দৌড়ে গেলেন। 'পর্বতেশ্বর! আয়ুর্বতীকে আনান! সতী আহত হয়েছে!'

সতীর আহত দেহ এর মধ্যেই আয়ুর্বতীর চোখে পড়েছিলো। চন্দ্রবংশীরা দ্রুত পিছু হটছিলো। পর্বতেশ্বরের মতো আয়ুর্বতীও শিবের ডাকে সতীর দিকে দৌড়ালেন। শিবই তাঁর কাছে আগে পৌঁছালেন। সতী নিশ্চল হয়ে গেলেও বেঁচে ছিলেন। বাণ তাঁর বাঁ দিকের ফুসফুস ভেদ করায় তাঁর দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছিলো। বাণের আঘাতে তাঁর মুখ থেকে গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসায় তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত প্রায় স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠেছিলো। যেন কিছু বলার চেষ্টায় তিনি মুখ খুলছিলেন। বেপরোয়া শিব তাঁকে ধরতে চাইছিলেন কিন্তু তিনি দুহাত চেপে প্রাণপণে তাঁর চোখের জল আটকাতে চেষ্টা করছিলেন।

'হে ভগবান ব্রহ্মা।' সতীর কাছে পৌঁছে তীরটা চিনতে পেরে আয়ুর্বতী আর্তনাদ করে উঠলেন। 'মস্ত্রক! ধ্রুবিনি! এখনি খাটুলী নিয়ে এসো!'

পর্বতেশ্বর, আয়ুর্বতী, মস্ত্রক ও ধ্রুবিনী সতীকে গ্রামের একটা কুঁড়েঘরে বয়ে নিয়ে গেলেন। শিব একদম পেছনেই চলছিলেন। আয়ুর্বতীর অন্যান্য সহকারীরা এর মধ্যেই কুঁড়েঘরটা পরিষ্কার করে অস্ত্রপ্রচারের সাজ-সরঞ্জাম

সাজাতে শুরু করে দিয়েছিলো।

হাত তুলে আয়ুর্বতী শিবকে বললেন, 'বাইরে অপেক্ষা করুন, প্রভু।'

শিব আয়ুর্বতীর পিছু পিছু কুঁড়েঘরটায় ঢুকতে চাইছিলেন, কিন্তু পর্বতেশ্বর তাঁর কাঁধ ছুঁয়ে পেছনে আটকে রাখলেন। 'শিব, আয়ুর্বতী বিশ্বের সেরা চিকিৎসকদের মধ্যে একজন। ওঁকে ওঁর কাজ করতে দিন।'

শিব পর্বতেশ্বরের দিকে ঘুরলেন। তিনি তাঁর আবেগ প্রশংসনীয়ভাবে সামলাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই শিব বুঝতে পেরেছিলেন যে পর্বতেশ্বরও সতীকে নিয়ে তার মতোই ভয়ে আছেন। হয়তো অগ্নিপরীক্ষার আগে যা ভয় পেয়েছিলেন তার থেকেও বেশি। হঠাৎ শিবের মাথায় এক চিন্তা এলো। তিনি ঘুরে দ্রুত সবচাইতে কাছের নাগার শরীরের দিকে গেলেন। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে তার ডান কবজি পরীক্ষা করলেন। সেখানে কিছু না পেয়ে ঘুরে অন্য নাগার মৃতদেহের দিকে দৌঁড়ালেন।

এর মধ্যে তার করণীয় জরুরী কাজগুলোর কথা ভেবে পর্বতেশ্বর তার বিচলিত মনকে অনেকটাই পথে এনেছিলেন। তিনি ব্রককে ডেকে পাঠিয়ে আদেশ দিলেন, 'যুদ্ধবন্দীদের প্রহরায় রাখ। চন্দ্রবংশীসহ সমস্ত আহতদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক আনাও।'

'প্রভু, আহত চন্দ্রবংশীরা ইতিমধ্যেই বিষ খেয়ে নিয়েছে। আপনি তো জানেনই তারা জীবিত ধরা পড়তে চায় না।'

ব্রকের দিকে তাকানো পর্বতেশ্বরের কঠিন দৃষ্টি বলে দিচ্ছিলো যে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আগ্রহী নন আর ব্রক আগের কাজটা শুরু করুক।

পর্বতেশ্বরের নিঃশব্দ নির্দেশ অনুধাবন করে ব্রক বললেন, 'যে আজ্ঞা, প্রভু।'

'প্রতি আক্রমণের জন্য ব্যূহ রচনা কর,' পর্বতেশ্বর বলে চললেন। তাঁর মন পেছনের ঘরে থাকা সতীর অবস্থার দিকে ফিরে গিয়েছিলো। 'আর .....।'

ব্রক তার প্রভু পর্বতেশ্বরের দ্বিধায় অবাক হয়ে তাকালো। সে আগে কখনো তার প্রভুকে দ্বিধা করতে দেখেনি। কিন্তু কিছু না বলার মতো বুদ্ধি

ব্রকের ছিলো। সে তার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলো।

'আর ......' বলে চললেন পর্বতেশ্বর। 'মন্দিরে কিছু জীবিত বার্তাবহ পায়রা থাকা উচিত। দেবগিরিতে লাল রঙের চিঠি পাঠাও, সম্রাটের কাছে। ওনাকে জানাও সম্রাটকুমারী সতী গুরুতর আহত।

ব্রক অবিশ্বাসের সাথে মুখ তুললো। তার কাছে সতীর কোনো খবর ছিলো না। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো সে চুপ রইলো।

পর্বতেশ্বর বলে চললেন 'সম্রাটকে জানাও তিনি অগ্নিবানে আহত হয়েছেন।'

'হে ইন্দ্রদেব।' ব্রক তার স্তম্ভিত ভীতিবিহ্বলতা সামলাতে না পেরে বিড়বিড় করে বলে উঠলো।

পর্বতেশ্বর গর্জে উঠলেন 'সেনানায়ক এক্ষুনি।'

'যথা আজ্ঞা, প্রভু', ব্রক দুর্বলভাবে অভিবাদন জানিয়ে বললো।

শিব এরই মধ্যে নাগাদের চারজনের কবজি পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। শিবের চেনা ওঁ চিহ্নাঙ্কিত চামড়ার তাবিজ তাদের ছিলো না। তিনি শেষ জনের কাছে পৌঁছালেন। যে সতীকে মেরেছিলো। শিবের হাতে খণ্ডবিখণ্ড হওয়া সেই হতভাগ্য। তীব্র ঘৃণায় নাগার ধড়ে সজোরে লাথি মারলেন শিব— তার ডান হাত খোঁজার চেষ্টার আগেই। ছিন্ন হাত খুঁজে পেতে তাঁর কিছুটা সময় লাগলো। খুঁজে পেয়ে কবজি পরীক্ষার জন্য তিনি কাপড়ের অবশিষ্টাংশ তুললেন। কোন চামড়ার তাবিজ নেই। এতো সে নয়।

শিক কুঁড়েতে ফিরে এসে পর্বতেশ্বরকে বাইরে একটা চৌকিতে বসে থাকতে দেখলেন। কৃত্তিকা কুঁড়ের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে চলেছে। বীরভদ্র তাকে আস্তে করে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বিচলিত নন্দী বীরভদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে। তার স্থির মুখে শূন্য চাউনি। পর্বতেশ্বর শিবের দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হেসে তার পাশের ফাঁকা চৌকি দেখালেন। তিনি যে শক্ত আছেন তা দেখানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। শিব আস্তে আস্তে বসে দূরের দিকে তাকালেন। তিনি আয়ুর্বতীর বেরোনোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।



'আমরা বাণটা বার করেছি, প্রভু' বললেন আয়ুর্বতী।

শিব ও পর্বতেশ্বর কুঁড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অচেতন সতীর দিকে চেয়েছিলেন। আর কাউকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আয়ুর্বতী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কোনরকম বাড়তি সংক্রমণের ঝুঁকি সতীর নেওয়া ঠিক হবে না। এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আয়ুর্বতীর সাথে তর্কের সাহস কেউই দেখায়নি। মস্ত্রক ও ধ্রুবিনি ইতিমধ্যেই অন্যান্য সহকারী চিকিৎসকদের সাথে আহত সূর্য্যবংশী সৈনিকদের শুশ্রূষায় যোগ দিয়েছিলো।

শিব বিছানার ডাইনে সেই রক্তাক্ত চিমটেটা দেখতে ঘুরলেন যা দিয়ে সতীর ভেতরের অঙ্গ টেনে ধরে বাণটা টেনে বার করতে হয়েছে। এই চিমটে আর কখনো ব্যবহার করা হবে না। ওটা অগ্নিবানের বিষে সংক্রমিত হয়েছে। কোন রাসায়নিকেই বা যত তীব্রই তাপ হোক না কেন ওই যন্ত্রকে আর নিরাপদ জীবাণুমুক্ত করে তোলা যাবে না। চিমটের পাশেই পড়ে ছিলো সেই যন্ত্রনাদায়ক বাণটা। নিমপাতা মোড়া হয়ে একটা পুরো দিন ওটা ওখানেই থাকবে। আর তারপর শুকনো গর্তের গভীরে পুঁতে ফেলা হবে যাতে ওটার আর ক্ষতি না করাটা নিশ্চিত করা যায়।

শিব ভেজা চোখে আয়ুর্বতীর দিকে চাইলেন। যে প্রশ্ন তাঁর ভেতরটা তোলপাড় করে তুলেছিলো তা করার মতো শক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি।

'প্রভু, আপনার কাছে মিথ্যা আমি বলবো না,' বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে মানসিক শক্তি বজায় রাখার জন্য চিকিৎসকেরা জোর করে ঘটনা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। আয়ুর্বতী তেমনই ভাবে নির্লিপ্ত গলায় বললেন 'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। অতীতে কেউই অগ্নিবানের হাত থেকে বাঁচেনি যখনই ওটা কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে প্রবেশ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিষ প্রচণ্ড জ্বরের সৃষ্টি করবে যার ফলে একের পর এক অঙ্গ বিকল হয়ে পড়তে থাকবে।'

শিব নীচে সতীর দিকে তাকালেন, তারপর মিনতি ভরা চোখে উপরে চাইলেন। আয়ুর্বতী প্রাণপণে তার চোখের জল সামলে স্থির থাকার চেষ্টা

করছিলেন। সংযম হারালে তার চলবে না। পরবর্তী কয়েক ঘন্টায় তাকে অসংখ্য প্রাণ বাঁচাতে হবে।

'আমি দুঃখিত, প্রভু' আয়ুর্বতী বললেন। কিন্তু সত্যিই এর নিরাময় নেই। আমরা শুধু সহজে শেষ হওয়ার জন্য ওনাকে কিছু ওষুধ দিতে পারি মাত্র।' শিব কটমট করে আয়ুর্বতীর দিকে চাইলেন 'আমরা হাল ছাড়ছিনা! এটা কি পরিষ্কার?'

শিবের চোখের দিকে না তাকাতে পেরে আয়ুর্বতী মুখ নামালেন।

'জ্বরটা যদি সামলে রাখা যায়, তাহলে তো আর ওর অঙ্গগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?' শিব জানতে চাইলেন। তাঁর মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছিলো।

আয়ুর্বতী মুখ তুলে বললেন, 'তা ঠিক, প্রভু। কিন্তু তা চূড়ান্ত সমাধান নয়। অগ্নিবানের জ্বর দেরি করানো যায়, সারানো যায় না। যদি আমরা চেষ্টা করে জ্বরটা নিয়ন্ত্রণ করি, তাহলে একবার ওষুধ থামালেই আরও জোরালোভাবে তা ফেরত আসবে।'

'সেক্ষেত্রে আমরা চিরকালের জন্য জ্বরটাকে ঠেকিয়ে রাখবো।' শিব চেঁচিয়ে উঠলেন। 'যদি লাগে তো সারাটা জীবন আমি ওর পাশে বসে থাকবো। জ্বর কোনোমতেই বাড়বে না।'

আয়ুর্বতী শিবকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু চুপ করে থাকাই ভালো মনে করলেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শিবের কাছে ফিরে আসবেন না। জানতেন সতী বাঁচবেন না। এ অসম্ভব। এই কথাবার্তায় দুর্মূল্য সময় নষ্ট হচ্ছে। সে সময় অন্যান্যদের জীবন বাঁচাতে পারতো।

'বেশ প্রভু', সতীর জ্বর কমিয়ে রাখার জন্য দ্রুত ওষুধ প্রয়োগ করতে করতে বললেন আয়ুর্বতী। 'এটা কয়েক ঘন্টার জন্য ওনার জ্বর কমিয়ে রাখবে'।

তিনি মুহূর্তের জন্য পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতেশ্বরের দিকে তাকলেন। পর্বতেশ্বর জানতেন যে জ্বর কমিয়ে রাখার অর্থ সতীর যন্ত্রণা জিইয়ে রাখা শুধু; কিন্তু তিনিও শিবের মতো আশার আলো অনুভব করছিলেন।

শিবের দিকে ফিরে আয়ুর্বতী বললেন, 'আপনিও আহত প্রভু। আমাকে আপনার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করতে দিন। তারপরেই আমি যাব।'

'আমি ঠিক আছি', সতীর দিক থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ না সরিয়ে বললেন শিব।

'না প্রভু। আপনি ঠিক নেই,' জোর দিয়ে বললেন আয়ুর্বতী। 'আপনার আঘাত গভীর। ওতে সংক্রমণ হলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে।'

শিব উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু সতীর দিকে তাকিয়ে থেকে নাকচ করার ভঙ্গীতে হাত দোলালেন।

'শিব।' আয়ুর্বতী চেঁচিয়ে উঠলেন। শিব তার দিকে তাকালেন। 'আপনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লে সতীকে সাহায্য করতে পারবেন না!' কঠোর স্বরে আকাঙ্খিত ফল ফললো। শিব তার জায়গা থেকে না নড়লেও তিনি আয়ুর্বতীকে তাঁর ক্ষতস্থানে কাপড় চাপা দিতে দিলেন। আয়ুর্বতী এরপর দ্রুত পর্বতেশ্বরের আঘাতের শুশ্রূষা করে কুঁড়েঘর ছেড়ে চলে গেলেন।



শিব কুঁড়েঘরের প্রহর দীপের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আয়ুর্বতী বাণ বার করার পর তিন ঘন্টা কেটে গেছে। অন্যান্য আহতদের দেখাশোনা করতে ও শিবির খাটানোর আয়োজন করতে পর্বতেশ্বর কুঁড়ে ছেড়ে বাইরে গেছেন, কারণ দলটি কিছুকাল কুঞ্জে থাকতে চলেছে। এইভাবে চলেন পর্বতেশ্বর। যদি এমন কোন দূর্দশাজনক অবস্থায় তিনি পড়েন যেখানে তাঁর কিছুই করার নেই তবে তিনি হা-হুতাশ করে লুটোপুটি খাননা। যাতে সংকট নিয়ে ভাবতে না হয় তার জন্য নিজেকে তাঁর কাজে ডুবিয়ে নেন।

শিব অন্যরকম ছিলেন। বহুদিন আগে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কখনো তিনি অসুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে পালাবেন না। এমনকী যদি সেখানে তাঁর কোন কিছুই না করার থাকে তবেও। তিনি মুহূর্তের জন্যেও সতীর পাশ ছেড়ে যাননি। তাঁর শয্যার পাশে চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁর নিরাময়ের আশায়। তাঁর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করছিলেন।

'নিস্তব্ধতা ভেঙে এক অতি ক্ষীণ ফিসফিসানি কোন ক্রমে শোনা গেল, 'শিব ....'।

শিব সতীর মুখের দিকে চাইলেন। তাঁর চোখ সামান্য খোলা। হাত অতি অল্প নড়ছে। যাতে তাঁর স্পর্শ না লাগে এইভাবে তিনি কাছে চৌকি টানলেন।

'আমি যারপরনাই দুঃখিত' শিব আকুল হয়ে বললেন। নিজেদের এই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা কখনোই উচিত হয়নি।'

'না গো না,' বিড় বিড় করলেন সতী। 'তুমি ঠিক কাজই করেছো। কাউকে তো আমাদের অবস্থাটা ঠিক করতে হবে। তুমি মেলুহায় এসেছো আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে—পাপকে ধ্বংস করতে। তুমি তোমার কর্তব্য করেছো'।

দুঃখে জর্জরিত শিব এক দৃষ্টিতে সতীর দিকে চেয়েছিলেন। সতী আরেকটু চোখ মেললেন। শিবকে যতটা সম্ভব দেখতে চাইছিলেন তিনি। তিনি জানতেন এই তাঁর শেষ সময়। মনের সব আকাঙ্খার অন্তিম ধ্বংসকারী হল মৃত্যু। মজার ব্যাপার এই যে, সাধারণত ধ্বংসের এগিয়ে আসার সময়েই মন সমস্ত রকমের বাঁধনের প্রশ্ন তুলে নিজেকে প্রকাশের সাহস পায়। এমনকী বহুদিনের বঞ্চিত স্বপ্নের প্রকাশের।

'শিব, আমার যাওয়ার সময় এসেছে' সতী ফিসফিস করে বললেন। 'কিন্তু যাওয়ার আগে আমি তোমাকে বলতে চাই যে এই শেষকটা মাস আমার জীবনে সবচাইতে আনন্দের।'

শিব ভেজা চোখে সতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর হাতগুলো নিজে থেকেই সতীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। মোক্ষম সময়ে নিজেকে সামলালেন তিনি।

'যদি আগে তুমি আমার জীবনে আসতে' সতী এমন এক গোপন কথা বলছিলেন যা তিনি এমনকী নিজের কাছেও স্বীকার করেন নি। 'আমার জীবন একদম অন্যরকম হতো।'

শিবের চোখ দুটো প্রাণপণে হতাশা ঝরে পড়ার বিরুদ্ধে নিজেদের সামলানোর চেষ্টা করছিলো—।

সতী মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'যদি তোমায় আগে বলতে পারতাম। কারণ তোমায় বলা এই প্রথমবারটাই হয়তো শেষবার হতে চলেছে।'

শিব রুদ্ধকণ্ঠে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'তোমায় আমি ভালোবাসি' গভীরভাবে শিবের চোখে চোখ রেখে মৃদুকণ্ঠে ফিসফিস করে বললেন সতী।

বাঁধনভাঙা জলে শিবের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ প্লাবিত হলো।

'তুমি অন্তত আরও একশো বছর ধরে এই কথাগুলো বলে চলবে', ফোঁপাচ্ছিলেন শিব। 'তুমি কোথাও যাচ্ছো না। যদি লাগে তো স্বয়ং মৃত্যুর দেবতার সঙ্গেও লড়বো আমি। তুমি কোথাও যাচ্ছো না।'

সতী দুঃখের হাসির সাথে তাঁর হাত শিবের হাতে রাখলেন। তাঁর হাত তখন গরম হয়ে উঠছে। জ্বর তার আক্রমণ শুরু করেছে।



অধ্যায় ১৮

সতী ও অগ্নিবাণ

'প্রভু, আর কিছুই করা যাবে না', দৃশ্যতই অস্বস্তির মধ্যে থাকা আয়ুর্বতী বললেন।

শিব কুঁড়ে ঘরের এক কোণায় দাঁড়িয়েছিলেন। সেটা সতীর শ্রবণসীমার থেকে নিরাপদ দুরত্বে বলে তাঁদের মনে হয়েছিলো। তাঁদের পেছনেই ছিলেন পর্বতেশ্বর। প্রাণপণে চোখের জল আটকানোর চেষ্টা করছিলেন।

'ওহো, আয়ুর্বতী, আপনি দেশের সেরা চিকিৎসক। আমাদের তো শুধু জ্বরটা থামাতে হবে।' বলে উঠলেন শিব।

'এ জ্বর থামানো যায় না', আয়ুর্বতী বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। 'অগ্নিবাণের বিষের কোন চিকিৎসা নেই। জ্বরকে কমিয়ে রেখে আমরা শুধু সতীর যন্ত্রণাটাই দীর্ঘায়িত করছি। যেই মুহূর্তে ওষুধ থামবে, জ্বরের প্রকোপও ফেরত আসবে।'

'যেতে দাও, শিব,' বিছানার থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের বিড়বিড়ানি ভেসে এলো। সবাই সতীর দিকে ফিরে তাকালেন। মুখে তার হাসি। যে হাসি অনিবার্য পরিণতিকে মেনে নেওয়ার সময় ফুটে ওঠে। 'আমার কোনো দুঃখ নেই। তোমাদের তো বলেইছি আমার কি দরকার। আমি পরিতৃপ্ত। আমার সময় এসে গেছে।'

'আমার ওপর আস্থা ছেড়ো না সতী। এখনও তুমি বেঁচে আছো। একটা পথ আমরা খুঁজে বার করবোই। পথ আমি একটা পাবোই। শুধু আমাদের সঙ্গে থাকো।' সতী হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁর সে শক্তি নেই। তিনি এও জানতেন যে তাঁর মৃত্যুকে মেনে নিয়ে শিবকে শান্তি খুঁজে পেতে হবে। আর

যতক্ষণ না তাকে বাঁচানোর জন্য সবকিছু করছেন ততক্ষণ শান্তি তিনি পাবেন না।

'জ্বর বাড়ছে বুঝতে পারছি। ওষুধ দিন।' বললেন সতী। অস্বস্তির সাথে সতীর দিকে চাইলেন আয়ুর্বতী। তার চিকিৎসার পুরো অভিজ্ঞতা বলছিলো এটা করা উচিৎ হবে না। তিনি জানতেন যে ওষুধ দিয়ে তিনি শুধু সতীর যন্ত্রণাই বাড়াচ্ছেন। সতী কড়াভাবে আয়ুর্বতীর দিকে চাইলেন। এখনই হাল ছাড়তে তিনি পারেন না। যখন শিব তাকে যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে মনের জোর ও ধৈর্য্য রাখতে বলেছেন।

'আমাকে ওষুধ দিন আয়ুর্বতীজি'। সতী আবার বললেন, 'আমি কি করছি সেটা জানি।'

আয়ুর্বতী সতীকে ওষুধ দিলেন। ভয় বা উদ্বেগের ছাপ দেখতে পান যদি সেই জন্য সতীর চোখের দিকে চাইলেন তিনি। কিছুই নেই। মৃদু হেসে তিনি শিব ও পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরে গেলেন।

'পেয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠলেন শিব। 'ওকে আমরা সোমরস দিচ্ছি না কেন?'

'তাতে কি ফল হবে প্রভু?' বিস্মিত আয়ুর্বতী বলে উঠলেন।

'সোমরস শুধু জারক দ্রব্যর উপরেই কাজ করে, একজনের জীবনসীমা বাড়ায়। আঘাতের ওপর কাজ করে না।'

'দেখুন আয়ুর্বতী, আমার মনে হয় না কেউ সোমরসের সম্বন্ধে সবকিছু জানে। আপনি যে এটা জানেন, তা আমি জানি। যা জানেন না তা হলো এই যে আমার সারা জীবনের সঙ্গী বরফ—ক্ষততে আক্রান্ত পায়ের আঙুল সোমরস সারিয়ে তুলেছে। এ আমার সরে যাওয়া কাঁধের হাড়ও ঠিক করে দিয়েছে।'

'কি?' বিস্মিত পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। 'এ অসম্ভব। সোমরস শারীরিক বৈকল্য সারায় না।'

'আমার ক্ষেত্রে তা করেছে।'

'কিন্তু আপনার বিশেষত্বের জন্যও হতে পারে প্রভু', বললেন আয়ুর্বতী। 'কারণ আপনি নীলকণ্ঠ।'

আমি আকাশ থেকে পড়িনি আয়ুর্বতী। আমার শরীর মানুষের, সতীর মতোই। আপনার মতোই। একবার এটা চেষ্টা করা যাক।'

পর্বতেশ্বরকে আর বোঝানোর প্রয়োজন ছিলো না। তিনি বাইরে একটা আসনে বসে থাকা ব্রককে খুঁজতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ব্রক তৎক্ষণাৎ উঠে তার সেনাপতিকে অভিবাদন জানালো।

পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন, 'ব্রক, মন্দিরে হয়তো এখনও কিছুটা সোমরস চুর্ণ আছে। এই অঞ্চলের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ছিলো এটাই। আমার ওই চুর্ণ চাই। এখুনি।'

তিরিশ পলের মধ্যেই চুর্ণ পাবেন, প্রভু' তার রক্ষীদের সাথে দৌড়ে বেরোতে বেরোতে ব্রকর গলা গমগম করে উঠলো।



'অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই' সতী ঘুমিয়ে পড়তে আয়ুর্বতী বললেন। সাধারণ পরিমাণের চাইতে বেশি পরিমাণে সোমরস প্রয়োগ করা হয়েছিলো। 'পর্বতেশ্বর, আপনি ক্লান্ত। নিজের আঘাত থেকে আপনার সেরে ওঠা প্রয়োজন। দয়া করে গিয়ে ঘুমোন।'

'ঘুমের দরকার নেই', পর্বতেশ্বর জেদের সঙ্গে বললেন। আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে অঞ্চলটা ঘিরে পাহারায় থাকছি। ওই চন্দ্রবংশীদের কোন বিশ্বাস নেই। তারা রাত্রেও প্রতি আক্রমণ চালাতে পারে।'

হতাশ আয়ুর্বতী কটমট করে পর্বতেশ্বরের দিকে চাইলেন। ক্ষত্রিয়দের পৌরুষ যে তাদের অসুবিধাজনক রুগী করে তোলে তাঁর এই বিশ্বাস আরো জোরালো হলো।

'আপনি কি শুতে যাচ্ছেন প্রভু?' শিবের দিকে ফিরে বললেন আয়ুর্বতী। তিনি আশা করছিলেন শিব অন্তত শুনবেন। 'এখন আপনার করার মতো আর কিছুই নেই। আপনার বিশ্রামেরও দরকার।'

পাদটীকা— ৩পল = প্রায় ১ মিনিট।

শিব শুধু মাথা নাড়লেন। বুনো ঘোড়াও তাকে সতীর থেকে টেনে সরাতে পারতো না।

'আমরা এই কুঁড়ে ঘরেই বিছানার ব্যবস্থা করতে পারি।' আয়ুর্বতী বলে চললেন। 'সতীর উপর চোখ রাখতে চাইলে এখানেই শুতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ঘুমাবো না', সতীর দিকে ফেরার আগে মুহূর্তের জন্য আয়ুর্বতীর দিকে তাকালেন শিব। 'আমি এখানেই থাকছি। আপনি শুতে যান। কোনো পরিবর্তন ঘটলে আপনাকে ডাক দেবো।'

আয়ুর্বতী শিবের দিকে কটমট করে চাইলেন তারপর ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আপনার যা ইচ্ছে।'

ক্লান্ত আয়ুর্বতী তাঁর নিজের কুটীরের দিকে হাঁটা দিলেন। পরের দিনের ব্যস্ততার জন্য তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। আহতদের সবার ক্ষত তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে দ্রুত সঠিক নিরাময় নিশ্চিত হয়। প্রথম চব্বিশ ঘন্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর চিকিৎসক বাহিনী বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে যাতে সারারাত ধরে পালা করে যে কোনো জরুরী অবস্থার জন্য লক্ষ্য রাখা যায়।

'শিব আমি সৈন্যদের সাথে থাকছি', পর্বতেশ্বর বললেন। নন্দী ও বীরভদ্র আমার কিছু ব্যক্তিগত রক্ষীর সাথে বাইরে থাকছে।'

পর্বতেশ্বর আসলে কি বলতে চাইছেন তা শিব জানতেন।

'পর্বতেশ্বর, কোনো রকম পরিবর্তন দেখলেই আপনাকে ডাক দেবো', সেনা প্রধানের দিকে তাকিয়ে শিব বললেন।

পর্বতেশ্বর মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। নিজের আবেগের ফলে আর কোনো রকম অস্বস্তিতে পড়ার আগেই দ্রুত বেরিয়ে গেলেন তিনি।



চুপচাপ বসেছিলেন পর্বতেশ্বর। তার সৈন্যেরা কিছুটা সম্মানজনক দূরত্বে। তাঁদের প্রভু কখন একা থাকতে চান তা তারা জানতো। সতীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন পর্বতেশ্বর। তার মতো একজন মানুষকে সর্বশক্তিমান কেন এত যন্ত্রণার মধ্যে ফেলেছেন? সতীর ছেলেবেলা তার মনে পড়ছিলো। সেই

দিনটা যেদিন তিনি ঠিক করেছিলেন যে এই সেই মেয়ে যাকে ধর্ম মেয়ের মতো পেলে তিনি গর্ববোধ করবেন।

সেই চরম দিন, যে দিন প্রথমবার—ওই একবারই তিনি তাঁর নিজের কোনো বংশধর না রাখার প্রতিজ্ঞায় আক্ষেপ করেছিলেন। সতীর মতো সন্তান না চাওয়ার মতো মুর্খ কোন পিতা আছে কি?

প্রায় একশো বছরেরও বেশি আগের এক অলস সন্ধ্যে। ষোলো বছরের অল্পবয়স্কা সতী গুরুকূল থেকে সবে ফিরেছিলো। প্রভু আদর্শের শিক্ষায় উদ্দীপ্ত-আবিষ্ট। প্রভু ব্রহ্মনায়ক তখন মেলুহায় রাজত্ব করছিলেন। তাঁর সংসারী ছেলে যুবরাজ দক্ষ স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। ক্ষত্রিয়দের যোদ্ধাসুলভ পথ রপ্ত করার মনোভাব তিনি একেবারেই দেখাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর বাবার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কণামাত্র উচ্চাশাও দেখাচ্ছিলেন না।

সেই দিনে দেবগিরি থেকে সামান্য দূরে সরস্বতী নদীর তীরে দক্ষ পরিবারসমেত বনভোজনের জন্য বসেছিলেন। দক্ষের দেহরক্ষী হিসাবে তাঁর তখনকার দায়িত্বের কথা পর্বতেশ্বরের ভালো ভাবেই মনে ছিলো। তিনি যুবরাজের থেকে এমন দূরত্বে বসেছিলেন যাতে তাকে রক্ষাও করা যায়। আবার যুবরাজ তার স্ত্রীর সঙ্গে গোপনীয়তাও বজায় রাখতে পারেন। সতী আরেকটু দূরে নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো যাতে তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

হঠাৎই সতীর চিৎকারে স্তব্ধতা খানখান হয়ে গেলো। পর্বতেশ্বর ও বীরিনি চমকে মুখ তুললেন। দৌড়ে তীরের ধারে পৌঁছে তারা সতীকে নদীর বাঁকে একপাল বুনো কুকুরের সাথে মরীয়াভাবে লড়তে দেখলেন। সে এক গুরুতর আহত, সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণের মহিলাকে ওগুলোর হাত থেকে বাঁচাতে লড়ছিলো। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিলো যে চিহ্নবিহীন মেয়েটি নতুন অভিবাসী। কাজেই বুনো জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তলোয়ার না নিয়ে নদী তীরের দিকে যে কেউ যায় না তা তার জানা নেই। ও নিশ্চয়ই ওই পালের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যা আক্রমনোদ্যত সিংহকেও মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

'সতী!' দক্ষ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

তলোয়ার টেনে নিয়ে মেয়েকে বাঁচাতে নদীর দিকে ছুটলেন দক্ষ। লড়াইয়ের জন্য তলোয়ার বের করে পর্বতেশ্বর দক্ষকে অনুসরণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে তারা লড়াইতে নেমে পড়লেন। পর্বতেশ্বর মরিয়া হয়ে পালের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঝটিতি আঘাতে অনেকগুলোকে ফালা ফালা করে ফেললেন। আকস্মিক সাহায্যে পুনরুজ্জীবিত হয়ে তাকে একসাথে আক্রমণ করা চারটে কুকুরের সাথে পাল্টা লড়াই শুরু করলেন সতী। রণকৌশলের স্পষ্ট অভাব থাকা সত্ত্বেও দক্ষ বেপরোয়াভাবে রক্ষাকর্তার ভূমিকায় তীব্র তেজের সাথে লড়তে থাকলেন। এ তেজ শুধু পিতা-মাতা হলেই আসে। কিন্তু জন্তুগুলো বুঝতে পেরেছিলো যে তাদের শত্রুদের মধ্যে দক্ষই সবচাইতে দুর্বল। ছয়খানা কুকুর একসাথে তাঁকে আক্রমণ করলো। দক্ষ সরাসরি তলোয়ার চালিয়ে সামনের কুকুরটাকে নৃসংশভাবে আমূল বিদ্ধ করলেন। ভুল করেছিলেন। কুকুরটাকে পেড়ে ফেললেও তার তলোয়ার মরা জন্তুটায় আটকে গিয়েছিলো। অন্য কুকুরগুলো এই সুযোগটাই চাইছিলো। একটা ভয়ানকভাবে পাশ থেকে আক্রমণ করে দক্ষের পুরো বাহু চোয়ালের মধ্যে পুরে ফেললো। দক্ষ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেও তলোয়ার আঁকড়ে রেখে তাঁর হাত ছাড়াতে ধস্তাধস্তি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আরেকটা কুকুর দক্ষের বাঁ পায়ে কামড় বসিয়ে খানিকটা মাংস খুবলে নিলো। প্রভুকে বিপদের মধ্যে দেখে পর্বতেশ্বর ক্রোধোন্মত্ত হয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন। দক্ষের হাত কামড়ে থাকা কুকুরটার দেহ তার তলোয়ারের কোপে প্রায় দুভাগ হয়ে গেলো। দক্ষের সামনের দিক থেকে আক্রমণ করা আরেকটা কুকুরকে আরেক নিখুঁত তলোয়ারের তেরছা আঘাতে চিরে ফেললেন পর্বতেশ্বর। ক্রুদ্ধ দক্ষ তার পায়ে কামড়ে থাকা কুকুরটাকে বিদ্ধ করতে করতেই সতী তার বাঁ পাশ রক্ষায় এগিয়ে এলো। তাদের সংখ্যা দ্রুত কমতে দেখে বাকী কুকুরগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে হটে গেলো।

'দক্ষ!' ফুঁপিয়ে উঠে অবশ হয়ে পড়তে থাকা স্বামীকে তুলে ধরতে ছুটে এলেন বীরিনি। ভীতিপ্রদ তাঁর আঘাত থেকে রক্ত ঝরে যাচ্ছিলো—বিশেষতভাবে পা থেকে। কুকুরটা নিশ্চয়ই কোনো মূল ধমনীতে কামড় বসিয়েছিলো। পর্বতেশ্বর নিশ্চয়ই দ্রুত তাঁর বিপদ সংকেত জানানোর শাঁখে

ফুঁ দিলেন। সবচেয়ে কাছের মোড়ের বাড়িতে থাকা রক্ষীদের কাছে সাহায্যের ডাক পৌঁছে গেছে। সৈন্য ও চিকিৎসকদল মুহূর্তের মধ্যে তাদের কাছে এসে পড়বে। রক্ত আটকাতে দক্ষের জানুতে পর্বতেশ্বর তাঁর অঙ্গবস্ত্র বেঁধে দিলেন। তারপর দ্রুত আহত বিদেশী মহিলাটিকে সম্রাটের পরিবারের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করলেন।

'বাবা' তুমি ঠিক আছো তো?' বাবার হাত ধরে সতী ফিসফিস করে বললো।

'সতী!' দক্ষ ধমকে উঠলেন। 'তুমি করছিলে টা কি শুনি?'

আদুরে বাবার কাছে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় সতী চুপ করে গেলো।

'তোমায় নায়ক হতে কে বলেছিলো?' মেয়ের উপর তর্জন-গর্জন চালিয়ে যাচ্ছিলেন দক্ষ। 'তোমার যদি কিছু হয়ে যেতো? কি করতাম আমি? কোথায় যেতাম? আর বলি কার জন্যে জীবন বিপন্ন করছিলে? ওই মেয়েটির জীবন এমন কি পার্থক্য গড়ে দিত?'

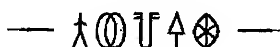
বকুনিতে ঘাবড়ে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়েছিলো সতী। সে প্রশংসা আশা করেছিলো। মোড়ের সৈন্য ও চিকিৎসকেরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছিলো। দক্ষতার সাথে তারা দ্রুত দক্ষের রক্ত বন্ধ করে ফেলেছিলো। পর্বতেশ্বর ও সতীর সামান্য ক্ষতে কাপড় বেঁধে তারা দক্ষকে খাটুলিতে করে বয়ে নিয়ে গেলো। তাঁর আঘাত সম্রাটের চিকিৎসককে দেখানো দরকার।

বাবাকে বয়ে নিয়ে যেতে দেখে সতী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। যে ঘটনা সে ঘটিয়েছে তার কারণে সে রীতিমতো অপরাধী বোধ করছিলো। সে শুধু এক অসহায় মহিলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলো। প্রভু শ্রীরামের মূল উপদেশগুলোর একটা কি এই নয় যে দুর্বলকে রক্ষা করা শক্তিশালীর কর্তব্য? সে তার কাঁধে একটা হাল্কা ছোঁয়া অনুভব করলো। ফিরতেই বাবার কর্তব্যপরায়ণ দেহরক্ষী পর্বতেশ্বরের মুখোমুখি। তার মুখে বিরল হাসি—রীতিমতো অদ্ভুত ব্যাপার।

'তোমার জন্যে আমি গর্বিত বোধ করছি, সোনা মা,' পর্বতেশ্বর ফিসফিস করে বললেন। 'তুমিই প্রভু শ্রীরামের আসল অনুগামী।'

হঠাৎই সতীর চোখ ফেটে জল এলো। সে দ্রুত অন্যদিকে মুখ ঘোরালো। নিজেকে সংযত করার জন্য কিছুটা সময় নিয়ে সে মৃদু হেসে সেই লোকটির দিকে ফিরলো, ভবিষ্যতে যাকে সে পিতৃতুল্য বলে ডাকবে। মৃদু মাথা নাড়লো সতী।

পাখির ডাকে বাস্তবে ফিরলেন পর্বতেশ্বর। চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বোলালেন তিনি। পুরোনো স্মৃতিতে তার চোখ তখন ভিজে। প্রার্থনার জন্য হাত জড়ো করে ফিসফিস করে বললেন, 'প্রভু শ্রীরাম, ও আপনার প্রকৃত ভক্ত। ওকে রক্ষা করুন।'



শিবের সময়ের খেয়াল ছিলো না। যেখানে অনেকগুলো জীবন বিপদের মধ্যে সেখানে প্রহরবাতি পরিবর্তনের দায়িত্ব যে কাউকে দেওয়া হয়নি সেটাই স্বাভাবিক। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ঊষাকালের চিহ্ন চোখে পড়ছিলো। শিবেরও চিকিৎসার প্রয়োজন ছিলো, ক্ষতগুলো থেকে যন্ত্রণা হচ্ছিলো কিন্তু তিনি হাল ছাড়ছিলেন না। সতীর বিছানার পাশে চুপচাপ তাঁর আসনে বসেছিলেন—কোন রকম আওয়াজ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন যাতে সতীর কোনো অসুবিধা না হয়। সতী তাঁর হাত শক্ত করে ধরেছিলেন। সতীর অসুস্থ শরীরের তীব্র উত্তাপ সত্ত্বেও শিব তাঁর হাত সরাচ্ছিলেন না। জ্বরের তাপে তাঁর তালু ঘেমে উঠেছিলো।

আকুলভাবে সতীর দিকে চেয়ে থেকে মৃদুভাবে ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'হয় তুমি এখানে থাকো নয়তো তোমার সাথে আমিও এ জগৎ ছেড়ে যাবো। সেটা তোমার হাতে।'

তিনি হালকা নড়াচড়া অনুভব করলেন। তাকিয়ে দেখলেন সতীর হাত অল্প অল্প নড়ছে, কাজেই তাঁদের ধরে থাকা হাতের ফাঁক দিয়ে ঘাম পড়ছে। কোত্থেকে যে ঘামটা আসছে তা বলা প্রায় অসম্ভব।

এটা সতীর ঘাম না আমার।

শিব তৎক্ষণাৎ অন্য হাত বাড়িয়ে সতীর কপালে রাখলেন—আরও তাপে পুড়ে যাচ্ছে যেন। কিন্তু কপালে ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা। শিবের ভেতর

থেকে তীব্র আনন্দের ভাব বেরিয়ে এলো।



'ব্রহ্মাদেবের দিব্যি বলছি, আমি কখনো এরকম দেখিনি', স্তম্ভিত আয়ুর্বতী ফিসফিস করে বললেন।

তিনি সতীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনও ঘুমন্ত সতী রীতিমতো ঘামছিলেন। তাঁর পোশাক ও বিছানা জবজব করছিলো। পর্বতেশ্বর তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখ আশায় জ্বলজ্বল করছিলো।

'অগ্নিবাণের জ্বর কখনোই ঘামে না', বিস্মিত আয়ুর্বতী বলছিলেন। 'এ অলৌকিক ঘটনা।'

শিব মুখ তুললেন। অন্তরের উদ্বেলতায় তাঁর মুখ ঝকমক করছে। নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা তার আশা যেন খুঁজে পেয়েছে। 'পবিত্র সরোবর এই সোমরসকে বাঁচিয়ে রাখুন।' পর্বতেশ্বর লক্ষ্য করেছিলেন যে শিবের হাত সতীর হাতকে সজোরে আঁকড়ে রেখেছে। কিন্তু তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। দেশের রীতির বিরুদ্ধ অশোভনীয় কোন কাজকে বাধা দেওয়ার তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি এই মুহূর্তের পরম সুখে ভেসে গিয়েছিলো।

'প্রভু', আস্তে আস্তে বললেন আয়ুর্বতী। 'আমাদের দ্রুত ওনাকে চান করাতে হবে। ঘামটাকে সরাতেই হবে। যাইহোক, ওর ক্ষতে যাতে জল না লাগে সে বিচার করে আমার পরিসেবিকাদের ওকে মোছাতে হবে।'

শিব আয়ুর্বতীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। ইঙ্গিতটা তিনি ধরতে পারেননি।

'মানে, প্রভু', বললেন আয়ুর্বতী, 'এর জন্যে আপনাকে ঘর থেকে বেরোতে হবে।

'নিশ্চয়ই', বললেন শিব।

তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠতেই আয়ুর্বতী বললেন, 'প্রভু, আপনার হাতটাও ভালোভাবে ধোয়া দরকার।'

সতীর ঘামের দিকে শিব চাইলেন। আয়ুর্বতীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, 'আমি এখুনি তা করছি।'



'সতী, এ অলৌকিক। কেউ কখনো অগ্নিবাণের থেকে রেহাই পায়নি।' আয়ুর্বতী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। 'সত্যি বলতে কি আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। প্রভুর বিশ্বাসই আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।' সদ্য পরিষ্কার পোষাক পরে সতী বিছানায় শুয়েছিলেন। মুখে হাসি। নতুন বিছানা আনানো হয়েছে। সাথে সদ্য কাচা, প্রয়োগের জীবাণুমুক্ত সুতীর চাদর। সোমরসের ফলে বেরোনো বিষাক্ত ঘামের সমস্ত চিহ্ন সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

'আরে না না', সচেতন শিব বলে উঠলেন। 'সতীর লড়াকু সত্তাই ওকে বাঁচিয়েছে।'

'না, শিব। আমি নয়, তোমার জন্যই', কোনো রকম ইতস্তত না করে শিবের হাত ধরে বললেন সতী। অনেক বারই তুমি আমায় বাঁচিয়েছো। কিভাবে তার প্রতিদান দেওয়া যে শুরু করবো তা আমার জানা নেই।'

'প্রতিদান দিতে হবে, তা আর কখনো উল্লেখ করবে না।'

সতী আরো হেসে উঠলেন। তিনি শিবের হাত আরো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলেন। পর্বতেশ্বর আরও গম্ভীরভাবে তাদের দুজনের দিকে চাইলেন। ভালোবাসার প্রদর্শনে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

'ঠিক আছে' বললেন আয়ুর্বতী। যেন একটা পর্ব শেষ হল। হাততালি দিলেন তিনি। 'আপনাদের সবার সাথে এখানে বসে আড্ডা দিতে চাইলেও, আমার কাজ আছে।'

'কি কাজ?' মজা করে বললেন শিব। 'আপনি দুর্দান্ত চিকিৎসক। অসামান্য দল আপনার। প্রত্যেকটি আহত লোক যে বেঁচে গেছে তা আমি জানি। এখন আর সেরকম কিছু করার নেই।'

'আছে প্রভু আছে', হেসে ফেললেন আয়ুর্বতী। 'সোমরস কিভাবে অগ্নিবাণের ক্ষত সারিয়েছে তা আমায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। দেবগিরিতে ফেরার সাথে সাথেই আমাকে তা চিকিৎসক সভায় জানাতে হবে। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। সোমরসের নিরাময়কারী গুণ আমাদের গবেষণা করে দেখতে হবে। অনেক কাজ করার আছে!'

শিব আয়ুর্বতীর দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসলেন।

সতী ফিসফিস করে বললেন, 'ধন্যবাদ আয়ুর্বতীজী। অন্যান্য হাজার হাজার মানুষের মতো আমার জীবনের জন্যও আমি আপনার কাছে ঋণী রইলাম।'

'সতী, আপনি আমার কাছে ঋণী নন। আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি।'

আয়ুর্বতী নমস্কার জানিয়ে মাথা ঝোঁকালেন ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'বেশ, তবে আমিও ......' অপ্রস্তুত পর্বতেশ্বর বেরোতে বেরোতে বিড়বিড় করে বললেন।

আয়ুর্বতীকে বাইরে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পর্বতেশ্বর অবাক হলেন। তিনি রক্ষীদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি পর্বতেশ্বরকে যে ব্যাপারেই কথা বলতে চান না কেন তা অন্য কেউ শুনুক তা চাননি।

'কি ব্যাপার, আয়ুর্বতী', পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

'আপনাকে যা চিন্তায় ফেলেছে তা আমি জানি পর্বতেশ্বর', আয়ুর্বতী বললেন।

'তাহলে কিভাবে আপনি শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছেন? আমার মনে হয় না এটা ঠিক হচ্ছে। আমি জানি যে এখন কিছু বলার উপযুক্ত সময় নয়। কিন্তু যথোপযুক্ত সময়ে এ প্রসঙ্গ আমি তুলবো।'

'না। তা আপনার উচিত হবে না।'

'কি করে তা আপনি বলতে পারছেন?' বিস্মিত পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। আপনি এমন এক বিরল পরিবার থেকে এসেছেন যেখানে এমনকী বিদ্রোহের সময়েও একজনও বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ ছিলো না। প্রভু শ্রীরাম আইনের কঠোর পালনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বারবার দেখিয়েছেন যে এমনকী তিনি নিজেও আইনের উর্দ্ধে নন। শিব মানুষ ভালো। তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সে আইনের উর্দ্ধে হতে পারে না। কেউই আইনের উর্দ্ধে নয়। অন্যথায় আমাদের সমাজ ভেঙে পড়বে। মোটের উপরে তোমার এটা জানা উচিত।'

'আমি শুধু একটা জিনিস জানি', দৃঢ়ভাবে বললেন আয়ুর্বতী। 'নীলকণ্ঠ যদি মনে করেন ঠিক তবে *এটা ঠিক।*'

পর্বতেশ্বর সতীর দিকে চেয়েছিলেন। তিনি যেন তাঁকে চিনতে পারছিলেন না। এ সেই মহিলা হতে পারে না যাকে তিনি চিনতেন ও শ্রদ্ধা করতেন—সেই মহিলা যিনি কোনরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই আইন অনুসরণ করতেন। পর্বতেশ্বর শিবকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই সম্মান প্রশ্নাতীত বিশ্বাসে পরিণত হয়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে শিবই সেই লোক যে প্রভু শ্রীরামের কাজ সম্পূর্ণ করবেন। পর্বতেশ্বরের চোখে একমাত্র প্রভু শ্রীরামকেই পরিপূর্ণভাবে মান্য করা যায়। আর কাউকেই নয়।

'যাইহোক', আয়ুর্বতী বললেন, 'আমায় যেতে হবে। আমায় একটা তত্ত্বের ব্যাপারে ভাবতে হবে।'



'সত্যি?' শিব জানতে চাইলেন। তুমি কি বলতে চাইছো যে সম্রাটের প্রথম সন্তান তাঁর উত্তরাধিকারী হন—এ নিয়ম মেলুহায় জরুরী নয়?'

'হ্যাঁ', হেসে উত্তর দিলেন সতী।

শিব ও সতী গত এক সপ্তাহ ধরেই দরকারী ও অ-দরকারী বিষয়ের আলোচনায় অনেক ঘন্টা কাটিয়েছেন। দ্রুত সেরে উঠতে থাকলেও সতী তখনো শয্যাশায়ী। বাহিনী কুঞ্জে শিবির খাটিয়েছিলো ও আহতদের যাওয়ার মতো সুস্থ হওয়া অবধি অপেক্ষা করছিলো। লোথাল যাত্রা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিলো। শিব ও পর্বতেশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আহতেরা সেরে ওঠা মাত্রই দেবগিরিতে ফিরে যাওয়াটাই ভালো হবে।

পিঠের সামান্য ব্যথা থেকে রেহাই পেতে সতী সামান্য নড়লেন। কিন্তু তা করার সময় তিনি শিবের হাত ছাড়লেন না। শিব ঝুঁকে পড়া সতীর মুখে লুটিয়ে পড়া একগোছা চুল সরিয়ে দিলেন। সতী স্নিগ্ধ হেসে বলে চললেন, 'জানতো, প্রায় আড়াইশো বছর আগেও রাজাদের সন্তানেরা নিজের হতো না—তাদের মাইকা ব্যবস্থা থেকে আনানো হতো। কাজেই কে প্রথম সন্তান তা জানার কোনো উপায় ছিলো না। কে তার প্রথম দত্তক সেটাই শুধু আমরা জানতে পারতাম।'

'ঠিক কথা।'

'তার উপর প্রথম দত্তক নেওয়া সন্তানই যে উত্তরাধিকারী হবে তাও অপরিহার্য ছিলো না। প্রভু শ্রীরামের স্থিতি ও শান্তির উদ্দেশ্য তৈরি করা নিয়মগুলোর মধ্যে এটা ছিলো একটা। আসলে জানতো, আগেকার দিনে বহু রাজপরিবার ছিলো। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ছোটো ছোটো রাজ্য ছিল।'

'ঠিক আছে', শিব বললেন। সতীর কথা তিনি যতটা মন দিয়ে শুনছিলেন, ততটাই মন দিয়েছিলেন সতীর কথা বলার সময় গালে পড়া টোলের ওপর। 'এইসব রাজারা বোধহয় সবসময়েই যুদ্ধে মত্ত থাকতো কিছু সময়ের জন্যও যদি সম্রাট হতে পারা যায় তার জন্য। তা সে যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন।'

'স্বাভাবিক', প্রভু শ্রীরামের আগেকার রাজাদের বোকামোর কথা ভেবে হেসে মাথা নাড়লেন সতী।

'সব জায়গাতেই একই রকম চলে', তার দেশের লেগে থাকা লড়াইয়ের কথা মনে করে শিব বললেন।

'কর্তৃত্ব ফলাবার জন্য রাজাদের মধ্যে চলতে থাকা অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষের লড়াইটা ভুগেছে শুধুমাত্র সাধারণ লোকেরাই', সতী বলে চললেন। 'প্রভু শ্রীরাম অনুভব করেছিলেন যে রাজাদের এই অহং-এর জন্য প্রজাদের এই কষ্ট হাস্যকর। তিনি এক বিশেষ পদমর্যাদার সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিয়ে রাজ্যসভার মতো এক ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। যখন সম্রাট মারা যেতেন বা সন্ন্যাস নিতেন, এই সভা মিলিত হয়ে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সেনানায়ক বা তার উপরের পদমর্যাদার কাউকে এক নতুন সম্রাট নির্বাচিত করতো। সেই সিদ্ধান্ত অমান্য করা বা তার বিরোধিতা করা যেত না।'

হেসে শিব বললেন, 'আমি আগেও বলেছি ও আবারও বলছি—প্রভু শ্রীরাম অসামান্য প্রতিভাবান ছিলেন।'

'তা ছিলেন বটে', উৎসাহের সাথে বলে উঠলেন সতী, 'জয় শ্রীরাম।'

'জয় শ্রীরাম', আবার বললেন শিব। 'কিন্তু কি করে প্রভু ব্রহ্মনায়কের পরে তোমার বাবা সম্রাট হলেন সেটাতো শুনি। যতই হোক তিনি তো পূর্বতন সম্রাটের প্রথম সন্তানই ছিলেন, ঠিক কিনা?'

'মেলুহার অন্য সম্রাটদের মতোই উনিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। আসলে

মেলুহার ইতিহাসে কোনো শাসনকারী সম্রাটের ছেলের সম্রাট নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম', গর্বের সাথে বললেন সতী।

'হুম। কিন্তু তোমার পিতামহ তো তোমার বাবাকে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছিলেন?'

'সে ব্যাপারে আমি কখনোই নিশ্চিত নই। আমি জানি বাবা সম্রাট হলে পিতামহ খুশীই হতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন এমনই এক মহান ব্যক্তি যিনি মেলুহার আইন মেনে নিজের ছেলেকেও প্রকাশ্যে সাহায্য করতেন না। সারা সাম্রাজ্যের শ্রদ্ধেয় মহান সন্ন্যাসী প্রভু ভৃগু আমার বাবার নির্বাচনে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।'

শিব সতীর মুখের পাশ বরাবর আস্তে আস্তে হাত বোলাতে বোলাতে হাসলেন। সুখানুভুতিতে সতী চোখ বন্ধ করলেন। শিবের হাত সতীর দেহের পাশ বেয়ে নেমে এসে হাতের উপরে থেমে আস্তে করে চেপে ধরলো।

শিব সবে দক্ষ ও প্রভু ভৃগুর সম্পর্ক নিয়ে আরও জানতে চাইবেন হঠাৎই দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে গেলো। দক্ষ হুড়মুড়িয়ে ঢুকলেন। তাঁকে রীতিমতো বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। তাঁর পেছনে বীরিনি ও কনখলা। দক্ষ শিবের হাত কোথায় দেখার আগেই শিব মুহূর্তের মধ্যে হাত টেনে নিলেন। কিন্তু এই নড়াচড়াটা দক্ষের চোখে পড়ে গিয়েছিলো।

'বাবা!' বিস্মিত সতী বলে উঠলেন।

'সতী! মা আমার', দক্ষ সতীর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। বীরিনি দক্ষের পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে মেয়ের মুখে আদর করে হাত বোলাতে লাগলেন, কাঁদছিলেন তিনি। কনখলা দরজায় দাঁড়িয়ে শিবকে নমস্কার জানালেন। উত্তরে একগাল হাসলেন শিব। পর্বতেশ্বর ও আয়ুর্বতী কনখলার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্রাট পরিবারকে নিভৃতে রেখে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। পেছনে দাঁড়িয়েছিল নন্দী, বীরভদ্র ও কৃত্তিকা। অন্য এক সহকারী চুপচাপ সম্রাট দম্পতির জন্য দুখানা আসন এনে বিছানার গা ঘেঁষে রেখে গেলো।

সতীর আহত হওয়ার খবর শুনেই দক্ষ, বীরিনি ও কনখলা দুহাজার সৈন্যসমেত দেবগিরি ছেড়েছিলেন। সেখান থেকে সরস্বতী বেয়ে নদীর বদ্বীপে

পৌঁছেছিলেন। সেখান থেকে কুঞ্জে পৌঁছানোর জন্য দিনরাত ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন তারা।

'আমি ঠিক আছি, বাবা' আস্তে করে মায়ের হাত ধরে বললেন সতী। মায়ের দিকে ফিরে বলে চললেন, 'সত্যিই, মা, আমি আগে কখনো এত ভালো বোধ করিনি। আর এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের জন্যে নাচতেও পারবো।'

দক্ষ ও বীরিনির মৃদু হাসিতে শিব স্মিতভাবে হাসলেন। বাবার দিকে তাকিয়ে সতী বলে চললেন, 'তোমায় এত অসুবিধায় ফেলার জন্য আমি দুঃখিত। আমি জানি যে আরও কত না গুরুতর কাজ তোমার ছিল আর তোমায় এখানে ছুটে আসতে হলো।'

'অসুবিধা? সোনা মেয়ে আমার, তুইই তো আমার জীবন। তুইই তো আমার আনন্দের উৎস রে। আর এই সময়ে তুই ভাবতেই পারবিনা যে আমি তোর জন্য কতটা গর্বিত।'

বীরিনি ঝুঁকে পড়ে সতীর কপালে আস্তে করে চুমু খেলেন।

'আপনাদের সবার জন্যই আমি গর্বিত', পর্বতেশ্বর ও আয়ুর্বতীর দিকে ঘুরে বললেন দক্ষ। 'আপনারা যে প্রভুকে সাহায্য করেছেন তাতে গর্বিত। আমরা সত্যি সত্যিই এক সন্ত্রাসবাদী অক্রমণকে হটিয়ে দিয়েছি! তোমরা ভাবতেও পারবে না যে এতে সারা দেশ কিভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে!'

দক্ষ কোমলভাবে সতীর হাত চাপড়াচ্ছিলেন। শিবের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ, প্রভু। ধন্যবাদ আমাদের জন্য লড়াইয়ের জন্য। এখন আমরা জানি যে আমরা ঠিক লোকের উপরেই আস্থা রেখেছি।'

শিব কিছু বলতে না পেরে শুধু অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন ও হালকাভাবে মাথা নেড়ে নমস্কারের সাথে দক্ষের বিশ্বাস স্বীকার করে নিলেন। আয়ুর্বতীর দিকে ফিরে দক্ষ জানতে চাইলেন, 'ও এখন কেমন আছে? আমাকে বলা হয়েছিলো যে ও সম্পূর্ণ সুস্থতার পথে।'

'হ্যাঁ মাননীয় সম্রাট', বললেন আয়ুর্বতী। 'আর এক সপ্তাহের মধ্যেই উনি নড়াচড়া করতে পারবেন। আর তিন সপ্তাহের ক্ষতের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে শুধু একটা দাগ থাকবে।'

'আপনি শুধু এই প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকই নন, আয়ুর্বতী, আসলে আপনি সর্বকালের সেরা চিকিৎসক', গর্বিত দক্ষ বললেন।

'আরে না না, মাননীয় সম্রাট' অপ্রস্তুত আয়ুর্বতী বলে উঠলেন। এই অসঙ্গত প্রশংসাবাক্যে তিনি হালকাভাবে কান ধরলেন। 'আমার থেকে অনেক বড়ো আরও অনেকে আছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অসম্ভবটা সম্ভব করেছেন প্রভু নীলকণ্ঠ, আমি নয়।' দৃশ্যতই অস্বস্তিতে পড়া শিবের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দক্ষের দিকে ফিরলেন আয়ুর্বতী। 'আমরা তো ভেবেছিলাম যে ওনাকে হারাতে বসেছি। অগ্নিবাণ টেনে বার করার পর উনি ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মাননীয় সম্রাট, আপনি তো জানেন এমন কোন ওষুধ নেই যা অগ্নিবাণের জ্বর সারাতে পারে। কিন্তু, প্রভু আশা ছাড়েননি। সতীকে সোমরস দেওয়ার প্রস্তাব ওঁরই।'

দক্ষ কৃতজ্ঞভাবে শিবের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার আরও একটা কারণ পেলাম। আমার মেয়ে আমার আত্মার অংশ। ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারতাম না।'

'আরে না না, আমি কিছুই করিনি', সচেতন শিব বলে উঠলেন। 'আয়ুর্বতী ওর চিকিৎসা করেছেন।'

'প্রভু, এ আপনার বিনয়ের কথা', বললেন দক্ষ। 'আপনি সত্যিই উপযুক্ত নীলকণ্ঠ। আসলে আপনিই মহাদেব হওয়ার যোগ্য!' স্তম্ভিত শিব গম্ভীরভাবে দক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি দেবতাদের দেবতা পূর্বতন মহাদেব, কে ছিলেন তা তিনি জানতেন। বিশ্বাস করতেন না যে রুদ্রদেবের তিনি তুলনার যোগ্য। তাঁর কর্ম তাঁকে সে পর্যায়ে উন্নীত করেনি।

'না, মাননীয় সম্রাট। আপনি আমার সম্পর্কে খুবই বাড়িয়ে বলছেন। আমি কোনো মহাদেব নই।'

'না, প্রভু, আপনিই', কনখলা ও আয়ুর্বতী প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলেন। পর্বতেশ্বর চুপচাপ তাকিয়েছিলেন।

শিব যেহেতু তাঁকে মহাদেব বলে ডাকাটা পছন্দ করছেন না, দক্ষ এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর জোরাজুরি না করে সতীর দিকে ফিরলেন। 'আমি বুঝতে পারছি না তুই কেন প্রভুর সামনে তীর খেতে লাফিয়ে পড়লি। তুই তো

কখনো নীলকণ্ঠের উপকথায় বিশ্বাস করতিস না। তোর তো আমার মত কখনোই নীলকণ্ঠে বিশ্বাস ছিলো না। তাহলে তুই কেন প্রভুর জন্য নিজের জীবন বিপদে ফেললি?'

সতী কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে অস্বস্তিতে অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন। দক্ষ শিবের দিকে ফিরে দেখলেন তাঁর ভাব সতীর মতোই লাজুক। বীরিনি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে দক্ষের দিকে তাকালেন। তিনি শিবের সঙ্গে দক্ষের কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দক্ষ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বিছানা ছেড়ে শিবের দিকে এগিয়ে এসে আনুষ্ঠানিক নমস্কারের সাথে তাঁর হাত ধরলেন। বিস্মিত শিব উঠে দক্ষের নমস্কার ফেরাতে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন।

'প্রভু, আমার মেয়ে বোধহয় ওর জীবনে এই প্রথম আমার সামনে মুখচোরা হয়ে আছে', দক্ষ বললেন। 'আর আমিও বহুসময় ধরে আপনাকে বুঝেছি। আপনি সবসময় অন্যের জন্য করেন কিন্তু কখনো নিজের জন্য কিছু চাননা। কাজেই এখানে আমিই প্রথম প্রস্তাব দিতে চলেছি।'

শিব ভুরু কুঁচকে দক্ষের দিকে তাকিয়েছিলেন।

দক্ষ বলে চললেন, 'প্রভু আপনার কাছে মিথ্যা বলবো না। বহু দশক আগে আমার মেয়ের মৃত সন্তান প্রসবের জন্য আইন তাকে বিকর্মের পর্যায়ে ফেলেছে। এটা এমন কিছু গুরুতর অপরাধ নয়। এটা শিশুর পিতার আগের জন্মের কর্মের ফলেও হতে পারে। কিন্তু দেশের আইন এটাই যে এই বিয়োগান্তক ঘটনার জন্য বাবা-মা দুজনকেই দোষী সাব্যস্ত করা হবে। আমার সোনা মেয়েকে এই ঘটনার জন্য বিকর্মের পর্যায়ে ফেলা হয়েছিলো।'

শিব দক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তাঁর ভাবভঙ্গীতে তিনি যে এই বিকর্ম আইন অন্যায় মনে করেন তা বোঝা যাচ্ছিলো।

দক্ষ বলছিলেন, 'মনে করা হয় যে বিকর্ম লোকেরা দুর্ভাগ্যের বাহক। কাজেই যদি ও আবার বিবাহ করে তবে ওর দুর্ভাগ্য হয়তো ওর স্বামী ও ভবিষ্যতের সন্তানদের ওপর বর্তাবে।'

দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন বীরিনি। দক্ষ বলে চললেন, 'প্রভু, আমার মেয়েকে আমি চিনি। আমি কখনও ওকে সামান্যতম খারাপ কাজও করতে দেখিনি। ও ভালো মেয়ে। আমার মতে, যে আইন ওকে শাস্তি

দেয় তা অন্যায্য। কিন্তু আমি শুধুই সম্রাট। আইন পরিবর্তন করতে পারি না আমি।'

পর্বতেশ্বর রেগে কটমট করে দক্ষের দিকে চাইলেন। আইনকে এতখানি নীচুভাবে দেখেন এমন সম্রাটের অধীনে তিনি রয়েছেন এই চিন্তায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

'আমার মেয়েকে যে তার প্রাপ্য আনন্দের জীবন দিতে পারিনি এ দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়', ফোঁপাচ্ছিলেন দক্ষ। 'ওর মতো ভালো মেয়ে প্রতিদিন যে যন্ত্রণা ভোগ করছে তার জ্বালা থেকে ওকে রেহাই দিতে আমি পারিনি। তবুও আমি শুধু আপনার থেকে সাহায্যই চাইতে পারি।'

সতী মধুর দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকালেন।

দক্ষ বলছিলেন, 'আপনি নীলকণ্ঠ। আসলে আপনি তাঁর চাইতেও বেশি। আপনি নিজেকে ও নামে ডাকাটা না চাইলেও আমি সত্যিই বিশ্বাস করি আপনি মহাদেব। আপনি আইনের উর্দ্ধে। চাইলেই আপনি আইনের পরিবর্তন করতে পারেন। চাইলে অগ্রাহ্যও করতে পারেন।' বিস্ময়বিমূঢ় পর্বতেশ্বর কটমটে দৃষ্টিতে দক্ষের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কি করে সম্রাট আইনের সম্বন্ধে এতটা নীচু ধারণা পোষণ করতে পারেন? তারপর তাঁর চোখ পড়লো শিবের দিকে। তাঁর মন আরও বিষিয়ে উঠলো। শিব খোলাখুলিভাবে আনন্দের সাথে দক্ষের দিকে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে সতীর ব্যাপারে দক্ষকে বুঝিয়ে রাজী করাতে হবে। কিন্তু এইবার তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত যে সম্রাট তাঁর মেয়ের হাত তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে চলেছেন।

'প্রভু, আপনি আমার মেয়ের হাত ধরার সিদ্ধান্ত নিলে বিশ্বের কোনো শক্তি আপনাকে আটকাতে পারবে না' যুক্তি দেখাচ্ছিলেন দক্ষ। 'প্রশ্নটা হল আপনি কি চান?'

শিবের হৃদয় বিশ্বের সমস্ত আবেগে উথাল পাথাল হচ্ছিলো। তাঁর মুখে দীপ্ত হাসি। কথা বলতে চাইলেও তাঁর গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। তিনি ঝুঁকে পড়ে সতীর হাত আস্তে করে তুলে ঠোঁটের কাছে তুলে ভালোবেসে চুমু খেলেন। দক্ষের দিকে মুখ তুলে মৃদুস্বরে বললেন। 'ওকে আমি কখনোই ছেড়ে যাবো না। কখনোই না।'

বিহ্বল সতী শিবের দিকে চেয়েছিলেন। গত এক সপ্তাহ ধরেই ভালোবাসার সাহস অর্জন তিনি করেছিলেন। তিনি আশা করার মতো সাহস জোগাড় করতে পারেননি। কিন্তু এখন তাঁর সবচাইতে অলীক স্বপ্নও সত্যি হতে চলেছে। তিনি ওঁর পত্নী হতে চলেছেন।

আনন্দে ভেসে গিয়ে শিবকে জড়িয়ে ধরলেন দক্ষ। মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, 'প্রভু।'

বীরিনি রীতিমতো ফোঁপাচ্ছিলেন। সতীর সারাজীবনের পাওয়া লাঞ্ছনা বন্ধ করা গিয়েছে। তিনি দক্ষের দিকে তাকালেন। তাঁকে ক্ষমা করে দিতে চাইলেন। আয়ুর্বতী ও কনখলা কক্ষে ঢুকে সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী, শিব ও সতীকে অভিনন্দন জানালেন। নন্দী, কৃত্তিকা ও বীরভদ্র সমস্ত আলোচনা শুনে ফেলেছিলো। আনন্দ প্রকাশ করলো তারা। প্রভু শ্রীরামের দেখানো পথের এই অবমাননায় ক্ষিপ্ত পর্বতেশ্বর দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পা যেন মেঝেতে আটকে গিয়েছিলো। অবশেযে নিজেকে সামলালেন শিব। শক্ত করে সতীর হাত মুঠিতে নিয়ে দক্ষের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু মাননীয় সম্রাট, আমার একটা শর্ত আছে।'

'বলুন, প্রভু।'

'বিকর্ম আইনটা ....'

'প্রভু এর পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই', বললেন দক্ষ। 'আপনি আমার কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলে, আইন আপনাকে আটকাতে পারবে না।'

'যাইহোক, আইনটা বদলাতেই হবে', বললেন শিব।

'অবশ্যই প্রভু, তাই হবে', উচ্ছ্বসিত দক্ষ বলে উঠলেন। কনখলার দিকে ফিরে বলে চললেন, 'নীলকণ্ঠের সাক্ষরিত একটা ঘোষণাপত্র তৈরি কর যাতে বলা থাকবে এখন থেকে মৃত সন্তানের জন্ম দেওয়া কোনো অভিজাত মহিলাকে বিকর্মের পর্যায়ে ফেলা হবে না।'

'না, মাননীয় সম্রাট', মাঝখানে বলে উঠলেন শিব, 'আমি তা চাইছি না। আমি পুরো বিকর্ম আইনটার অপসারণ চাইছি। এখন থেকে আর কেউই বিকর্ম হবে না। দুর্ভাগ্যের কষাঘাত তো যেকোন লোকের উপরেই পড়তে

পারে। এর জন্যে তাদের পূর্বজন্মকে দোষ দেওয়া হাস্যকর।'

পর্বতেশ্বর বিস্ময়ে শিবের দিকে চাইলেন। যদিও তিনি প্রভু শ্রীরামের নিয়মাবলীর একটা কণারও পরিবর্তন পছন্দ করতেন না তবুও তিনি শিবের এই ব্যাপারটার প্রশংসা না করে পারলেন না। শিব অন্তত প্রভু শ্রীরামের নীতিগুলোর মধ্যে একটা মূল নীতি ঠিকঠাক মানছেন—একই আইন কোনও রকমের ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকের প্রতি সঠিকভাবে ও সমভাবে প্রযোজ্য।

দক্ষ কিন্তু চমকে শিবের দিকে তাকালেন। এটা তিনি আশা করেননি। সমস্ত মেলুহীদের মত তিনি বিকর্মের ব্যাপারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁর অসন্তুষ্টি ছিল তাঁর মেয়েকে বিকর্ম পর্যায়ে ফেলা নিয়ে—বিকর্ম আইন নিয়ে নয়। কিন্তু তিনি দ্রুত সামলে উঠে বললেন, 'নিশ্চয়ই প্রভু। ঘোষণাপত্র বলবে যে পুরো বিকর্ম আইন অপসারিত করা হল। আপনি এতে সাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গেই এটা আইন হয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ, মাননীয় সম্রাট', হাসলেন শিব।

'আমার মেয়ের আনন্দের দিন আবার শুরু হচ্ছে', উচ্ছ্বসিত দক্ষ কনখলার দিকে ফিরলেন 'দেবগিরিতে ফেরা মাত্রই এক জাঁকালো উৎসব আমার চাই। এমন বিয়ে যা বিশ্ব আগে দেখেনি। চিরকালের সব চাইতে আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে। দেশের সেরা সংগঠকদের ডাক দাও। আমি কোনোরকম খরচই বাদ রাখবো না।'

নিশ্চিত হতে শিবের দিকে ফিরে তাকালেন দক্ষ। সতীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের অপূর্ব টোল প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছিলেন শিব। দক্ষের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আমি শুধু সতীকে বিয়ে করতেই চাই, মাননীয় সম্রাট। বিশ্বের সাধারণতম বা সবচাইতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের কোনোটাতেই আমার যায় আসে না। বৃহস্পতি ও গুনদের সাথে আপনারা সবাই উপস্থিত থাকলেই আমি ধন্য।'

'অপূর্ব!' আনন্দে বলে উঠলেন দক্ষ।



অধ্যায় ১৯

রূপায়িত প্রেম

তিন সপ্তাহ পর রাজকীয় ভ্রমণকারী দল এসে পৌঁছাতে দেবগিরিতে উৎসবের হাওয়া বইতে শুরু করলো। কনখলা এর আগেই দেবগিরিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি সহস্রাব্দের সবচাইতে প্রতীক্ষিত বিবাহের সমস্ত আয়োজন সুচারুভাবে সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। প্রতিবারের মতোই তাঁর আয়োজন নিখুঁত ছিলো।

সাতদিন ধরে বিবাহের নানারকমের উৎসব-অনুষ্ঠান চলেছিলো। প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরনের অঢেল অনুষ্ঠান। প্রচলিত সূর্য্যবংশী সংযমতার দিক থেকে দেখতে গেলে নগর ঢেলে সেজে উঠেছিলো। নগরপ্রাচীরের থেকে ঝোলানো রঙিন নিশানগুলো সংযত ধূসর বর্হিভাগে উৎসবের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। পবিত্র নীল রঙের টালিতে ঢেকে গিয়েছিলো রাস্তা। সাতদিনের উৎসবে সমস্ত ভোজনালয় ও খাবারের দোকানগুলি বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন করছিলো, সরকারের ভর্তুকি দেওয়ার কারণে। দেবগিরিকে যাতে সদ্য স্থাপিত নগরের মতো দেখায় তার জন্যে সরকারী খরচে সমস্ত অট্টালিকা রঙ করানো হয়েছিলো।

সরস্বতীর পুরো ধার বরাবর দ্রুত বিশাল খাল কাটা হয়েছিলো যার মধ্যে নদীর একটা অংশ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। প্রণালীর কিছু অংশ ছিলো খোলা আর কিছু ছিলো মাটির তলায়। প্রণালীতে জল ঢোকা মাত্রই ছাঁকনি দ্বারা তাতে লাল রঞ্জকদ্রব্য মেশানো হচ্ছিলো এবং একইরকম দক্ষতার সাথে নদীতে ফিরবার সময় তা জল থেকে ছেঁকে বার করে দেওয়া হচ্ছিলো। এমনভাবে খালকাটা হয়েছিলো যাতে তা বিশাল স্বস্তিকার আকার নেয়, যা

এক প্রাচীন চিহ্ন। আক্ষরিক অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায়—*যা ভালো থাকার সঙ্গে যুক্ত* বা আরও সহজ করে বলতে গেলে এক সৌভাগ্যের চিহ্ন। নগরীর তিন অংশের যে কোনটার থেকেই যেকোন মেলুহী সম্ভ্রমের সাথে এই বিশাল শ্রদ্ধেয় স্বস্তিকা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলো। দেখতে পাচ্ছিলো পবিত্র সরস্বতীর স্রোতের ফলে সৃষ্ট রাজকীয় সূর্য্যবংশী লাল রঙের এই চিহ্ন। নগরীর তিন ক্ষেত্রে ঢোকার চারপাশের কিছু রক্ষাকারী সরানো হয়েছিলো। সবাইকে রাজধানীকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে শলাকার স্থানে রাখা হয়েছিলো বিশালাকৃতি সব ফুলের আল্পনা যা বহু দূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো। কনখলা তো দেবগিরির চারধারের সমস্ত শলাকা সরাতে চেয়েছিলেন কিন্তু পর্বতেশ্বর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কারণ দেখিয়ে তা বাতিল করেছিলেন।

সাম্রাজ্যর সকল অভিজাত পরিবারগুলিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। নগরপাল থেকে বৈজ্ঞানিক, সেনাপতি থেকে শিল্পী, সমস্ত বিশিষ্ট মানুষজন এমনকী সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত দল বেঁধে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করার জন্য দেবগিরিতে এসে পৌঁছেছিলেন। মেসোপটেমীয়া ও মিশরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির রাজদুতদের মেলুহার রাজধানী দর্শনের মতো দুর্লভ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ঝুলেশ্বর বিচক্ষণের মতো রাজদূতদের দেওয়া এই বিশেষ সম্মানকে ব্যবহার করে কিছু বাড়তি বাণিজ্য করার অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন। বৃহস্পতিও সাঙ্গপাঙ্গ সমেত মন্দার পর্বত থেকে এসে পড়েছিলেন। শুধু সামান্য কিছু অরিষ্টনেমী সৈনিক পর্বতে রেখে আসা হয়েছিলো। ইতিহাসে এই প্রথমবার মন্দার পর্বতে পুরো সাতদিন কোন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ থাকবে।

প্রথম দিনে ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেবের নামে পূজার আয়োজন করা হয়েছিলো। তাঁরা ছিলেন ভারতবাসীর প্রধান দেবতা এবং যেকোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আগে তাঁদের আশীর্বাদ কাম্য ছিলো। আর সহস্রাব্দের সেরা বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান শুধুমাত্র তাদের অনুমোদন পেলেই শুরু হতে পারে। এটি দেবতাদের যোদ্ধা রূপের পূজা। দক্ষ বিশদভাবে এর কারণ ব্যাখ্যা করলেন। তাঁরা কেবলমাত্র নীলকণ্ঠ ও তাদের সম্রাটকুমারীর বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছিলেন না। তাঁরা কুঞ্জে ঘৃণ্য আতঙ্কবাদীর শোচনীয় পরাজয়ের

কারণেও উৎসব উদযাপন করছিলেন। তাঁর মতে কুঞ্জের প্রতিধ্বনিতে স্বদ্বীপের মর্ম কেঁপে উঠবে। সমুচিত সূর্য্যবংশী প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছিলো!

পূজার পরে শিব ও সতীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। কিছু অনুষ্ঠান বাকী থাকতেই শিব অব্যাহতি চেয়ে সতীকে টেনে নিয়ে গেলেন।

নিজের ব্যক্তিগত কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিস্মিত শিব বলে উঠলেন, ‘পবিত্র হ্রদের দিব্যি। এইতো সবে প্রথম দিন। সব দিনগুলোই এই রকম বড় হতে চলেছে নাকি?’

‘তাতে তোমার কিছু যাবে আসবে বলে তো মনে হয় না। তুমি ভালোভাবে সন্তুষ্ট হতেই তো বেরিয়ে এলে!’ সতী ফোড়ন কাটলেন।

‘এইসব ফালতু অনুষ্ঠানের আমি থোড়াই কেয়ার করি।’ আনুষ্ঠানিক পাগড়ি এক ঝটকায় খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে বললেন শিব। গাঢ় দৃষ্টিতে সতীর দিকে তাকিয়ে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে এগোতে থাকলেন তিনি। নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়ছিলো।

‘তাতো বটেই’, নাটকীয় ভঙ্গিতে মজা করলেন সতী। ‘কোনটা গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা নয় তাতো নীলকণ্ঠই ঠিক করে থাকেন। নীলকণ্ঠ তাঁর ইচ্ছামতো করতেই পারেন।’

‘তা তো তিনি পারেনই।’

দুষ্টুমিমাখা হাসি হেসে সতী বিছানার উল্টোদিকে দৌড়ালেন। শিবও এক ঝটকায় অঙ্গবস্ত্র সরিয়ে তাঁর দিকে ছুটলেন।

‘তা তো তিনি পারেনই ......’



‘তোমাকে যা বলতে বলেছি মনে রেখো,’ নন্দী ফিসফিসিয়ে বীরভদ্রকে বললেন। ‘চিন্তা করো না। প্রভু অনুমতি দেবেন।’

‘কি হল ....’ সতীর মৃদু ঠেলায় জেগে উঠে জড়ানো গলায় ফিসফিস করে বললেন শিব।

'ওঠো, শিব,' কোমলভাবে ফিসফিস করে বললেন সতী। তাঁর চুল শিবের গালে এলিয়ে পড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। শিব তাঁর দিকে আকাঙ্খাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইতে সতী আস্তে আস্তে বললেন 'খেয়াল করে'। 'নন্দী, কৃত্তিকা ও বীরভদ্র দরজায় অপেক্ষা করছে। তারা তোমাকে জরুরী কিছু বলতে চায়।'

'হুম ?' শিব দরজার দিকে হাঁটা দিলেন। এক দৃষ্টিতে তিন জনের দিকে তাকালেন তিনি। 'ব্যাপার কি নন্দী ? তোমার জীবনে কি সুন্দরী কেউ নেই যার কাছে না গিয়ে আমায় জ্বালাতে এসেছো ?'

'প্রভু, আপনার মতো কেউ নেই,' নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে নম্রভাবে নমস্কার করলো নন্দী।

'নন্দী, এইসব বোকামো বন্ধ না করলে সারাজীবন তোমায় আইবুড়ো থাকতে হবে।' কৌতুক করে বললেন শিব। সবাই হো হো করে হেসে উঠলেও, কৃত্তিকা কিন্তু আশু করণীয় কাজ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলো।

'বেশ তা তোমরা কি ব্যাপারে কথা বলতে চাও ?' শিব জানতে চাইলেন।

নন্দী বীরভদ্রকে কনুইয়ের গুঁতো মারলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বীরভদ্রের দিকে ফিরলেন শিব।

'ভদ্র, কবে থেকে আমার সাথে কথা বলতে গেলে তোর এতগুলো লোকের সাহায্য লাগছে?' শিব বলে উঠলেন।

'শিব ....' ঘাবড়ে থাকা বীরভদ্র বিড়বিড় করে বললেন।

'হ্যাঁ ?'

'ব্যাপারটা এইরকম যে ....'

'কি রকম ব্যাপার ?'

'মানে দেখ ....'

'আমি দেখছি ভদ্র।'

'শিব, দোহাই তোমার, এমনিতেই ও যা ঘাবড়ে আছে। ওকে আর ঘাবড়িও না,' সতী বললেন। বীরভদ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বীরভদ্র নির্ভয়ে বলো। তুমি তো খারাপ কিছু করোনি।'

'শিব', ক্ষীণকণ্ঠে ফিসফিস করে বললেন বীরভদ্র। 'তোমার অনুমতি চাই।' তার গাল তখন লাল হয়ে গেছে।

'অনুমতি মঞ্জুর,' শিব বলে উঠলেন। ততক্ষণে তিনি বেশ মজা পেয়ে গেছেন। 'তা যে জন্যেই চাস না কেন।'

'আসলে, আমি বিয়ে করার কথা ভাবছিলাম।'

'দারুণ ভাবনা।' বললেন শিব। 'এখন তোমার কোন অন্ধ মেয়েকে বোঝাতে হবে যাতে তোমায় বিয়ে করতে রাজী হয়।'

'শিব!' সতী হালকা ধমক দিলেন।

'আসলে, আমি এর মধ্যেই একটি মেয়েকে খুঁজে পেয়েছি' তার সাহস মিলিয়ে যাওয়ার আগে বলে ফেললো বীরভদ্র। 'আর সে অন্ধও নয় ....'

'অন্ধ নয়?' বিস্মিত শিব বলে উঠলেন। রীতিমতো অবিশ্বাসে হাস্যকরভাবে তাঁর ভুরু বেঁকে গেছে। 'তবে সে নির্ঘাৎ রামবোকা, কেননা পরের সাতজন্মের জন্য এমন লোকের সাথে নিজেকে বেঁধেছে যে অন্য কাউকে চায় তার বিবাহ স্থির করার জন্য।' অস্বস্তি, অনুশোচনা আর দুর্বোধ্যতা মাখানো চাউনিতে বীরভদ্র শিবের দিকে চেয়ে রইলো।

শিব বললেন 'ভদ্র, তোকে আমি আগেও বলেছি। আমার অপছন্দের অনেক প্রথা আমাদের উপজাতিতে আছে। আর তাদের মধ্যে প্রথমের দিককার একটা হল এই যে উপজাতির যেকোন লোকের পাত্রী দলপতির অনুমোদিত হতে হবে। ছোটবেলায় এই হাস্যকর প্রথা নিয়ে আমরা যে কত হাসাহাসি করেছি—তা তোর মনে পড়ে না?'

বীরভদ্র শিবের দিকে তাকিয়েই চোখ নামালো। সে তখনও নিশ্চিত নয়।

'আরে দিব্যি করে বলছি, যদি তার সাথে খুশি থাকিস তবে তোর খুশিতে আমারও আনন্দ হবে,' উচ্ছ্বসিত শিব বলে উঠলেন। 'আমার অনুমোদন রয়েছে।'

বিস্মিত উচ্ছ্বসিত বীরভদ্র মুখ তুলতেই নন্দী আবার কনুই খোঁচা মারলো। কৃত্তিকা বীরভদ্রের দিকে তাকিয়ে। চেপে রাখা লম্বা লম্বা শ্বাস ছাড়লো সে—

মুক্তির শ্বাস। সতীর দিকে ফিরলো সে। নিঃশব্দ 'ধন্যবাদ' উচ্চারিত হলো তার মুখে।

শিব কৃত্তিকার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

কৃত্তিকা মুহূর্তের জন্য চমকে গেলেও নীলকণ্ঠের আঁচ তার সূর্য্যবংশী সংযম ছাপিয়ে যাওয়ার আগেই নিজেকে সামলে নিলো।

'উপজাতিতে স্বাগত', শিব ফিসফিস করে বললেন। 'আমরা পুরো পাগল হলেও অন্তরে ভালো মানুষ।'

'কিন্তু তুমি ধরলে কি করে?' বীরভদ্র বলে উঠলো। আমি যে ওকে ভালোবাসি তা তোমায় তো কখনো বলিনি।'

'ভদ্র, আমি অন্ধ নই,' শিব হাসলেন।

'ধন্যবাদ', কৃত্তিকা শিবকে বললেন। 'আমায় মেনে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

শিব পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'না। ধন্যবাদ তোমাকে। ভদ্রের ব্যাপারে আমার সবসময়ই চিন্তা ছিলো। সে নির্ভরযোগ্য ভালো মানুষ হলেও মেয়েদের ব্যাপারে বড্ড সাদাসিদে। ওর বিবাহিত জীবন কেমন কাটবে তাই নিয়ে আমি চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু চিন্তার আর কোনো কারণ নেই।'

'বেশ, আমিও আপনাকে কিছু বলতে চাই,' কৃত্তিকা বললো।

'নীলকণ্ঠের কিংবদন্তীতে আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমার দেবীর প্রতি যা আপনি করেছেন তা যদি মেলুহার প্রতিও করতে পারেন তবে আপনি মহাদেব ডাকেরই যোগ্য!'

'মহাদেব ডাক আমার চাইনা, কৃত্তিকা। তুমি জান যে আমি মেলুহাকে ততটাই ভালোবাসি যতটা ভালোবাসি সতীকে। যতটা সম্ভব আমি করবো'। বীরভদ্রের দিকে ফিরে শিব হুকুম ঝাড়লেন, 'এই যে বোকাহাঁদা, এদিকে এসো'।

বীরভদ্র এগিয়ে এসে শিবকে বুকে টেনে নিলো। অনুরক্ত গলায় ফিসফিস করে বললো 'ধন্যবাদ।'

'বোকা হস না। 'ধন্যবাদ'-এর প্রয়োজন নেই।' হেসে বললেন শিব।

চওড়া হাসি খেলে গেলো বীরভদ্রের মুখে।

'আর শোন।' ছদ্ম রাগের হুঙ্কার ছাড়লেন শিব।

'পরবর্তী গাঁজার আসরে তোর প্রিয় বন্ধুর কাছে তোকে এর উত্তর দিতে হবে যে এতদিন ধরে আমাকে এই ব্যাপারে কিছুটি না বলে কি করে একজন মেয়েকে ভালোবাসার সাহস করলি তুই?'

'সকলেই জোরে হেসে উঠলেন।'

এর জন্যে বেশ খানিকটা গাঁজার দরকার হবে তাই না?' হেসে ফেলে বললো বীরভদ্র।

'বেশ এই ব্যাপারটা ভেবে দেখবো।'



'ওনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে না কি?' সতীর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন আয়ুর্বতী জিজ্ঞাসা করলেন।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে সতী ও তাঁর মা রেহাই পেয়েছেন, সবেমাত্র নাটমঞ্চ ছেড়ে উঠেছেন। অনুষ্ঠানটা শুধু জামাই ও শ্বশুরের জন্যে। পণ্ডিতেরা পূজার প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় নিচ্ছেন।

'তা প্রায় ছয়দিন ধরেই তো ক্রমাগত অনুষ্ঠান ও পূজা চলছে।' বললেন কনখলা। 'যদিও প্রথা অনুযায়ী রাজকীয় বিবাহের জন্যে এই সবগুলোই করতে হবে, আমি ওনার ক্লান্ত হওয়াটা বুঝতে পারি।'

'ওহো, ছয়দিন পূজার সাথে যে এর সম্পর্ক আছে তা আমি বলবো না', বললেন বৃহস্পতি।

'নেই?' কনখলা জানতে চাইলেন।

'না।' বৃহস্পতি দুষ্ট হাসি হেসে উত্তর দিলেন। 'আমার মনে হয় এর কারণ পাঁচ *রাত্রি*।'

'কি?' বিস্মিত আয়ুর্বতী বলে উঠলেন। তারপরই বৃহস্পতির কথার

মানে বুঝতেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন।

বৃহস্পতির এই একেবারেই অশোভন মন্তব্যে কনখলার পাশে বসে থাকা পর্বতেশ্বর কটমট করে তার দিকে চাইলেন। হো হো করে হেসে উঠলেন বৃহস্পতি। এক সহকারী পণ্ডিত বিরক্তিতে ঘুরলেন। কিন্তু পেছনে বসে থাকা বয়স্ক ব্রাহ্মণদের দেখে দ্রুত তাঁর বিরক্তি চেপে অনুষ্ঠানের আয়োজনে ফিরলেন।

পর্বতেশ্বরের কিন্তু এমন কোন দ্বিধা ছিলো না। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে এই ধরনের কথাবার্তা আমায় সহ্য করতে বাধ্য হতে হচ্ছে।' তিনি জমায়েতের পেছনের দিকে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

এতে এমনকী কনখলা ও আয়ুর্বতীও হেসে উঠলেন। বয়স্ক পণ্ডিতদের একজন ঘুরে ইশারা করলেন যে অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে যার ফলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ চুপ করলেন।

পণ্ডিতেরা শ্লোকের আবাহন আবার শুরু করলেন। শিব ও দক্ষ দুজনেই পবিত্র অগ্নিতে নিয়মিত ব্যবধানে ঘি ঢালতে ঢালতে 'স্বাহা' বলছিলেন।

'দুটি পরপর স্বাহার মাঝে শিব ও দক্ষের মৃদুস্বরে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার মতো যথেষ্ট সময় ছিলো। দুজনেই সতীর ব্যাপারে কথা বলছিলেন। শুধুমাত্র সতীর ব্যাপারেই। কোনো নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে কিন্তু কে সম্রাটকুমারীকে বেশি ভালোবাসেন তা নির্ণয় করা কঠিন ছিলো। পণ্ডিত শ্লোক আবৃত্তি থেকে মুহূর্তের জন্য বিরত হলে সংকেতমতো শিব ও দক্ষ আরও কিছুটা ঘি 'স্বাহা' বলে পবিত্র অগ্নিতে ঢালছিলেন। সামান্য ঘি দক্ষের হাতে ছিটকে পড়ছিলো। শিব তা মোছার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁর পাশ থেকে কাপড় টেনে নিতেই দক্ষের হাতে তাঁর বেছে নেওয়া জাতিগত তাবিজ শিবের চোখে পড়লো। সেখানে ওই জন্তুর চিহ্ন দেখে তিনি চমকে গেলেন। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কোন মন্তব্য করলেন না। এদিকে এর মধ্যে দক্ষও ঘুরে শিবের চাউনি দেখতে পেয়েছিলেন।

'এ আমার নিজের বেছে নেওয়া নয়। আমার বাবা আমার জন্য বেছে দিয়েছিলেন', আন্তরিকভাবে হেসে তাঁর হাত থেকে ঘি মুছতে মুছতে বললেন দক্ষ। তাঁর গলায় কোন অস্বস্তির লেশমাত্র নেই। ভালোভাবে কেউ দেখলে

তাঁর চোখে অবজ্ঞার সামান্য ছিটে দেখতে পেতো।

'ওহো, তা নয়, মাননীয় সম্রাট', সামান্য দমে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন শিব। 'আমি দেখতে চাইনি। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'প্রভু, আপনি ক্ষমা চাইছেন কেন?' দক্ষ বললেন। এ আমার বেছে নেওয়া জাতি। এটা এজন্যেই হাতে পরা যাতে সবাই দেখতে পায় ও আমাকে শ্রেণীভুক্ত করতে পারে।'

'কিন্তু মাননীয় সম্রাট, আপনি তো আপনার বেছে নেওয়া জাতির থেকে অনেক উপরে', মোলায়েম ভাবে শিব বললেন। 'ঐ তাবিজের তাৎপর্যের থেকে আপনি অনেক বেশি মহৎ।'

'হ্যাঁ', হাসলেন দক্ষ। 'আমি ওই বৃদ্ধ মানুষটিকে দেখিয়ে দিয়েছি, তাই নয় কি? নীলকণ্ঠ ওঁর আমলে আবির্ভুত হতে চাননি। আমার আমলে এসেছেন তিনি। সন্ত্রাসবাদীরা ওঁর আমলে পরাজিত হয়নি। হয়েছে আমার আমলে। আর চন্দ্রবংশীদের সংস্কারও ওনার আমলে হয়নি। ওদের সংস্কার হবে আমার আমলে।'

শিব সতর্কভাবে হাসলেন। এই আলোচনার কিছু একটা তাঁকে চিন্তায় ফেলেছিলো। তিনি দক্ষের হাতের তাবিজের দিকে আরেকবার তাকালেন। একটা ছাগল আঁকা ছিলো এতে, যা ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নিম্নতম জাতিগুলোর মধ্যে একটা। কেউ কেউ তো ছাগল বেছে নেওয়া জাতিকে এতটাই নীচু বলে গণ্য করে যে যারা এটা পরে থাকে তাদের পুরোপুরি ক্ষত্রিয় বলে ডাকার যোগ্যও বলে মনে করে না। পণ্ডিতের মৌখিক সংকেত পেয়ে শিব পবিত্র আগুনের দিকে ফিরলেন। হাতায় আরও কিছুটা ঘি নিয়ে 'স্বাহা' বলে তা আগুনে ঢাললেন।



রাত্রি হতে তাঁদের কক্ষের নিভৃতে বসে শিব সতীকে সম্রাট ব্রহ্মনায়ক ও তার ছেলে দক্ষের মধ্যের সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসা করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুভুতি তাঁকে বলছিলো যে এই প্রশ্নগুলো কিভাবে করবেন তা

নিয়ে তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে।

'প্রভু ব্রহ্মনায়ক ও তোমার বাবার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'সতী শিবের চুলের গোছা নিয়ে খেলা থামালেন। একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'কোন কোন সময় মনোমালিন্য হতো। দুজনের চরিত্র অনেকটাই আলাদা। কিন্তু প্রভু ভৃগু ....'

দরজায় টোকা পড়ায় আলোচনাটা ব্যাহত হলো।

'কি ব্যাপার'? শিব গজগজ করে উঠলেন।

'প্রভু' দ্বারপাল তখন ভয়ে ভয়ে জানালো, 'প্রধান বৈজ্ঞানিক বৃহস্পতিজী আপনার দর্শন প্রার্থী। তিনি আজ রাত্রেই আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য জোর দিচ্ছেন।'

বৃহস্পতির সঙ্গে দেখা করতে শিব সবসময়ই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু দ্বারপালকে উত্তর দেওয়ার আগে সতীর দিকে ভুরু তুলে তাকালেন। সতী হেসে মাথা নাড়লেন। তিনি জানতেন যে বৃহস্পতির সঙ্গে সম্পর্ককে শিব কতটা গুরুত্ব দেন।

'তখন, বৃহস্পতিজী কে আসতে দাও।'

'যথা আজ্ঞা, প্রভু।'

'বন্ধু, এত রাত্রে তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা কোরো', বৃহস্পতি বললেন।

'বন্ধু, আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন কখনোই তোমার নেই, শিব উত্তর দিলেন।

'নমস্কার, বৃহস্পতিজী,' প্রধান বৈজ্ঞানিকের পা ছুঁতে ঝুঁকে পড়লেন সতী।

'অখণ্ড সৌভাগ্যবতী ভব', বললেন বৃহস্পতি। প্রথাগত আশীর্বাদে সতীকে ভূষিত করলেন তিনি। এর অর্থ *তোমার স্বামী চিরকাল তোমার পাশে বেঁচে থাকুন।*

'তা, এত রাত্রে কি এমন জরুরী কাজ পড়লো যে তোমায় বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো।' শিব বৃহস্পতিকে বললেন।

'আসলে এর আগে তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ আমি পাইনি।'

'জানি, জানি' সতীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন শিব। আমাদের দিনগুলো একের পর এক অনুষ্ঠানে ভরে গেছে।'

'জানি', বৃহস্পতি মাথা নাড়লেন। 'আমরা সূর্য্যবংশীরা অনুষ্ঠান ভালোবাসি। সে যাই হোক না কেন, আমি নিজে এসে তোমার সাথে কথা বলতে চাইছিলাম; কারণ কাল সকালে আমাকে মন্দার পর্বতে যেতেই হবে'।

'কি?' বিস্মিত শিব জিজ্ঞাসা করলেন। 'তুমি এই শেষ ছয়দিন থেকে গেলে। আরেকদিন তো পারবেই?'

'জানি', ক্ষমা প্রার্থনায় চোখ কুঁচকে বললেন বৃহস্পতি। 'থাকলে তো ভালোই লাগতো, কিন্তু একটা পরীক্ষা যে ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে আছে। মাসের পর মাস ধরে তার প্রস্তুতি চলছিলো। এর জন্য প্রয়োজনীয় মেসোপটেমীয় উপাদানও প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমরা আরও কম পরিমাণ জলে সোমরসের স্থায়ীত্ব পরীক্ষা করে দেখতে চলেছি। পরীক্ষা যাতে ঠিকঠাকভাবে শুরু হয় তা খতিয়ে দেখতেই আমায় আগে যেতে হবে। আমার অন্য বৈজ্ঞানিকেরা তোমাকে সঙ্গদানের জন্য এখানে থাকবে।

'ঠিক আছে', জগতের সবকিছুর ওপরে তাদের তত্ত্ব আমার বেশ ভালোই লাগে, ব্যঙ্গ করে বললেন শিব।

বৃহস্পতি হেসে ফেললেন। 'আমাকে সত্যিই যেতে হবে শিব। আমি দুঃখিত।'

'বন্ধু, দুঃখপ্রকাশের কোন দরকার নেই,' হেসে বললেন শিব। 'জীবন দীর্ঘ। আর মন্দার পর্বতের পথ ছোট্ট। তুমি এত সহজে আমার থেকে মুক্তি পাবে না।'

হাসলেন বৃহস্পতি। ভাই বলে যাকে মেনে নিয়েছেন তাঁর প্রতি ভালোবাসায় চোখ ভরপুর। তিনি এগিয়ে এসে জোরে শিবকে জড়িয়ে ধরলেন। শিব একটু অবাক হলেন। সাধারণত শিবই প্রথমে বৃহস্পতিকে আলিঙ্গন করতে এগোন আর বৃহস্পতি প্রথমে কিছুটা অস্বস্তিতে হলেও পরে সাড়া দেন।

'ভাই আমার,' বৃহস্পতি ফিসফিসিয়ে বললেন।

'একদম', শিব বিড়বিড় করলেন।

কিছুটা পিছোলেন বৃহস্পতি। তখনও শিবের হাত আঁকড়ে তিনি। বৃহস্পতি বললেন 'তোমার জন্য আমি যেকোন জায়গায় যাবো। তোমার দরকার হলে পাতাল লোকেও।'

'বন্ধু সেখানে আমি কখনোই তোমায় নিয়ে যাবো না,' মুচকি হাসলেন শিব। তিনি ভাবছিলেন তিনি নিজেও কখনো *পাতাল লোক* বা *দানব রাজ্যে* পাড়ি দেবেন না।

বৃহস্পতি স্নিগ্ধ হেসে শিবকে বললেন, 'আশা করি শীঘ্রই দেখা হবে, শিব'।

'গোনা শুরু করতে পারো।'

সতীর দিকে ফিরে বৃহস্পতি বললেন 'নিজের খেয়াল রেখো, সোনা আমার। দেখে ভালো লাগছে যে অবশেষে নিজের উপযুক্ত জীবন লাভ করেছো।'

'ধন্যবাদ বৃহস্পতিজী।'



অধ্যায় ২০

মন্দারে আক্রমণ

'কেমন আছ বন্ধু?'

'আমি এখানে কি ছাই করছি?' শিব চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি নিজেকে মেরুর ব্রহ্মা মন্দিরে বসে থাকা অবস্থায় পেলেন। অনেক মাস আগে তার প্রথম মেরুদর্শনে যে পণ্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিলো তিনি তাঁর সামনে বসে।

'আপনি আমায় এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন', হেসে পণ্ডিত বললেন।

'কিন্তু আমি এখানে কখন কিভাবে এলাম' স্তম্ভিত শিব জানতে চাইলেন।

'ঘুমোনোর সাথে সাথেই', জানালেন পণ্ডিত। 'এ এক স্বপ্ন।'

'আপনি এত দিব্যি দেন কেন?' পণ্ডিত ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'পরিস্থিতির প্রয়োজনে শুধুমাত্র দিব্যি দিই আমি।' মুখ বিকৃত করলেন শিব। 'আর দিব্যি দেওয়ায় অসুবিধাটা কিসের?'

'তা, আমি মনে করি, এটা খারাপ আচরণ। এতে সম্ভবত চরিত্রের সামান্য দুর্বলতাও দেখায়।'

'ঠিক তার উল্টো। আমি মনে করি এ শক্তিশালী চরিত্রের নির্দেশক। এটা দেখায় যে তোমার নিজের মনের কথা বলার মতো শক্তি ও আবেগ আছে।'

পণ্ডিত সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

শিব বলে চললেন। 'তা যাই হোক না কেন, আপনি যখন এখানেই

আছেন,—আপনাদের কি বলে ডাকা হয় তা আমাকে বলছেন না কেন?' আমাকে কথা দেওয়া হয়েছিলো যে পরের বার আপনাদের কারোর সাথে দেখা হলে আমায় বলা হবে।'

'কিন্তু আমাদের কারোর সাথেই দেখা তো আপনার আর হয়নি। এতো স্বপ্ন। আপনি যা ইতিমধ্যেই জানেন তাই শুধু আপনাকে আমি বলতে পারি,' রহস্যজনকভাবে মৃদু হেসে বললেন পণ্ডিত। 'কিংবা এমন কিছু যা আপনার চেতনার মধ্যে থাকলেও এখনও তা আপনি শুনতে চাননি।'

'ও, তাহলে এই ব্যাপার! যা আমি ইতিমধ্যেই জানি তা খুঁজতে আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন!'

'হ্যাঁ', হেঁয়ালীপূর্ণ হাসি হেসে জানালেন পণ্ডিত।

'বেশ, তা আমরা কি নিয়ে কথা বলতে চলেছি?'

'ওই পাতার রঙ নিয়ে', পণ্ডিতের গলা গমগমিয়ে উঠলো। মন্দিরের জমকালো খোদিত স্তম্ভের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া গাছগাছালির দিকে আঙুল দেখালেন তিনি।

'ওই পাতার রঙ?'

'হ্যাঁ'।

ভুরু খুব কুঁচকে শিব নিঃশ্বাস ফেললেন, 'পবিত্র হ্রদের দিব্যি, তা কি জন্যে ওই পাতার রঙ গুরুত্বপূর্ণ?'

'অনেক সময়ে ভালো আলোচনাপূর্ণ যাত্রায় খুঁজে পাওয়া জ্ঞান তা অর্জনের পদ্ধতির ফলে আরোও সন্তোষজনক হয়ে ওঠে,' বললেন পণ্ডিত। 'আর যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল এই যে এটা আপনাকে আরও সহজে সেই জ্ঞানের প্রসঙ্গ বুঝতে সাহায্য করে।'

'জ্ঞানের প্রসঙ্গ?'

'হ্যাঁ। প্রত্যেক জ্ঞানেরই নিজের নিজের প্রসঙ্গ আছে। যতক্ষণ না আপনি সেই প্রসঙ্গ জানতে পারছেন, আপনি মূল কথাটা বুঝতে নাও পারেন।'

'আর সে সব আমি এই পাতার রঙ নিয়ে কথা বললেই জানতে পারবো?'

'হ্যাঁ'।

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি' গজগজ করে উঠলেন শিব, 'তবে ঐ পাতা নিয়েই কথা বলা যাক।'

'বেশ বেশ', হেসে উঠলেন পণ্ডিত। 'বলুন তো ঐ পাতার রঙ কি?'

'রঙ? এতো সবুজ।'

'তাই?'

'তাই নয় কি?'

'কেন এ আপনার কাছে সবুজ দেখাচ্ছে বলে মনে হয়?'

'কারণ, তা সবুজ *বলেই*'? মজা পেয়ে বললেন শিব।

'না। আমি তা বলতে চাইছি না। চোখ কিভাবে দেখে তা নিয়ে বৃহস্পতির বৈজ্ঞানিকদের একজনের সাথে আপনি আলোচনা করেছিলেন। করেননি কি?'

'হাঁ সেই কথা, তা ঠিক।' শিব কপালে টোকা দিয়ে বললেন। 'কোন বস্তুর উপর আলো পড়ে। আর যখন তা সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আপনার চোখে আসে, তখন আপনি তাকে দেখতে পান।'

'একদম তাই। আর আরেক বৈজ্ঞানিকের সাথে সাধারণ সাদা সূর্যালোক কি দিয়ে তৈরি তা নিয়ে আপনার কথা হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছিলো বটে। সাদা আলো সাতটা আলাদা আলাদা রঙের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই কারণে—যখন বৃষ্টির ফোঁটা সূর্য্যের আলোকে বিচ্ছুরিত করে দেয় তখনই সাত রঙে তৈরি রামধনু গড়ে ওঠে।

'ঠিক! এখন এই দুই তত্ত্বকে জোড়া লাগিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। কেন এই পাতা আপনার সবুজ লাগছে?'

'শিব ভুরু কুঁচকে সমাধান খুঁজতে লাগলেন।' 'সাদা সূর্যালোক ওই পাতার উপর পরে। ওর শারীরিক বৈশিষ্ট এমনই যাতে ও বেগুনী, নীলাভ, নীল, হলুদ ও কমলা শোষণ করে নেয়। পারে না শুধু সবুজ রঙ, যা প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে এসে পড়ে। এই জন্যেই আমি ঐ পাতাকে সবুজ দেখি'।

'ঠিক। উৎসাহিত হয়ে উঠলেন পণ্ডিত। কাজেই ওই পাতার দিক থেকে পাতার রঙের কথা ভাবুন! কোন রঙ ও শোষণ করছে আর কোনটা বাতিল করছে। ওর রঙ কি সবুজ? না সবুজ ছাড়া জগতের বাকী সব রঙ।'

তার সামনে রাখা যুক্তির সরলতা দেখে শিব স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে গেলেন।

'অনেক ধরনের বাস্তবতা আছে। যা নিশ্চিত দেখায় তার অনেক ব্যাখ্যা আছে' পণ্ডিত বলে চললেন। 'যা কিছু অটল সত্য হিসাবে প্রতীয়মান হয় তার ঠিক উল্টোটাও অন্য প্রসঙ্গে সত্যি। আপনি যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখছেন তা-ই আপনার দেখা বিশেষ বাস্তবটিকে গড়ে দেয়।'

শিব আবার আস্তে আস্তে পাতার দিকে ফিরলেন। তার চকচকে সবুজ রঙ উজ্জ্বল সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে।

'আপনার চোখ কি অন্য বাস্তবটা দেখতে পাচ্ছে?' পণ্ডিত জানতে চাইলেন।

শিব এমন বদলাতে থাকা পাতার বাহ্যরূপের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। পাতার রঙ যেন গলে গলে পড়ছে। তার উজ্জ্বল সবুজ আভা ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে তা এক ধূসর ছায়ায় পরিণত হলো। স্তম্ভিত শিবের চেয়ে থাকা চোখের সামনে ধূসর ভাবও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়ে পাতাটা প্রায় স্বচ্ছ হয়ে উঠলো। কেবলমাত্র তার বাহ্যিক সীমারেখা বা রূপরেখা চোখে পড়ছিলো। সেখানে অসংখ্য বাঁকা বাঁকা কালো ও সাদা রঙের রেখা দেখা গেলো যা পাতার রূপরেখার ভেতর থেকে বাইরে ও বাইরে থেকে ভেতরে চলাচল করছিলো। মনে হলো যেন পাতাটা বাহক ছাড়া আর কিছুই নয় যাকে সাদা ও কালো বাঁকা রেখাগুলো তাদের অসীম যাত্রার সাময়িক বিরতিস্থল হিসাবে ব্যবহার করছে।

শিবের এটা বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো যে আশপাশের পাতাগুলোও তাদের রূপরেখায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। চোখ ঘোরাতে তিনি খেয়াল করলেন যে পুরো গাছটাই যাদুবলে রূপরেখায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সাদা ও কালো বাঁকা বাঁকা রেখা ভেতরে ও বাইরে সহজে স্বচ্ছন্দে স্রোতের মতো যাওয়া আসা করছে। এই অপূর্ব দৃশ্যে ডুবে যাওয়ার জন্য মাথা ঘোরালেন তিনি। প্রত্যেকটি বস্তু গাছের উপরের কাঠবিড়ালী থেকে মন্দিরের স্তম্ভ অব্দি সবকিছু

তাদের রূপরেখায় রূপান্তরিত হয়েছে। একই রকমের সাদা ও কালো বাঁকা রেখা তাদের ভেতরে ও বাইরে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যার জন্য পণ্ডিতের দিকে ঘুরতেই, তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পণ্ডিত নিজেই তার আগের দেহাবয়বের রূপরেখায় রূপান্তরিত হয়েছেন। সাদা বাঁকা রেখার তীব্র ভয়াল ঢেউ তার থেকে বেরিয়ে আসছে। অদ্ভুত—তার চারপাশে কোন কালো রেখা নেই।

'একি ....'

পণ্ডিতের রূপরেখার অঙ্গুলিনির্দেশ তাঁর নিজের দিকে দেখে শিবের কথা আটকে গেলো। 'আমার কর্মসাথী, নিজের দিকে তাকান' উপদেশ দিলেন পণ্ডিত।

শিব নিচের দিকে দেখলেন। 'হে ভগবান!'

তাঁর নিজের শরীরও রূপরেখায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভেতরটা পুরোপুরি স্বচ্ছ। অসংখ্য কালো বাঁকা রেখা ভয়ংকর তোড়ে তাঁর মধ্যে ঢুকছে। রেখাগুলো দিকে ভালোভাবে তাকাতে খেয়াল করলেন সেগুলো আসলে রেখা নয়। আসলে সেগুলো কুচকুচে কালো রঙের ক্ষুদ্র ঢেউ। এতই ক্ষুদ্র যে খুব কাছ থেকেও তাদের রেখার মত লাগে। শিবের দেহরেখার কাছাকাছিও কোন সাদা ঢেউয়ের চিহ্নমাত্রও নেই। 'বলি এটা চলছে-টা কি?'

'সাদা ঢেউগুলো ইতিবাচক শক্তি ও কালোগুলো নেতিবাচক', বললো পণ্ডিতের রূপরেখা। 'দুজনেই গুরুত্বপূর্ণ। ওদের সামঞ্জস্যটাই গুরুত্বপূর্ণ। ওরা সামঞ্জস্য ভেঙে বেরিয়ে এলেই ধ্বংস নেমে আসবে।'

হতভম্ব শিব পণ্ডিতের দিকে চাইলেন। 'তা আমার কোন ইতিবাচক শক্তি নেই কেন? আর আপনার মধ্যেই বা নেতিবাচক শক্তি নেই কেন?'

'কারণ আমরা উভয়ের পরিপূরক। বিষ্ণুর কাজ ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত করা' বললেন পণ্ডিত। পণ্ডিতের থেকে উন্মত্তের মতো ঝরে পড়া সাদা রেখা যেন তাঁর কথা বলার সময় সামান্য কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিলো। 'আর মহাদেবের কাজ নেতিবাচক শক্তি শোষণ করা। তাকে খুঁজুন। নেতিবাচক শক্তি খুঁজুন আর তবেই আপনি মহাদেব হিসেবে আপনার লক্ষ্য

করবেন।'

'কিন্তু আমি তো মহাদেব নই। এখন পর্য্যন্ত আমার কর্ম আমাকে ওই খেতাবের যোগ্য করে তোলেনি।'

'বন্ধু, এটা তেমন করে কাজ করে না। আপনি আপনার কর্ম করার পরে খেতাব অর্জন করেন নি। আপনি যে এর মধ্যেই মহাদেব হয়ে গেছেন শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের পরেই আপনি আপনার কর্ম করতে পারেন। অন্যেরা কি ভাবলো তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি কি ভাবছেন সেটাই ব্যাপার। বিশ্বাস করুন যে আপনি মহাদেব আর তবেই আপনি তা হয়ে উঠবেন।'

শিব ভুরু কুঁচকালেন।

'বিশ্বাস করুন!' পণ্ডিত আবার বললেন।

বুম! দূরের একটা গমগমে আওয়াজে চারপাশ গমগমিয়ে উঠলো। শিব দিগন্তের দিকে চোখ ঘোরালেন।

'বিস্ফোরণের মতো শোনাচ্ছে' পণ্ডিতের রূপরেখা ফিসফিসিয়ে উঠলো।

দূর থেকে সতীর গলা ক্রমাগত শিবের কাছে এসে পৌঁছালো। 'শি.....ব.....'

বুম! আরেকটা বিস্ফোরণ।

'শি........ব........'

'বন্ধু, মনে হচ্ছে আপনার স্ত্রীর আপনাকে প্রয়োজন।'

শিব অবাক হয়ে পণ্ডিতের রূপরেখার দিকে চেয়ে থাকলেন। তিনি ধরতে পারছিলেন না যে শব্দ কোত্থেকে আসছিলো।

'আপনার বোধহয় জেগে ওঠা উচিত,' পণ্ডিতের দেহশুন্য গলা বলে উঠলো।

'শি......ব.......'

ঢুলন্ত শিব জেগে উঠে দেখলেন উদ্বিগ্ন সতী তাঁর দিকে তাকিয়ে। হ্যাঁচকা টানে জেগে ওঠা শিবের এই অদ্ভুত উদ্ভট স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটেনি।

'শিব!'

বুম!

'ওটা হচ্ছেটা কি?' এতক্ষণে সতর্ক হয়ে ওঠা শিব জানতে চাইলেন।

'কেউ দৈবী অস্ত্র ব্যবহার করছে!'

'কি? *দৈবী অস্ত্র* আবার কি?'

'দৃশ্যতই স্তম্ভিত সতী ইতস্তত করে বললেন, 'দৈবী অস্ত্র! কিন্তু রুদ্রদেব তো সমস্ত দৈবী অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তার নাগাল তো আর কেউই পায়না!'

শিব ততক্ষণে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠেছেন। তাঁর মধ্যেকার যোদ্ধা জেগে উঠেছে। 'সতী, প্রস্তুত হও। বর্ম পরো। অস্ত্র নাও।'

সতী দ্রুত সাড়া দিলেন। শিব বর্ম চড়ালেন। তাতে ঢাল জুড়লেন ও কোমরে তরোয়াল ঝোলালেন। তাঁর তুনীর স্বচ্ছন্দে কাঁধে ফেলে ধনুক তুলে নিলেন। সতীকে প্রস্তুত দেখে তিনি এক লাথিতে দরজা খুললেন। তমন ও অন্য আট প্রহরী তাঁদের তলোয়ার বার করে তাদের নীলকণ্ঠকে যেকোন আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

'প্রভু, আপনি দয়া করে ভেতরে অপেক্ষা করুন, বললো তমন। 'আমরা আক্রমণকারীদের এখানেই আটকে রাখবো।'

শিব কড়া চোখে তমনের দিকে চাইলেন। তমনের সদুদ্দেশে বলা কথাগুলোয় তার ভুরু কুঁচকে ছিলো। তমন সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটলো। 'দুঃখিত, প্রভু। আমরা আপনাকে অনুসরণ করবো।'

শিবের প্রতিক্রিয়ার আগেই দালান ধরে ছুটে আসা পায়ের শব্দ তাঁদের কানে এলো। শিব তৎক্ষণাৎ তলোয়ার বের করলেন। কান খাড়া করে বিপদটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলেন তিনি।

চারটে পায়ের শব্দ। রাজকীয় দালান আক্রমণে মাত্র দুটি লোক! কোন মানে হয় না।

পায়ের শব্দগুলোর মধ্যে একজোড়া সামান্য টেনে টেনে আসছে। ঐ আতঙ্কবাদী নিঃসন্দেহে কোন বিশাল চেহারার লোক যে রীতিমতো মনের জোর খাটিয়েই তার সামর্থ্যের তুলনায় দ্রুত পা চালাচ্ছে।

'সৈনিকেরা শান্ত হও' হঠাৎই শিব নির্দেশ দিলেন। 'ওরা বন্ধু।'

'নন্দী ও বীরভদ্র ছুটতে ছুটতে হাতে তলোয়ার নিয়ে কোণ থেকে বেরিয়ে এলো।'

'প্রভু, আপনি ঠিক আছেন তো?' নন্দী জিজ্ঞাসা করলো। তার এখনোও দম আছে—প্রশংসার ব্যাপার।

'হ্যাঁ। সকলেই নিরাপদে আছি। তোমরা দুজনে কোন আক্রমণের মুখে পড়োনি?'

'না তো', ভুরু কুঁচকে বীরভদ্র উত্তর দিলো। 'কি চলছে?'

'জানি না', শিব বললেন। 'তবে আমরা জানতে চলেছি।'

'কৃত্তিকা কোথায়?' সতী জানতে চাইলেন।

'ওর ঘরে, নিরাপদেই আছে,' বীরভদ্র উত্তর দিলো।

'ওর সাথে পাঁচজন সৈন্য আছে। ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ করা আছে।'

সতী মাথা নেড়ে শিবের দিকে ফিরলেন। 'এবার?'

'প্রথমেই আমি সম্রাটের খোঁজ নিতে চাই। সবাই দুজন করে। ঢাল তুলে তোমাদের শরীর ঢেকে রাখো। সতী আমার পাশে থাকো। নন্দী মাঝখানে। তমন ও বীরভদ্র পেছন বরাবর। কোন মশাল জ্বেলোনা। পথটা আমাদের জানা। শত্রুদের নয়।'

আতঙ্কবাদীদের অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে বাহিনী রীতিমতো দ্রুত পা টিপে টিপে চলছিলো। শিব যা শুনেছিলেন তাতে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আসলে যা শুনতে পাননি তার জন্যেও। বারংবার বিস্ফোরণ ছাড়া কিন্তু প্রাসাদ থেকে অন্য কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কোন আতঙ্কিত আর্তনাদ নেই। নেই কোন ভীত পদশব্দ। ইস্পাতের সংঘাত নেই। কিছু নেই। হয় সন্ত্রাসবাদীরা তাদের আসল আক্রমণ এখনো শুরু করেনি। অথবা শিবের দেরী হয়েছে ও আক্রমণ ইতিমধ্যেই চুকে গেছে। তৃতীয় সম্ভাবনার কথা মাথায় আসতেই শিবের ভুরু কুঁচকে গেলো। হয়তো প্রাসাদে কোন সন্ত্রাসবাদীই নেই। হয়তো আক্রমণ দূর থেকে শানানো হচ্ছে। সতীর বলা দৈব অস্ত্রেই

হয়তো।

শিবের বাহিনী দক্ষের কক্ষে পৌঁছে দেখলো প্রহরীরা দরজায় সতর্কভাবে খাড়া হয়ে আছে। যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত।

'সম্রাট কোথায়?' শিব জানতে চাইলেন।

'প্রভু, উনি ভেতরে আছেন,' সম্রাটের বাহিনীর দলপতি জানালো। সে সঙ্গে সঙ্গেই নীলকণ্ঠের আকৃতি চিনতে পেরেছিল। 'প্রভু, কোথায় ওরা? আমরা প্রথম বিস্ফোরণের সময় থেকেই আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'জানি না, দলপতি', শিব প্রত্যুত্তরে বললেন। 'এখানে থেকে প্রবেশপথ আটকাও। তমন তোমার লোকজন নিয়ে দলপতি সাহায্য কর। সতর্ক থেকো।'

শিব সম্রাটের ঘরের দরজা খুললেন, 'মাননীয় সম্রাট?'

'প্রভু? সতী ঠিক আছে তো?' দক্ষ বলে উঠলেন।

'ও ঠিকই আছে, মাননীয় সম্রাট।' শিব বলতে বলতেই সতী, নন্দী ও বীরভদ্র তাঁকে অনুসরণ করে কক্ষে প্রবেশ করলেন। 'সম্রাজ্ঞী?'

'ভয় পেয়েছে। তবে খুব বেশি নয়।'

'ওটা কি ছিল?'

'জানি না' দক্ষ বললেন। 'আমি বলি কি যতক্ষণ না কি ঘটে চলেছে তা আমরা জানতে পারছি, আপনি ও সতী এখানেই থাকুন।'

'হয়তো আপনার পক্ষে তাই উচিত হবে, মাননীয় সম্রাট। আপনার কোনরকম ক্ষতির ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। আমি পর্বতেশ্বরকে সাহায্য করতে যাচ্ছি। যদি আতঙ্কবাদী আক্রমণই চলে, তবে আমাদের শক্তির পুরোটাই লাগবে।'

'প্রভু, আপনার যাওয়ার দরকার নেই। এ হল দেবগিরি। আমাদের সৈন্যেরা রাজধানী আক্রমণ করা সমস্ত অল্পবুদ্ধি আতঙ্কবাদীদেরই মেরে ফেলবে।'

শিব সাড়া দেওয়ার আগেই দরজায় দমাদম ধাক্কা পড়লো।

'মাননীয় সম্রাট? প্রবেশের অনুমতি চাই।'

'পর্বতেশ্বর।' দক্ষ ভাবলেন। *'এহেন অবস্থাতেও আচরণবিধি মেনে চলছে!'*

'ভেতরে এসো।' দক্ষ বলে উঠলেন। পর্বতেশ্বর ঢুকতেই দক্ষের মুখে ফুলকি ছুটতে শুরু করলো। 'ইন্দ্রদেবের দিব্যি, সেনাপতি, এটা কি করে হতে পারে? দেবগিরিতে আক্রমণ? ওদের এতবড়ো সাহস?'

'মাননীয় সম্রাট,' শিব বাধা দিলেন। সতী, নন্দী ও বীরভদ্র তখন কক্ষের মধ্যে। তিনি পর্বতেশ্বরকে তাদের সামনে অপমানিত হতে দিতে পারেন না—বিশেষ করে সতীর সামনে। 'আগে কি চলছে জানা যাক।

'মাননীয় সম্রাট, দেবগিরিতে আক্রমণ হচ্ছে না।' পর্বতেশ্বর গরগর করে বললেন। সম্রাটের উপর তিনি ক্রমশই অধৈর্য্য হওয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। 'আমার নজরদারী বাহিনী মন্দার পর্বতের দিক থেকে প্রকাণ্ড ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখেছে। আমার বিশ্বাস আক্রমণ হয়েছে ওখানে। আমি ইতিমধ্যেই আমার বাহিনী ও অরিষ্টনেমীর মোতায়েন থাকা বাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার হুকুম দিয়েছি। আমরা এক ঘন্টার মধ্যেই রওনা দেব। রওনা দেওয়ার জন্য আপনার অনুমতির প্রয়োজন।'

'পিতৃতূল্য, বিস্ফোরণগুলো মন্দারে হচ্ছে?' সতী সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইলেন। 'এত শক্তিশালী যে দেবগিরি থেকে পর্যন্ত্য শোনা যাচ্ছে।'

পর্বতেশ্বর বিষন্নভাবে সতীর দিকে চাইলেন। তাঁর নীরবতা তাঁর গভীরতম ভয় ফুটিয়ে তুলেছিলো। তিনি দক্ষের দিকে ফিরলেন। 'মাননীয় সম্রাট?'

দক্ষ নিঃশব্দে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চোখে ভ্রূকুটি কি? এই আবছা আলোয় পর্বতেশ্বর নিশ্চিত হতে পারছিলেন না।

'প্রহরীরা, মশাল জ্বালাও।' পর্বতেশ্বর আদেশ দিলেন। 'দেবগিরিতে কোন আক্রমণ হচ্ছে না!'

মশালের বিচ্ছুরিত প্রভায় পর্বতেশ্বর আবার বললেন, 'প্রভু, আপনি কি অনুমতি দিচ্ছেন?'

দক্ষ মৃদু মাথা নাড়লেন।

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে ফিরলেন। তিনি তীব্র আঘাত পেয়েছিলেন মনে হচ্ছিলো। 'কি হয়েছে, শিব?'

'বৃহস্পতি গতকাল মন্দার পর্বতে গেছে।'

'কি?' স্তম্ভিত পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। তিনি গতকালের উৎসবে প্রধান বৈজ্ঞানিকের অনুপস্থিতি খেয়াল করেননি। 'হে অগ্নিদেব!'

শিব আস্তে আস্তে সতীর দিকে ফিরলেন। তাঁর উপস্থিতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করছিলেন তিনি।

'আমি ওনাকে খুঁজে বার করবো, শিব' পর্বতেশ্বর আশ্বাস দিলেন। 'আমি নিশ্চিত উনি বেঁচে আছেন। আমি ওনাকে খুঁজে বার করবো।'

'আমি আপনার সাথে আসছি', শিব বললেন।

'আমিও', সতী বললেন।

'কি?' দক্ষ বলে উঠলেন। আলোতে তাঁর যন্ত্রণাকাতর ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। 'তোমাদের দুজনেরই যাওয়ার দরকার নেই।'

শিব ভুরু কুঁচকে দক্ষের দিকে ফিরলেন। 'ক্ষমা করবেন মাননীয় সম্রাট। কিন্তু আমি যাবোই। বৃহস্পতির আমাকে দরকার।'

পর্বতেশ্বর ও শিব সম্রাটের কক্ষ ছেড়ে যাওয়ার জন্য ঘুরতে সতী তার পিতার পা ছুঁতে ঝুঁকলেন। দক্ষ এতটাই ঘোরের মধ্যে ছিলেন যে আশীর্বাদ করতে পারলেন না। আর সতীও তার স্বামীর থেকে খুব বেশি পিছিয়ে থাকতে চাইছিলেন না। তিনি দ্রুত মায়ের পা ছুঁতে ঘুরলেন।

'আয়ুষ্মান ভব' বললেন বীরিনি।

'বহুদিন বেঁচে থাকো' এই অদ্ভুত আশীর্বাদে সতীর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন। তিনি জয় চান, দীর্ঘ জীবন নয়! কিন্তু তর্কের সময় নেই। সতী ঘুরে শিবের পেছনে দৌড়লেন। নন্দী ও বীরভদ্র অনুসরণ করল।



অধ্যায় ২১

যুদ্ধের প্রস্তুতি

প্রথম বিস্ফোরণের পর থেকে এক ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত বিস্ফোরণের শব্দ থেমে গেছিলো। সামান্য বাদেই শিব, পর্বতেশ্বর, সতী, নন্দী ও বীরভদ্র এক হাজার পাঁচশো অশ্বারোহী বাহিনী সমেত মন্দার পর্বতের পথে রওনা দিলেন। তাদের নেতার নিয়তি সম্বন্ধে আতঙ্কিত বৃহস্পতির বৈজ্ঞানিকরা সৈন্যদলের সাথে চলছিলেন। সকলে দ্রুত ঘোড়া ছোটাচ্ছিলেন। আশা করছিলেন যে পর্বতের এক দিনের পথ ঘন্টা আটেকের মধ্যে অতিক্রম করতে পারবেন। দ্বিতীয় প্রহরের প্রায় শেষ। সূর্য্য মাথার ঠিক ওপরে। সৈন্যদল পথের সেই শেষ বাঁকটা ঘুরলো যেখানে জঙ্গলের আবরণ সরে গিয়ে পর্বতের প্রথম দর্শন পাওয়া যায়।

তাঁদের সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থলকে প্রথম দর্শনে দেখেই তাদের মধ্যে তীব্র হাহাকার ছড়িয়ে পড়লো। মন্দার নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। পর্বতের কেন্দ্রে বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক যেন দানবাকৃতি এক অসুর তার অতিকায় হাতে পর্বতের ঠিক মাঝ বরাবর কেন্দ্র থেকে খুবলে নিয়েছে। প্রকাণ্ড বিজ্ঞান ভবন পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। ধ্বংসাবশেষ নীচের সমভূমি জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পর্বতের তলার বিশালাকায় চুর্ণীকরণ যন্ত্রগুলো এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কর্কশ আওয়াজ বীভৎস্য দৃশ্যটাকে আরও পীড়াদায়ক করে তুলেছে।

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পর্বতের ঠিক কেন্দ্রে ঢুকতে ঢুকতে শিব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বৃহস্পতি!' আশ্চর্যজনকভাবে সেখানকার রাস্তা তখনও শক্তপোক্ত ছিলো।

'দাঁড়ান শিব', পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। 'এটা ফাঁদ হতে পারে।'

শিব কিন্তু বিপদের কথা না ভেবে পর্বতের ধ্বংসপ্রাপ্ত কেন্দ্রের দিকের পথ বরাবর ঘোড়া ছোটাচ্ছিলেন। সতী ও পর্বতেশ্বরের পরিচালিত বাহিনীও দ্রুত চলছিলো। চেষ্টা করছিলো নীলকণ্ঠের সাথে তাল মেলাতে। চূড়ায় পৌঁছে যে দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ল তাতে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ভবনের কিছু অংশ আলগাভাবে ভাঙাচোরা ভিতের উপর ঝুলে আছে। কিছু অংশ থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। বারংবার বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন পোড়া দেহের অংশ পুরো জায়গাটি জুড়ে ছড়িয়ে আছে। মৃতদের পর্যন্ত শনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

শিব হোঁচট খেতে খেতে ঘোড়া থেকে নামলেন। তাঁর মুখে আশার রেখামাত্র নেই। কেউই এমন প্রাণঘাতী আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে না। 'বৃহস্পতি . . .'



আতঙ্কবাদীরা দৈবী অস্ত্র জোটালো কিভাবে?' বিচলিত পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। তাঁর মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সৈন্যদের সমস্ত দেহাবশেষ সংগ্রহ করে আলাদা আলাদা চিতায় সৎকারের আদেশ দেওয়া হয়েছে মৃত ব্যক্তিদের পরের যাত্রায় সাহায্যের জন্য। মৃত বলে ধরে নেওয়াদের নামের একটা তালিকা বানানো হয়েছে। তালিকার প্রথম নামটাই বৃহস্পতির। মেলুহার প্রধান বৈজ্ঞানিক—সরযূপারি ব্রাহ্মণ, বেছে নেওয়া জাতি হল রাজহংস। বাকীদের অধিকাংশই অরিষ্টনেমী—যাদের উপর মন্দার রক্ষার দায়িত্ব ছিল। ক্ষীণ সান্ত্বনা একটাই যে নীলকণ্ঠের বিবাহের জন্য দেবগিরিতে পর্বতের অধিকাংশ বাসিন্দারাই উপস্থিত ছিলেন। ফলে ক্ষতির পরিমাণ খুবই কম। তালিকাটা কাশ্মীরের মহান সন্ন্যাসীদের কাছে পাঠানো হবে। দৈবশক্তির উপর তাঁদের দখল অবিসংবাদিত। তাঁরা এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। মৃত আত্মাদের জন্য প্রার্থনা জানানোর জন্য যদি সেই সন্ন্যাসীদের রাজী করানো যায় তবে ধরা যাবে যে তাদের এ জন্মের ভয়াবহ মৃত্যু পরবর্তী জন্মগুলোয় ক্ষতি করবে না।

'সেনাপতি, সোমরস থেকেও হতে পারে', আরেকটা সম্ভাবনার কারণ দেখালেন পাণিনি। তিনি বৃহস্পতির সহকারী প্রধান বৈজ্ঞানিকদের একজন।

শিব পাণিনির কথা শুনে হঠাৎ তাকালেন।

এ কাজ সোমরস করেছে! কেমন করে? অবিশ্বাসী সতী জানতে চাইলেন।

'তৈরির সময় সোমরস খুবই অস্থিত অবস্থায় থাকে', বলে চললেন পাণিনি। 'প্রচুর পরিমাণের সরস্বতীর জল ব্যবহার করে তাকে স্থিতিশীল রাখা হয়। আমাদের প্রধান পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে একটা ছিলো কি করে কম জল ব্যবহার করে সোমরসের স্থিতি বজায় রাখা যায়। এখনকার থেকে অনেকটাই কম জল ব্যবহার করে।'

বৃহস্পতির এই ব্যাপারে বলা কথাগুলো মনে পড়লো শিবের। তিনি মন দিয়ে পাণিনির কথা শুনতে ঝুঁকলেন।

ওনার স্বপ্নের পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে এটা ....' পাণিনি তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। মন্দার পর্বতের সমস্ত জ্ঞানী লোকদের পিতার মতো—বৃহস্পতি যিনি তাঁর প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, তিনি চলে গেছেন। এই ভাবনার ভার বইতে পারছিলেন না পাণিনি। ভেতরের তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশের অবস্থা তাঁর ছিলো না। তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসছিলো। কথা থামিয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন মানসিক কষ্টটা পেরনোর আশায়। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'বৃহস্পতিজীর স্বপ্নের পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে এটা ছিল একটা। যে পরীক্ষাটা আজ শুরু হওয়ার কথা ছিলো তার আয়োজন করতে উনি ফিরে এসেছিলেন। তিনি চাইছিলেন না, যে আমরা উৎসবের শেষ দিনটা ফেলে আসি। তাই তিনি একাই এসেছিলেন।

পর্বতেশ্বর বোবা ব'নে গিয়েছিলেন। 'আপনি বলতে চাইছেন যে এটা দূর্ঘটনাও হতে পারে।'

'হ্যাঁ', উত্তর দিলেন পাণিনি। 'আমরা সকলেই জানতাম যে পরীক্ষাটা ঝুঁকির হতে পারে। সেজন্যেই হয়তো বৃহস্পতিজী আমাদের ছাড়াই এটা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

এই অপ্রত্যাশিত তথ্যে সারা ঘর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। পাণিনি

নিজের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার মধ্যে ফিরে গিয়ে ছিলেন। ঘটনার পরম্পরার পরিবর্তনে বিস্মিত পর্বতেশ্বর দূরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সতী শিবের হাত আঁকড়ে ধরে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন তিনি এই ভেবে রীতিমতো উদ্বিগ্ন ছিলেন বন্ধুর মৃত্যুটাকে শিব কিভাবে নিচ্ছেন। আর ভাবছিলেন এ সব শুধু একটা অর্থহীন দুর্ঘটনা মাত্র।



চতুর্থ প্রহরের প্রথম ঘন্টার শেষের সময়। ঠিক হয়েছে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত পর্বতের পাদদেশে বাহিনী শিবির গড়বে প্রয়াতদের সবার জন্যে আচার-অনুষ্ঠান শেষ হলেই তারা পরের দিনই চলে যাবে। মন্দারের খবর সমেত দুজন অশ্বারোহীকে দেবগিরিতে পাঠানো হয়েছে। পর্বতেশ্বর ও সতী পাহাড়ের চূড়ার এক ধারে বসে ফিসফিসিয়ে কথা বলছিলেন। পর্বতের পাদদেশে ব্রাহ্মণ বৈজ্ঞানিকদের করা সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি ভেসে উঠে একটা শোকের পরিবেশের সৃষ্টি করছিলো। পর্বতেশ্বর ও সতীর থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে নন্দী ও বীরভদ্র তাঁদের প্রভুর দিকে তাকিয়েছিলেন।

শিব চিন্তাকুলভাবে মন্দারের ভবনগুলোর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি যে জ্বালায় জ্বলছিলেনতা হল একটাও এমন দেহাবশেষ তাঁর চোখে পড়ছিলো না যাকে বৃহস্পতির বলে শনাক্ত করা যায়। মন্দারে সকলেই এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো যে চেনা অসম্ভব ছিলো। তিনি মরীয়াভাবে বন্ধুর কোনো চিহ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এমন কিছু যা তিনি নিজের সাথে রাখতে পারেন। এমন কিছু যা তিনি আঁকড়ে রাখতে পারেন। এমন কিছু যা ভবিষ্যতের দুঃখময় বছরগুলোরমধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর যন্ত্রণাক্লিষ্ট অন্তরকে শান্ত করতে পারে। তিনি শামুকের মতো গুটি গুটি চলছিলেন—চোখ মাটি তন্ন তন্ন করে দেখছে। হঠাৎই খুব চেনা একটা জিনিসে তাঁর চোখ পড়লো।

সেটা তুলতে তিনি আস্তে আস্তে ঝুঁকলেন। একটা চামড়ার কবজি বন্ধ। ধারগুলো পোড়া, পেছনের আংটা ধ্বংস হয়ে গেছে। বিধ্বংসী বিস্ফোরণের উত্তাপে এটার বাদামী রঙ পুড়ে বেশির ভগ জায়গায় কালো হয়ে গেছে।

কেন্দ্রে কিন্তু একটি নকশা বোনা আছে। আশ্চর্যজনকভাবে সেটার কোনো দাগই নষ্ট হয়নি। শিব সেটাকে চোখের কাছে আনলেন।

পড়ন্ত সূর্য্যের রক্তবর্ণ আভায় ওঁ চিহ্ন জ্বলজ্বল করে উঠলো। ওঁ-এর উপর ও নীচের বাঁকের জোড়ে দুখানা সাপের মাথা। পূর্বদিকে বেরিয়ে যাওয়া বাঁক একটা তীক্ষ্ণ সাপের মুখে শেষ হয়েছে। তার চেরা জীভ ভীতিপ্রদভাবে বেরিয়ে আছে।



'এ সেই! সেই মেরেছে বৃহস্পতিকে!

শিব এক ঝটকায় ঘুরলেন। তাঁর চোখ আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা শরীরের অঙ্গগুলো মরীয়াহয়ে যাচাই করতে থাকলো। তিনি আশা করছিলেন যে যদি কবজি বন্ধর অধিকারী বা অধিকারীরই কিছু অংশ সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে কিছুই নেই। নিঃশব্দ আর্তনাদ বেরিয়ে এলো শিবের থেকে শুধু তাঁর ও বৃহস্পতির আহত আত্মার শোনার মতো। মুঠো করে আঁকড়ে ধরলেন তাবিজটা—যতক্ষণ না সেটার জ্বলন্ত অঙ্গারে তাঁর চেটো পুড়ে যায়। আরও জোরে সেটাকে চেপে ধরে প্রতিজ্ঞা করলেন ভয়ংকর প্রতিশোধের। এমন মৃত্যু নামিয়ে আনবেন সেই নাগার উপর যা তার পরবর্তী সাতজন্মে ছাপ ফেলে। সেই নাগা ও তার পুরো পাপী বাহিনী চুর্ণবিচুর্ণ হবে—কুচি কুচি করে।

'শিব! শিব!' ডাকে এক ঝটকায় বাস্তবে ফিরলেন শিব।

সতী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কোমলভাবে তাঁর হাত ছুঁয়ে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে বিচলিত পর্বতেশ্বর। অন্য পাশে নন্দী ও বীরভদ্র।

'ওটা ছেড়ে দাও, শিব', বললেন সতী।

শিব শূন্যদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকলেন।

'ওটা ছেড়ে দাও শিব', সতী মৃদুভাবে আবার বললেন। 'তোমার হাত

ঝলসে যাচ্ছে।'

শিব চেটো খুললেন। নন্দী তৎক্ষণাৎ কবজি বন্ধটা বের করে নিতে ঝুঁকলো। যন্ত্রণায় বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে সে কবজি বন্ধ হাত থেকে ফেলে দিলো। তার হাতে ছ্যাঁকা লেগে গিয়েছিলো। কি করে প্রভু এতক্ষণ এটাকে ধরে ছিলেন?

শিব তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে আবার কবজি বন্ধটা তুললেন। এবার সতর্কভাবে। ॐ চিহ্নের কম পোড়া অংশটা আঙুলে করে তুললেন। পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরে বললেন, 'এটা দুর্ঘটনা নয়।'

'কি?' বিস্মিত পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন।

'তুমি নিশ্চিত?' সতী জানতে চাইলেন।

শিব সতীর দিকে তাকিয়ে কবজি বন্ধটা তুলে ধরলেন। ওঁম সাপের চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠলো। সতী বিস্ময়ে গভীর শ্বাস নিলেন। পর্বতেশ্বর, নন্দী ও বীরভদ্র সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ভালো করে দেখতে কাছে এগিয়ে এলেন।

'নাগা . . .,' ফিসফিস করে বললো নন্দী।

'ও সেই বেজন্মা যে সতীকে মেরুতে আক্রমণ করেছিলো' গরগর করে উঠলেন শিব। 'সেই নাগা যে আমাদের মন্দার থেকে ফেরার সময় আক্রমণ করেছিলো। সেই সেই একই বেজন্মা।

'শিব, ওর ফল ওকে ভুগতে হবে,' বললো বীরভদ্র।

পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরে শিব বললেন, 'আজ রাত্রেই আমরা দেবগিরি যাচ্ছি। যুদ্ধ ঘোষণা করছি আমরা।'

পর্বতেশ্বর সায় দিলেন।



মন্দারের শহিদদের শ্রদ্ধায় আটপল নীরবতা পালনের জন্য মেলুহার যুদ্ধ পরিষদ চুপ করে বসেছিলো। সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বর ও তাঁর পঁচিশজন সেনানায়ক সম্রাট দক্ষের ডানদিকে বসেছেন। দক্ষের বামে নীলকণ্ঠ, কনখলার

নেতৃত্বে শাসক ব্রাহ্মণেরা ও পনেরো রাজ্যের রাজ্যপালেরা।

'সভার সিদ্ধান্ত জানাই আছে' সভার কার্যক্রম শুরু করে বললেন দক্ষ। 'প্রশ্ন হলো যে আমরা কখন আক্রমণ করছি?' 'যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে আমাদের প্রায় এক মাস লাগবে, মাননীয় সম্রাট', জানালেন পর্বতেশ্বর। আপনি জানেন যে মেলুহা ও স্বদ্বীপের মধ্যে কোনো পথ নেই। আমাদের সেনাবাহিনীকে ঘন, দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কাজেই আমরা যদি এক মাসের মধ্যেও রওনা দিই আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে স্বদ্বীপে পৌঁছাতে পারবো না। কাজেই সময়টাই গুরুত্বপূর্ণ।

'তাহলে প্রস্তুতি শুরু করা যাক।'

'কিন্তু সম্রাট, আমি একটা বিকল্পের পরামর্শ দিতে পারি?' ক্ষত্রিয় রণহুঙ্কারের মধ্যে ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে কনখলা যুক্তিযুক্ত কথা বললেন।

'বিকল্প?' বিস্মিত দক্ষ বলে উঠলেন।

'আমাকে দয়া করে ভুল বুঝবেন না', কনখলা বলে উঠলেন। 'মন্দার নিয়ে সারা দেশবাসীর ক্রোধ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এই অপরাধ যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই, সমগ্র স্বদ্বীপের বিরুদ্ধে নয়। যুদ্ধের ভয়ানক তরোয়াল বার করার আগে ছোটোখাটো ছুরি চালনায় কার্যোদ্ধারের চেষ্টা কি আমাদের করা উচিত নয়?'

যে পথ আপনি দেখাচ্ছেন তা কাপুরুষের পথ, কনখলা', বললেন পর্বতেশ্বর।

'না, পর্বতেশ্বর। আমি বলছি না যে আমরা কিছু না করে কাপুরুষের মতো বসে থাকবো', নম্রভাবে বললেন কনখলা। 'আমি শুধু একটা পথের কথা বলছি যাতে আমাদের সৈন্য ও অন্যান্য নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রাণ বলিদান না নিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যায়।'

'মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া, আমার সৈন্যেরা দেশের জন্য তাদের রক্ত ঝরাতে ইচ্ছুক।'

সংযম বজায় রেখে কনখলা বললেন, 'জানি ওরা ইচ্ছুক। আর এও

জানি যে আপনিও মেলুহার জন্য রক্ত ঝরাতে ইচ্ছুক। আমার মূল কথাটা হল এই যে আমরা তো সম্রাট দিলীপের কাছে দূত পাঠিয়েও ওনাকে অনুরোধ করতে পারি যাতে এই আক্রমণ সংঘটনকারী আতঙ্কবাদীদের তিনি আমাদের হাতে সমর্পণ করেন? আমরা হুমকিও দিতে পারি যে উনি তা না করলে আমরা আমাদের পুরো শক্তিতে আক্রমণ করবো।'

অধৈর্য্যভাবে ভ্রূকুটি পাকিয়ে পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। '*অনুরোধ* করবো ওনাকে? আর উনি শুনবেনই বা কেন? বহু দশক ধরে স্বদ্বীপবাসীরা তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ সত্ত্বেও ছাড়া পেয়ে গেছে, কারণ তারা মনে করে যে আমাদের লড়াইয়ের মুরোদ নেই। আর মন্দার পর্বতের মতো এ ধরনের বীভৎস্য কাণ্ডের পরেও যদি আমরা এই 'ছোটোখাটো' ছুরি চালানোর কথা বলি তাহলে ওরা নিশ্চিত হয়ে যাবে ইচ্ছে মতো আক্রমণ চালাতে—আর আমরা সাড়া দেব না'।

কনখলা বলে উঠলেন, 'আমি তা মানি না, পর্বতেশ্বর। তারা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালাচ্ছে কারণ তাদের সরাসরি আক্রমণে আমাদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই। তারা এই ভয়ে ভীত যে আমাদের উন্নত প্রযুক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রের সামনে তারা দাঁড়াতে পারবেনা। প্রভু শিব যখন প্রথম এসেছিলেন এবং তখন যা বলেছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখছি আমি। লড়াইয়ের আগে আমরা কি কথাবার্তার মাধ্যমে চেষ্টা করতে পারি না? এটাই হয়তো সেই সুযোগ যাতে আমরা ওদের রাজী করাতে পারি যে ওদের সমাজে কিছু কিছু অংশ আছে যারা আতঙ্কবাদী। তারা যদি সেইসব আতঙ্কবাদীদের হস্তান্তর করে তবে হয়তো আমরা একসাথে বাঁচার পথ পেতে পারি।'

'আমি মনে করি না শিব আর ওরকম ভাবেন', নীলকণ্ঠের দিকে দেখিয়ে বললেন পর্বতেশ্বর। 'উনিও প্রতিশোধ চান।'

অভিব্যক্তিহীন চোখে শিব চুপচাপ বসেছিলেন। ভেতরের তীব্র ক্রোধে তাঁর চোখগুলো শুধু জ্বলছিলো।

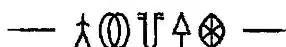
'প্রভু', হাত জড়ো করে নমস্কার জানিয়ে কনখলা শিবের দিকে তাকালেন। 'আশা করি আপনি অন্তত বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি।

বৃহস্পতিজীও সম্ভব হলে চাইতেন যে আমরা হিংসা এড়াই।'

শেষ কাজটা শিবের উপর প্রভাব ফেললো। যেন জ্বলতে থাকা আগুনের উপর অঝোরধারায় বৃষ্টি। তিনি কনখলার দিকে ফিরে তার চোখের দিকে চাইলেন। তারপর দক্ষের দিকে ফিরে বললেন, 'মাননীয় সম্রাট, মনে হয় কনখলা যা বলছেন তা ঠিক। হয়তো আমরা স্বদ্বীপে এক দূত পাঠিয়ে তাদের অনুতাপের একটা সুযোগ দিতে পারি। যদি আমরা নিরপরাধদের হত্যা আটকাতে পারি তো ভালোই হবে। তবে তবুও আমি প্রস্তাব দিচ্ছি যে আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিই। চন্দ্রবংশীদের আমাদের প্রস্তাব নাকচ করার সম্ভাবনার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।'

'মহাদেব বলে দিয়েছেন' বললেন দক্ষ। 'আমি প্রস্তাব করছি যে এটাই যুদ্ধ সভার সিদ্ধান্ত হোক। যারা সমর্থন করছেন তারা হাত তুলুন।'

কক্ষের প্রত্যেকের হাত উঠলো। দান চালা হয়ে গেছে। শান্তির একটা চেষ্টা হবে। সেটা কাজ না করলে মেলুহীরা আক্রমণ করবে।'



'আবার আমি অসফল হলাম, ভদ্র', বললেন শিব। 'দরকারের সময় আমি কাউকেই রক্ষা করতে পারি না।'

তাঁর প্রাসাদ চত্বরের এক ব্যক্তিগত অংশে শিব বীরভদ্রের পাশে বসেছিলেন। রীতিমতো উদ্বিগ্ন সতী বীরভদ্রকে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন যাতে সে চেষ্টা করে শিবকে শোকগ্রস্থ অবস্থা থেকে বের করে আনতে পারে। শিব নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিলেন। কথা নয়। কান্না নয়। সতী আশা করেছিলেন তার ছোটোবেলার বন্ধু হয়তো পারবে যেখানে তিনি পারেন নি।

'কি করে তুমি নিজেকে দোষ দাও, শিব? বন্ধুর হাতে ছিলিম ধরাতে ধরাতে বললো বীরভদ্র। 'কি করে এটা তোমার দোষ হতে পারে?'

শিব ছিলিম তুলে একটা লম্বা টান দিলেন। গাঁজা তাঁর শরীরের মধ্যে বয়ে গেলো, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। যন্ত্রণাটা বড় তীব্র। শিব বিরক্তিতে ফোঁস করে উঠে ছিলিম দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। চোখ থেকে বন্যার মতো

জলের ধারা নেমে এলো। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'ভাই, তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেব। যদি এটাই আমার শেষ কাজ হয় তো হোক। যদি আমার জীবনের বাকী সময়ের প্রতিটা মুহূর্ত এই জন্যে ব্যয় করতে হয় তবুও। যদি আমাকে এই পৃথিবীতে বারবার ফিরে আসতে হয় তবুও। তোমার বদলা আমি তুলবো।'

বীরভদ্র চিন্তাকূল মুখে দূরে বসে থাকা সতীর দিকে ফিরলেন। সতী উঠে তাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি এসে শিবকে সজোরে আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর ক্লান্ত মাথা চেপে ধরলেন নিজের বুকে। আশা করলেন হয়তো তাঁর যন্ত্রণাকাতর আত্মা শান্তি পাবে। সতী কিন্তু অবাক হয়ে গেলেন জড়িয়ে ধরতে হাত বাড়ালেন না শিব। থেকে থেকে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অনড়ভাবে বসে থাকলেন শিব।



'প্রভু', বিস্মিত ব্রক বলে উঠল, সে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধের আলোচনাকক্ষে নীলকণ্ঠের আগমন ঘোষিত হতেই অন্য চব্বিশ সেনানায়করাও সেইভাবে দাঁড়ালেন।

পর্বতেশ্বর আস্তে আস্তে উঠলেন। বৃহস্পতির বীভৎস্য মৃত্যুর আঘাতকে তখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন শিব তা পর্বতেশ্বর জানতেন। কাজেই মৃদুভাবে কথা বলছিলেন তিনি। 'কেমন আছেন শিব?'

'ঠিকঠাক। ধন্যবাদ।'

'আমরা যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছি।'

'জানি', বললেন শিব। 'আমি যোগ দিতে পারি কিনা তাই ভাবছিলাম।'

'নিশ্চয়ই' আসন পাশে সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন পর্বতেশ্বর।

শিবকে দ্রুত বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানাতে তিনি বললেন, 'আমাদের প্রধান সমস্যা হলো মেলুহা ও স্বদ্বীপের মধ্যে যাতায়াতের যোগাযোগ নিয়ে।'

'সেরকম কিছুই নেই, তাই তো?'

'ঠিক', উত্তর দিলেন পর্বতেশ্বর। 'হাজার বছর আগে আমাদের হাতে তাদের শেষ পরাজয়ের পর চন্দ্রবংশীরা 'মাটি ভাঙা' নীতি অনুসরণ করেছিলো। মেলুহা ও স্বদ্বীপের মধ্যেকার সমস্ত রকম পরিকাঠামোই ধ্বংস করে দিয়েছে। সীমান্ত শহরগুলোর লোকেদের তাদের সাম্রাজ্যের আরও ভেতরের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের এলাকা থেকে ওদের এলাকায় বইছে এমন কোনো নদীও নেই। মূল বক্তব্য হল, আমাদের উন্নত প্রযুক্তির বিশাল যুদ্ধাস্ত্রগুলো স্বদ্বীপের সীমান্তে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই।'

'ওটাই নিশ্চয়ই তাদের লক্ষ্য', বললেন শিব। 'আপনারা উন্নত প্রযুক্তিতে। ওরা অবশ্যই ওদের সংখ্যায়। আপনাদের শক্তিকে ওরা অকার্য্যকর করে দিয়েছে'।

'ঠিক তাই। আমাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো হিসাব থেকে সরিয়ে নিলে আমাদের এক লক্ষ সৈন্য ওদের লক্ষ লক্ষ সৈন্যর প্লাবনে ভেসে যাবে।'

'ওদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য আছে?' বিস্মিত শিব বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, প্রভু,' ব্রক বললো, 'আমরা নিশ্চিত নই, তবে এটাই আমাদের মূল্যায়ন। তবে আবার আমাদের মূল্যায়ন বলছে যে ওদের সেনাবাহিনীতে এক লক্ষের বেশি নিয়মিত সৈন্য হবে না। অবশিষ্টরা আংশিক সময়ের জন্য থাকে। বিশেষ করে ছোটোখাটো ব্যবসায়ী, মিস্ত্রি, চাষী ও অন্যান্য গুরুত্বহীন লোকেরা। ওদের জোর করে সৈন্যদলে ঢোকানো হবে। ব্যবহার করা হবে অস্ত্রের খোরাক হিসাবে।'

'বিরক্তিকর', বলে উঠলেন পর্বতেশ্বর। যে কাজ ক্ষত্রিয়দের করা উচিত তাতে শুদ্র ও বৈশ্যদের যুক্ত করে জীবন বিপন্ন করে তোলা। ওদের ক্ষত্রিয়দের কোনো সম্মান নেই।'

শিব পর্বতেশ্বরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। আমরা কি আমাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো খুলে স্বদ্বীপে নিয়ে গিয়ে আবার জোড়া লাগাতে পারি না?'

'হ্যাঁ, তা পারি', পর্বতেশ্বর বললেন। 'কিন্তু প্রযুক্তির দিক থেকে দেখতে গেলে কয়েকটার ক্ষেত্রে সম্ভব। বড় পাল্লার নিক্ষেপণ যন্ত্রের মতো আমাদের

সব চাইতে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রগুলো যেগুলো আমাদের শক্তির তীব্রতা বাড়ায় সেগুলো কারখানা ছাড়া জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়।'

'বড়-পাল্লার নিক্ষেপণ যন্ত্র?'

'হ্যাঁ', উত্তর দিলেন পর্বতেশ্বর। 'দুই সহস্র হাতেরও বেশি দূরত্বে পাথর ও জ্বলন্ত পিপে ছুঁড়তে পারে এটা। অত্যন্ত কার্যকরভাবেই এটা আমাদের পদাতিক ও অশ্বারোহী আক্রমণের আগেই শত্রুদের সেনাকে দমিয়ে এমনকী ছিন্নভিন্নও করে দিতে পারে। আগে হাতিরা যে ভূমিকা পালন করতো'।

'তাহলে হাতি ব্যবহার করছি না কেন?'

'ওরা কখন কি করে বলা যায় না। যত অনুশীলনই ওদের করান না কেন যুদ্ধের উন্মত্ততায় প্রায়ই নিয়ন্ত্রণ খুইয়ে বসে। আসলে স্বদ্বীপবাসীদের সাথে আগের যুদ্ধে ওদের নিজেদের হাতিই সর্বনাশ ডেকে এনেছিলো।'

'সত্যি?' শিব বললেন।

'হ্যাঁ', বললেন পর্বতেশ্বর। 'মাহুতের উপর আক্রমণ চালানো ও যুদ্ধদামামার প্রবল আওয়াজ তোলায় আমাদের কৌশলটা কাজ করেছিলো। চন্দ্রবংশীদের হাতিরা আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের সেনাবাহিনীর মধ্যে দিয়ে দৌড়েছিলো। তছনছ হয়ে গিয়েছিলো ওরা। বিশেষ করে অনিয়মিতদের দিয়ে গঠন করা অংশ। আমাদের শুধু আক্রমণ চালিয়ে কাজটা শেষ করতে হয়েছিলো।'

'এবার তাহলে আর হাতি নয়।'

'একেবারেই নয়,' বললেন পর্বতেশ্বর।

'তাহলে আমাদের এমন কিছু দরকার যা সাথে নিয়ে যাওয়া যায় ও ওদের অনিয়মিতদের দুর্বল করে দিয়ে ওদের সংখ্যাধিক্য কমিয়ে দেওয়া যায়'।

পর্বতেশ্বর সায় দিলেন। শিব দূরে জানলার দিকে তাকালেন। সকালের জোরালো বাতাসে পাতা নড়ছিলো। পাতাগুলো সবুজ। শিব আরও তীক্ষ্ণভাবে চাইলেন। তারা সবুজই থাকলো।

'আমি জানি', হঠাৎ পর্বতেশ্বরের দিকে তাকালেন শিব। তার মুখ জ্বলজ্বল করছে। 'আমরা তীর ব্যবহার করছি না কেন?'

'তীর, অবাক হয়ে বললেন পর্বতেশ্বর।

'ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সব চাইতে অভিজাতদের যুদ্ধকৌশল ছিলো তিরন্দাজী। দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যবহার হতো। যাইহোক, দ্বন্দ্বযুদ্ধ যেহেতু কেবলমাত্র একরকম বেছে নেওয়া জাতির যোদ্ধাদের মধ্যেই হতে পারে, তাই এই কৌশল শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার প্রদর্শনীতে নেমে এসেছে। তাদের বিরল কুশলতার জন্য তীরন্দাজেরা প্রচুর সম্মান পান কিন্তু যুদ্ধে তাদের ভূমিকা নিষ্পত্তিমূলক নয়। এমন একটা সময় ছিলো যখন যুদ্ধকৌশলে তীরধনুক জনসংহারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হতো। সে দৈবী অস্ত্রের সময়ে। যাইহোক, বহু হাজার বছর আগে রূদ্রদেব দৈবী অস্ত্র নিষিদ্ধ করার ফলে বড় মাপের যুদ্ধে তীরন্দাজ বাহিনীর কার্যকারিতা এক ঝটকায় নেমে গেছে।

'প্রভু, কি করে সেটা সংখ্যাধিক্য কমাতে পারে?' জানতে চাইলো ব্রক। 'সবচাইতে কুশলী তীরন্দাজেরাও তীর জুড়ে, ছুঁড়ে হত্যা করতে অন্তত বারো বিপল[১] নেয়। দেড়শ বিপলে[২] বারো জনের বেশি হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের মাত্র একশোজন ক্ষত্রিয় আছে যারা তীরন্দাজদের সেরা সারিতে পড়ে। বাকিরা তীর ছুঁড়তে পারে। কিন্তু তাদের লক্ষ নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই আমরা প্রতি দেড়শ বিপলে এক হাজার দুশোর বেশি শত্রু হত্যা করতে পারবো না। চন্দ্রবংশীদের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই যথেষ্ট নয়।'

'আমি এক জনের প্রতি একজন—এভাবে তীর ছোঁড়ার কথা বলছি না', বললেন শিব। 'আমি ওটা শত্রুবাহিনীকে দুর্বল করার জন্য ব্যবহার করতে বলছি। জন সংহারের অস্ত্র হিসাবে।'

শ্রোতাদের হতভম্ব মুখভঙ্গীকে আমল না দিয়ে শিব বলে চললেন। 'দাঁড়ান বোঝাই। মনে করুন আমরা নিচু শ্রেণীর বেছে নেওয়া ক্ষত্রিয় জাতি থেকে একটা তীরন্দাজ বাহিনী গড়লাম।'

পাদটীকা [১] এক সেকেণ্ড = আড়াই (২.৫) বিপল

পাদটীকা [২] এক মিনিট = দেড়শ (১৫০) বিপল

'কিন্তু তাদের লক্ষ্য ভালো হবে না।' বললো ব্রক।

'তাতে কিছু যায় আসে না। ধরা যাক যে আমাদের অন্তত পাঁচ হাজার ওরকম তীরন্দাজ আছে। ধরো আমরা শুধু তাদের পাল্লাটা ঠিক রাখতে শেখাবো। লক্ষ্য স্থির করার কথা ভুলে যাও। মনে করো ওদের কাজ শুধু চন্দ্রবংশী বাহিনীর দিকে তীর বর্ষণ করে যাওয়া। লক্ষ্যস্থির না করতে হলে, তারা আরও দ্রুত ছুঁড়তে পারবে। হয়তো প্রতি পাঁচ বা আট বিপলে একটা তীর।'

বুদ্ধিটার চমৎকারীত্ব মাথায় ঢুকতেই পর্বতেশ্বরের চোখ ছোটো হয়ে এলো। সেনানায়কদের বাকীরা তখনও কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছিলো।

শিব বললেন, 'ভেবে দেখ, প্রতি পাঁচ বিপলে চন্দ্রবংশীদের ওপর আমরা পাঁচ হাজার তীর বর্ষণ করতে পারি। ধর আমরা পঁচিশ পল ধরে এই আক্রমণটা চালিয়ে গেলাম। প্রায় অবিরাম তীরবৃষ্টি। তাদের অনয়মিতরা ধ্বংস হয়ে যাবে। গত যুদ্ধের হাতিদের মতোই পরিণতি আনবে তীরগুলো।'

'অপূর্ব!' ব্রক বলে উঠলো।

পর্বতেশ্বর বললেন, 'আর হয়তো যদি লক্ষ্য স্থিরের দরকার না থাকে আমরা তীরন্দাজদের হেলান দিয়ে পায়ে ধনুক ধরে প্রায় গলা অবধি ছিলা টেনে তীর ছাড়তে শেখাতে পারি। পা যতদূর সম্ভব ঠিক দিকে রাখলে কাজ হবে।'

'দারুণ!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন শিব। 'কেননা তাহলে ধনুক আরও বড়ো হতে পারে। পাল্লা রাখা যাবে বেশি।'

'আর তীরগুলো হবে আরও বড়ো ও মোটা। প্রায় ছোটোখাটো বর্ষার মতো', বলে চললেন পর্বতেশ্বর। চামড়া ও মোটা কাঠের ঢাল ভেদ করার মতো শক্তপোক্ত। শুধুমাত্র ধাতব বর্ম পরা নিয়মিত সৈন্যেরা এর থেকে বাঁচবে'।

'আমরা কি আমাদের উত্তর পেয়ে গেছি?' শিব জানতে চাইলেন।

এক (১) মিনিট = দেড়শ বিপল = প্রায় আড়াই পল

'হ্যাঁ, পেয়েছি', হেসে উত্তর দিলেন পর্বতেশ্বর। তিনি ব্রকের দিকে ফিরলেন। 'বাহিনী তৈরি কর। দু সপ্তাহের মধ্যে আমার পাঁচ হাজার এমনই সৈন্য প্রস্তুত চাই।'

'হয়ে যাবে প্রভু,' বললো ব্রক।



'কি ব্যাপারে কথা বলতে চান শিব?' ধাতু নিষ্কাশনের কারখানায় ঢুকতে ঢুকতে বললেন পর্বতেশ্বর। শিবের অনুরোধে তাঁর সাথে আছেন ব্রক ও প্রসেনজিত। গত এক সপ্তাহ ধরে ব্রক যে তীরন্দাজ বাহিনীকে অনুশীলন করাচ্ছে অনিচ্ছুকভাবে তা ছেড়ে এসেছে সে। যাইহোক, নীলকণ্ঠের থেকে আরেকটা চমৎকার ভাবনার আশা তাকে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক করেছে। হতাশ সে হয়নি।

'আমি ভাবছিলাম কি', শিব বলছিলেন, 'ওদের কেন্দ্রস্থলে আঘাত হেনে ভাঙার জন্য প্রাচীর ভাঙার যন্ত্রের মতো কিছু চাই। মনে হয় ওদের সেনাপতি কেন্দ্রে তাদের নিয়মিত সৈনিকদের মোতায়েন করবে। তারা যতক্ষণ থাকবে আমাদের জয় অনিশ্চিত।'

'ঠিক', বললেন পর্বতেশ্বর। 'এবং আমাদের ধরে নেওয়া উচিত যে এইসব সৈন্যদের তীরের বন্যার মধ্যেও ব্যূহ আঁকড়ে থাকার মতো অনুশীলন নিশ্চয়ই করানো হয়েছে।'

'ঠিক তাই', বললেন শিব। 'আমরা ওই যন্ত্রটা নিয়ে যেতে পারি না, তাই তো?'

'না প্রভু, পারি না' ব্রক বললেন।

'যদি আমরা মানুষ দিয়ে ওই যন্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হয়?'

'আপনিই বলুন', পর্বতেশ্বর একাগ্রভাবে শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে বললেন।

'ধরা যাক, আমরা কুড়ি কুড়ি চল্লিশ জনের এক বর্গাকার সৈন্য ব্যূহ

সাজালাম', বললেন শিব। 'ধরা যাক প্রতি সৈন্য তার ঢাল ব্যবহার করে নিজের দেহের বাঁ অংশ ও তার বাম দিকের সৈন্যের ডান অংশ ঢাকা রাখবে'।

'এতে তারা তাদের বর্ষা ঢালগুলোর মধ্যে দিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতে পারবে', বললেন পর্বতেশ্বর।

'একদম তাই', বললেন শিব। 'আর পেছনের সৈন্যরা তার ঢাল নিজেদের ও সামনের সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করবে। ব্যুহটা হবে কচ্ছপের মতো। অনেকটা কচ্ছপের খোলার মতোই ঢাল দিয়ে যেকোন আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। ফলে শত্রুসৈন্য বাধা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারবে না কিন্তু আমাদের বর্শা ওদের বিদ্ধ করবে। আর কচ্ছপ ব্যুহর ঠিকঠাক এগোনো নিশ্চিত করতে আমরা সবচাইতে শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ সৈন্যদের সামনে রাখতে পারি', বললো প্রসেনজিত।

'না হে', বললেন পর্বতেশ্বর। 'এর চাইতে অভিজ্ঞরা পাশে ও পেছনে থাকুক। কম বয়সী সৈন্যরা কোনোভাবে আতঙ্কিত হলে বর্গব্যুহ যাতে না ভেঙে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য। পুরো দলটা যদি একসাথে থাকে তবে ব্যুহটা কাজ করবে।'

'ঠিক, পর্বতেশ্বরের অন্তর্দৃষ্টির ক্ষীপ্রতা দেখে হাসলেন শিব। 'আর কেমন হয় যদি আমরা সাধারণ বর্শার পরিবর্তে এটা ব্যবহার করি?'

শিব একটা অস্ত্র তুলে ধরলেন যা তাঁর নকশামতো সামরিক ধাতুবিদ্‌দের দল দ্রুত তৈরি করেছে। পর্বতেশ্বর সেটার চমৎকারীত্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এটার আকৃতি বর্ষার মতো। কিন্তু মাথা চওড়া করা হয়েছে। চওড়া মাথায় আরও দুখানা ছুঁচালো মুখ যোগ করা হয়েছে। মূল বর্ষামুখের বাম ও ডান পাশে। শত্রুসৈন্যর প্রতি এই অস্ত্রের আক্রমণ অনেকটা একই সাথে তিনটে বর্ষার আঘাতের মতো।

'একেবারে অপূর্ব শিব', পর্বতেশ্বর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। 'আপনি এর কি নাম দিয়েছেন?'

'এর নাম আমি দিয়েছি ত্রিশুল।'

'প্রসেনজিত, এগুলো তৈরির দায়িত্বে তুমি থাকলে', বললেন পর্বতেশ্বর।

'আমি আক্রমণের সময় অন্তত পাঁচখানা কূর্মব্যুহ প্রস্তুত পেতে চাই। তোমায় আমি এর জন্যে দুহাজার সৈন্য দেব।'

'হয়ে যাবে, প্রভু', সামরিক অভিবাদন জানিয়ে বললো প্রসেনজিত।

পর্বতেশ্বর শ্রদ্ধার সাথে শিবের দিকে চেয়ে থাকলেন। তিনি শিবের চিন্তার চমৎকারিত্বের কথা ভাবছিলেন। আর তীব্র ব্যক্তিগত শোক সত্ত্বেও যে তিনি এইসব কৌশল ভেবেছেন তা সম্মানের যোগ্য। হয়তো অন্যেরা শিবের সম্বন্ধে যা ভাবছে তা সত্যি হতে পারে। হয়তো সে ই ওই লোক যে প্রভু শ্রীরামের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবে। পর্বতেশ্বর আশা করেছিলেন যে শিব তাঁকে ভুল প্রমাণ করবেন না।



দক্ষ ও পর্বতেশ্বরকে পাশে নিয়ে শিব যুদ্ধের আলোচনাকক্ষে বসেছিলেন। দুই প্রবাদপ্রতিম অরিষ্টনেমী সেনানায়ক বিদ্যুন্মালী ও মায়াশ্রেণীক্ দূরে বসেছিলো। এক সময়ের গর্বিত পেশীবহুল একটি লোক হাত জড়ো করে শিবের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছিলো।

'প্রভু, আমায় একটা সুযোগ দিন', দ্রাপাকু বলছিলো। 'আইন যদি পরিবর্তিতই হয়েছে, তবে আমরা লড়তে পারবো না কেন?'

দ্রাপাকুই সেই লোক যার অন্ধ পিতা শিবকে কোটদ্বারে আশীর্বাদ করেছিলো। অসুখের আগে সে মেলুহী সৈন্যবাহিনীর সেনানায়ক ছিলো। অসুখে তার বাবা অন্ধ হয়ে যায়। মারা যায় পত্নী ও গর্ভের সন্তান। বাবার সাথে তাকেও বিকর্ম বলে ঘোষণা করা হয়।

'প্রথমে বলো, তোমার বাবা কেমন আছেন?' শিব বললেন।

'ভালো আছেন, প্রভু। আর আমি যদি আপনাকে এই ধর্মযুদ্ধে সমর্থন না করি তবে তিনি আমায় ত্যাজ্যপুত্র করবেন।'

শিব মৃদু হাসলেন। তিনি নিজেও বিশ্বাস করতেন যে এটা *ধর্মযুদ্ধ*। 'কিন্তু দ্রাপাকু, তোমার কিছু হয়ে গেলে ওনার দেখাশোনা কে করবে?'

'মেলুহা তাঁর খেয়াল রাখবে প্রভু, কিন্তু আপনার সাথে যুদ্ধে না যেতে

পারলে উনি সহস্রবার মরবেন। নিজের পিতার সম্মানার্থে আর দেশের সম্মানের জন্যও যদি আমি না লড়ি তবে কেমন সন্তান আমি?'

শিব তবুও কিছুটা দোনামনা করছিলেন। ঘরের অন্যান্যদের এই আলোচনার অস্বস্তি তিনি আঁচ করতে পারছিলেন। বিকর্ম আইনের অবলুপ্তি সত্ত্বেও দ্রাপাকু ভেতরে ঢুকলেও যে তাকে কেউ ছোঁয়নি তা তাঁর নজর এড়ায়নি।

'প্রভু, চন্দ্রবংশীদের সঙ্গে সংখ্যার তুলনায় আমরা নগণ্য' বলছিলো দ্রাপাকু। 'আমাদের শিক্ষনপ্রাপ্ত যোদ্ধার প্রয়োজন। অন্তত পাঁচ হাজার সৈন্য আছে যারা বিকর্ম বলে ঘোষিত হওয়ার ফলে যুদ্ধ করতে পারছে না। আমি তাদের জড়ো করতে পারি। আমরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে ব্যাকুল ও আগ্রহী।'

'বীর দ্রাপাকু, মেলুহার জন্য তোমার প্রাণ যাক এ আমি চাইনা', বললেন শিব।

দ্রাপাকুর মুখ সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ হয়ে গেলো। সে ভাবছিলো যে কোটদ্বারে ঘরের পথে ফিরতে হবে তাকে।

'যাইহোক, মেলুহার জন্য তুমি যুদ্ধ করলে আমি খুশী হবো', শিব বললেন।

দ্রাপাকু মুখ তুললো।

'দ্রাপাকু, তোমার বাহিনী গড়ে তোলো' নির্দেশ দিলেন শিব। দক্ষের দিকে ফিরে বললেন, 'আমরা এর নাম দেবো বিকর্ম বাহিনী।'

'কি করে আমাদের সেনাবাহিনীতে বিকর্ম থাকতে পারে? এ হাস্যকর!' গজরাচ্ছিলো বিদ্যুন্মালী।

বিদ্যুন্মালী ও মায়াশ্রেণীক তাদের ব্যক্তিগত ব্যায়ামাগারে নিয়মিত তরোয়াল অনুশীলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো।

'বিদ্যুন্মালী' পটাচ্ছিলো মায়াশ্রেণীক।

'বিদ্যুন্মালী' বলে আমায় ডেকো না মায়া। তুমি জানো এটা ঠিক নয়।

সাধারণত চুপচাপ মায়াশ্রেণীক্ শুধু মাথা নাড়লো। সে তার উত্তেজিত

হয়ে পড়া বন্ধুকে তার হতাশা ব্যক্ত করতে দিলো।

'যদি যুদ্ধে মরি তো পূর্বপুরুষদের মুখোমুখি হবো কি করে?' বলছিলো বিদ্যুন্মালী। 'যদি তারা আমার কাছে জানতে চান যে কি করে আমি একজন অ-ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে লড়তে দিলাম যেখানে শুধু আমাদের ক্ষত্রিয়দের লড়া উচিত, তবে আমি তার কি উত্তর দেব?

'বিদ্যু, আমার মনে হয় না যে দ্রাপাকু দুর্বল।

গত চন্দ্রবংশী যুদ্ধে ওর বীরত্বের কথা কি তুমি ভুলে গেছো?'

'ও বিকর্ম। সেটাই ওর দুর্বলতা।'

'প্রভু শিবের আদেশে আর কেউ বিকর্ম নেই।'

'আমি মনে করি না যে নীলকণ্ঠ কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা ঠিকঠাক জানেন!'

'বিদ্যু!' মায়াশ্রেণীক্ চেঁচিয়ে উঠলো।

বিদ্যুন্মালী তার বন্ধুর আকস্মিক উত্তেজনায় অবাক হয়ে গিয়েছিলো।

মায়াশ্রেণীক্ বললো, 'নীলকণ্ঠ যদি বলেন এ ঠিক তবে সেটা ঠিক।'



অধ্যায় ২২

পাপের সাম্রাজ্য

'এই যুদ্ধের জন্য এই সামরিক ব্যূহ আদর্শ হবে', বললেন পর্বতেশ্বর।

ব্রক ও পর্বতেশ্বর সেনাপ্রধানের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে বসেছিলেন। ব্যূহটা ছিলো ধনুকের মতো। বিশাল অর্ধবৃত্তাকার ধাঁচে সৈন্য সাজানো হবে। ধীর গতিতে চলা সৈন্যদের রাখা হবে মাঝখানে—কচ্ছপের ধাঁচে সাজানো। পাশের দিকে থাকবে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতির পদাতিক সেনারা। ধনুকের দুই প্রান্তে থাকবে অশ্বারোহী বাহিনী। তারা প্রস্তুত থাকবে যে কোনো জায়গায় মোতায়েন হবার জন্য—সামনে কিংবা সুরক্ষার জন্য ধনুকের পাশের দিকে। ছোট সেনাবাহিনীর জন্য এই ধনুকাকৃতি ব্যূহই আদর্শ। এতে শক্তি না হারিয়ে নমনীয়তার সুযোগ পাওয়া যায়।

'এটাই নিখুঁত হবে, প্রভু', বললো ব্রক। 'মহাদেবের কি কিছু বলার আছে?'

'শিব মনে করেন, এটাই আমাদের চাহিদার সাথে নিখুঁত খাপ খায়।'

পর্বতেশ্বরের শিবকে নাম ধরে ডাকাটা ব্রক পছন্দ করতো না। কিন্তু সেনাপ্রধানের ভুল সংশোধন করার সে কে? 'আমারও একই মত, প্রভু।'

'আমি বাম পার্শ্বদেশ পরিচালনা করবো', বললেন পর্বতেশ্বর। 'আর তুমি ডান পার্শ্বদেশ পরিচালনা করবে। সেই জন্যেই কিছু ব্যাপারে তোমার মতামত আমার জানা দরকার।'

'প্রভু, আমি?' বিস্মিত ব্রক বলে উঠলো। আমি ভেবেছিলাম মহাদেব অন্য পার্শ্বদেশ পরিচালনা করবেন।'

'শিব? না হে ব্রক, আমি মনে করি না এ যুদ্ধে উনি লড়বেন।'

ব্রক অবাক হয়ে তাকালেও চুপ করে থাকলো।

পর্বতেশ্বর বোধহয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করলেন, তাই তিনি বলে চলেছিলেন, 'নিঃসন্দেহে উনি ভাল ও যোগ্য মানুষ। কিন্তু তার মনের প্রধান ইচ্ছা প্রতিহিংসা, মেলুহার প্রতি ন্যায়বিচার নয়। অপরাধী নাগাকে ওনার পায়ে ছুঁড়ে ফেলে ওনাকে আমরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সাহায্য করবো। শুধুমাত্র একজন নাগাকে খুঁজে বার করার জন্য উনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নিজের জীবন বিপন্ন করবেন না।'

ব্রক চোখ নামিয়ে ছিলেন। নাহলে হয়তো সেনাপ্রধানের সঙ্গে তার মতের অমিল ধরা পড়ে যেতো।

'সোজা কথা বলতে গেলে', পর্বতেশ্বর বলে চললেন, তাঁর গলা নীল বলেই আমরা ওনার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে পারি না। আমি ওনাকে খুবই শ্রদ্ধা করি। কিন্তু উনিও লড়বেন এ আশা করতে পারি না। তাঁর এরকম করার পেছনে কিই বা কারণ থাকতে পারে?'

ব্রক মুহূর্তের জন্য পর্বতেশ্বরের চোখের দিকে চাইলেন। সবার কাছে যা স্পষ্ট তা সেনাপ্রধান মানতে চাইছেন না কেন? তিনি কি প্রভু শ্রীরামের এতটাই অনুগত যে আরেকজন মুক্তিদাতা মর্ত্যে পদার্পণ করেছেন তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। উনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন একমাত্র প্রভু শ্রীরামই ছিলেন? প্রভু শ্রীরাম কি নিজেই বলেননি যে, তাঁর স্থান পরিবর্তিত হতে পারে, কেবলমাত্র ধর্মের স্থানই অপরিবর্তিত?

পর্বতেশ্বর বলে চললেন, 'তার পরে উনি এখন বিবাহিত। নিশ্চয়ই প্রেমের মধ্যে। সতীকে পুনর্বার বঞ্চিত করার ঝুঁকি উনি নেবেন না। কেনই বা নেবেন? ওঁর কাছে এ দাবী করা আমাদের অনুচিত।'

ব্রক তার মত জানানোর সাহস পাচ্ছিলো না। সে ভাবছিলো *'সেনাপ্রধান, মহাদেব আমাদের জন্য লড়বেন। আমাদের রক্ষা করতে লড়বেন। কারণ? কারণ মহাদেবরা তাই করেন।'*

ব্রক জানতো না যে পর্বতেশ্বর এরকমই কিছু আশা করছিলেন। তিনিও চাইছিলেন যে শিব মহাদেব হয়ে উঠে, তাদের চন্দ্রবংশীদের বিরুদ্ধে জয়ের

পথে নিয়ে যাবেন। কিন্তু বহু বছরের অভিজ্ঞতায় পর্বতেশ্বর বুঝতে পেরেছেন যে অনেকেই প্রভু শ্রীরামের উচ্চতায় ওঠার চেষ্টা করলেও কেউই কখনো সফল হয়নি।

যৌবনে এমন হাতে গোনা কিছু মানুষের উপর পর্বতেশ্বরও আশা রেখেছিলেন। এবং প্রতিবারেই শেষ পর্যন্ত তাঁর আশাভঙ্গ হয়েছিলো। তিনি শুধু শিবের কাছ থেকে আরেকবার প্রত্যাশিত ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। চন্দ্রবংশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শিব অস্বীকার করলে নিরুপায় হয়ে পড়ার পরিকল্পনা তাঁর ছিলো না।

— ⅄⦶Ʊ⇡⊛ —

যুদ্ধপরিষদ চুপচাপ বসেছিলো। দক্ষ স্বদ্বীপ থেকে সম্রাট দিলীপের সভা থেকে আসা চিঠি পড়ছিলেন। চিঠি পড়ার সময় দক্ষের প্রতিক্রিয়া থেকেই তার বার্তা সম্বন্ধে সব সন্দেহ দুর হয়ে গিয়েছিলো। তিনি চোখ বন্ধ করে হাত মুঠো করলেন। ক্রোধে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। কনখলার হাতে চিঠি দিয়ে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে উঠলেন তিনি, 'পড়। জোরে জোরে। যাতে সারা পৃথিবী চন্দ্রবংশীদের বিরুদ্ধে ঘেন্নায় ফেটে পড়ে।'

কনখলা সামান্য ভ্রূকুটি করে চিঠি নিলেন ও জোরে জোরে পড়তে থাকলেন। 'মেলুহার রক্ষাকর্তা সূর্য্যবংশী সম্রাট দক্ষ, মন্দার পর্বতে কাপুরুষোচিত আক্রমণে আমরা গভীর শোক জানাচ্ছি। শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণদের উপর এমন অর্থহীন আক্রমণের আমরা কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করছি। আমরা তো অবাক হয়ে গেছি যে ভারতের কোন বাসিন্দা এত নীচেও নামতে পারে। কাজেই অত্যন্ত বিস্ময় ও দুঃখের সাথে আপনার চিঠি পড়লাম। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, যে আমি বা আমার অধীনে থাকা কেউই এই ঘৃণ্য আক্রমণের সাথে কোনোভাবেই যুক্ত নয়। কাজেই দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি এমন কেউ নেই। আশা করি এই চিঠির আন্তরিকতা আপনি বুঝতে পারবেন। অন্য এমন কোনো হটকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না যাতে পরে পরিণামে আপনার অনুতাপ জাগে। এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের তদন্তে আপনাকে আমার সাম্রাজ্যের

পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি। অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ব্যাপারে আমরা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি দয়া করে জানান।'

কনখলা নিজেকে সামলাতে এক বড়সড় দম নিলেন। চন্দ্রবংশীর দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কথায় তাঁর ভেতরে ক্রোধের ঢেউ বইছিলো। তিনি তার আগের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

'এটিতে সম্রাট দিলীপ নিজে সই করেছেন', পড়া শেষ করে বললেন কনখলা।

'সম্রাট দিলীপ নয়, পাপ সাম্রাজ্যের আতঙ্কবাদী দিলীপ', ফুঁসতে থাকা দক্ষ গর্জে উঠলেন।

'যুদ্ধ।' সর্বসম্মত ক্রোধে সভা থেকে হুঙ্কার উঠলো।

দক্ষ ক্ষিপ্ত শিবের দিকে তাকাতে তিনি সামান্য মাথা নাড়লেন।

'যুদ্ধই হবে।' ঘোষণা করলেন দক্ষ। 'দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা যুদ্ধযাত্রা করছি।



কবজি বন্ধটা যেন নিজের থেকে বেঁচে উঠেছে। শিবকে ছাড়িয়ে বিশালাকার আকারে ফুলে উঠেছে। ধারগুলো গ্রাস করেছে, ব্যাপক অগ্নিশিখা। ওঁ গঠনকারী বিশাল সাপ তিনটে পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে এঁকে বেঁকে শিবের দিকে আসছে। মাঝখানেরটা তার বামদিকের সাপের দিকে মাথা নাড়িয়ে হিসহিস করে উঠলো, 'ও তোমার ভাইকে নিয়েছে আর অন্যজন শীঘ্রই তোমার পত্নীকে নেবে।'

বাম ও ডানপাশের সাপগুলো হিংস্রভাবে মাথা নাড়ালো।

শিব মাঝখানের সাপটার দিকে ভীতিপ্রদ ভাবে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওর একটা চুলও ছোঁয়ার সাহস দেখালে তোমার আত্মাকে টেনে বার করে ....'

'কিন্তু আমি ....'

শিবের হুমকিকে পাত্তাই না দিয়ে সাপটা বলে চললো, 'আমি নিজেকে সরিয়ে রাখছি। নিজেকে সরিয়ে রাখছি তোমার জন্য।'

শিব ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সাপটার দিকে চেয়েছিলেন।

'তোমায় আমি পাবোই', সাপটা মুখ হাঁ করে বলেই শিবকে পুরো গিলে খাওয়ার জন্য বিশাল হাঁ করলো।

শিবের চোখ হঠাৎ খুলে গেলো। তিনি খুবই ঘামছিলেন। চারপাশে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না। অস্বাভাবিক রকমের অন্ধকার। সতী নিরাপদে কিনা দেখতে হাত বাড়ালেন। তিনি সেখানে নেই। তিনি এক ঝটকায় উঠে বসলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে গিয়েছিলো। সাপেরা যেন তাঁর স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে প্রায় এমনটাই ভাবছিলেন তিনি।

'শিব', সতী তাঁর দিকে চেয়ে বললেন।

তিনি বিছানার কিনারায় বসেছিলেন। তাঁরা যে ছোট সামরিক শিবিরে শুয়েছিলেন সেখানে আসন রাখার বিলাসিতা সম্ভব ছিলো না। মেলুহী সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক মাসের স্বদ্বীপযাত্রায় এই কাপড়ের ঘরই ছিল তাঁদের চলমান বাসা।

'কি ব্যাপার সতী?' ঝাপসা আলোয় চোখ সওয়াতে সওয়াতে বললেন শিব। হাতে শক্তভাবে ধরে রাখা কবজি বন্ধটা আবার তাঁর থলেতে ভরে দিয়েছিলেন তিনি।

এটা আবার আমি কখন বের করলাম?

'শিব', সতী বলে চললেন। দুই সপ্তাহ ধরে তিনি এই ব্যাপারে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত মুহূর্ত খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে এটা একটা ছোটোখাটো সংবাদ। আর তার স্বামীকে এই নিয়ে অস্বস্তিতে ফেলাটা ঠিক হবে না। বিশেষ করে যখন তিনি তাঁর জীবনের সব চাইতে খারাপ সময়গুলোর একটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। অন্য কারোর থেকে না জেনে এটা তাঁর থেকে ওঁর জানা উচিত। সামরিক বাসায় এ ধরনের সংবাদ বেশিদিন চেপে

রাখা যায় না। 'আমি তোমায় কিছু বলতে চাই।'

'হাঁ, কি হয়েছে?' শিবের মনে স্বপ্নটা তখনও খচখচ করছিলো।

'আমার মনে হয় আমার পক্ষে যুদ্ধে লড়া সম্ভব নয়।'

'কি? কেন? স্তম্ভিত শিব জানতে চাইলেন। তিনি জানতেন সতীর শব্দকোষে 'কাপুরুষতা' বলে শব্দটা নেই। তাহলে তিনি তাকে এরকম বলছেন কেন? আর এখনই বা কেন? যখন মেলুহা ও স্বদ্বীপকে আলাদা করে রাখা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তাঁদের সেনাবাহিনী প্রায় এক মাস ধরে চলছে। তারা ইতিমধ্যেই শত্রুএলাকায় ঢুকে পড়েছেন। ফেরার কোনো পথ নেই। 'সতী, এতো তোমার কথা হতে পারে না।'

'হুম ...., শিব', অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন সতী।

শালীনতা প্রিয় সূর্য্যবংশীদের কাছে এ ধরনের আলোচনা সবসময়ই কঠিন। 'তার কারণ আছে।'

'কারণ? কি...........' শিব বললেন।

হঠাৎই কারণটা শিবের মাথায় নিঃশব্দে বাজ পড়ার মতো ধাক্কা মারলো।

'হে ভগবান! তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ', লজ্জা পেয়ে বললেন সতী।

'পবিত্র সরোবরের দিব্বি! আমি বাবা হতে চলেছি?'

শিবের মুখের পুলক দেখে সতী অপরাধবোধের খোঁচা খেলেন। আগে কেন বলেননি।

'আরিব্বাস' ফূর্তিতে টগবগ করতে থাকা শিব তাঁকে বাহুপাশে টেনে নিলেন, 'অনেকদিন এমন ভালো সংবাদ পাইনি।'

আন্তরিক হাসির সাথে সতী তাঁর মাথা শিবের ক্লান্ত অথচ শক্তিশালী কাঁধে রাখলেন।

'আমার মেয়ের নাম তার নামে রাখবো যে তোমাকে এই শেষ দুমাস ধরে স্বাচ্ছন্দ দিয়েছে। আমি তো তখন কোনো কাজেই লাগছিলাম না' শিব বললেন। 'আমরা ওর নাম রাখবো কৃত্তিকা।'

সতী বিস্ময়ে মুখ তুলে চাইলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না, ওকে আরও ভালবাসা সম্ভব। কিন্তু সেটাই ছিল ঠিক। তিনি হাসলেন। 'তুমি তো জানো যে ছেলেও হতে পারে।'

'নাঃ', হাসলেন শিব। মেয়েই হবে। অর আমি তাকে যতদূর সম্ভব আদরে মানুষ করবো।'

সতী আন্তরিকভাবে হাসলেন। শিবও যোগ দিলেন। দুমাস পরে এটাই তাঁর প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। তিনি সতীকে জড়িয়ে ধরলেন। অনুভব করলেন তার নেতিবাচক শক্তি তার দেহ থেকে সরে যচ্ছে। 'সতী, তোমায় আমি বড় ভালবাসি।'

'আমিও তোমায় ভালবাসি', তিনি ফিসফিস করে বললেন।



শিব পর্দা তুলে সেই শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন যেখানে সতীকে নিরাপদে রাখা হয়েছে। কৃত্তিকা ও আয়ুর্বতী তাঁর সঙ্গে আছেন। তাঁর সমস্ত প্রয়োজনের উপর একদল সেবিকা খেয়াল রাখছেন। শিবতাঁর হবু সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন ও আয়ুর্বতীকে গত দুমাসের স্বদ্বীপে আসার সময়ে সতীর ভালমন্দের খুঁটিনাটির ব্যাপারে ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলেছেন।

সূর্য্যবংশীরা প্রায় তিনমাস ধরে বীরবিক্রমে এগিয়ে চলেছে, যা আশা করা হয়েছিলে পথ তার তুলনায় অনেকটাই দুর্গম। ভয়ংকর তীব্রতার সাথে জঙ্গল তার স্বাভাবিকরূপ নিয়ে এসেছে। প্রতিটি মোড়ে মোড়ে বন্য জন্তুর দ্বারা ও অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে সৈন্যবাহিনী। তারা দুহাজার লোক হারিয়েছেন। আর শত্রুর একজনও নয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে জঙ্গলে এগোনোর পর অনুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত লোকেরা অবশেষে সূর্য্যবংশী সেনাবাহিনীকে চন্দ্রবংশীদের সামনে আনতে সমর্থ হলো।

চন্দ্রবংশীরা ধর্মক্ষেত নামে এক বিস্তৃত সমতূমিতে শিবির স্থাপন করেছে। তারা জায়গাটা বুদ্ধিমানের মতোই বেছেছে। বিস্তৃত পরিষ্কার জায়গায় চন্দ্রবংশীরা তাদের লক্ষাধিক সৈন্যশক্তি প্রয়োগের মতো যথেষ্ট জায়গা পেয়েছিলো।

তাদের সংখ্যাধিক্যতা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে। সূর্য্যবংশী সৈন্যেরা চন্দ্রবংশীদের অধৈর্য্য করে তোলার চেষ্টা করেছিলো। তারা ধৈর্য্য হারিয়ে কম সুবিধাজনক স্থানে আক্রমণ করে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু চন্দ্রবংশীরা শক্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো। অবশেষে সূর্য্যবংশীরা ধর্মক্ষেতের কাছাকাছি সহজে রক্ষা করা যায় এমন এক উপত্যকায় তাদের শিবির সরিয়ে নিল।

শিব খোলা আকাশের দিকে চাইলেন। রাজকীয় শিবির ঘিরে একটা ঈগল মাথার উপরে বৃত্তাকারে চক্কর কাটছে। ঈগলের ভয়ে ভীত না হয়ে পাঁচখানা পায়রা নীচে উড়ছে। অদ্ভুত লক্ষণ। তাঁর গুণ গুনীন হয়তো বলতো যে এ যুদ্ধের পক্ষে ভালো সময় নয়। কারণ পায়রাদের লুকনোর সুযোগ আছে।

এ নিয়ে ভেবো না। কোন ক্ষেত্রেই এর কোনো মানে নেই।

ভোরের নির্মল বাতাসে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে, তিনি সম্রাট দক্ষের শিবিরের দিকে ফিরলেন। নন্দী তাঁর দিকে এগিয়ে এলো।

'কি হয়েছে নন্দী?'

'প্রভু, আমি আপনার তাঁবুর দিকেই আসছিলাম। সম্রাট আপনার দর্শন প্রার্থী। একটা বিরক্তিকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।'

দক্ষের রূচীসম্মতভাবে সাজানো শিবিরের দিকে তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলেন শিব ও নন্দী। তাঁরা ঢুকে দেখলেন দক্ষ ও পর্বতেশ্বর আলোচনায় মগ্ন হয়ে আছেন। ব্রক, মায়াশ্রেণীক ও দ্রাপাকু দূরে বসে আছে। দ্রাপাকু অন্যদের থেকে সামান্য দূরে।

'একটা বিপর্যয় ঘটে গেলো', দক্ষ গজগজ করছিলেন।

'মাননীয় সম্রাট?' শিব ডাকলেন।

'প্রভু! আপনার এখানে আসায় খুশী হলাম। আমরা পুরোপুরি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছি।'

'মাননীয় সম্রাট, ও ধরনের কথা নাইবা ব্যবহার করলাম', বললেন শিব। পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'তোমার সন্দেহই কি তাহলে ঠিক?

'হ্যাঁ' পর্বতেশ্বর বললেন। 'এই সবে অনুসন্ধানকারীরা কিছুক্ষণ হল

ফিরেছে। চন্দ্রবংশীরা যে সৈন্যদের নড়াচ্ছেনা তার একটা কারণ আছে। আমাদের অবস্থান ঘিরে বিশাল বক্ররেখায় তারা লক্ষ সৈন্য পাঠিয়েছে। তারা কাল সকালেই আমাদের উপত্যকায় ঢুকবে। সামনে ওদের মূল বাহিনী ও পেছনে আরও এক লক্ষের চাপে আমরা চিড়েচ্যাপটা হয়ে যাবো।'

'আমরা দু-দুটো রণাঙ্গণে একসঙ্গে লড়তে পারবো না প্রভু', বলে উঠলো দক্ষ। 'আমরা যে কি করি?'

'খবরটা নিয়ে যারা ফিরেছে তারা কি বীরভদ্রের লোকেরা?' জানতে চাইলেন শিব।

পর্বতেশ্বর সায় দিলেন। শিব নন্দীর দিকে ঘুরতেই সে তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরোল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বীরভদ্র তাদের সামনে এসে পড়লো।

'চন্দ্রবংশীদের পাঠানো বাহিনী কোন পথ ধরেছে, ভদ্র?' শিব জানতে চাইলেন।

'পূবের দিকে। আমাদের পাশের খাড়া পাহাড় বরাবর। মনে হয় উত্তর দিকে প্রায় বারো ক্রোশ দূর দিয়ে ওরা আমাদের উপত্যকায় ঢুকতে চায়।'

'পর্বতেশ্বরের নির্দেশমতো মানচিত্রবিদ সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন?'

বীরভদ্র মাথা নাড়লেন ও মাঝখানের চৌকির কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা মানচিত্র বিছিয়ে দিলেন। শিব ও পর্বতেশ্বর মানচিত্র বরাবর ঝুঁকে পড়লেন। রাস্তাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বীরভদ্র বললো, 'এই পথে।'

হঠাৎই মানচিত্রে আদর্শ সুরক্ষাজনক অবস্থান চোখে পড়তে শিব খাড়া হলেন। সূর্য্যবংশী শিবিরের অনেকটা উত্তরে। তিনি পর্বতেশ্বরের দিকে চাইলেন। একই চিন্তা সেনাপ্রধানেরও মাথায় এসেছিলো।

'পর্বতেশ্বর, আপনার কতো লোক আছে বলে মনে হয়?'

'বলা কঠিন। শক্ত হবে। কিন্তু গিরিবর্তটা মনে হয় আটকানো যাবে। যদিও এর জন্য বড়োসড়ো দল লাগবে। অন্তত ত্রিশ হাজার।'

'কিন্তু আমরা তো অত লোক পাঠাতে পারি না। আমি নিশ্চিত যে দক্ষিণের মূল চন্দ্রবংশী বাহিনীর সাথেও দলটির লড়াই বাঁধবে। ওদের পক্ষে অবস্থান

গ্রহণের এটাই হবে সেরা সময়।'

পর্বতেশ্বর গম্ভীরভাবে সায় দিলেন। মেলুহীদের হয়তো পিছিয়েই যেতে হবে। অন্যদের সাথে আরও লাভজনক অবস্থানের জন্য কৌশল করে লড়তে হবে। এসব ভাবতে তাঁর ভালো লাগছিলো না।

'প্রভু, আমার মনে হয় হাজার পাঁচেক লোকের এটা করতে পারা উচিত'।

শিব ও পর্বতেশ্বর দ্রাপাকুকে চৌকির দিকে এগিয়ে আসতে দেখেননি। সে শিবের সবেমাত্র দেখানো গিরিবর্তটা খুঁটিয়ে দেখছিলো।

'এখানে দেখুন' দ্রাপাকু বলে চললো। শিব ও পর্বতেশ্বর দেখলেন।

'সামনের পাহাড় এই গিরিবর্তের কাছে দ্রুত সংকুচিত হয়ে এসেছে। চওড়ায় এটা একশো হাতের বেশি হবে না। তাদের সৈন্যবাহিনী যত বড়ই হোক না কেন, গিরিবর্তের মধ্য দিয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতি আক্রমণে কয়েকশোর বেশি লোকের বেশি থাকা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু দ্রাপাকু, এক লক্ষ নিয়ে তারা প্রায় ক্রমাগত ভাবেই একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারে, বললো মায়াশ্রেণীক। 'আর পাশের এই পাহাড়গুলো এতটাই খাড়া যে আমাদের ক্ষেপনাস্ত্রের কোনোটাই তোমার কাজে আসবে না। জয় প্রায় অসম্ভব।'

'এটা জয়ের বিষয় নয়', বললো দ্রাপাকু। বিষয়টা হল এই যে তাদের একদিনের জন্য আটকে রাখা যাতে আমাদের মূল বাহিনী লড়তে পারে।'

'এটা আমি করবো', বললেন পর্বতেশ্বর।

'না, প্রভু', বললো ব্রক। 'মূল আক্রমণে আপনাকে লাগবে।

শিব পর্বতেশ্বরের দিকে তাকালেন।

আমারও এখানে থাকা দরকার।

'এতো আমিও করতে পারবো না', মাথা নেড়ে শিব বললেন।

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে চাইলেন। তাঁর মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। ব্যর্থতার জন্য নিজের হৃদয়কে তিনি প্রস্তুত করে রাখলেও আশা করেছিলেন যে শিব তাঁকে ভুল প্রমাণিত করবেন। কিন্তু পর্বতেশ্বরের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে

গেলো যে শিবও দক্ষের জন্য তৈরি যুদ্ধ দেখার মঞ্চ থেকে যুদ্ধ দেখবেন।

'প্রভু', আমায় এ সুযোগটা দিন,' বললো দ্রাপাকু।

'দ্রাপাকু ....' মায়াশ্রেণীক ফিসফিসিয়ে উঠলো। বাকী সকলেই যা জানতো তা আর সে শব্দে প্রকাশ করলো না।

'মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে উত্তরের গিরিবর্তে চন্দ্রবংশীদের পাঠানো বাহিনীর সাথে লড়তে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল।

'দ্রাপাকু', শিব বললেন। 'জানি না যদি ....'

'আমি জানি প্রভু', দ্রাপাকু বাধা দিলো। 'এটাই আমার নিয়তি। আমি ওদের একদিনের জন্য আটকে রাখবো। ইন্দ্রদেব যদি চান তো দুদিনের জন্যও চেষ্টা করতে পারি। ততক্ষণে আমাদের জয় এনে দিন।'

দক্ষ হঠাৎই আবেগভরে বলে উঠলেন; 'অপূর্ব, দ্রাপাকু, এক্ষুণি যাত্রার প্রস্তুতি নাও।'

দ্রাপাকু সপ্রতিভ ভাবে অভিবাদন জানিয়ে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেলো। দ্বিতীয় কোন চিন্তা উচ্চারিত হওয়ার আগেই।



এক ঘন্টারও কম সময়ে বিকর্ম বাহিনী শিবির ছেড়ে যাত্রা শুরু করে দিলো। সূর্য উঁচুতে উঠে গেছে। আসলে পুরো শিবির জেগে গেছিলো। দেখছিলো সৈন্যদের বিশেষ লক্ষ্যে বেরোনো। প্রত্যেকেই জানতো যে কি ভয়ংকর অসুবিধারই না সামনে পড়তে চলেছে বিকর্ম বাহিনী। তারা জানতো এই সৈন্যদের মধ্যে কাউকেই হয়তো আর জীবিত দেখতে পাওয়া যাবে না। ওই সৈন্যেরা কিন্তু বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বা লেশমাত্র ভয় না পেয়ে এগিয়ে চলছিলো। পুরো শিবির বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের সবার মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিলো।'

'কি করে বিকর্মেরা এতটা বীর হতে পারে? ওদের তো দুর্বল ভাবা হতো।'

দ্রাপাকু ছিলো নেতৃত্বে। তার সুগঠিত মুখ যুদ্ধের রঙে রাঙানো। বর্মের ওপরে পরেছে গেরুয়া অঙ্গবস্ত্র। পরমাত্মার রঙ। শেষ যাত্রার জন্য এই রঙ।

ফেরার আশা তার নেই।

হঠাৎ বিদ্যুন্মালী তীরবেগে তার সামনে আসতে সে থামলো। কোনো প্রতিক্রিয়ার আগেই বিদ্যুন্মালী তার ছুরি বার করলো। দ্রাপাকু তার হাত ধরতে গেলো। কিন্তু বিদ্যুন্মালী ছিলো আরও চটপটে। সে ফলা দিয়ে নিজের বুড়ো আঙুল চিরে দ্রাপাকুর কপালে তুললো। যোদ্ধা-ভ্রাতার মহান প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে বিদ্যুন্মালী তার রক্ত দ্রাপাকুর ভুরু বরাবর এঁকে দিলো। তাৎপর্য হল এই যে তার রক্ত ওকে রক্ষা করবে।

'তুমি আমার থেকেও উঁচু স্তরের মানুষ, দ্রাপাকু' ফিসফিস করে বললো বিদ্যুন্মালী।

বিদ্যুন্মালীর চরিত্রের সাথে বেমানান এই ব্যবহারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো দ্রাপাকু।

মুঠো হাত উঁচুতে তুলে বিদ্যুন্মালী হুঙ্কার ছাড়লো, 'বিকর্মরা, নরকে পাঠাও ওদের।'

সূর্য্যবংশীরাও হুঙ্কার ছাড়লো, 'বিকর্মরা, নরকে পাঠাও ওদের।' বারবার বলতে থাকলো।

দ্রাপাকু ও তার সৈন্যেরা শিবিরের চারপাশে তাকালো। অনেক দিনের বঞ্চিত সম্মান তারা গ্রহণ করছিলো অনেকদিনের।

'বিকর্মরা, নরকে পাঠাও ওদের!'

দ্রাপাকু, মাথা নেড়ে ঘুরলো। তাঁর আবেগের মুহূর্তটা মাটি না হতে দিয়ে এগিয়ে গেলো। পেছনে তার সৈন্যেরা।

'বিকর্মরা, ওদের নরকে পাঠাও!'



বছরের এই সময়ে এমন উষ্ণ সকাল অস্বাভাবিক।

চন্দ্রবংশী বাহিনী আগের রাতে উত্তরের গিরিবর্তে মেলুহী সৈন্যদের দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করেছিলো তারা। সারারাত

ধরে তাদের আটকে রেখে বিকর্মেরা মূল সৈন্যবাহিনীর জন্য অমূল্য সময় আদায় করেছে।

আজই মূল যুদ্ধের দিন *হওয়া উচিৎ*। শিব প্রস্তুত ছিলেন।

উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত সতী আরতির থালা ধরে শিবকে বরণ করছিলেন। সাত বারের পর তিনি থামলেন। তাঁর হাতের বুড়ো আঙুলে কিছুটা সিঁদুর নিয়ে শিবের কপালে এঁকে দিলেন লম্বা তিলক। 'জয়ী হয়ে ফিরে এসো নয়তো এসোই না।'

শিব একটা ভুরু তুলে ভ্যাংচালেন, 'এ আবার কি ধরনের বিদায় জানানো?'

'কি? আরে না না, এটা শুধু ....' সতী তোতলাচ্ছিলেন।

'জানি, জানি', হেসে সতীকে জড়িয়ে ধরলেন শিব। 'যুদ্ধে পাঠানোর আগে এটাই সূর্য্যবংশী রীতি, ঠিক কিনা?'

সতী মুখ তুললেন। চোখ ভেজা। শিবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা বহু দশকের সূর্য্যবংশী প্রশিক্ষণ ছাপিয়ে উঠছিলো। 'শুধু নিরাপদে ঠিকঠাক ফিরে এসো'।

'আসবো গো, আসবো', ফিসফিস করে বললেন শিব। 'এত সহজে আমার হাত থেকে তুমি ছাড়া পাবে না।'

সতী ক্ষীণভাবে হাসলেন। 'আমি অপেক্ষা করে থাকবো।'

সতী তাঁর পায়ের আঙুলের উপর খাড়া হয়ে হালকাভাবে শিবকে চুমু খেলেন। শিবও চুমু খেলেন ও অন্যান্য চিন্তা তাঁর হৃদয় ও মাথাকে বশ করে ফেলার আগে দ্রুত ঘুরলেন। শিবিরের পর্দা তুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আকাশের দিকে তাকালেন। যদি সেখানে অন্য কোনো লক্ষণ দেখা যায়। কিছু নেই।

'দুর্ধর্ষ!'

স্বচ্ছন্দ তালে তালে রণদামামার বাজনার সাথে দূরের সংস্কৃত শ্লোকের গমগমে আওয়াজ শীতের শুকনো বাতাসের সঙ্গে বয়ে যাচ্ছিলো। শিব এই বিশেষ সূর্য্যবংশী রীতিকে অদ্ভুত ভাবতেন। কিন্তু 'ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেবকে আহ্বান' নামের এই পূজার হয়তো কোন মানে আছে। এই দামামা ও শ্লোকের

মিলিত ধ্বনি যেই শোনে তার মধ্যে যোদ্ধাভাব জেগে ওঠে। যুদ্ধ শুরু হলে দামামার নিয়মিত বাজনা দ্রুততর হয়ে ওঠে। শিব যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তিনি ঘুরে দক্ষের শিবিরের দিকে হাঁটা দিলেন।

'অভিনন্দন, সম্রাট', সম্রাটের শিবিরের পর্দা তুলে ঢুকতে ঢুকতে বললেন শিব। পর্বতেশ্বর সেখানে সম্রাটকে যুদ্ধের পরিকল্পনা বোঝাচ্ছিলেন। 'নমস্কার, পর্বতেশ্বর।'

পর্বতেশ্বর হেসে হাত জড়ো করলেন।

'দ্রাপাকুর খবর কি, পর্বতেশ্বর? শিব জানতে চাইলেন। 'শেষ যা খবর পেয়েছি তা অন্তত তিন ঘন্টার বাসী।'

'বিকর্মদের যুদ্ধ চলছে। দ্রাপাকু এখনও তাদের পরিচালনা করছে। ও আমাদের অমূল্য সময় এনে দিয়েছে। প্রভু শ্রীরাম ওকে আশীর্বাদ করুন।'

'হ্যাঁ', সায় দিলেন শিব। 'প্রভু শ্রীরাম ওকে আশীর্বাদ করুন। ওকে শুধু আজকের দিনের শেষ পর্য্যন্ত ওদের আটকে রাখতে হবে।'

'প্রভু, রীতিসম্মত নমস্কারে হাত জড়ো করে মাথা নত করলেন দক্ষ। 'সূচনা অনুকূল। দিন আমাদের ভালোই যাবে। আপনারও কি সেই মত নয়?'

'হ্যাঁ, সে রকমই তো মনে হয়', হাসলেন শিব। 'দ্রাপাকুর খবর আশাব্যঞ্জক। তবে এই প্রশ্ন মনে হয় চতুর্থ প্রহরের ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত, মাননীয় সম্রাট'।

'প্রভু, আমি নিশ্চিত যে উত্তর একই হবে। আজ চতুর্থ প্রহরের মধ্যেই সম্রাট দিলীপ শেকলে বাঁধা হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বিচারের অপেক্ষায়।'

'সাবধান, মাননীয় সম্রাট', হাসলেন শিব 'আমাদের ভাগ্যকে উস্কানো ঠিক হবে না। আমাদের এখনও যুদ্ধ জেতা বাকি আছে।'

'আমরা কোনোরকম অসুবিধার সামনে পড়বো না। আমাদের সাথে নীলকণ্ঠ আছেন। আমাদের শুধু আক্রমণ করতে হবে। জয় নিশ্চিত।'

'মাননীয় সম্রাট, মনে হয় চন্দ্রবংশীদের পরাস্ত করতে হলে নীল গলা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু লাগবে,' আরও হেসে বললেন শিব। 'আমাদের শত্রুপক্ষকে ছোটো করে দেখাটা উচিত হবে না।'

'প্রভু, আমি ওদের ছোটো করি না। কিন্তু আপনাকে ছোটো করে দেখার ভুলও আমি করবো না।'

শিব হাল ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল আগেই তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে দক্ষের নিঃসংশয়ী স্থির বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিতর্কে জেতা অসম্ভব।

'মাননীয় সম্রাট, বোধহয় আমার যাওয়া উচিত', বললেন পর্বতেশ্বর। 'সময় হয়েছে। অনুমতি দিন।'

'নিশ্চয়ই, পর্বতেশ্বর। *বিজয়ী ভব,*' বললেন দক্ষ। শিবের দিকে ফিরে বললেন চললেন, 'প্রভু ওরা পর্বতের উপরে পেছনের দিকে আমাদের যুদ্ধ দর্শনের জন্য মঞ্চ তৈরি করেছে।'

'দর্শনের মঞ্চ?' হতভম্ব শিব বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ। আমরা ওখান থেকে যুদ্ধ দেখিনা কেন? যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ওখানে আরও ভালো অবস্থানে থেকে আপনি নির্দেশ দিতে পারবেন।'

শিব বিস্ময়ে চোখ কুঁচকালেন। 'মাননীয় সম্রাট, আমার স্থান সৈন্যদের সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রে।'

পর্বতেশ্বর যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। ভুল প্রমাণিত হওয়ায় তিনি বিস্মিত, উৎফুল্ল।

'প্রভু, ও কাজ জহ্লাদের, নীলকণ্ঠের নয়।' উদ্বিগ্ন দক্ষ বলে উঠলেন। 'চন্দ্রবংশীদের রক্তে আপনার হাত নোংরা করার প্রয়োজন নেই। পর্বতেশ্বর ঐ নাগাকে গ্রেপ্তার করে আপনার পায়ে ছুঁড়ে ফেলবে। আপনি ওর ওপর এমন ভয়ংকর প্রতিশোধ নিতে পারবেন যে ওর সমগ্র জাতি যুগযুগান্তর ধরে আপনার বিচারকে ভয় পাবে।'

'এটা *আমার* প্রতিহিংসার ব্যাপার নয়, মাননীয় সম্রাট। এটা মেলুহার প্রতিশোধের ব্যাপার। একটা পুরো যুদ্ধ শুধুমাত্র আমার জন্য হচ্ছে এতটা

নীচ চিন্তা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ যুদ্ধ শুভ ও অশুভের মধ্যে। এ সেই যুদ্ধ যেখানে সকলকে একটা দিক বেছে নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। '*ধর্মযুদ্ধে* কোনো দর্শক নেই'।

পর্বতেশ্বর একদৃষ্টিতে শিবকে দেখছিলেন, তাঁর চোখ শ্রদ্ধায় জ্বলজ্বল করছিলো। এ শব্দগুলো প্রভু শ্রীরামের। *'ধর্মযুদ্ধে কোনো দর্শক নেই।'*

'প্রভু, আপনার জীবন বিপদে ফেলার ঝুঁকি নেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই', মিনতি জানালেন দক্ষ। 'আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিশ্চিত যে এই ধরনের কোনো ঝুঁকি না নিয়েই আমরা এ যুদ্ধ জিততে সক্ষম হবো। আপনার উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। অনেকেই আছে যারা আপনার জন্য তাদের রক্ত ঝরাতে ইচ্ছুক।'

'যদি তারা আমার জন্য রক্ত ঝরাতে ইচ্ছুক থাকে, তবে আমারও অবশ্যই তাদের জন্য রক্ত ঝরাতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত।'

একজন যোগ্য সূর্য্যবংশীর পক্ষে যতখানি আনন্দ অনুভব করা সম্ভব পর্বতেশ্বরের হৃদয় ততটা প্লাবিত হয়েছিলো। অবশেষে অনুসরণ করার মতো একজন লোক খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো একজন লোক খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। প্রভু শ্রীরামের সঙ্গে একনিঃশ্বাসে বলার যোগ্য একজন মানুষ খুঁজে পাওয়ার আনন্দ।

উদ্বিগ্ন দক্ষ শিবের কাছে সরে এলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শিবকে এই গোঁয়ার্তুমি থেকে থামাতে তাঁকে তাঁর মনের কথা বলতে হবে। তিনি মৃদু কণ্ঠে ফিসফিস করে বললেন, 'প্রভু আপনি আমার মেয়ের স্বামী। আপনার কিছু হলে সে একই জীবনে দুবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। আমি ওর প্রতি তা হতে দিতে পারি না।'

'কিচ্ছু হবে না', ফিসফিস করে বললেন শিব। 'যদি সতী তার স্বামীকে একটা *ধর্মযুদ্ধ* থেকে সরে থাকতে দেখে তবে সে হাজারবার মরবে। আমার প্রতি সম্মানও হারাবে। যদি সে গর্ভবতী না হতো তা হলে আমার পাশাপাশি লড়তো। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। আপনি তা জানেন।'

দক্ষ ভেঙে পড়েছিলেন। সঙ্কিত, বিচলিতভাবে শিবের দিকে একদৃষ্টে

চেয়েছিলেন।

স্নিগ্ধ হেসে শিব বললেন, 'কিছু হবে না, মাননীয় সম্রাট।'

'আর যদি হয়?'

'তখন মনে রাখতে হবে যে ন্যায্য কারণে তা হয়েছে। সতী আমার জন্য গর্ববোধ করবে।'

দক্ষ শিবের দিকে তাকিয়েই থাকলেন। তাঁর মুখ যেন যন্ত্রণাকাতর হতাশার প্রতিচ্ছবি।

'ক্ষমা করবেন, মাননীয় সম্রাট। আমায় কিন্তু যেতে হবে।' রীতিসম্মত নমস্কার জানিয়ে শিব চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন।

পর্বতেশ্বর ঘোরের মধ্যে অনুসরণ করলেন। যেন কোনো দৈবশক্তির নির্দেশে। শিব দ্রুত শিবির থেকে বেরিয়ে তাঁর ঘোড়ার দিকে হাঁটার সময় পর্বতেশ্বরের উচ্চকণ্ঠ তাঁর কানে এলো, 'প্রভু।'

শিব থামলেন না।

'প্রভু', পর্বতেশ্বর পুনরায় জোরে ডাক ছাড়লেন।

শিব আচমকা থমকে গিয়ে ঘুরলেন। তাঁর মুখে বিস্ময়ের ভ্রূকুটি। 'দুঃখিত, পর্বতেশ্বর। আমি ভাবলাম বোধহয় সম্রাটকে ডাকছেন।'

'না, প্রভু', পর্বতেশ্বর শিবের কাছে এসে বললেন। 'আমি আপনাকেই ডাকছি।'

শিবের ভ্রূকুটি গভীর হলো। তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার বীর সেনাপ্রধান?'

পর্বতেশ্বর থেমে সামরিক কায়দায় দাঁড়ালেন। শিবের থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রাখলেন তিনি। মহাদেবকে ঘিরে জ্যোতির্বলয়ের ভূমিতে তিনি দাঁড়াতে পারেন না। আচ্ছন্নের মতো মুঠো পাকিয়ে বুকের কাছে আনলেন। তারপর রীতিসম্মত মেলুহী কায়দায় ঝুঁকে অভিবাদন জানালেন। কোন জীবিত মানুষের সামনে যতটা ঝুঁকতেন তার চেয়েও বেশি ঝুঁকলেন। ততটাই ঝুঁকলেন যতটা প্রতিদিন সকালে প্রভু শ্রীরামের মূর্তির সামনে পুজোর সময়ে ঝোঁকেন। শিব পর্বতেশ্বরের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে বিস্ময় ও অস্বস্তির ভাব যুগপত

খেলে যাচ্ছে। পর্বতেশ্বরের খোলাখুলিভাবে দেবতার মতো শ্রদ্ধা প্রদর্শনে শিব স্বস্তি বোধ করছিলেন না। তিনি পর্বতেশ্বরকে এর থেকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করতেন।

খাড়া হলেন পর্বতেশ্বর। মাথা তখনও ঝোঁকানো। 'আপনার পাশে থেকে যুদ্ধ করে নিজের রক্ত ঝরানোয় আমি সম্মানিত বোধ করবো প্রভু।' মাথা তুলে তিনি আবার বললেন, 'সম্মানিত বোধ করছি।'

শিব হেসে পর্বতেশ্বরের হাত ছুঁলেন। 'তা বেশ, তবে বন্ধু যদি আমার পরিকল্পনা ঠিক হয় তবে আশাকরি আমাদের তা খুব বেশি ঝরাতে হবে না।'



অধ্যায় ২৩

ধর্মযুদ্ধ

সূর্য্যবংশীরা ধনুকের আকারে বিন্যস্ত হয়েছিলো। শক্তিশালী অথচ নমনীয়। সদ্য গঠিত কুর্মবাহিনীকে রাখা হয়েছিলো কেন্দ্রে। ধারের দিকে ছিলো হাল্কা পদাতিক বাহিনী ও তাকে ঘিরে ছিলো অশ্বারোহী বাহিনী। আগের রাতের আচমকা বৃষ্টির জন্য রথগুলো বাতিল কস্না হয়েছিলো। কাদায় চাকা আটকানোর ঝুঁকি তারা নিতে চাইলেন। সদ্যগঠিত তীরন্দাজ বাহিনী ছিলো পেছনের দিকে। তাদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিলো পেছনে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকার মতো বিশেষ আসন যাতে উদ্ভাবনী প্রযুক্তিতে তৈরি যান্ত্রিক কায়দায় পা নাড়ানো যায়। ধনুকগুলি পা বরাবর টানটান করে চিবুক অবধি তার ছিলা টেনে এনে শক্তিশালীভাবে তৈরি তীর ছোঁড়া যায়। তীরগুলির আয়তন প্রায় ছোটোখাটো বর্ষার মতো। সূর্য্যবংশী স্থলবাহিনীর পেছনে থাকার জন্য তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চন্দ্রবংশীরা পুরোপুরি অসচেতন ছিলো।

চন্দ্রবংশীরা তাদের শক্তি অনুসারে শক্তিশালী আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তাদের সৈন্য সাজিয়ে ছিলো। তাদের বিশাল স্থলবাহিনী পাঁচ হাজারের দলে বিভক্ত ছিলো। এইরকম পঞ্চাশটি দল সরলরেখায় বিস্তৃত হয়েছিলো। গঠিত হয়েছিলো এক বিশাল বাহিনী। যতদূর চোখ যায় তারা ছেয়ে ছিলো। প্রথম বাহিনীর পেছনে আরও এরকম তিনটি বাহিনী ছিলো যাতে যুদ্ধ একেবারে শেষ করে ফেলা যায়। এই রকমের বিন্যাসের ফলে আয়তনগতভাবে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল শক্তি ও দৃঢ়তা অর্জন করেছিলো তারা। কিন্তু কিছুটা অনমনীয়ও হয়েছিলো এই বিন্যাস। প্রয়োজনবোধে অশ্বারোহী বাহিনীকে আক্রমণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য

প্রত্যেক দলের মাঝে ফাঁক রাখা হয়েছিলো। সূর্য্যবংশী গঠন দেখে চন্দ্রবংশী অশ্বারোহী বাহিনী পেছন থেকে পাশের দিকে সরে এসেছিলো যাতে সূর্য্যবংশী বিন্যাসের পাশের দিকে দ্রুত আঘাত হেনে বিপক্ষবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া যায়। স্পষ্টতই চন্দ্রবংশী সেনাপতির কাছে প্রাচীন যুদ্ধরীতি সংক্রান্ত পুঁথি ছিলো এবং নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটি পাতা ধরে ধরে তিনি চলছিলেন। একইরকম কৌশলরীতি মেনে চলা বিপক্ষবাহিনীর ক্ষেত্রে আদর্শ হলেও তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন এক তীব্রবতী উপজাতি দলনেতা যাঁর অভিনবত্ব সূর্য্যবংশী আক্রমণের পরিকল্পনাকে রূপান্তরিত করে ফেলেছিলো।

যখন শিব প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রের পাহাড় চূড়ায় উঠছিলেন ব্রাহ্মণদের উচ্চারিত শ্লোকের লয় ও যুদ্ধভেরীর দ্রুততা বেড়ে চলছিলো। উন্মাদনার পারদ চড়ছিলো এক অন্য মাত্রায়। সংখ্যাগতভাবে খুবই কম হলেও সূর্য্যবংশীরা লেশমাত্রও বিচলিতভাব প্রদর্শন করছিলো না। তারা তাদের ভয়কে গভীরে চেপে রেখেছিলো। প্রত্যেক বাহিনীর নিজ নিজ গোষ্ঠী-দেবতার যুদ্ধনিনাদে আকাশ মুখরিত হলো।

'ইন্দ্রদেবের জয়।'

'অগ্নিদেবের জয়!'

'শক্তিদেবীর জয়!'

'বরুণদেবের জয়!'

'পবনদেবের জয়!'

কিন্তু সৈন্যেরা যেই মুহূর্তে পাহাড়চূড়া থেকে এক ধবধবে সাদা ঘোড়ায় করে সুঠাম বলশালী চেহারাকে নেমে আসতে দেখলো, যুদ্ধনিনাদ ভুলে গেলো তারা। বজ্রকণ্ঠের গর্জনে আকাশ চিরে গেলো। দেবতারা বাধ্য হলেন তাঁদের মেঘের প্রাসাদ থেকে নীচে ঘটনাবলী দেখার জন্য উঁকি মারতে। নীলকণ্ঠ প্রত্যুত্তরে হাত তুললেন। তাঁর পেছনেই ছিলেন নন্দী ও বীরভদ্র সমেত সেনাপতি পর্বতেশ্বর।

শিব ব্রকের দিকে এগোতেই এক ঝটকায় সে ঘোড়া থেকে নামলো। শিব তার কাছে পৌছানোর আগেই পর্বতেশ্বরও সেইরকম দ্রুতভাবে ঘোড়া থেকে

নেমে তার পাশে পৌঁছে গেলেন।

'সেনানায়ক, প্রভু ডানদিকের পার্শ্ববাহিনী পরিচালনা করবেন', পর্বতেশ্বর বললেন। 'আশা করি, এটাই ঠিক হবে।'

'প্রভু, এ আমার অনেক ভাগ্য যে ওনার অধীনে যুদ্ধ করবো', উৎসাহে ফুলে ওঠা ব্রক বলে উঠলো। সে তার পাশে রাখা যুদ্ধনায়কের দণ্ড তুলে নিয়ে এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ও শিবের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার জন্যে হাত তুললো।

তোমাদের এইসব বন্ধ করা উচিত। শিব হেসে ফেললেন। 'তোমরা আমায় ভারী অস্বস্তিতে ফেল!'

ব্রককে টেনে তুলে দাঁড় করে শিব তাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলেন। 'আমি তোমার বন্ধু—প্রভু নয়।'

স্তম্ভিত ব্রক পিছিয়ে গেলো। সে তার ভেতরে ঢুকতে থাকা শক্তিপ্রবাহ সহ্য করতে পারছিলো না। সে বিড় বিড় করে বললো, 'ঠিক আছে প্রভু।'

শিব হেসে অল্প মাথা নাড়লেন। আস্তে আস্তে ব্রকের বাড়ানো হাত থেকে দণ্ড তুলে নিয়ে পুরো সূর্য্যবংশী সেনাবাহিনীর দেখার মতো করে উঁচুতে তুলে ধরলেন। এক কান ফাটানো গর্জনে চারপাশ ছেয়ে গেলো।

'মহাদেব! মহাদেব! মহাদেব!'

শিব অনায়াসে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন। দণ্ড উঁচুতে তুলে তিনি বাহিনী বরাবর দৌড়ে নিলেন। সূর্য্যবংশী গর্জন বাড়তে লাগলো।

'মহাদেব!'

'মহাদেব!'

'মহাদেব!'

'সূর্য্যবংশীগণ, মেলুহীগণ, আমার কথা শোন!' শিব হাত তুলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

সৈন্যবাহিনী তাঁদের জীবন্ত দেবতার কথা শুনতে চুপ করে রইলো।

'মহাদেব কে?' শিব গর্জন করলেন।

প্রত্যেকটি কথা মন দিয়ে শুনছিলো তারা।

'তিনি কি উচ্চাসনে বসে অলসভাবে তাকিয়ে থাকেন যখন *তাঁর* করার কাজ সাধারণ লোকেরা করে? না!'

কিছু সৈন্য অস্পষ্টভাবে প্রার্থনা করছিলো।

'তিনি কি অলসভাবে কেবলমাত্র আশীর্বাদই বর্ষণ করেন যখন অন্যেরা ভালোর জন্যে লড়াই করে? তিনি কি নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মৃতদেহ গুনতে থাকেন যখন জীবিতরা পাপের ধ্বংসের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে থাকে? না!'

থমথমে নীরবতার মধ্যে সূর্য্যবংশীরা নীলকণ্ঠের বার্তা হৃদয়ঙ্গম করছিলো।

'একজন মানুষ তখনই মহাদেব *হয়ে* ওঠে যখন সে ভালোর জন্য লড়াই করে। মায়ের পেট থেকে পড়েই কেউ মহাদেব হয় না। যুদ্ধের আগুনে পুড়ে তিনি তৈরি হন। যখন পাপ ধ্বংসের জন্য তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন।'

সৈন্যবাহিনী চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো। একটি সদর্থক শক্তির ঢেউ তারা আঁচ করতে পারছিলো।

শিব গর্জন করে উঠলেন, 'আমি একজন মহাদেব!'

তীব্র গর্জন উঠলো সূর্য্যবংশীদের থেকে। তাঁরা *মহাদেবের* পরিচালিত। *দেবতাদের দেবতা!* চন্দ্রবংশীদের কোন সুযোগই নেই।

'কিন্তু আমিই একমাত্র নই!'

স্তম্ভিত স্তব্ধতা নেমে এলো সূর্য্যবংশীদের মধ্যে। মহাদেব কি বলতে চাইছেন? তিনিই একমাত্র নন? তবে চন্দ্রবংশীদেরও দেবতা আছে?

'আমিই একমাত্র নই! কেননা আমার সামনে এক লক্ষ্য মহাদেবকে আমি দেখতে পাচ্ছি। ভালোর পক্ষে লড়তে ইচ্ছুক লক্ষ্য লোককে দেখতে পাচ্ছি আমি! লক্ষ্য লোক যারা পাপের বিরুদ্ধে লড়াইতে ইচ্ছুক! আমি দেখতে পাচ্ছি এমন লক্ষ্য লোককে যারা পাপের ধ্বংসে সক্ষম!'

নীলকণ্ঠের বক্তব্যের অর্থ তাদের মাথায় ঢুকতে স্তম্ভিত সূর্য্যবংশীরা হাঁ করে নীলকণ্ঠের দিকে চেয়ে থাকলো। আমরা দেবতা? এ জিজ্ঞাসা করার

সাহস তাদের ছিলো না।

উত্তর ছিলো শিবের কাছে: *'প্রত্যেকে মহাদেব।'* মেলুহীরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। *'প্রত্যেকটি' লোক মহাদেব?*

'হর হর মহাদেব!' গুরুগম্ভীর গর্জন করে উঠলেন শিব।

আমরা সবাই মহাদেব! মেলুহীরাও গর্জে উঠলো।

বিশুদ্ধ আদি শক্তি প্রতিটি সূর্য্যবংশীর শিরায় শিরায় খেলে গেলো। তারা দেবতা। দশজন চন্দ্রবংশী পিছু তারা একজন হলেও কোনো ব্যাপার নয়। তারা দেবতা! এমনকী যদি শতজন পাপী চন্দ্রবংশী পিছু তারা একজনও হয়, জয় নিশ্চিত। তারা দেবতা।

'হর হর মহাদেব!' সূর্য্যবংশী সেনাবাহিনী গর্জে উঠলো।

'হর হর মহাদেব।' হুঙ্কার ছাড়লেন শিব। 'আমরা সবাই দেবতা। লক্ষ্য আমাদের একই!'

তলোয়ার বের করে তিনি তাঁর ঘোড়ার লাগামে টান দিলেন। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে তীব্র হ্রেষাধ্বনি করে উঠলো ঘোড়া—দু-পাক খেয়ে বেপরোয়াভাবে চন্দ্রবংশীদের মুখোমুখি দাঁড়াল। শিব তাঁর শত্রুদের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরলেন।

'পাপের ধ্বংসের লক্ষ্যে!'

সূর্য্যবংশীরাও তাদের প্রভুর পিছু পিছু হুংকার ছাড়লো। 'হর হর মহাদেব'।

হুঙ্কারে আকাশ ছেয়ে গেলো।

হর হর মহাদেব।

জয় অনিবার্য।

হর হর মহাদেব!

এতদিনের পাপের প্রভাব আজই শেষ।

হর হর মহাদেব!

সৈনিকরা যখন দেবতাদের মতো হুঙ্কার ছাড়ছিলো শিব, নন্দী, বীরভদ্র ও

ব্রক পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আনন্দিত পর্বতেশ্বরের দিকে চললেন।

'দারুণ বক্তৃতা', বীরভদ্র হাসলো।

শিব তাঁর দিকে চোখ টিপলেন। তারপর তিনি পর্বতেশ্বরের দিকে ঘোড়া ফেরালেন। 'সেনাপতি এবার মনে হয় আমাদের তীর বর্ষণের সময় হয়েছে।'

'হ্যাঁ, প্রভু' পর্বতেশ্বরও মাথা নাড়লেন। ঘোড়া ঘুরিয়ে তিনি নিশানবাহককে নির্দেশ দিলেন, 'তীরন্দাজ।'

নিশানবাহক প্রতীকী নিশান তুলে ধরলো—লালের উপর ভয়ংকর কালো বজ্রের চিহ্ন সেলাই করা। নিশান বাহকরা পরপর নিশান বারবার নাড়তে লাগলো। সূর্য্যবংশী স্থলবাহিনী তৎক্ষণাৎ হাঁটু মুড়ে কুঁজো হয়ে বসলো। শিব, পর্বতেশ্বর, ব্রক, নন্দী ও বীরভদ্র ঝটিতি ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াগুলোকে টেনে হাঁটু মুড়ে বসালেন। সংহারক তীরের ঝাঁক উড়ে গেলো।

তীরন্দাজদের অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো হয়েছিলো যাতে চন্দ্রবংশী সেনাবাহিনীর যতটা সম্ভব এলাকা নিশানায় আনা যায়। পাঁচ হাজার তীরন্দাজ চন্দ্রবংশীদের উপর মৃত্যুবর্ষণ করতে লাগলো। তীরের জালে আকাশ কালো হয়ে গেলো। ঘনভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার জন্য হতভাগ্য চন্দ্রবংশীরা সহজেই শিকার হয়ে পড়লো। প্রায় ছোটোখাটো বর্ষার মতো শক্তিশালী তীরগুলো অনিয়মিত চন্দ্রবংশীদের সৈনিকদের চামড়া ও কাঠের ঢাল সহজেই ভেদ করে গেলো। শুধুমাত্র নিয়মিতদেরই ধাতব ঢাল ছিলো। মাত্র কিছুক্ষণ তীরের বর্ষণেই প্রথম বাহিনীর দলগুলোর যে নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো তাতে চন্দ্রবংশী বাহিনী ভাঙতে আরম্ভ করেছিলো। প্রথম বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ফলে তাদের নিজেদের এলাকা আঁকড়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিলো না। অনিয়মিতরা পেছনে পালাতে শুরু করেছিলো—বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়েছিলো। পেছনের বাহিনীগুলোতে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে গিয়েছিলো।

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে ফিরলেন। 'প্রভু, মনে হয় আমাদের নিশানার আওতা বাড়ানো উচিত।'

শিব প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়লেন। পর্বতেশ্বরের ইশারায় নিশানবাহক বার্তা প্রেরণ করলো। তীরন্দাজরা কয়েক মুহূর্তমাত্র তিরন্দাজি বন্ধ করলো। তারা

দ্রুত তাদের চাকা ঘুরিয়ে পা-দানির উচ্চতা আরো বাড়ালো। অধিক দূরের নিশানা ঠিক করে নিয়ে তীর ছুড়তে শুরু করলো তারা। এবার চন্দ্রবংশীদের দ্বিতীয় বাহিনীতে তীর আঘাত হানলো। হটতে থাকা প্রথম চন্দ্রবংশী বাহিনী ও মুষলধারায় তীর বর্ষণের সাঁড়াশী আক্রমণে দ্বিতীয় বাহিনীতে চরম বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হলো।

শিব লক্ষ্য করলেন যে চন্দ্রবংশী অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরলেন। ‘সেনাপতি, ওদের অশ্বারোহী বাহিনী বেরিয়ে পড়েছে। ওরা আমাদের পার্শ্বদেশে আঘাত হেনে তীরন্দাজদের আক্রমণ করতে চাইবে। আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে ওদের মাঝপথেই আটকাতে হবে।’

‘ঠিক আছে প্রভু’, বললো পর্বতেশ্বর। ‘আমি চন্দ্রবংশীদের কাছ থেকে এই চালটাই আশা করছিলাম। ‘সেই জন্যেই মায়াশ্রেণীক ও বিদ্যুন্মালী পরিচালিত অরিষ্টনেমীদের দুই অশ্বারোহী বাহিনীকে পার্শ্বদেশ বরাবর মোতায়েন রেখেছি।’

‘দারুণ! কিন্তু সেনাপতি আমাদের ঘোড়সওয়াররা অবশ্যই যেন বেশি এগিয়ে বা পিছিয়ে না পড়ে। না হলে আমাদের তীরেই আমাদের লোকেরা আহত হবে। তাদের নিজ নিজ এলাকা আঁকড়ে থাকতে হবে। অন্ততঃ আর বারো পলের জন্য।’

‘আমারও একই মত। তীরন্দাজদের তাদের কাজ শেষ করতে এটুকু সময় তো লাগবেই।’

‘পর্বতেশ্বর বিস্তৃত নির্দেশাবলী নিয়ে নিশানা বাহকের দিকে ফিরলো। দুই বার্তাবহ দ্রুত বামে ও ডানদিকে ছুটলো। মুহূর্তের মধ্যেই মায়াশ্রেণীক ও বিদ্যুন্মালী পরিচালিত পূর্ব ও পশ্চিমের অরিষ্টনেমী বাহিনী বজ্রনির্ঘোষে চন্দ্রবংশীদের প্রতি আক্রমণের মুখোমুখি হল।

এর মধ্যেই অবিচ্ছিন্নভাবে নির্মম বানের বর্ষণে চন্দ্রবংশীদের দ্বিতীয় বাহিনীর বিশৃঙ্খলতা বেড়ে উঠেছিলো। সূর্য্যবংশী তীরন্দাজেরা তাদের ক্লান্ত শরীর বা রক্তাক্ত হাতের তোয়াক্কা না করেই অবিশ্রাম আক্রমণ চালিয়ে

যাচ্ছিলো। চন্দ্রবংশীরা মরীয়াভাবে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড এড়াতে চেষ্টা করতেই দ্বিতীয় বাহিনী ভাঙতে শুরু করলো।

'প্রভু, নিশানা আর বাড়াবো?' শিবের কথার আগেই পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন। শিব সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশী অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে ভয়ংকর লড়াই বেঁধে গিয়েছিলো। চন্দ্রবংশীরা জানত তাদের জিততেই হবে। সূর্য্যবংশী তীরন্দাজদের আক্রমণ আর কিছুক্ষণ চললেই হেরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না। তারা আহত বাঘের মতো বেপরোয়াভবে লড়ছিলো। হাড়-মাংস ভেদ করে তলোয়ার বসে যাচ্ছিলো। বর্ষা দেহবর্ম ভেদ করে যাচ্ছিলো। সৈন্যরা ছিন্নভিন্ন দেহ নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো। আরোহী হারা ঘোড়াও এমনভাবে আক্রমণ করছিলো যেন এর উপর তাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে। তীরন্দাজদের রক্ষা করা বাহিনী ভাঙতে চন্দ্রবংশীরা তাদের পুরো শক্তি লাগিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা সূর্য্যবংশীদের মধ্যে সবচাইতে ভয়ংকর সেনানায়কদের সামনে এসে পড়ল। বিশাল চন্দ্রবংশী বাহিনীকে ঘেঁষতে না দিয়ে বেপরোয়াভাবে লড়াই চালাচ্ছিলো মায়াশ্রেণীক ও বিদ্যুন্মালী।

ইতিমধ্যে তীরন্দাজরা চন্দ্রবংশীদের তৃতীয় বাহিনীর উপর তাদের আক্রমণ শুরু করেছিলো। তাদের বাহিনীর লোকেরা হয় রক্তাক্তভাবে মৃত্যুবরণ করছিলো অথবা বিপুল সংখ্যায় পালাচ্ছিলো। কিছু সৈন্য কিন্তু মরিয়া হয়ে সাহসের সঙ্গে জমি আঁকড়ে ছিলো। তাদের বর্ম তীর ঠেকানোর মতো শক্তপোক্ত না হলেও মৃত সঙ্গীদের দেহ ব্যবহার করছিলো তারা। কিন্তু জমি তারা আঁকড়ে ছিলো।

'প্রভু, এবার কি আমরা তীর থামিয়ে আক্রমণ শুরু করবো?' জানতে চাইলো পর্বতেশ্বর।

'না। আমি তৃতীয় বাহিনীরও একইভাবে ধ্বংস চাইছি। এটাকে আর কয়েক মুহুর্ত চলতে দিন।'

'ঠিক আছে প্রভু। আমাদের তীরন্দাজদের অর্ধেককে তাদের নিশানার

আওতা আরেকটু বাড়াতে দেওয়া উচিত। তাদের রেখাও যদি ভেঙে যায় তবে তাদের ভেতর বিশৃঙ্খলতা ঢুকে যাবে।'

'ঠিকই বলছেন, পর্বতেশ্বর। তাই করা যাক।'

এর মধ্যে পশ্চিম পার্শ্বের চন্দ্রবংশী অশ্বারোহী বাহিনী তাদের আক্রমণের অসারতা আঁচ করতে পেরে পিছু হটতে শুরু করেছিলো। কিছু অরিষ্টনেমী সৈন্য তাড়া করতে অগ্রসর হলে বিদ্যুন্মালী তাদের থামালো। চন্দ্রবংশীরা পিছু হটতে বিদ্যুন্মালী তার দলকে বর্তমান অবস্থায় অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিলো যাতে চন্দ্রবংশী প্রতি-আক্রমণ না শুরু করতে পারে।

তাদের শত্রুদের নিজেদের রেখায় ফিরে যেতে দেখে বিদ্যুন্মালী ধনুকাকৃতি গঠনের পার্শ্বদেশে তাদের প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলো।

মায়াশ্রেণীকের মুখোমুখি হওয়া চন্দ্রবংশীরা কিন্তু আরও কঠিন ধাতুতে গড়া ছিলো। ভয়ংকর ক্ষতি সত্ত্বেও তারা হটতে না চেয়ে ভয়ানকভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো। মায়াশ্রেণীক ও তার লোকেরাও তাদের শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখে ভয়ানক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎই তীরের মুষলধারায় বর্ষণ থেমে গেলো। তীরন্দাজদের থামার আদেশ দেওয়া হয়েছিলো। যখন তাদের অংশগ্রহণ ছাড়াই তাঁদের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে তখন চন্দ্রবংশী সেনানায়ক তার অশ্বারোহী বাহিনীকে ফিরতে আদেশ দিলেন। উত্তরে মায়াশ্রেণীকও তার দলকে দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলো যাতে মূল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। সে জানতো তা আর কয়েক মুহূর্ত দূরেই।

'সেনাপ্রধান, আমরা আক্রমণ করবো?' শিব বামপার্শ্বদেশের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন।

'হ্যাঁ, প্রভু,' পর্বতেশ্বর উত্তরে জানালেন।

পর্বতেশ্বর তাঁর ঘোড়ায় উঠার জন্য ঘুরতেই শিব ডেকে উঠলেন, 'পর্বতেশ্বর?'

'হ্যাঁ, প্রভু।'

'চন্দ্রবংশীদের শেষ সীমা অবধি আপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবো!'

পর্বতেশ্বর বিস্ময়ে ভুরু তুলে চওড়া হাসি হাসলেন। 'আমিই জিতবো, প্রভু।'

'দেখা যাবে।' হাসলেন শিব। তাঁর চোখ প্রতিযোগীয় মজায় কুঁচকে গেলো।

পর্বতেশ্বর দ্রুত ঘোড়ায় উঠে তাঁর অধীনে থাকা বামদিকের বাহিনীর দিকে গেলেন। শিব গেলেন ডানদিকে। ব্রক, নন্দী ও বীরভদ্র তাঁর পিছু পিছু। প্রসেনজিত তাঁর মধ্যবর্তী কুর্মবাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করলো।

'মেলুহীগণ!' শিব অনায়াসে ঘোড়ায় উঠে গর্জন করে উঠলেন। 'তোমাদের সামনেই ওরা পড়ে আছে' শেষ হওয়ার জন্য! আজকেই এর শেষ। আজই পাপের শেষ!'

'হর হর মহাদেব!' সৈন্যেরা গর্জে উঠলো। সূর্য্যবংশী আক্রমণের ঘোষণায় বেজে উঠলো মেলুহী শাঁখ।

কান-ফাটানো হুঙ্কারের সাথে স্থলবাহিনী চন্দ্রবংশীদের আক্রমণ করলো। কুর্মবাহিনী ধীর কিন্তু অপ্রতিরোধ্য গতিতে চন্দ্রবংশী মধ্যস্থলের দিকে এগোতে থাকলো। ধনুকাকৃতি গঠনের পার্শ্বদেশ মধ্যবর্তী জায়গার থেকে দ্রুত এগোচ্ছিলো। অশ্বারোহী বাহিনী শত্রু আক্রমণ থেকে স্থলবাহিনীকে রক্ষা করতে করতে পাশ বরাবর দুলকি চালে চলছিলো। তৃতীয় ও চতুর্থ চন্দ্রবংশী বাহিনীর বীরেরা অবশিষ্ট সূর্য্যবংশী আক্রমণের মুখোমুখি হবার জন্য দ্রুত নিজেদের বাহিনী পুনর্গঠিত করছিলো। কিন্তু মৃত সঙ্গীদের স্তূপাকার মৃতদেহ তাদের প্রচলিত চতুরঙ্গ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা দিচ্ছিলো না। এই গঠন হয়তো তাদের কিছুটা আড়াআড়ি ভাবে চলার সুযোগ দিতে পারতো। তারা একটা ঘন কিন্তু সরু রেখায় গাদাগাদি করে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই সূর্য্যবংশীরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

যুদ্ধ প্রায় নিখুঁতভাবে সূর্য্যবংশী পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছিলো।

তারা যখন চন্দ্রবংশী বাহিনীর সামনে পৌঁছিয়েছিলো, তখন তারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভয়ংকর যোদ্ধাদের ঠাসা সরু ঢেউ খেলানো রেখায় পরিণত হয়েছিলো। ধীরগতির কুর্মবাহিনীর সামান্য পিছে পিছে ধার বরাবর চলছিলো হালকা

পদাতিক বাহিনী। অপ্রতিরোধ্য কুর্মবাহিনী নির্মমভাবে চন্দ্রবংশী মধ্যস্থলে ছিঁড়েখুঁড়ে ঢুকে গেলো। সেরা চন্দ্রবংশী তরোয়ালবাজদের থেকে ঢাল তাদের রক্ষা করছিলো। কিন্তু তাদের ত্রিশূল স্বদ্বীপবাসীদের দেহ ভেদ করে চলে যাচ্ছিলো। চন্দ্রবংশীদের সামনে কেবলমাত্র দুটো পথই খোলা ছিলো। হয় ত্রিশূলের সামনে পড়া অথবা ধাক্কা খেয়ে সেই ধারে সরে যাওয়া যেখানে সূর্য্যবংশীরা তখন তাদের উপর জোরালো আঘাত হানছে। ক্রমাগত আক্রমণে চন্দ্রবংশী সেনাবাহিনীর মধ্যদেশ ভেঙে পড়লো। সূর্য্যবংশী পার্শ্ববাহিনী তাদের দুপাশ ভেদ করে যাচ্ছিলো।

শিব হিংস্রভাবে তার বাহিনী নিয়ে চন্দ্রবংশীদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার সামনে যেই পড়ছিল কচুকাটা হয়ে যাচ্ছিলো। সামনের বাহিনীকে পাতলা হতে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তার সঙ্গী সৈন্যদের সামনে এগিয়ে আক্রমণ করতে দিয়ে তিনি পুরোপুরি খাড়া হয়ে চলাফেরা দেখতে চাইলেন। তার বিরুদ্ধে থাকা চন্দ্রবংশী সেনাদের মাঝখানের দিকে এগোতে দেখে তিনি চমকে গেলেন। তারা কুর্মবাহিনীর ডানদিকের একমাত্র অরক্ষিত পাশটায় আক্রমণ করেছে। সেই পাশটা ঢালে ঢাকা নেই। চন্দ্রবংশী সেনাবাহিনীর কেউ তার বুদ্ধি খাটাচ্ছে। যদি কুর্মদের একজনও ভেঙে তবে চন্দ্রবংশীরা শক্তভাবে মধ্যিখান ভেদ করে ফেলবে। সূর্য্যবংশীরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

'মেলুহীগণ!' শিব গর্জন করে উঠলেন। আমাকে অনুসরণ কর!'

শিবের নিশানবাহক তাঁর নিশান তুলে ধরলো। সৈন্যেরা অনুসরণ করলো। কুর্মবাহিনীর উপর আক্রমণরত চন্দ্রবংশী বাহিনীর ধার বরাবর আক্রমণ করলেন নীলকণ্ঠ। ত্রিশূল ও শিবের বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণে আটকা পড়ে চন্দ্রবংশীদের উৎসাহ শেষ অবধি ধ্বংস হয়ে গেলো।

এতক্ষণ যা ছিল এক বিশাল চন্দ্রবংশী সেনাবাহিনী তা এখন কমে গিয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত ছড়ানো ছিটানো সৈনিকের হেরে যাওয়া লড়াইতে পরিণত হয়েছে। শিব ও পর্বতেশ্বর তাদের নিজ নিজ বাহিনী সম্পূর্ণ বিজয়ের পথে পরিচালনা করে নিয়ে গেলেন। জয় হয়েছিলো পরিপূর্ণ। চন্দ্রবংশী বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।



অধ্যায় ২৪

আকস্মিক উন্মোচন

সতী দ্রুত শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন, পেছনে কৃত্তিকা ও আয়ুর্বতী।

'সতী, একটু আস্তে', আয়ুর্বতী বলে উঠলেন। তিনি তাঁর সাথে পা মিলিয়ে চলতে দৌঁড়াচ্ছিলেন। 'আপনার এই অবস্থা . . .'

উত্তরে সতী আয়ুর্বতীর দিকে ফিরে হাসলেন কিন্তু গতি কমালেন না। তিনি সম্রাটের শিবিরের দিকে ধেয়ে চলছিলেন। তার কাছে খবর পৌঁছিয়েছিলো যে সেখানে বিজয় ঘোষণার পর শিব ও পর্বতেশ্বর এসে পৌঁছিয়েছেন। নন্দী ও বীরভদ্র প্রবেশ পথ পাহারা দিচ্ছিলো। সতীকে ঢুকতে দেওয়ার জন্য তারা পাশে সরে গেলো কিন্তু আয়ুর্বতী ও কৃত্তিকাকে আটকালো।

'আয়ুর্বতী দেবী, আমি দুঃখিত', নন্দী মাথা ঝুঁকিয়ে বিনীতভাবে জানালো। 'আমার উপর কড়া নির্দেশ আছে কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়।'

'কেন ?' বিস্মিত আয়ুর্বতী জানতে চাইলো।

'জানি না, দেবী। আমি খুবই দুঃখিত।'

'আরে ঠিক আছে', আয়ুর্বতী বললেন। 'তুমি তো তোমার কাজই করছো'।

বীরভদ্র কৃত্তিকার দিকে তাকালো, 'সোনা আমি দুঃখিত।'

'দেখ, সকলের সামনে আমাকে ওভাবে ডেকো না,' অস্বস্তিতে পড়ে ফিসফিস করে বললো কৃত্তিকা।

সতী পর্দা পাশে সরিয়ে শিবিরে ঢুকলেন।

'জানি না, প্রভু,' পর্বতেশ্বর বলছিলেন। 'ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না'।

'পর্বতেশ্বর শিবকে 'প্রভু' বলে ডাকায় সতী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শিবকে নিরাপদে দেখতে পাওয়ার আনন্দ তাঁর এইসব চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো।

'শিব!'

'সতী?' শিব তাঁর দিকে ফিরে অস্ফুটভাবে বলে উঠলেন।

সতী অবাক হয়ে গেলেন। তাঁকে দেখেও শিব হাসলেন না। জয়ের আনন্দ তাঁর মুখে নেই। এমনকী তাঁর ক্ষতচিহ্নের ওপর পটি দেওয়া হয়নি।

'গণ্ডগোলটা কি হচ্ছে?' সতী জানতে চাইলেন। শিব তাঁর দিকে চেয়ে থাকলেন। তাঁর অভিব্যক্তি তাঁকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো। তিনি পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরলেন। তিনি তাঁর দিকে চেয়ে থাকলেন। তিনি তাঁর দিকে মুহূর্তের জন্য জোর করে হাসলেন। তাঁকে কোন খারাপ খবর থেকে আড়াল করে রাখার সময় যেভাবে হেসে থাকেন ঠিক সেই রকম। 'কি ব্যাপার, পিতৃতুল্য?'

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে তাকাতে শেষ পর্যন্ত তিনি জানালেন 'এই যুদ্ধের ব্যাপারে একটা জিনিস আমাদের অস্বস্তিতে ফেলেছে।'

'কি তোমায় অস্বস্তিতে ফেলতে পারে?' বিস্মিত সতী জানতে চাইলেন। 'সূর্য্যবংশীদের তুমি শ্রেষ্ঠ বিজয় প্রদান করেছো। চন্দ্রবংশীদের এই পরাজয় আমার পিতামহ যা অর্জন করেছিলেন তার চাইতেও ব্যাপক। তোমার তো গর্বিত বোধ করা উচিত।'

'চন্দ্রবংশীদের সাথে আমি কোনো নাগাকে দেখতে পেলাম না' শিব বললেন।

'সেখানে নাগারা ছিলো না?' সতী বলে উঠলো। 'ব্যাপারটা তো বোঝা যাচ্ছে না।'

'হুঁ,' বললেন শিব। তাঁর চোখে অমঙ্গলের আশঙ্কা ফুটে উঠেছিলো। 'চন্দ্রবংশীদের সাথে যদি তাদের এতই মাখামাখি তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা থাকতো। আমাদের বিরুদ্ধে চন্দ্রবংশীরা যদি তাদের ব্যবহারই করে থাকে তবে তাদের কলাকৌশল এই যুদ্ধে আরও উপযোগী হয়ে উঠতে পারতো।

কিন্তু কোথায় তারা?'

'হয়তো তাদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে', সতী যুক্তি দেখালেন।

'আমার তা মনে হয় না', পর্বতেশ্বর বললেন। এই যুদ্ধ মন্দারে তাদের মিলিত আক্রমণের পরিণতি। তারা এখানে থাকবে না কেন?'

'শিব, আমি নিশ্চিত যে, এই ব্যাপারটা তুমি ঠিকই ধরতে পারবে' সতী বললেন। 'নিজেকে অস্থির করে তুলোনা।'

'তা হয় না সতী'। চেঁচিয়ে উঠলেন শিব। 'ব্যাপারটা আমি ধরতে পারছি না। আমার চিন্তাটা সেই জন্যেই।

সতী চমকে পিছিয়ে গেলেন। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে বেমানান এই উগ্রতা তাঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো। ও তো এরকম নয়। তিনি কি করে ফেলেছেন শিব বুঝতে পারলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর রক্তাক্ত হাত বাড়ালেন। 'দুঃখিত সতী। আমি শুধু . . .'

একজন সেবক সমেত দক্ষ গুরুগম্ভীর চালে পর্দা তুলে ঘরে ঢুকতেই আলোচনায় বাধা পড়লো।

'প্রভু!' দক্ষ শিবকে আলিঙ্গন করলেন। ক্ষতস্থানে ব্যথা লাগতে শিব সিঁটিয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ দক্ষ পেছনে সরে গেলেন।

'দুঃখিত প্রভু', বললেন দক্ষ। তার সেবকের দিকে ফিরে বলে চললেন, 'আয়ুর্বতী বাইরে কেন। তাকে ভেতরে নিয়ে এসো। প্রভুর ক্ষতের চিকিৎসা করতে দাও।'

'দাঁড়াও না', শিব তাকে বললেন। আমি বলেছিলাম যে আমায় কেউ যেন বিরক্ত না করে। পরে সবসময়েই ক্ষতের চিকিৎসার সময় থাকবে'। শিব দক্ষের দিকে ফিরলেন। 'মাননীয় সম্রাট, আমি একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই . . .'

'প্রভু আমায় আগে বলতে দেওয়ার অনুমতি যদি দেন', বহুদিনের না পাওয়া মিষ্টান্ন হাতে পাওয়া বাচ্চার মতো উচ্ছ্বসিত দক্ষ বলে উঠলেন। 'আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার পিতৃদেব পর্যন্ত যা পারেননি তা আমরা করেছি! এ পরিপূর্ণ জয়!'

শিব ও পর্বতেশ্বর ক্ষণিকের তরে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে করতেই দক্ষ আবার তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

'আমাদের এখানে কথা বলার মধ্যেই সম্রাট দিলীপকে নিয়ে আসা হচ্ছে', জানালেন দক্ষ।

'কি?' পর্বতেশ্বর চমকে উঠলো। 'কিন্তু আমরা তো এই কিছুক্ষণ আগেই আমাদের কিছু সৈন্যকে ওদের শিবিরে পাঠালাম। 'তারা বোধহয় এত তাড়াতাড়ি ওনাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না।'

'না পর্বতেশ্বর', দক্ষ বললেন, 'আমি অনেক আগেই আমার ব্যক্তিগত রক্ষীদের পাঠিয়ে দিয়েছি। দর্শনের মঞ্চ থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে যতক্ষণে আপনি আর প্রভু তৃতীয় আক্রমণ শুরু করেছিলেন তার মধ্যেই চন্দ্রবংশীরা হেরে বসে আছে। দূর থেকে পাওয়া পরিপ্রেক্ষিতের এটাই সুবিধা। দিলীপ যা ভীতু তাতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে তিনি পালিয়ে না যান। তাই আমি আমার ব্যক্তিগত রক্ষীদের ওঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

পর্বতেশ্বর বলে উঠলো, কিন্তু মাননীয় সম্রাট ওনাকে ভেতরে আনার আগে আমাদের আত্মসমর্পণের শর্তাবলী আলোচনা করে নেওয়াটাই কি ঠিক হতো না? আমরা কি কি দিতে চাইবো?'

'দেব?' দক্ষ বলে উঠলেন। জয়ের উত্তেজনায় তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছিলো। 'খুলে বলতে গেলে যেভাবে উনি পর্যুদস্ত হয়েছেন তা ধরলে আমাদের সত্যিই কিছু দেওয়ার দরকার নেই। ওনাকে একজন সাধারণ অপরাধীর মতোই এখানে আনা হচ্ছে। যাইহোক, মেলুহা কত দয়ালু হতে পারে তা আমরা ওনাকে দেখাবো। আমরা ওনাকে এমন প্রস্তাব দেব যে ওনার পরবর্তী সাতপুরুষ আমাদের গুণ গাইবে।'

দক্ষের মনে ঠিক কি আছে বিস্মিত শিব তা জানতে চাওয়ার আগে সম্রাটের রক্ষীবাহিনীর এক ঘোষক শিবিরের বাইরে দিলীপের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করলো। তার সঙ্গে আছে তার ছেলে সম্রাট কুমার ভগীরথ।

'একটুক্ষণ, কৌস্তভ', দক্ষ বললেন। তিনি তখন বিভ্রান্তভাবে ঘরটা যেমনটি চান তেমনভাবে গোছাতে ব্যস্ত। কক্ষের মাঝখানে রাখা একটা আসনে তিনি

বসে পড়লেন। শিবকে দক্ষ তাঁর ডানপাশে বসতে অনুরোধ করলেন। শিব বসতে বসতেই সতী শিবির ছেড়ে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন। শিব তাঁর হাত ধরে থামালেন। তিনি ঘুরে তাঁর প্রয়োজন বুঝতে পারলেন ও তাঁর পেছনের এক আসনে গিয়ে বসলেন। পর্বতেশ্বর সম্রাটের বামপাশে বসলেন।

তারপর দক্ষ জোরে বলে উঠলেন, 'ওনাকে আসতে দাও।' পাপীর মুখ দেখতে শিব আগ্রহী ছিলেন। নাগাদের না থাকাটা নিয়ে তাঁর খটকা লাগলেও, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তিনি সত্যের পক্ষে ন্যায্য লড়াই লড়েছেন। কেবলমাত্র চন্দ্রবংশীদের পাপী রাজার পরাজিত মুখ দেখলেই সে জয় সম্পূর্ণ হবে।

দিলীপ ভেতরে ঢুকলেন। শিব বিস্ময়ে খাড়া হয়ে উঠলেন। তিনি যা আশা করেছিলেন দিলীপ মোটেই সেরকম নন। দেখতে তিনি এক বয়স্ক মানুষের মত। সোমরসের কারণে মেলুহায় যে দৃশ্য বিরল। বয়স সত্ত্বেও তাঁর হাবভাব সুঠাম নটবরসুলভ। তাঁর উচ্চতা মাঝারি, কালো রঙ ও গঠন সামান্য পেশীবহুল। সংযমী মেলুহী বেশভূষার ধরণ থেকে তাঁর পোষাক-আষাক সম্পূর্ণভাবে আলাদা। উজ্জ্বল গোলাপী ধুতি, জ্বলজ্বলে বেগুনী অঙ্গবস্ত্র ও তার সারা শরীর জুড়ে থাকা সোনার গয়নার প্রাচুর্যে তাঁকে ফুলবাবুর মতো দেখতে লাগছে। তাঁর মুখে-চোখে পড়া বয়সের ভাঁজ—এক ভালভাবে কাটানো ভোগের জীবনের সাক্ষী। উদ্ভট রঙের মুকুটের তলার ঘন সাদা চুল সমেত ছাঁটা গোঁফে তাঁকে পুরোপুরি হতাশাগ্রস্থ দেখাচ্ছে। অবশ্য কিছুটা বুদ্ধিজীবীর হাবভাবও রয়েছে।

'যুবরাজ ভগীরথ কোথায়?' দক্ষ জানতে চাইলেন।

'ওর একটু মাথা গরম তাই ওকে বাইরেই অপেক্ষা করতে বলেছি', জানালেন দিলীপ। ঘরে অন্যান্যদের অস্তিত্বকে স্বীকার না করে তিনি শুধু দক্ষের দিকে চাইলেন। 'আপনাদের মেলুহীদের কি অতিথিদের আসন দেওয়ার রীতিটাও নেই?'

'সম্রাট দিলীপ, আপনি অতিথি নন', জানালেন দক্ষ। 'আপনি বন্দী।'

'আরে জানি জানি। ইয়ার্কিটাও কি বোঝেন না?' দেমাকীচালে বললেন

দিলীপ। 'তা এবার আপনাদের কি চাই?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দক্ষ দিলীপের দিকে চাইলেন।

'হাজার বছর আগেই যমুনার জল আপনারা চুরি করে নিয়েছেন' দিলীপ বলে চললেন। 'আর কি চাই?'

শিব বিস্ময়ে দক্ষের দিকে ফিরলেন।

'যমুনার জল আমরা চুরি করিনি', দক্ষ রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ওটা আমাদেরই ছিলো আর আমরা ওকে ফিরিয়ে নিয়েছি।'

'তা যাই হোক', দিলীপ হাত ঝেড়ে বাতিল করে দিলেন। 'আপনাদের এবারের দাবীটা কি?'

যেভাবে কথাবার্তা চলছিলো তাতে শিব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সবেমাত্র এই পাপী লোকটিকে পরাস্ত করেছেন। এঁর অনুতপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু দেখো, কেমন নিজের সব কাজ ঠিক বলে মুরুব্বিয়ানা দেখাচ্ছে।

বড় বড় চোখে স্মিতমুখে দিলীপের দিকে তাকালেন দক্ষ। 'কিছু নিতে আমি চাইনা। বরং কিছু দিতে চাই।'

দিলীপ সচেতনভাবে ভুরু তুললেন। 'আমাদের কিছু *দেবেন* ?'

'হ্যাঁ। আপনাদের আমি আমাদের উৎকৃষ্ট জীবনধারার সুফল দিতে চাই।'

দিলীপ সন্দেহের চোখে দক্ষের দিকে চেয়ে থাকলেন।

'আমরা আমাদের উন্নততর জীবনধারার পথে আপনাদের তুলে ধরতে চলেছি', নিজের উদারতায় উচ্ছ্বসিত চোখে বলে চললেন দক্ষ। 'আমরা আপনাদের সংস্কার করতে চলেছি।'

খানিকটা চাপা হাসির সাথে বললেন দক্ষ, '*সংস্কার* করবেন? *আমাদের* ?'

'হ্যাঁ। আমার সেনাপতি পর্বতেশ্বর এখন থেকে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের স্বদ্বীপের সাম্রাজ্য চালাবে। আপনি থাকবেন নামমাত্র প্রধান হিসাবে। আপনাদের দুর্নীতিপরায়ণ লোকেদের মেলুহ জীবনযাত্রার রীতির সাথে এক রেখায় আনাটা নিশ্চিত করবেন পর্বতেশ্বর। এখন থেকে আমরা ভাই-ভাই হিসাবে বাঁচবো।'

স্তম্ভিত পর্বতেশ্বর দক্ষের দিকে ফিরলেন। তিনি স্বদ্বীপে চালান হওয়াটা আশা করছিলেন না।

দিলীপ যেন তাঁর হাসি আর সামলাতে পারছিলেন না। 'আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে সোজা-সাপটা লোকেরা স্বদ্বীপ চালাতে পারবে? আমার লোকেরা বেশ ঘোড়েল। আপনাদের নীতিবাক্যে ওরা কান দেবে না।'

'আরে দেবে দেবে', নাক সিঁটকালেন দক্ষ। 'আমরা যাই বলবো তাই শুনবে। কেননা আপনারা তো আর জানেন না আসলে কথাটা কোত্থেকে আসছে'।

'বটে? কোত্থেকে আসছে? বোঝান শুনি।'

দক্ষ শিবের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন, আমাদের সাথে কে বসে আছেন'।

দিলীপ দক্ষের ডানে ঘুরে সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইলেন, 'কে উনি? আর ইন্দ্রদেবের দিব্যি, ওনার কি এমন বিশেষত্ব?'

শিব নড়ে চড়ে বসলেন। তাঁর অস্বস্তি বাড়ছিলো।

দক্ষ আরেকটু জোরে বললেন, 'ওহে চন্দ্রবংশীদের রাজা, ওঁর গলার দিকে দেখো।'

দিলীপ একইরকম উদ্ধতভাবে আবার শিবের দিকে তাকালেন। শুকনো রক্তে চাপা পড়লেও নীল গলা জ্বলজ্বল করছিলো। দিলীপের উদ্ধত হাসি মিলিয়ে গেলো। তিনি যেন চমকে গিয়েছিলেন। তিনি কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

নাটকীয়তা আনতে হাত দুলিয়ে বিদ্রূপ করলেন দক্ষ। 'দেখো। ওহে দুর্নীতিপরায়ণ চন্দ্রবংশী। আমরা নীলকণ্ঠকে পেয়েছি।'

দক্ষ তর্জন-গর্জন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 'নীলকণ্ঠ পাপগ্রস্ত চন্দ্রবংশী জীবনযাত্রা ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেছেন। শুনতে তোমাদের *হবেই*।'

স্তম্ভিত দক্ষ যেন নির্নিমেষ নয়নে শিবের দিকে চেয়ে ছিলেন। অবশেষে মৃদু ফিসফিসানির মতো জোর ফিরে পেয়ে বললেন, 'আপনি যা বলবেন।'

দক্ষ আর আস্ফালন করার আগেই দিলীপ ঘুরে শিবিরের পর্দার দিকে টলতে টলতে হাঁটা দিলেন। বেরোনোর মুখে আরেকবার শিবের দিকে তাকাতে ঘুরলেন তিনি। শিব নিশ্চিত ছিলেন যে ওই গর্বিত উদ্ধত চোখে কয়েক ফোঁটা জল তাঁর চোখে পড়েছিলো।

দিলীপ শিবির ছেড়ে যেতেই দক্ষ উঠে এসে কোমলভাবে শিবকে আলিঙ্গন করলেন—নীলকণ্ঠের ব্যথা না লাগে। 'প্রভু ওঁর চোখমুখের দশাটা দেখলেন তো। এ অমূল্য।'

পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরে তিনি বলে চললেন, 'পর্বতেশ্বর, দিলীপ ভেঙে পড়েছে। স্বদ্বীপবাসীদের সামলাতে ও আমাদের জীবনযাত্রার দিকে তাদের নিয়ে আসতে আপনার কোনো অসুবিধাই হবে না। ইতিহাসে সেইসব মানুষ হিসাবে আমরা স্থান পাবো যারা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে পেয়েছে!'

শিব মন দিচ্ছিলেন না। তাঁর বিচলিত হৃদয় প্রাণপণে উত্তর খুঁজছিলো। কি করে এই কয়েক ঘন্টা আগের এত ন্যায্য মনে হওয়া লড়াই হঠাৎ করে অন্যায় দেখাতে পারে? তিনি হতাশভাবে সতীর দিকে ঘুরলেন। যিনি আস্তে তাঁর কাঁধ ছুঁলেন।

'কি ভাবছেন, প্রভু?' শিবের গোলমেলে চিন্তায় ঢুকলেন দক্ষ।

শিব শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

'আমি শুধু বলছিলাম কি, আপনি যদি দিলীপের শকটে করে অযোধ্যায় যেতে চান?' দক্ষ বললেন। 'এ সম্মান আপনার প্রাপ্য, প্রভু। আপনি আমাদের এই গৌরবময় দিনে পরিচালনা করে নিয়ে যেতে এসেছেন।'

এই মুহূর্তে শিবের কাছে এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ঠেকছিলো না। উত্তর ভাবার মতো শক্তি তাঁর ছিলো না। তিনি শুধু আনমনা ভাবে মাথা নাড়লেন।

'দারুণ। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলবো, বললেন দক্ষ। তাঁর সাহায্যকারীর দিকে ফিরে বলে চললেন, 'প্রভুর আঘাতে পট্টি বাঁধার জন্য এক্ষুণি আয়ুর্বতীকে ভেতরে পাঠাও। দিলীপের পরাজয়ের ফলে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব শুরু হওয়ার আগেই অযোধ্যার উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য কাল সকালেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।'

শিবকে নমস্কার জানিয়ে দক্ষ চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন। 'পর্বতেশ্বর, আপনি কি আসছেন না?'

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর মুখে উদ্বেগের ভাঁজ পড়েছিলো।

'পর্বতেশ্বর?' দক্ষ আবার বললেন।

সতীর দিকে চকিতে তাকিয়ে নিয়ে পর্বতেশ্বর চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন। সতী এগিয়ে এসে কোমলভাবে শিবের মুখ চেপে ধরলেন। শিবের চোখ যেন ক্লান্তির প্রচণ্ড ভারে বুজে আসছিলো। আয়ুর্বতী আস্তে আস্তে পর্দা তুললেন। 'কেমন আছেন, প্রভু?'

অর্ধেক বোজা চোখে শিব মুখ তুললেন। একটা ঘুমের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'নন্দী!'

নন্দী দৌড়ে ঢুকলো।

'নন্দী, আমায় একটা গলবন্ধ খুঁজে এনে দিতে পারো?'

'গলবন্ধ, প্রভু?' নন্দী জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ।'

'হুম। কিন্তু কেন প্রভু?'

'আমি চাই বলে!' চেঁচিয়ে উঠলেন শিব।

নন্দী তার প্রভুর উত্তরের উগ্রতায় চমকে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেলো। সতী ও আয়ুর্বতী বিস্ময়ে শিবের দিকে তাকালেন। তাঁরা কিছু বলার আগেই হঠাৎ তিনি অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।



তিনি প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিলেন। ভয়ংকর জঙ্গল তাঁর উপর চেপে আসছিলো। তাদের ক্ষুধার্ত নখ তার উপর চেপে বসার আগেই তিনি জঙ্গল ছাড়িয়ে যেতে মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ এক ক্রমাগত হতে থাকা তীব্র আর্তনাদে নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেলো।

'বাঁচাও! দয়া করে বাঁচাও!'

তিনি থামলেন। এবার তিনি পালাবেন না। সেই দানবের সাথে লড়বেন। তিনিই মহাদেব। এ তাঁর কর্তব্য। শিব ধীরে ধীরে ঘুরলেন। হাতে খোলা তলোয়ার। ঢাল উঁচিয়ে ধরা।

'জয় শ্রীরাম!' হুঙ্কার ছেড়ে ফাঁকা জায়গাটার দিকে ঘুরে ছুটলেন তিনি। কাঁটাঝোপে তাঁর পা চিরে যাচ্ছিলো। ভীত রক্তাক্ত শরীরে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছিলেন তিনি।

আমি সময়মতো ওর কাছে পৌঁছাবো।

আর ওকে ছেড়ে যাবো না।

আমার রক্তেই ধুয়ে যাবে আমার পাপ।

লতাপাতার শেষ ঝোপটার মধ্যে দিয়ে দৌড়োলেন তিনি। ধাতুর কাঁটায় চিরে গেলো তাঁর চামড়া—লাফিয়ে পড়লেন ফাঁকা জায়গাটায়। আত্মরক্ষার্থে ঢাল উঁচানো। আঘাত ফেরাতে মুঠোয় নীচু করে ধরা তরোয়াল। কিন্তু কেউই আক্রমণ করলো না। অবশেষে এক অচেনা হাসিতে তাঁর মনোযোগ ভেঙে গেলো। তিনি আস্তে আস্তে ঢাল নামালেন।

'হে ভগবান!' যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

মেয়েটি মাটিতে আহত হয়ে পড়ে আছে। একটা ছোট তলোয়ার তার বুকে আমূল বিদ্ধ। ছোট্ট ছেলেটি তার পাশে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হত্যার ছটপটানিতে রাঙানো তাঁর হাত। লোমশ দানবটা বেরিয়ে থাকা পাথরে বসে। ছোট্ট ছেলেটার দিকে হাত দেখিয়ে হাসছে।

'না।' এক ঝটকায় জাগতে জাগতে চীৎকার করে উঠলেন শিব।

'কি হয়েছে, শিব' উদ্বিগ্ন সতী তাঁর হাত ধরতে তীরবেগে ছুটে এলেন।

শিব চমকে ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন। উদ্বিগ্ন পর্বতেশ্বর ও আয়ুর্বতীও উঠে পড়েছিলেন। 'প্রভু?'

'শিব, সব ঠিক আছে, ঠিক আছে' শিবের মুখে কোমলভাবে হাত বোলাতে বোলাতে সতী ফিসফিস করে বললেন।

'প্রভু, আপনার বিষক্রিয়া ঘটেছে'।

আয়ুর্বতী বললেন। 'আমাদের মনে হয় কিছু চন্দ্রবংশী সৈন্যের অস্ত্র হয়তো বিষাক্ত ছিলো। এতে অন্যান্যরাও আক্রান্ত হয়েছে।'

শিব আস্তে আস্তে তাঁর আত্মসংযম পুনরুদ্ধার করলেন। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। সতী তাঁকে উঠতে সাহায্য করছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে নিজেই উঠতে চাইলেন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিল। জলপাত্রের জন্য হাতড়াচ্ছিলেন। সতী তাঁর পেছন পেছনই চলছিলেন। তিনি জলের কাছে পৌঁছে ঢকঢক করে কিছুটা জল খেলেন।

'মনে হয় যে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম', শেষ পর্যন্ত মশাল ও দূরের অন্ধকার আকাশ লক্ষ্য করে শিব বললেন।

'হ্যাঁ', উদ্বিগ্ন আয়ুর্বতী বললেন। 'প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা।'

'ছত্রিশ ঘন্টা।' বিস্মিত শিব ধপ করে একটা আরামদায়ক আসনে বসে পড়ার আগে বলে উঠলেন। তিনি এক ভীষণ আকৃতির মানুষকে পেছনে বসে থাকতে দেখলেন। তার ডান চোখ পট্টিতে ঢাকা। কাটা বাম হাত ঝুলছে ফেট্টিতে। 'দ্রাপাকু?'

'হ্যাঁ, প্রভু', উঠে অভিবাদন জানানোর চেষ্টা করতে করতে বললো দ্রাপাকু।

'হে ভগবান! তোমায় দেখে খুব ভালো লাগছে। বোসো, বোসো!'

'প্রভু, আপনার দর্শন পাওয়া স্বর্গসুখ।'

'তোমার যুদ্ধের কিভাবে শেষ হলো?'

'প্রভু, বড্ড বেশি লোক হারিয়েছি। প্রায় অর্ধেক। আর এই হাত আর চোখ', ফিসফিস করে জানালো দ্রাপাকু। 'কিন্তু আপনার দয়ায় মূল যুদ্ধ জেতা পর্যন্ত ওদের আমরা ঠেকিয়ে রেখেছিলাম।'

'আমার দয়ায় নয় বন্ধু। এ তোমার বীরত্ব।' শিব বললেন। 'তোমার জন্যে আমি গর্বিত।'

'ধন্যবাদ প্রভু।'

সতী তাঁর স্বামীর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আস্তে আস্তে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

'শিব, তুমি কি ঠিক বসতেই চাও? তুমি আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে তো পারো।'

'অনেকক্ষণই হেঁট হয়ে ছিলাম, সতী,' শিব দুর্বলভাবে হাসলেন।

আয়ুর্বতী হাসলেন। 'তা বেশ, বিষক্রিয়ায় আপনার রসবোধ আক্রান্ত হয়নি, প্রভু।'

'তাই? এটাকি এখনও অতটাই বাজে? শিব হাসলেন।

পর্বতেশ্বর, দ্রাপাকু ও আয়ুর্বতী দুর্বলভাবে হাসলেন। সতী কিন্তু নয়। তিনি তীক্ষ্ণভাবে শিবের উপর লক্ষ্য রাখছিলেন। শিব খুবই চেষ্টা করছিলেন। চেষ্টা করছিলেন ভুলতে ও অন্যদের মন তাঁর থেকে অন্যকিছুর উপর ঘোরাতে। এই স্বপ্ন কি অন্যগুলোর থেকে খুবই খারাপ?

'মাননীয় সম্রাট কোথায়?' শিব জানতে চাইলেন।

'পিতা আজ সকালে অযোধ্যায় রওনা হয়েছেন,' সতী বললেন।

পর্বতেশ্বর বললেন, 'প্রভু, সম্রাট ভাবছিলেন যে পরিস্থিতির বিচারে স্বদ্বীপকে এতকাল ধরে কোন রকম সার্বভৌম ছাড়া রাখাটা ঠিক হবে না। তিনি ভাবছিলেন যে এখনই সম্রাট দিলীপকে বন্দী হিসাবে সাথে নিয়ে সূর্যবংশী সেনাবাহিনীর সাম্রাজ্য জুড়ে কুচকাওয়াজ করা উচিত। যাতে স্বদ্বীপবাসীরা নববিধানকে জানতে এবং মেনে নিতে পারে।'

'তাহলে আমরা আর অযোধ্যা যাচ্ছি না?'

'যাবো, প্রভু', বললেন আয়ুর্বতী। 'আপনি যথেষ্ট জোর পেলে কয়েক দিনের মধ্যেই।'

'আমাদের সাথে প্রায় হাজার বারো সৈন্য থাকছে', জানালেন পর্বতেশ্বর। 'আপনি প্রস্তুত হলেই আমরা অযোধ্যার দিকে কুচকাওয়াজের সাথে যাত্রা করবো। সম্রাট জোর দিয়েছিলেন যাতে সম্রাট দিলীপ তাঁর পরিবারের সদস্যদের একজনকে আমাদের দলের কাছে ফেলে রেখে যান। যাতে স্বদ্বীপবাসীরা আমাদের এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শক্তির বাহিনীকে আক্রমণ না করে, সেটা নিশ্চিত করতে।'

'তাহলে আমাদের শিবিরে সম্রাট দিলীপের পরিবারের একজন সদস্য আছেন?'

'হ্যাঁ প্রভু', জানালেন পর্বতেশ্বর। 'ওনার মেয়ে সম্রাটকুমারী আনন্দময়ী'।

আয়ুর্বতী সামান্য মাথা নাড়িয়ে হাসলেন।

'কি হলো?' জিজ্ঞাসা করলেন শিব।

আয়ুর্বতী বাঁকা চোখে পর্বতেশ্বরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সতীর দিকে ফিরে হাসলেন। পর্বতেশ্বর কটমট করে আয়ুর্বতীর দিকে তাকালেন।

'বলি হলোটা কি?' আবার জিজ্ঞেস করলেন শিব।

'তেমন জরুরী কিছু না প্রভু', যেন অদ্ভুত অস্বস্তিতে পড়া পর্বতেশ্বর বোঝালেন, 'উনি খুবই সুন্দরী এই যা।'

'বটে, তবে তো ওর থেকে দূরে থাকাটা নিশ্চিত করতে হবে,' হেসে ফেললেন শিব।



'তাহলে এই পথটাই সবচাইতে ঠিকঠাক ঠেকছে', মানচিত্র দেখিয়ে বললেন পর্বতেশ্বর।

'শিব ও বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত অন্যান্য সৈন্যরা গত পাঁচদিনে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। পরের দিনই অযোধ্যা যাত্রার দিন স্থির করা হয়েছিলো।

'মনে হয় ঠিকই বলছেন', শিব বললেন। তাঁর মন স্বদ্বীপের সম্রাটের সাথে সাক্ষাতে ফিরে যাচ্ছিলো।

দিলীপকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে হয় না। উনি যে সাক্ষাতের সময় অভিনয় করছিলেন আমার তাতে কোনো সন্দেহ নাই। চন্দ্রবংশীরা পাপী। ওরা যে কোনো রকমের ছলনায় সক্ষম। আমাদের যুদ্ধ ন্যায্য।

'প্রভু, আমরা আগামীকাল সকালে যাত্রার পরিকল্পনা করেছি, পর্বতেশ্বর বললেন। সতীর দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'সোনা, অবশেষে তুমি প্রভু রামের জন্মভূমি দেখতে পাবে।'

'হ্যাঁ, পিতৃতূল্য' হাসলেন সতী। 'কিন্তু জানিনা এইসব লোকেরা তার মন্দির অক্ষত রেখেছে কিনা। তারা ঘৃণায় তো ধ্বংসও করে ফেলতে পারে'।

একটা জোর গোলমালে তাঁদের কথাবার্তায় বাধা পড়লো।

পর্বতেশ্বর ভুরু কুঁচকে ঘুরলেন। 'নন্দী, বাইরে চলছেটা কি?'

'নন্দী পর্দার অন্য পাশ থেকে বলে উঠলো, 'প্রভু সম্রাটকুমারী আনন্দময়ী এখানে। তাঁর কিছু দাবীদাওয়া আছে। কিন্তু আমরা তা পূরণ করতে পারি না। তিনি আপনার সাথে দেখা করবেন বলে গোঁ ধরে আছেন।'

'সম্রাটকুমারীকে বলো তার শিবিরে অপেক্ষা করতে', গজগজ করে উঠলেন পর্বতেশ্বর। 'আমি একটু ক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি।'

'আমি অপেক্ষা করতে পারবো না সেনাপতি।' একটা জোরালো মহিলা কণ্ঠ পর্দার ওপার থেকে চেঁচিয়ে উঠলো।

'শিব পর্বতেশ্বরকে তাঁকে ঢুকতে দিতে ইশারা করলেন। পর্বতেশ্বর পর্দার দিকে ফিরলেন। 'নন্দী, বীরভদ্র, ওনাকে নিয়ে এসো। কিন্তু আগে দেখ ওঁর কাছে অস্ত্র আছে কিনা।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নন্দী ও বীরভদ্রকে পাশে নিয়ে আনন্দময়ী শিবের শিবিরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে শিবের ভুরু উঠে গেলো। তিনি তাঁর বাবার চাইতে লম্বা। আর পাগল করা সুন্দরী। বাদামী ঘন রঙের চেহারা যেন রূপের ডালি। স্বাস্থ্যবতীও বটে। হরিণ চোখ উত্তেজনা জাগানোর মতো করে অর্ধেক খোলা। ঠোঁট কামুকের মতো হলেও ভঙ্গী শাসানোর মতো। সে উগ্রভাবে উত্তেজিত করার মতো সেজেছে। ধুতি কোমরের নীচে ও হাঁটুর অনেক উপরে বিপজ্জনকভাবে পরা, বঙ্কিম নিতম্বে চেপে বাঁধা। উৎসবের জন্য স্নানের সময়ে মেলুহী লোকেরা যে কৌপিন বাঁধে তার চেয়ে ধুতিটা সামান্য লম্বা। মেলুহী মহিলাদের বাঁধা কাপড়ের মতোই তাঁর কাঁচলী—কেবলমাত্র উপর থেকে সুডৌল বক্ষদেশ অবধি অশালীনভাবে কাটা। তার বুকের খাঁজ তাতে পুরোপুরি দৃশ্যমান। তিনি তাঁর নিতম্ব একদিকে হেলিয়ে আদিম উত্তেজনা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

'তুমি কি সত্যিই মনে করো যে এর মধ্যে আমি কোন অস্ত্র লুকোতে

পারি?’ তাঁর কাপড়ের দিকে দেখিয়ে আনন্দময়ী জানালেন।

সতী ও নন্দী কটমট করে তাঁর দিকে চাইলেন। আর শিব ও বীরভদ্রের মুখে বিস্মিত হাসি খেলে গেলো। পর্বতেশ্বর সামান্য মাথা ঝাঁকালেন।

‘কেমন চলছে পর্বতেশ্বর?’ তার মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে কামুক ভুরু উঁচিয়ে বললেন আনন্দময়ী।

পর্বতেশ্বরকে সামান্য লজ্জা পেতে দেখে শিব না হেসে থাকতে পারলেন না।

‘আপনি চানটা কি, সম্রাটকুমারী?’ গরগর করে উঠলেন পর্বতেশ্বর। ‘আমরা একটা জরুরী আলোচনার মধ্যে আছি।’

‘আমি যা চাই সত্যিই তা দেবে, সেনাপ্রধান?’ আনন্দময়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন।

পর্বতেশ্বর লজ্জায় আরো লাল হয়ে গেলেন। ‘রাজকুমারী, বাজে বকার সময় আমাদের নেই।’

‘হুম’, গজগজ করে উঠলেন আনন্দময়ী। ‘খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তাহলে না হয় তুমি তোমাদের এই বিশ্রী পুঁচকে শিবিরে আমায় কিছু দুধ আর গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সাহায্য করতে পারো।’

পর্বতেশ্বর বিস্ময়ে নন্দীর দিকে ঘুরলেন। নন্দী আমতা আমতা করে বললো, ‘প্রভু উনি শুধু এক পাত্র দুধ চাইছেন না। চাইছেন পঞ্চাশ সের দুধ। আমাদের যা রসদ আছে তাতে আমরা তার অনুমোদন দিতে পারি না’।

‘আপনি পঞ্চাশ সের দুধ খাবেন?’ পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। বিস্ময়ে তাঁর চোখ তখন ছানাবড়া।

‘সেনাপতি এটা আমার সৌন্দর্য্যস্নানের জন্য দরকার।’ ভুরু কুঁচকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন আনন্দময়ী। ‘কাল থেকে তুমি আমাদের দীর্ঘ যাত্রায় নিয়ে যেতে চলেছো। প্রস্তুত না হয়ে আমি যেতে পারি না।’

‘চেষ্টা করে দেখবো আমি কি করতে পারি’, বললেন পর্বতেশ্বর।

‘*চেষ্টা* নয়, সেনাপ্রধান, এটা *করতেই হবে*’, ভর্ৎসনা করে বললেন

আনন্দময়ী।

শিব নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

'কি জন্যে হাসছো তুমি?' শিবের দিকে ফিরে কটমট করে চাইলেন আনন্দময়ী।

'প্রভুর সাথে সম্মান দেখিয়ে কথা বলবেন, সম্রাটকুমারী' গর্জে উঠলেন পর্বতেশ্বর।

'প্রভু?' হাসলেন আনন্দময়ী। 'তাহলে এই সে, যে দায়িত্বে আছে? যাকে দক্ষ দেখাতে চাইছেন বলে অভিযোগ উঠেছে?'

তিনি শিবের দিকে ঘুরলেন। 'তুমি আমার বাবাকে কি বলেছো যাতে তিনি এতটাই বিচলিত হয়েছেন যে এমনকী কথা পর্যন্ত বলছেন না? আমার তো তোমাকে দেখে সেরকম ভয়ংকর কিছু মনে হচ্ছে না।'

সামলে কথা বলুন, সম্রাটকুমারী, তীব্রস্বরে পরামর্শ দিলেন পর্বতেশ্বর। 'আপনি জানেন না আপনি কার সাথে কথা বলছেন।'

শিব তাঁর হাত তুলে পর্বতেশ্বরকে ঠাণ্ডা হতে ইশারা করলেন। কিন্তু ঠাণ্ডা হওয়ার দরকার ছিলো আনন্দময়ীর।

'তুমি যেই হও না কেন, আমাদের প্রভু যখন আসবেন তখন তোমরা সবাই পিষে যাবে। যখন তিনি স্বদ্বীপে নেমে এসে তোমাদের মতো পাপীদের ধ্বংস করবেন।'

'কি?'

'নন্দী, ওনাকে এখান থেকে নিয়ে যাও', চেঁচিয়ে উঠলেন পর্বতেশ্বর।

'না, দাঁড়াও', বললেন শিব। আনন্দময়ীর দিকে ফিরে তিনি বললেন '*যখন আপনাদের প্রভু স্বদ্বীপে নেমে এসে আমাদের মতো পাপীদের ধ্বংস করবেন*' বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

'তোমার কথার উত্তর দেব কেন? *পর্বতেশ্বরের প্রভু*?'

পর্বতেশ্বর দ্রুত এগিয়ে এলেন। তাঁর তলোয়ার টেনে নিয়ে আনন্দময়ীর

ঘাড়ের কাছে আনলেন। 'প্রভু যখন কিছু বলবেন, তার উত্তর আপনাকে দিতে হবেই'।

'তুমি কি সবসময়ই এত দ্রুতগতিতে চলো' বললেন আনন্দময়ী। তাঁর ভুরু দুর্বিনীতভাবে উঠে গেলো। 'নাকি কখনো কখনোও আস্তেও?'

তলোয়ার ভীতিপ্রদভাবে ঘেঁষিয়ে দিয়ে পর্বতেশ্বর আবার বললেন 'প্রভুর কথার উত্তর দিন, সম্রাটকুমারী।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আনন্দময়ী শিবের দিকে ঘুরলেন। 'আমরা আমাদের প্রভুর জন্যে অপেক্ষা করছি যিনি স্বদ্বীপে এসে পাপী সূর্য্যবংশীদের ধ্বংস করবেন'।

চিন্তার দাগে শিবের সুন্দর মুখ কুঁচকে উঠল। 'কে তোমাদের প্রভু?'

'আমি জানি না। তিনি এখনও দেখা দেননি।'

এক অতল অমঙ্গলের আশঙ্কা শিবের হৃদয়ে চেপে বসতে শুরু করেছিলো। তিনি তাঁর পরের প্রশ্ন করতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে কেউ বলছিলো যে তাঁকে এটা জিজ্ঞাসা করতেই হবে। 'উনিই যে আপনাদের প্রভু তা জানবেন কি করে?'

'তুমি এতে এতো আগ্রহী কেন?'

'আমার জানার দরকার।' শিব দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন।

আনন্দময়ী এমনভাবে শিবের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন যেন পাগলের পাল্লায় পড়েছেন। 'তিনি সপ্তসিন্ধু থেকে আসবেন না। তিনি না সূর্য্যবংশী আর না চন্দ্রবংশী। কিন্তু যখন তিনি আসবেন, তিনি আমাদের পক্ষে আসবেন।'

অন্তরাত্মা কাতরভাবে ফিসফিসিয়ে উঠছিলো যে আরও কিছু আছে। আসনের হাতল আঁকড়ে ধরে তিনি বললেন, 'আর?'

আনন্দময়ী বলে চললেন, 'আর যখন তিনি পান করবেন সোমরস, তাঁর গলা নীল হয়ে যাবে।'

সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন শিব। তাঁর শরীর শক্ত হয়ে উঠেছিলো। পৃথিবী যেন বনবন করে ঘুরছিলো। এই অদ্ভুত বাক্যালাপে আরও হতভম্ব হয়ে আনন্দময়ী ভুরু কোঁচকালেন।

পর্বতেশ্বর হিংস্র হুঙ্কার ছাড়লেন। 'সম্রাটকুমারী, আপনি মিথ্যা বলছেন। স্বীকার করুন! মিথ্যা বলছেন আপনি!'

'আমি কেন . . .'

গলবন্ধে শিবের গলা ঢাকা খেয়াল করতেই আনন্দময়ীর কথা মাঝখানেই থেমে গেলো। তাঁর মুখ থেকে হঠাৎই ঔদ্ধত্ব মিলিয়ে গেলো। তাঁর মনে হল যে হাঁটু কুঁকড়ে যাচ্ছে। দুর্বলভাবে হাত দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার গলা ঢাকা কেন?'

'নন্দী, ওনাকে বাইরে নিয়ে যাও!' পর্বতেশ্বর নির্দেশ দিলেন।

'কে আপনি?' আনন্দময়ী চেঁচিয়ে উঠলেন।

নন্দী ও বীরভদ্র আনন্দময়ীকে টেনে বার করতে চেষ্টা করলো। অদ্ভুত শক্তির সাথে তিনি তাদের সাথে জুঝতে থাকলেন। 'আমাকে আপনার গলা দেখান!' তারা তাঁর হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে পেছনদিকে নিয়ে যাচ্ছিলো। বীরভদ্রের কুঁচকিতে এক লাথি লাগালেন তিনি। যন্ত্রণায় পিছিয়ে গেলো সে। তিনি আবার শিবের দিকে ঘুরে বললেন 'কে আপনি?'

শিব চৌকির দিকে চেয়ে ছিলেন। আনন্দময়ীর দিকে তাকানোর শক্তিটুকুও পাচ্ছিলেন না তিনি। শক্ত করে হাতল আঁকড়ে ধরেছিলেন। বেসামালভাবে বনবনিয়ে ঘুরতে থাকা পৃথিবীর মধ্যে ওই একটা জিনিসই যেন তাঁর স্থির মনে হচ্ছিলো।

বীরভদ্র টলোমলো পায়ে পিছিয়ে গিয়ে শক্তভাবে আনন্দময়ীর হাত ধরে পিছনে টানলো। নন্দী তার ঘাড় ধরে থাকলো। আনন্দময়ী নন্দীর হাতে পাশবিক কামড় বসালেন। কঁকিয়ে উঠে নন্দী হাত টেনে নিতেই তিনি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ধুত্তোর, আমায় উত্তর দিন! কে আপনি?'

শিব মুহূর্তের জন্য আনন্দময়ীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখের দিকে চাইলেন। তার যন্ত্রণা যেন তাঁর আত্মার উপর সপাটে আছড়ে পড়লো। যন্ত্রণার আগুনে তাঁর বিবেক জ্বলছিলো।

স্তম্ভিত আনন্দময়ী হঠাৎই নিশ্চল হয়ে গেলেন। তার চোখের কাতরতায়

শ্রেষ্ঠ মেলুহী যোদ্ধারাও চমকে যেতো। ভাঙা ভাঙা গলায় তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আপনার আমাদের পক্ষে থাকার কথা ছিলো . . .'

'তিনি নন্দী ও বীরভদ্রকে টেনে নিয়ে যেতে দিলেন। পর্বতেশ্বর চোখ নামিয়ে রেখেছিলেন। শিবের দিকে চাইতে তার সাহস কুলোচ্ছিলো না। তিনি ছিলেন প্রকৃত সূর্য্যবংশী। তাঁর প্রভুর দুর্বলতম অবস্থায় তাঁর দিকে চেয়ে তাকে হেয় করতে চাইছিলেন না তিনি। অন্য দিকে সতী তাঁর স্বামীকে যন্ত্রণায় একা ফেলে দিয়ে যেতে পারেন না—তাঁর দুর্বলতম অবস্থায় তার দিকে লক্ষ্য না রেখে পারেন না। তিনি তাঁর পাশে এসে মুখে হাত ছোঁয়ালেন।

শিব মুখ তুললেন। তাঁর মুখ শোকের জলে ভেসে যাচ্ছে। 'এ আমি কি করলাম?'

সতী শিবকে আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর দপদপ করতে থাকা মাথা চেপে ধরলেন নিজের বুকে। তাঁর যন্ত্রণা দূর করার মতো কিছুই তাঁর বলার নেই। তিনি শুধু তাঁকে আঁকড়ে রাখতে পারেন।

এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট ফিসফিসানির ফিরে ফিরে আসা প্রতিধ্বনিতে শিবির ছেয়ে গেলো। 'এ আমি কি করলাম?'



অধ্যায় ২৫

স্বতন্ত্রের দ্বীপ

অনুগামীদের নিয়ে স্বদ্বীপবাসীদের রাজধানী অযোধ্যা পৌছতে শিবের দলের আরও তিন সপ্তাহ লাগল। তারা জরাজীর্ণ আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে গঙ্গার কাছে পৌছলেন, তারপর নদী বেয়ে পূর্বদিকে এমন এক স্থানে এলেন যেখানে বিশাল তথাপি খামখেয়ালী এই নদী সরযূ নদীর জলকে সাদর অর্ভ্যথনা জানিয়েছে। তারপর তারা সরযূ বেয়ে উত্তর দিকে সেই নগরে পৌছলেন যেটা প্রভু শ্রীরামের জন্মস্থান। যাত্রাপথটা ছিল দীর্ঘ ও ঘোর প্যাঁচানো, কিন্তু স্বদ্বীপ অর্থাৎ স্বতন্ত্রের দ্বীপ-এর জরাজীর্ণ পথগুলো বিচার করলে এটাই ছিল সব চাইতে তাড়াতাড়ি পৌছানোর পথ।

মেলুহী সৈন্যদের উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা তুলনার বাইরে। প্রভু শ্রীরামের নগরের বর্ণনা তারা কেবল পৌরাণিক কাহিনীতেই শুনেছিল। কেউই কখনো দেখেনি। অযোধ্যা শব্দের অর্থ অজেয় একটি নগর যা প্রভু শ্রীরামের প্রথম চরণ স্পর্শে ধন্য। তাদের আশা ছিল যে চন্দ্রবংশীদের উপস্থিতির কারণে ধ্বংসপ্রায় হলেও একটা ঝকঝকে অতুলনীয় নগরকে দেখতে পাবে। চন্দ্রবংশীরা আশপাশের জায়গা বিশৃঙ্খল করে তুললেও তারা আশা করেছিল যে নগরটি সুব্যবস্থা আর সমন্বয়ের মরুদ্যান হবে। কিন্তু তারা নিরাশ হয়েছিল।

অযোধ্যা দেবগিরির মতো একবারেই ছিল না। প্রথম দর্শনে মনে হবে বিরাট কিছু। বাইরের প্রাচীর মোটা এবং দেখতে অত্যন্ত মজবুত। মেলুহার সুন্দর ধুসর প্রাচীরের তুলনায় অযোধ্যার বাইরেটা ঈশ্বরের এই জগতের সমস্ত রঙ দিয়ে যথেচ্ছভাবে রাঙানো। একটা অন্তর একটা ইঁট চন্দ্রবংশীদের

রাজকীয় সাদা রঙে রাঙানো। গোলাপী আর নীল রঙের বড় বড় নিশান নগরের মিনার থেকে ঝুলছিল। এগুলো কোন বিশেষ উৎসবের জন্য লাগানো হয়নি। স্থায়ীভাবে নগরের শোভা বর্ধনের জন্য লাগানো ছিল।

রাজপথটা প্রাচীরের কাছাকাছি এসে হঠাৎই বাঁক নিয়ে প্রধান ফটকে এসে মিলেছে। যাতে হাতি ও প্রক্ষেপাস্ত্র সোজা প্রধান ফটকে এসে আক্রমণ না করতে পারে। প্রধান ফটকের মাথায় সুন্দর কারুকার্য্যময় এক অনুভূমিক অর্ধচন্দ্র খোদাই করা। তার তলায় চন্দ্রবংশীদের আদর্শবাণী লেখা *শৃঙ্গার, সৌন্দর্য্য, স্বতন্ত্রতা।*

নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলা মেলুহীরা যখন নগরে প্রবেশ করল তখনই একটা ধাক্কা খেল। নগরের এই ব্যবস্থাকে কৃত্তিকা ব্যাখ্যা করেছিল এইভাবে—'অত্যন্ত উশৃঙ্খলভাবে কার্য্যশীল। মেলুহার সব নগরের মতো অযোধ্যা উঁচু বেদীর ওপর অবস্থিত নয়। সেই কারণে যদি সরযূনদী খামখেয়ালী সিন্ধুর মতো প্লাবিত হয়ে যায় তবে নগরও বন্যার কবলে পড়বে। বিশাল নগর প্রাচীর ছিল সাতটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকারে নির্মিত। খুবই মোটা আর মজবুত। কোন সেনানায়কের রণকুশলী দক্ষ চোখ দিয়ে দেখলে বুঝতে বেশি সময় লাগবে না যে প্রাচীরগুলো কোন সামরিক কুশলতায় বানানো হয়নি, আসলে খুবই এলোমেলোভাবে এই বৃত্তাকার প্রাচীর একের পর এক বানানো হয়েছিল।

যখন নগর তার পরিধি বাড়িয়ে বিস্তার লাভ করেছিল এবং আগের পরিসীমার মধ্যে আর আঁটেনি তখন খুবই এলোমেলোভাবে একের পর এক নগর-প্রাচীর বানানো হয়েছিল। সেই কারণে প্রত্যেক প্রাচীরেরই প্রচুর দুর্বলস্থান ছিল যেখানে শত্রুরা নগর অবরুদ্ধ করলে খুব সহজেই ক্ষতি সাধন করতে পারতো। সম্ভবত এই কারণে নিজেদের নগরকে সুরক্ষিত করার চাইতে চন্দ্রবংশীরা দূরে গিয়ে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করা পছন্দ করতো। এই পরিকাঠামোর ত্রুটির মাধ্যমে তাদের চরিত্র-বৈশিষ্টও প্রকাশ পাচ্ছিল।

পথগুলোকে অপরিষ্কার, নোংরা সরনী ছাড়া অন্য কিছু বলা যেতো না। যদিও এর উল্লেখযোগ্য একটা ব্যতিক্রম ছিল—পথচারীদের জন্য আলাদা চলার জায়গা যুক্ত মসৃণ রাজপথ, যেটা বাইরের নগর—প্রাচীর থেকে সোজা

সম্রাটের প্রাসাদে চলে গেছিল। স্বদ্বীপবাসীরা মজা করতো যে পথের গর্ত খোঁজার চেয়ে তারা গর্তের মধ্যে মসৃণ পথ খোঁজার চেষ্টা করে। অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পরিকল্পিত নির্দেশক চিহ্ন লাগানো, পথচারী যাওয়ার আলাদা ব্যবস্থাযুক্ত মেলুহায় উন্নত মানের পথের সঙ্গে যার কোন তুলনাই হয় না।

সমস্ত নগর জুড়ে অবৈধ নির্মাণ, অবৈধ আগ্রাসনের চিহ্ন। কিছু কিছু খোলা জায়গা বস্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল কেননা অবৈধ অভিবাসীরা তাদের শিবির খাটিয়ে সর্বসাধারণের জায়গা দখল করে বাস করছিল। সরু পথগুলো গৃহহীনদের শিবির খাটানোর ফলে আরো সরু হয়ে গিয়েছিল। সারাক্ষণ ধনী গৃহস্থ আর গৃহহীন বস্তিবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা লেগে থাকতো। সম্রাট ১৯১০ খ্রীঃ পূঃ এর আগে নির্মিত হওয়া সব রকম অবৈধ দখলদার নির্মাণকেই বৈধতা দিয়েছিলেন। তার মানে সরকার বস্তিবাসীদের থাকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাদের সরাতে পারা যাবে না। সমস্যাটা হল, চন্দ্রবংশী সরকার ভীষণ রকমের অদক্ষ ছিল, যে কারণে বস্তিবাসীদের জন্য নতুন কোন বাড়ি গত বারো বছরেও বানিয়ে উঠতে পারেনি। এখন কথা চলছিল যে, প্রকল্প শেষ করার সময় আরো কিছুটা যাতে বাড়ানো যায়। অবৈধ নির্মাণ, জরাজীর্ণ পথ, খারাপ নির্মাণ এইসব মিলিয়ে নগর যেন তার অন্তিম পতনের চিত্র তুলে ধরেছিল।

মেলুহীরা ক্রুদ্ধ হয়েছিল। এই লোকগুলো প্রভু শ্রীরামের নগরটার কি অবস্থা করেছে! নাকি চিরকাল এমনই ছিল ? এই কারণেই কি প্রভু শ্রীরাম সরযূ নদী পেরিয়ে অনেক দূরে সরস্বতী নদীর ধারে দেবগিরিতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ?

এরপর এই কুৎসিত ও চরম অব্যবস্থার দৃশ্য দেখায় প্রাথমিক ধাক্কাটা যখন কেটে গেল, তখন মেলুহীরা অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যরকমের এক সৌন্দর্য নিয়মিত কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে দেখতে পেল। অযোধ্যার কোনো বাড়িই এক রকমের ছিল না, যেখানে মেলুহীদের নগরের সব বাড়ি এমনকি সম্রাটের প্রাসাদও একই আকার ও নকশাতে তৈরি। এখানে প্রত্যেক বাড়িরই স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য ছিল। স্বদীপবাসীরা বাড়ি তৈরির কড়া নিয়ম থেকে বেরিয়ে এসে যে বাড়িগুলো তৈরি করেছিল সেগুলি ছিল সুরুচি ও আবেগের নিদর্শন। মেলুহীরা

ভেবে পেল না যে কোন দিব্য বাস্তুবিদের প্রতিভার দ্বারা এগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। মেলুহীদের মতো সংযম স্বদ্বীপবাসীদের ছিল না। সবকিছুই উজ্জ্বল রঙে রঙ করা—যেমন একটা কমলা রঙের বাড়ি—তার টিয়াপাখীর মত সবুজ রঙের ভিতরের ছাদ ক্যাটক্যাটে গোলাপী রঙের জানলা। নগর সচেতন ধনী অধিবাসীরা নিজেদের পরিবারের নামাঙ্কিত সুন্দর সুন্দর উন্মুক্ত উদ্যান, মন্দির, নাট্যশালা, গ্রন্থাগার বানিয়েছিলেন। যদিও এইজন্য সরকারের থেকে তারা কোনো সাহায্য নেননি। কোনো কোনো সার্বজনীক ভবনের নাম কোনো পরিবারের নামে, দেখে মেলুহীরা আশ্চর্য্য হয়েছিল। তারা এইসব ভবনের অসাধারণ নির্মাণ বৈচিত্র্য দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। অযোধ্যার এই অসাধারণ সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি কুৎসিত অব্যবস্থা দেখে মেলুহীরা একই সঙ্গে মুগ্ধ ও বিরক্ত হয়েছিল।

এখানকার লোকেদের জীবনযাত্রায় চন্দ্রবংশী জীবনাদর্শ মূর্তভাবে প্রকাশ পেত। এখানকার মহিলারা সচেতনভাবেই নির্লজ্জের মতো পোষাক পরে—তাদের নিজেদের শরীরের উগ্রতা দেখানোর জন্য। এখানকার পুরুষরাও মহিলাদের মত সৌন্দর্য্য সচেতন—যাকে মেলুহীরা বলে 'ফুলবাবু'। পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্কটা এখানে চরম মনোভাবাপন্ন। চরম ভালোবাসার সঙ্গে চরম ঘৃণা সবেরই প্রকাশ উচ্চস্বরে। সবই সৃষ্টি হচ্ছে চরম আবেগের তাড়নায়। অযোধ্যায় কোনকিছুই পরিমিতভাবে হয় না। তাদের অভিধানে আত্মসংযম শব্দটি ছিল না।

সেই কারণেই এটা কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল না যে অযোধ্যার আবেগপ্রবণ প্রাণবন্ত ও উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা দক্ষের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যমূলক ঘোষণাকে যেন ব্যঙ্গ করেছিল। চাপা রাগে ভরা একটা নগরে যেন দক্ষ প্রবেশ করলেন। জনসাধারণ বিজয়ী বাহিনীকে অভ্যর্থনা না করে চুপচাপ রাজপথের ধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দক্ষ এইরকম শীতল অভ্যর্থনা পেয়ে আশ্চর্য হলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, অযোধ্যার অধিবাসীরা তাদের দুষ্ট শাসকদের হাত থেকে অবশেষে মুক্তি পেয়ে পুষ্পবৃষ্টি করে তাকে অভ্যর্থনা করবে। তিনি ভাবলেন, চন্দ্রবংশী শাসকরাই জোর করে এমন করিয়েছে।

শিব, যিনি এক সপ্তাহ পরে পৌঁছেছিলেন, এই ধরনের কোনো ভ্রান্ত আশা করেননি। তিনি সাধারণ অভ্যর্থনা পাওয়ার বদলে আরো খারাপ কিছু আশা করেছিলেন। ভেবেছিলেন কোনো আক্রমণ হবে। স্বদ্বীপবাসীদের কাছ থেকে অপবাদ পাওয়ার আশা করেছিলেন। কেননা তিনি স্বদ্বীপবাসীদের পক্ষে দাঁড়াননি যারাও নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যকে বিশ্বাস করত। কিন্তু যখন তিনি সন্দেহ করতে লাগলেন চন্দ্রবংশীরা ততটা খারাপ নয়, তখন আবার সূর্য্যবংশীদেরও প্রতিপক্ষ হিসাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর ধারণায় মেলুহীরা ছিল নিঃসন্দেহে সৎ, শোভন ও নিয়মনিষ্ঠ মানুষ। যাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যায়। শিব তাঁর কর্ম ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে খুবই বিভ্রান্তবোধ করেছিলেন। তিনি বৃহস্পতির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পরামর্শের অভাববোধ করছিলেন।

চিন্তার ভারে মনের ওপর চাপ পড়ছিল। শিব তাড়াতাড়ি চারদিক ঢাকা শকট থেকে নেমে চন্দ্রবংশী সম্রাটের প্রাসাদের দিকে ফিরলেন। এক মুহূর্ত অবাক হয়ে দীলিপের বাসস্থানের বৈভব দেখলেন। কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিলেন। সতীর হাত ধরলেন আর প্রাসাদের উঁচু বেদীতে যাওয়ার জন্য একশ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। পর্বতেশ্বর পিছনে পিছনে কষ্ট করে আস্তে আস্তে উঠছিলেন। সতীর পিছনে ভালো করে তাকিয়ে আনন্দময়ীকে দেখতে পেলেন—চুপচাপ সিঁড়িতে উঠছে। যে ভীষণ সাক্ষাতের পরে তিনি জানতে পেয়েছিলেন যে শিব আসলে কে, তারপর থেকে শিবের সঙ্গে আর কথা বলেননি। উদাসীন হয়ে ভাবলেশহীন মুখে উঠছিলেন, তাঁর চোখ ছিল নিজের পিতার দিকে।

'কে ওই লোকটা?' এক স্বদ্বীপবাসী ছুতোর জানতে চাইলো, রাজপ্রাসাদের খোলা জায়গায় এক কোণে সে চন্দ্রবংশী সৈনিকদের বেষ্টনীর ওধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

'আমাদের সম্রাট আর বিশ্বস্ত পাগলটা কেনই বা প্রাসাদের বেদীতে ওর জন্য অপেক্ষা করছেন, তাও আবার পুরো জাঁকজমকের সঙ্গে?'

'বিশ্বস্ত পাগল?' তার বন্ধু জানতে চাইল।

'ও, তুমি এখনো শোননি? ওই বোকা দক্ষের নতুন ডাকনাম এটা।'

শুনে বন্ধুরা হাসিতে ফেটে পড়লো।

'শ্‌শ্‌!' তাদের পাশে দাঁড়ানো একজন বৃদ্ধ তাদের সাবধান করলো, 'এই ছোকরারা তোমাদের কোন বুদ্ধি নেই? অযোধ্যার অপমান হচ্ছে আর তোমরা মজা করছ?'

এর মধ্যে শিব ওপরে পৌঁছলেন। দক্ষ ঝুঁকে নমস্কার জানালেন। শিব ক্লান্তভাবে হেসে প্রত্যুত্তর জানালেন।

দিলীপ ছলছল চোখে শিবের দিকে ঝুঁকে কাঁদো কাঁদো হয়ে ফিসফিস করে বললেন 'আমি খারাপ নই হে প্রভু, আমরা খারাপ নই।'

দিলীপের ফিসফিসানি শোনার চেষ্টা করে দক্ষ জানতে চাইলেন 'ওটা আবার কি?'

শিবের বুজে গলা কোন রকম শব্দ বের করতে অসম্মত হল। দিলীপের থেকে কিছু না শুনতে পেয়ে দক্ষ মাথা নাড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন 'হে প্রভু, অযোধ্যার জনসাধারণের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবার এটাই বোধহয় সঠিক সময়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা যখন জানতে পারবে যে নীলকণ্ঠ ওদের উদ্ধার করতে এসেছেন তখন ওরা বিদ্যুৎ প্রবাহর মতো উদ্দীপনার সঙ্গে নিজেদের কাজ শুরু করে দেবে।'

শিব কোন উত্তর দেবার আগেই উদ্বিগ্ন হয়ে থাকা তাঁর স্ত্রী বলে উঠলেন 'পিতা, শিব অত্যন্ত ক্লান্ত। এটা দীর্ঘ যাত্রা ছিল, ও যদি একটু বিশ্রাম করে নেয়?'

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে আমতা আমতা করে দক্ষ বললেন 'ঠিকই, অবশ্যই।' এরপর শিবের দিকে ফিরে বললেন 'ক্ষমা চাইছি হে প্রভু। মাঝেমাঝে আমার উৎসাহ বেশি হয়ে যায়। আজ আপনি বিশ্রাম নিন। কাল রাজসভায় আপনাকে পরিচিত করানো যাবে।'

শিব দিলীপের চিন্তাগ্রস্ত চোখের দিকে তাকালেন। ওনার যন্ত্রণাক্লিষ্ট দৃষ্টি বেশিক্ষণ সইতে পারলেন না। চন্দ্রবংশী সম্রাটের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা তার সভাসদদের দিকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলেন। কেবল একজোড়া চোখের দৃষ্টিকে পরিচিত বলে মনে হল। শিবের মনে হল যে আনন্দময়ী ছাড়া দিলীপের

সভাসদরা কেউই তাঁর পরিচয় জানেনা। এমনকি দিলীপের পুত্র ভগীরথও নয়। দিলীপ কাউকেই জানাননি। এটা স্পষ্ট যে দক্ষও সেটা করেননি। বোধহয় এই আশায় যে স্বয়ং শিবের উপস্থিতিতে গোপন বিষয়টা জাঁকজমক সহকারে জানানো হবে।

'হে প্রভু'।

শিব পর্বতেশ্বরের দিকে ঘুরলেন, 'হ্যাঁ'। প্রায় শোনা যাবে না এমনভাবে ফিসফিস করে বললেন।

'আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ হয়ে গেছে তাই সেনাদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছি', পর্বতেশ্বর বললেন। 'তারা পূর্বে আসা দলের সঙ্গে নগরের বাইরে সেনা ছাউনিতে অবস্থান করবে, দুঘন্টার মধ্যেই আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হবো।'

শিব খুব দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।



অযোধ্যা পৌঁছনোর পর কয়েকঘন্টা কেটে গেছে। শিব কোন কথা বলেননি। নিজের কক্ষের জানালায় শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাইরের দিকে দেখছিলেন, অপরাহ্নের সূর্য্য চারিদিক ঝলমল করে তুলেছিল। সতী হাত ধরে পাশে চুপ করে বসে তাঁকে শক্তি জোগাচ্ছিলেন। নগরের মধ্যিখানে ডান দিকে বিশাল এক নির্মাণের দিকে তিনি এক দৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। এতদূর থেকে মনে হচ্ছিল যে ওটা শ্বেতপাথরে তৈরি। খুবই অজানা কারণে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলে শিবের আত্মা যেন শান্তি পাচ্ছিল। নগরের সবচেয়ে উঁচু স্থানে একটা ঢালু পাহাড়ের ওপর এটি স্থাপিত ছিল, যাতে অযোধ্যায় সব জায়গা থেকে দেখতে পাওয়া যায়। শিব ভাবলেন, ভবনটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? রাজপ্রাসাদের বদলে এটা কেন নগরের উচ্চতম স্থানে রয়েছে?

দরজায় জোরে জোরে ধাক্কার শব্দে তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল।

'কে' কক্ষের পিছনের দিকে বসে থাকা পর্বতেশ্বর চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

নন্দী বলল 'হে প্রভু', সম্রাটকুমারী আনন্দময়ী এসেছেন।'

পর্বতেশ্বর একটু বিরক্তভাবে শিবের দিকে তাকাতে নীলকণ্ঠ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

পর্বতেশ্বর আদেশ করলেন 'ওনাকে আসতে দাও নন্দী।'

আনন্দময়ী ভেতরে এলেন, পর্বতেশ্বরকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাওয়া তার হাসির ভঙ্গীতে পর্বতেশ্বর থতমত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি মাননীয়া দেবী?'

'আমি তো অনেকবারই আপনাকে বলেছি যে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন।' পরিহাস করে আনন্দময়ী বললেন 'বার বার প্রশ্ন না করে যদি উত্তরটা শোনেন তবে আমরা আমাদের কথাগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি'। পর্বতেশ্বরের প্রতিক্রিয়া ছিল হতাশা আর রাগ মেশানো। তিন সপ্তাহ পরে শিব এই প্রথম একটু হাসলেন। কেননা আনন্দময়ী আবার তার স্বমূর্তিতে ফিরে এসেছিলেন এবং শিব আনন্দিত হয়েছিলেন।

আনন্দময়ী শিবের দিকে ফিরে, ঝুঁকে নমস্কার জানিয়ে বললেন 'সত্যিটা আমার কাছে ধরা দিয়েছে প্রভু। আমার আগের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু ওই সময়ে খুব অসুবিধার মধ্যে ছিলাম। সূর্য্যবংশীদের পক্ষে থাকার দুটো কারণের যে কোন একটা সত্যি। হয় আমরা খারাপ, কিংবা যা আমরা ভাবছি, আপনি তিনি নন, আর পৌরাণিক কথাও ভুল। এর যে কোন একটাকে গ্রহণ করলে আমার আত্মা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

শিব খুব মনোযোগ দিয়ে আনন্দময়ীকে দেখছিলেন।

আনন্দময়ী বলে চললেন 'কিন্তু এখন অনুভব করতে পারছি যে পৌরাণিক কাহিনী মিথ্যে নয়। আর আমরাও খারাপ নই। মনে হচ্ছে যে আপনি অত্যন্ত সরল। অসৎ সূর্য্যবংশীরা আপনাকে ভুল পথে চালিত করেছে। আমি সব ঠিকঠাক করে দেব। আমাদের ভালো দিকটা আপনাকে দেখাবো।'

ভুরু কুঁচকে পর্বতেশ্বর বললেন 'আমরা খারাপ নই'। আনন্দময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন 'পর্বতেশ্বর কথা বলার চেয়ে আপনার সুন্দর মুখকে ব্যবহার করার আরো ভালো জায়গা আছে। শুধু শুধু আপনার দম নষ্ট করবেন না।'

পর্বতেশ্বর চিৎকার করে উঠলেন 'বেহায়াপানা বন্ধ করুন। আপনি কি

ভাবছেন আমরা খারাপ ? আপনারা নিজেদের প্রজার প্রতি কেমন ব্যবহার করেছেন সেটা কি দেখেছেন ? সারা যাত্রাপথে ক্ষুদার্ত চোখগুলো আমার দিকে চেয়ে থেকেছে। গর্তভরা পথের পাশে শিশুরা পড়ে আছে। যেখানে 'অজেয় শহরের' সমস্ত জায়গায় হতাশার ফলে মরিয়া হয়ে বৃদ্ধারা ভিক্ষা চাইছে, সেখানে ধনী স্বদ্বীপবাসীরা মেলুহার সম্রাটের চেয়েও ভালোভাবে জীবনযাপন করছে। মেলুহাতে আমাদের আদর্শ একটা সমাজ আছে। আমি প্রভুর সঙ্গে একমত হতে পারি যে সম্ভবত আপনারা অতটা খারাপ নন, কিন্তু নিশ্চিতভাবে এটা ঠিক যে নিজেদের প্রজাদের দেখাশোনা করতে জানেন না। মেলুহাতে এসে দেখে যান কেমন করে একজন নাগরিককে দেখাশোনা করতে হয়, আমাদের শাসনব্যবস্থার দ্বারা আপনাদের জীবন উন্নত হয়ে যাবে'।

'উন্নত ?' উত্তেজিত আনন্দময়ী তর্ক জুড়ে দিলেন। 'আমরা নিখুঁত নই মানছি। অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমাদের সাম্রাজ্য আরো ভালোভাবে করতে পারে তাও মানছি। কিন্তু কম সে কম আমরা আমাদের নাগরিকদের স্বাধীনতা দিই। বিশ্রী কিছু নিয়ম তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় না।'

'স্বাধীনতা দেওয়া হয় ? কি করার জন্য স্বাধীনতা ? লুণ্ঠন, চুরি, ভিক্ষা, হত্যা করার জন্যে ?'

'আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে তর্ক করতে চাই না। আপনার ক্ষীণ বুদ্ধি আমাদের জীবন শৈলীর লাভটা বুঝতে পারবে না।'

'আমি চাইও না। যেমন করে এই সাম্রাজ্যে পরিচালন ব্যবস্থা চলছে তা দেখে আমার ঘৃণা হচ্ছে। আপনাদের কোন আদর্শের মান নেই। নিয়ন্ত্রণ নেই। আইন নেই। এইসব কারণে নিজেরা খারাপ না হয়েও নাগাদের সঙ্গে মিলে নিজেদের হাত দূষিত করছেন। বীর ক্ষত্রিয়দের মতো যুদ্ধ না করে কাপুরুষ সন্ত্রাসবাদীদের মতো লড়াই করছেন। আপনারা হয়তো খারাপ নন কিন্তু আপনাদের কাজকর্মগুলো অবশ্যই খারাপ।'

'নাগা ? এসব কি আজেবাজে বকছেন ? আপনারা কি ভাবছেন আমরা পাগল, যে নাগাদের সঙ্গে হাত মেলাবো ? আপনারা ভাবছেন আমরা এটা জানি না যে আমাদের আত্মা এর ফলে সাতজন্ম দূষিত হয়ে যাবে ? আর

সন্ত্রাসবাদ? আমরা কখনোই সন্ত্রাসবাদের সাহায্য নিই না। যুদ্ধ করার সাধারণ প্রবৃত্তিকে আমরা একশ বছর ধরে চেপে রেখেছি পাছে আপনাদের শাপগ্রস্ত লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এই কারণে সীমান্তবর্তী জায়গা থেকে আমরা সরে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। গঙ্গার নিচের দিকের ধারা নিয়ে আমরা বাঁচতে শিখেছি যেহেতু যমুনাকে আপনারা আমাদের থেকে চুরি করে নিয়ে নিয়েছেন। পিতা আপনাকে বলেছেন যে মন্দার পর্বত আক্রমণে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করেননি। কেনই বা করবেন? আমাদের ওপর আক্রমণ করার একটা তো অজুহাত দরকার।'

'মিথ্যে কথা বলবেন না। অন্তত মহাদেবের সামনে তো নয়! নাগাদের সঙ্গে চন্দ্রবংশী সন্ত্রাসবাদীদেরও দেখা গেছিল।'

'পিতা বলেছিলেন আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কেউ মন্দার আক্রমণে যুক্ত ছিল না। নাগাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এটা হতে পারে যে সূর্য্যবংশীদের মতো কিছু চন্দ্রবংশীও সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেছে। যদি এক সঙ্গে কাজ করেন দোষীদের হয়তো আমরা খুঁজে বের করতে পারবো'।

'কি সব বাজে কথা বলছেন? কোন সূর্য্যবংশীই ওই রাক্ষসগুলোর সঙ্গে যোগ দেবে না। আর চন্দ্রবংশীদের দ্বারা সন্ত্রাসবাদীদের সহায়তার কথা উঠলে আপনাদেরই তার জবাবদিহি করতে হবে। স্বদ্বীপ আপনাদের নিয়ন্ত্রনাধীন!'

'যদি স্বদ্বীপের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখতেন তাহলে জানতে পারতেন আমরা মিত্র সংঘতে আবদ্ধ, আপনাদের মতো একই শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন নই। অযোধ্যা কেবল অধিরাজ। স্বদ্বীপের অন্য রাজারা কেবল যুদ্ধকালীন সুরক্ষার জন্য আমাদের শুল্ক দেয়। এছাড়া তারা নিজের ইচ্ছে মতো নিজেদের রাজ্য শাসন করে।'

'এটা কি করে সম্ভব? আপনি বলছেন যে স্বদ্বীপের সম্রাট নিজের সাম্রাজ্য শাসন করেন না?'

'দয়া করুন।' শিব তর্কটা থামাতে অনুরোধ করলেন যার জন্য তাঁর নিজের মনের মধ্যে চলা বিতর্কে প্রভাব পড়ছিল। তিনি এমন প্রশ্নের দ্বারা

বিব্রত হতে চাইছিলেন না যার উত্তর তাঁর জানা নেই। বিশেষ করে এখনও পর্যন্ত তো নয়ই।

পর্বতেশ্বর আর আনন্দময়ী সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলেন।

জানালার দিকে আবার ঘুরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'ওই ভবনটা কিসের, আনন্দময়ী?' তার সঙ্গে প্রথম কথা বলার আনন্দে প্রসন্ন হয়ে আনন্দময়ী জানালেন 'প্রভু, ওটা *রামজন্মভূমি মন্দির*, ভগবান শ্রীরামের জন্মস্থানের ওপর তৈরি।'

'আপনারা প্রভু শ্রীরামের মন্দির বানিয়েছেন?' বিস্মিত পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু তিনি তো একজন সূর্য্যবংশী ছিলেন, আপনাদের পরম শত্রু।'

'আমরা মন্দিরটা বানাইনি,' রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে আনন্দময়ী বললেন 'কিন্তু আমরা একে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে রক্ষণাবেক্ষণ করছি। তাছাড়া কি ভাবে আপনার ধারণা হল যে ভগবান রাম আমাদের পরম শত্রু? হয়তো ওনাকে ভুল পথে চালনা করা হয়েছিল, কিন্তু উনি চন্দ্রবংশীদের জন্য প্রচুর ভালো কাজও করে গেছেন। অযোধ্যায় তাঁকে ঈশ্বরের মতো শ্রদ্ধা করা হয়।'

বিস্ময়ে পর্বতেশ্বরের চোখ বড় হয়ে গেল 'কিন্তু তিনি যে চন্দ্রবংশীদের ধ্বংস করার জন্য শপথ করেছিলেন?'

'যদি তিনি ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করতেন তাহলে আজ আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না। থাকতো কি? তিনি আমাদের অক্ষত অবস্থাতেই মুক্তি দিয়েছিলেন কারণ বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা ভালো। আর আমাদের জীবনশৈলীকে তাঁর যোগ্য মনে হয়েছিল।'

পর্বতেশ্বর কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেলেন।

আনন্দময়ী তর্কে প্রাধান্য পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'ভগবান রামের পুরো নাম আপনি কি জানেন?

তাচ্ছিল্য করে পর্বতেশ্বর বললেন 'অবশ্যই জানি।'

'প্রভু শ্রীরাম, ঈক্ষাকু বংশজাত ক্ষত্রিয়। দশরথ ও কৌশল্যার সন্তান। সীতাদেবীর পতিদেবতা। . . . তাঁকে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার রূপে মানা হয়।'

'নিখুঁত', আনন্দময়ী বললেন, 'কেবল একটা ছোট্ট জিনিস বাদ গেল। সেনাপতি, আপনি একটা ছোট্ট শব্দ বাদ দিয়ে গেলেন। আপনি যেটা বাদ দিলেন সেটা হল *'চন্দ্র'*। তাঁর পুরো নাম ভগবান *রামচন্দ্র*।'

পর্বতেশ্বর ভুরু কোঁচকালেন। আনন্দময়ী বলে চললেন 'হ্যাঁ সেনাপতি, তাঁর নামের মানে হল চাঁদের মুখ। উনি আপনার চেয়ে অনেক বেশি চন্দ্রবংশী ছিলেন।'

'এটা একেবারে চন্দ্রবংশীদের মতোই দুমুখো কথা হল।' পর্বতেশ্বর তর্ক জুড়ে দিলেন 'আপনি ওনার কীর্তি ছেড়ে নাম নিয়ে পড়েছেন। প্রভু শ্রীরাম বলে গেছেন যে কোন ব্যক্তির পরিচয় তার কর্মের দ্বারাই হয়। আসলে তাঁর নামের মধ্যে চন্দ্রের কোন অর্থ হয় না। তাঁর কীর্তি সূর্য্যের সমান। তিনি সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যবংশী ছিলেন।'

'কেন, তিনি চন্দ্রবংশী ও সূর্য্যবংশী দুটোই হতে পারেন না?'

'কি বোকার মতো কথা? এটা হতেই পারে না। এটা পরস্পর বিরোধী'।

'আপনার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে কারণ আপনার একপেশে ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে এটা বুঝতে পারছেন না, পরস্পর বিরোধিতা প্রকৃতির একটা অঙ্গ।'

'না তা নয়, একটা সত্য আর তার উল্টোটা মিথ্যে নয়, এটা হওয়া অসম্ভব। জগতে এটা গ্রহণীয় নয়। একটা তরবারির খাপে কেবল একটাই তরবারি থাকে।'

'সেটা হবে যদি খাপটা ছোট হয়, আপনি কি বলতে চাইছেন ভগবান রাম দুটো আলাদা পরিচয় নিয়ে থাকার মতো বড় ছিলেন না?

'আপনি খালি শব্দ নিয়ে খেলা করছেন।'

শিব এগুলো শোনা বন্ধ করলেন। জানালার দিকে ঘুরলেন। মন্দিরের দিকে তাকালেন। একটা আকর্ষণ তিনি শরীরের প্রতিটি লোমকুপে অনুভব

করতে পারছিলেন। আত্মাতে অনুভব করতে পারছিলেন। তিনি অন্তরাত্মার ফিসফিসানি শুনতে পারছিলেন।

প্রভু শ্রীরাম তোমায় সাহায্য করবেন। তিনি তোমায় পথ দেখাবেন। তিনি তোমায় যন্ত্রণা উপসম করবেন। তাঁর কাছে যাও।

— ⅄◎ꝡ⍏⊛ —

তৃতীয় প্রহরের তৃতীয় ঘন্টার সময়ে শিব লুকিয়ে অযোধ্যার ব্যস্ত পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। প্রভু শ্রীরামের দর্শনে চলেছিলেন তিনি। সতী সাথে আসতে চাননি। তিনি জানতেন যে শিব একাই যেতে চান। শিব নিজের সুরক্ষার জন্য গলবন্ধ ও চাদর পরেছিলেন, সাবধানতার জন্য ঢাল ও তলোয়ারও সঙ্গে ছিল। চন্দ্রবংশী রাজধানীর বিচিত্র দৃশ্য ও গন্ধ গ্রহণ করতে করতে মন্থর গতিতে যাচ্ছিলেন। কেউই তাঁকে চিনতে পারছিল না। তিনি এটাই চেয়েছিলেন।

মনে হচ্ছিল যে অযোধ্যাবাসীরা সামান্যতম আত্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়াই জীবনযাপন করে। অত্যাধিক জোরে আবেগপূর্ণ চিৎকার সর্বদাই ওনার কানে এমনভাবে আঘাত করেছিল যেন খুব খারাপ একটা ঐকতান? তাঁর চেতনাকে বিকল করার চেষ্টা করছে। সাধারণ লোকেরা এমন জোরে হা হা করে হাসছিল যেন মনে হচ্ছিল এক বোতল মদ খেয়েছে অথবা এমন মারামারি করছিল যেন মনে হচ্ছিল ওটার ওপরই তাদের জীবন নির্ভর করছে। চলার পথে বহুবার শিবের ধাক্কা লেগেছিল, কেননা লোকেরা তাড়াতাড়িতে না দেখে চলছিল, উল্টে অশ্লীল গালিগালাজ কিংবা অন্ধ এমন সব মন্তব্য শুনতে হচ্ছিল। দোকানে দোকানে ক্রেতারা উন্মত্তের মতো বিক্রেতার সঙ্গে এমন দর কষাকষি করছিল যেন সামান্য মূল্যের জন্য হাতাহাতি লেগে যাবে। এই উন্মত্ততা কেবলমাত্র মূল্য কমানোর জন্য নয়, দর কষাকষিটাই এখানকার রীতি।

শিব খেয়াল করলেন যে পথের ধারে এক ছোট উদ্যানে যুগলদের ভিড়, আর তারা অবর্ণনীয় কার্যকলাপে লিপ্ত। তারা এতটাই নির্লজ্জ যে পথ থেকে উদ্যানে কারা দেখছে তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। দেখে বিস্মিত হলেন যে যারা দেখছে তারা প্রতিবাদের ভাব নিয়ে দেখছে না, উপভোগ করার জন্যই

দেখছে। মেলুহার তুলনায় এখানে একেবারে উল্টো ব্যাপার দেখলেন কেননা মেলুহাতে প্রকাশ্য স্থানে কোন নারীপুরুষ আলিঙ্গনে আবদ্ধও হতো না।

হঠাৎ তিনি পিছন থেকে একটা মেয়েলি হাতের ছোঁয়া পেয়ে আশ্চর্য্য হলেন। চকিতে পিছনে ঘুরতেই একজন যুবতী তাঁর দিকে চোখ মেরে হাসতে লাগল। কিছু করার আগেই দেখলেন এক বয়স্ক মহিলাকে যে এই মেয়েটির ঠিক পিছনেই। এই মহিলাকে যুবতীর মা ভেবে, ঘটনাটা অসাবধানবশতঃ হয়ে থাকবে ভেবে আমল দিতে চাইলেন না। তিনি যেই ফিরেছেন আবার পিঠে হাতের স্পর্শ পেলেন। এবার এটা ইচ্ছে করে ও ভালোভাবেই। তিনি ঘুরে দেখতেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন দেখে যে ওই বয়স্ক মা তাঁর দিকে কামুকতার দৃষ্টিতে চেয়ে হাসছে। হতবুদ্ধি শিব তাড়াতাড়ি পথে নেমে ওখান থেকে চলে গেলেন, পাছে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

আকাশছোঁয়া রামজন্মভূমি মন্দির লক্ষ্য করে সামনে হেঁটে চলেছিলেন। মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই অযোধ্যার অজেয় প্রচণ্ড কোলাহল অদ্ভুতভাবে কমে এল। জায়গাটা ধনী লোকদের এলাকা বলে মনে হল। শান্ত পরিবেশ, সুন্দর সুন্দর বড় বড় বাড়ি, গাছে ঢাকা পথ। ডানদিকে ঘুরে যে বড় পথে এসে পড়লেন সেটা সিধে তাঁর গন্তব্যস্থলের দিকে চলে গেছে। একটা সুন্দর বাঁক নিয়ে পথটা পাহাড়ে উঠে গেছে। অযোধ্যায় রাজপথ ছাড়া এটাই বোধহয় একমাত্র পথ যেখানে বড় বড় গর্ত নেই। দুধারে বড় বড় গুলমোহর গাছ। যাদের কমলা রঙের পাতার উজ্জ্বলতায় সারা পথ ঝক্‌মক্ করছে। পরিশ্রান্ত ও বিশ্বাস হারানো দর্শনার্থীদের যেন আলোর দিশা দেখাচ্ছে। এই পথ দিয়ে গেলে তারা তাদের উত্তর খুঁজে পাবে। প্রভু শ্রীরামের দেখানো পথে যেতে পারবে।

হৃদয়ে একটা উদ্বেগের সঞ্চার হতেই শিব চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে শ্বাস নিলেন। কি তিনি পাবেন? শান্তি পাবেন? উত্তর খুঁজে পাবেন? যেমনটি আশা করেছিলেন সেই ভালোটা, যেটা এখনো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না? নাকি শুনতে পাবেন যে তিনি ভয়ানক ভুল করে হাজার হাজার লোকের অনর্থক মৃত্যুর কারণ হয়েছেন। আস্তে করে চোখ খুললেন, নিজেকে শক্ত করলেন এবং প্রভুর নাম জপ করতে করতে হাঁটতে শুরু করলেন।

রাম রাম রাম রাম।

কিছুদূর উঠেছেন, শিবের জপ করায় বাধা পড়ল। পথের বাঁকে একজন বিবর্ণ বুড়ো লোককে দেখতে পেলেন। সারা গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন খেতে পায়নি। গোড়ালিতে ঘা, যেটা আদ্রতা আর চিকিৎসার অভাবে দূষিত হয়ে গেছে। পরণে চটের একটা বস্তা অদ্ভুতভাবে কোমরে আটকানো আর কাঁধ থেকে দড়ি দিয়ে কোনরকমে বাঁধা। পথের ধারে বসে তার শীর্ণ ডান হাতে বাধা দিয়ে ভীষণভাবে মাথা চুলকে উকুনদের বাধা দিয়ে চলেছে। দুর্বল বাঁহাতে কোন রকমে ধরা একটা কলাপাতা, যাতে একটা রুটির টুকরো আর কিছু খিচুড়ি রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল সস্তার কোন ভোজনালয় থেকে আনা কোন দোষী অথবা কোন দানী আত্মার দান। এই ধরনের খাবার মেলুহাতে কোন পশুকেও খেতে দেওয়া হবে না।

প্রচণ্ড রাগে শিবের শরীর রি রি করে উঠল। প্রভু শ্রীরামের ঘরের দ্বারে এই বুড়ো শুধু ভিক্ষেই করছে না উপরন্তু অসুস্থ হয়ে ভুগছে আর কেউ সেটা গ্রাহ্য করছে না। কি ধরনের প্রশাসন এমন কাজ করতে পারে? মেলুহাতে প্রশাসন যত্ন করে প্রত্যেক নাগরিককে লালন-পালন করে। ওখানে প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যর ব্যবস্থা রয়েছে। বিনা আশ্রয়ে কেউ থাকে না। প্রশাসন সত্যি করে কাজ করে। দেবগিরিতে বাস করলে এই বুড়ো লোকটিকে এমন অপমান কখনোই সহ্য করতে হতো না। রাগ পড়ে যেতে শিব নতুনভাবে চিন্তা করার একটা প্রেরণা পেলেন। তার ফলে অনুভব করলেন তিনি তাঁর উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। বুঝতে পারলেন যে পর্বতেশ্বর ঠিকই বলেছিলেন। চন্দ্রবংশীরা বোধহয় খারাপ না কিন্তু তাদের জীবন শৈলীটা ভালো না। সূর্য্যবংশী ব্যবস্থা নাটকীয়ভাবে ওদের জীবনধারাকে উন্নত করে দিতে পারতো। পর্বতেশ্বর যখন মরণোন্মুখ চন্দ্রবংশী প্রশাসনকে ঘসেমেজে শান দেবে চারিদিক তখন প্রাচুর্য্য ও সমৃদ্ধিতে ভরে যাবে। এই যুদ্ধের ফলে ভালো কিছু বেরিয়ে *আসবেই*। তিনি হয়তো ভয়ংকর কোন ভুল করেন নি। প্রভু শ্রীরামকে তিনি এজন্য ধন্যবাদ জানালেন। তিনি ভাবলেন যে তাঁর উত্তর পেয়ে গেছেন।

কিন্তু ভাগ্য তাঁকে সামান্য সান্ত্বনা পুরস্কার দিতেও অস্বীকার করলো। বুড়ো ভিখারি খেয়াল করলো যে শিব তার দিকে তাকিয়ে আছেন। শিবের

দয়ালু দৃষ্টি ও করুণাভরা হাসি ঐ ভিখারির অভুক্ত গালেও জীবনের আনন্দ ভরে দিল এবং প্রত্যুত্তরে সেও হেসে উঠল। কিন্তু তার হাসি ভিক্ষে চাওয়ার হাসি নয়। আপনাতে শান্তি পাওয়া একটা মানুষের স্বাগত জানানোর হাসি। শিব দেখে আশ্চর্য্য হলেন।

বুড়ো লোকটি এরপর এক গাল হেসে কষ্ট করে দূর্বল হাত তুলে বলল 'তুমি কি কিছু খেতে চাও, বাছা?'

শিব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যার প্রতি দয়া আর করুণা দেখাচ্ছিলেন সেই চরম দূর্দশাগ্রস্ত হতভাগ্য মানুসটির এমন মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে নিজেকে তাঁর খুব ছোট মনে হতে লাগল।

শিবের হতভম্ভ অবস্থা দেখে সে আবার বলল 'আমার সঙ্গে খাবে বাবা? দুজনের জন্য অনেক আছে। অভিভূত হয়ে যাওয়া শিব কথা বলার মতো শক্তি খুঁজে পেলেন না। একজনের খাওয়ার মতো খাবারই নেই। কেন এই লোকটি ওর অত কম খাবারের থেকে ভাগ দিতে চাইছে? বোঝা খুবই কঠিন। শিব শুনতে পাননি ভেবে লোকটি এবার একটু জোরে বলল 'এসো বাছা, আমার কাছে বসো, খাও।'

মাথা নাড়তেও শিবের শক্তি খুঁজতে হচ্ছিল, 'না ঠিক আছে, ধন্যবাদ বাবা'।

বৃদ্ধের মুখটা ম্লান হয়ে গেল 'খাবারগুলো ভালো।' তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে কতটা দুঃখ পেয়েছে 'না হলে তোমায় বলতাম না।'

শিব বুঝলেন বুড়োর আত্মাভিমানে আঘাত করেছেন। তিনি ভিখারির মতো ব্যবহার করে ফেলেছেন—'না না, তা নয়, আমি তা বলতে চাইনি, আমি জানি খাবারগুলো ভালো। আমি যেটা ....' লোকটি শিবের কথায় বাধা দিয়ে একগাল হেসে বলল 'বেশ তবে আমার কাছে বসো বাছা।'

শিব মাথা নেড়ে সেখানে বসলেন। বুড়ো তখন শিবের দিকে ফিরে খাবার শুদ্ধু কলাপাতাটা দুজনের মধ্যিখানে মাটিতে রাখল। শিব রুটি আর খিচুড়ির দিকে দেখলেন, যেগুলো মানুষের খাবার যোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। বুড়ো লোকটি শিবের দিকে চাইলেন, তার আধা-অন্ধ চোখ আনন্দে ঝকমক করছিল, 'খাও।'

শিব একটুকরো রুটি ডালিয়াতে ডুবিয়ে মুখে চালান করে দিলেন। সহজেই সেটা গলা দিয়ে নেমে গেল, কিন্তু মনের ওপর ভীষণ ভার চাপিয়ে দিয়ে নামল। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন এই বৃদ্ধ যত দীপ্তিমান হয়ে উঠছেন ততই তাঁর নিজের ন্যায় পরায়ণতা যেন নিংড়ে শরীর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

'খাও খাও বাছা। এত কম খেলে তোমার এমন বিশাল তাগড়া চেহারা রাখবে কি করে?'

বিস্ময়ে শিব বুড়ো লোকটির দিকে কিছুক্ষণ দেখলেন; শীর্ণ বাহুগুলোর পরিধি শিবের কবজীর চেয়ে সরু। বুড়ো লোকটি খুবই ছোট ছোট গ্রাসে খাচ্ছিল, শিবকে বড়ো বড়ো টুকরো দিচ্ছিল। তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল—চোখ জলে ভরে এল। বুড়োর দেওয়া খাবার তাড়াতাড়ি খেতে লাগলেন খাবার শেষ হতে বেশি সময় লাগলো না।

স্বাধীনতা। হতভাগ্যেরও মর্যাদা পাওয়ার অধিকার যা মেলুহার শাসনব্যবস্থায় অসম্ভব।

'পেট ভরেছে তো বাছা?'

শিব মাথা নাড়লেন, বুড়োর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না।

'ভালো, এবার যাও। মন্দিরে যাওয়ার পথটা অনেকটা।'

শিব চোখ তুলে তাকালেন, স্তম্ভিত করার মতো মহত্বের দেখা পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। বৃদ্ধলোকটির তোবড়ানো গাল স্নেহ ভরা হাসিতে ভরে উঠল। সে বুভুক্ষার শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও অপরিচিত একজনকে নিজের প্রায় পুরো খাবারটাই দিয়ে দিয়েছিল। অধার্মিকের মতো আগে যে সব কথা বলেছিলেন তার জন্য শিব নিজেকেই অভিশাপ দিতে লাগলেন। এই রকম একটা মানুষকে 'রক্ষা' করার কথা ভাবছিলেন। শিব দেখলেন যে তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে গেছেন, যেন কোন মহান শক্তির সেইরকমই ইচ্ছে। হাত বাড়িয়ে বুড়ো লোকটির পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

বুড়ো লোকটি হাত তুলে শিবকে মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন ' বাছা যা খুঁজছো সেটা যেন পাও।'

শিব উঠে পড়লেন, একটা অপরাধবোধে তাঁর গলা বুজে আসছিল। বুড়ো মানুষটির উদারতায়—নিজের ভুল ন্যায়বোধের ভারে শিবের আত্মা ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি সঠিক উত্তর খুঁজে পেলেন। যা করেছেন তা ভুল। একটা বড় ভুল করে ফেলেছেন। এই মানুষগুলো খারাপ হতেই পারে না।



অধ্যায় ২৬

চরম প্রশ্ন

রাম জন্মভূমি মন্দিরে যাবার পথটা পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে গিয়ে মন্দিরে শেষ হয়েছে। সেইখান দিয়ে নিচের নগরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু শিব কিছুই দেখলেন না। বিশাল মন্দিরের অসাধারণ নির্মাণ-শৈলী অথবা তার চারিদিকে সুন্দর জমকালো উদ্যান তিনি দেখলেন না। মন্দিরটা যেন সাদা মর্মর পাথরে লেখা একটা বিশুদ্ধ কবিতা—যা কোন দেব-স্থপতির রচনা। স্থপতি এক বিরাট সোপান নির্মাণ করেছিলেন যা মূল মন্দিরের বেদীতে উঠে গেছে। যা বিস্ময়কর রকমের সুন্দর আর আমন্ত্রণের হাতছানি দিচ্ছে।

বেদীতে শান্ত নীল ও ধূসর রঙের বড় বড় অলংকৃত কয়েকটি মূর্তি খোদাই করা ছিল। মন্দিরের ভিতরের ছাদ নীল মর্মরে তৈরি আর এই ছাদকে ধরে রেখেছিল কারুকার্য্যময় থাম। স্থপতি জানতো যে সকালই ছিল ভগবান রামের প্রিয় সময়। সকালবেলা আকাশের রূপ যেমন হয়, মন্দিরের ভিতরের ছাদে তেমন চিত্রই আঁকা ছিল। দুশো হাত উঁচু মন্দিরের চূড়ো যেন দেবতাদের নমস্কার জানাচ্ছে। স্বদ্বীপবাসীরা তাদের নিজেদের রুচি অনুযায়ী চটকদারী ব্যাপার মন্দিরে ঢোকায় নি। ভগবান রামের পছন্দসই প্রশান্ত সুন্দর এক ভাব সমস্ত মন্দিরে বিরাজ করছিল।

শিব এসব কিছুই দেখলেন না। মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে কারুকার্য্যময় সুন্দর মূর্তিগুলিও দেখলেন না। প্রিয়পাত্র পরিবৃত হয়ে ভগবান রামের মূর্তি গর্ভগৃহের মধ্যিখানে বিরাজ করছে। তাঁর ডানদিকে প্রিয় পত্নী সীতা, বাঁদিকে একনিষ্ঠ ভাই লক্ষণ, ভগবান রামের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে রয়েছেন তাঁর প্রিয় ভক্ত *পবনপুত্র* হনুমান। যিনি *বায়ুপুত্র গোষ্ঠীর*।

ভগবান রামের মূর্তির চোখের দিকে চাইবার শক্তি শিব পেলেন না—কি রায় তিনি পাবেন সেই ভয়ে। বিষাদগ্রস্থ হয়ে একটা থামে ঠেসান দিয়ে বসলেন। নিজের অপরাধবোধকে যখন আর চেপে রাখতে পারলেন না তখন চোখের জল আর ধরে রাখতেও পারলেন না। কান্না থামাতে চেষ্টা করলেও চোখের জলের বাঁধ ভেঙে গেল। অনুতাপে নিজের মুঠি কামড়াতে লাগলেন। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসলেন।

শিব নিজের দুঃখে ডুবে থাকায় এক দয়ালু হাতের ছোঁওয়া বুঝতে পারলেন না। কোন প্রতিক্রিয়া না পেয়ে হাতটি তাঁর কাধে একটু চাপ দিল। হাতের ছোঁওয়া চিনতে পারলেও মাথাটা নিচু করেই রাখলেন। চোখের জলে ভেজা নিজের দূর্বলতাটা কাউকে তিনি দেখাতে চাইছিলেন না। নম্র ও বয়সের ছাপে ভরা হাতটি সরে গেল, হাতের অধিকারী শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে রইলেন যতক্ষণ না শিব নিজেকে সামলে নিলেন। শিব সামলে নেওয়ার পর তিনি সামনে এলেন এবং বসলেন। বিষন্ন শিব তখন প্রথামতো পণ্ডিতকে নমস্কার করলেন। মেরুর ব্রহ্মা মন্দির ও মোহন-জো-দারোর মোহন মন্দিরের পণ্ডিতদের মতনই এনার চেহারা। লক্ষ্য করলেন একই রকম লম্বা দাড়ি ও চুল। অন্য পণ্ডিতদের মতোই গেরুয়া ধুতি অঙ্গবস্ত্র পরা। জ্ঞানগর্ভ মুখে প্রশান্ত হাসি। একটাই পার্থক্য যে এনার বেশ মোটা চেহারা।

চিরাচরিত ভারতীয় প্রথায় সহানুভূতির দৃষ্টিতে মাথা হেলিয়ে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন 'এটা কি এতটাই খারাপ?'

চোখ বুঝলেন আর আবার মাথা নিচু করলেন, পণ্ডিত ধৈর্য্য ধরে শিবের উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন।

'আপনি জানেন না আমি কি করেছি!'

'আমি অবশ্যই জানি।'

শিব পণ্ডিতের দিকে চোখ তুলে তাকালেন, চোখে বিস্ময় আর লজ্জা।

'আমি জানি আপনি কি করেছেন, হে নীলকণ্ঠ।' পণ্ডিত বললেন, 'আর আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি, এটা কি এতটাই খারাপ?'

'আমায় নীলকণ্ঠ বলে ডাকবেন না' তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে শিব বললেন,

'আমি তার যোগ্য নই। আমার হাতে হাজার হাজার মানুষের রক্ত লেগে রয়েছে।'

'হাজারের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ মারা গেছে', পণ্ডিত বললেন 'লক্ষাধিক হবে বোধহয়, কিন্তু আপনি কি ভাবছেন যে আপনি না থাকলে ওরা মারা যেত না? আপনার হাতে কি সত্যিই ওদের রক্ত লেগে রয়েছে?'

'অবশ্যই রয়েছে! এটা ছিল আমার মূর্খতা যার জন্য যুদ্ধটা হল। কি করছিলাম সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। একটা গুরুদায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটার যোগ্য আমি ছিলাম না। তার ফলে শত সহস্র জন প্রাণ হারালো!'

শিব মুঠি পাকিয়ে নিজের কপালে আঘাত করলেন, মরিয়া হয়ে কপালের অসহ্য তাপ কমানোর চেষ্টা করলেন।

শিব কপালে দুচোখের মধ্যিখানে ফুটে ওঠা একটা লাল দাগ দেখে পণ্ডিত একটু অবাক হলেন। এটা রক্ত জমে যাওয়ার দাগ নয়। অনেক বেশি গাঢ় ধরনের, প্রায় কালচে রঙের। পণ্ডিত নিজের বিস্ময়কে নিয়ন্ত্রণ করলেন আর চুপ করে রইলেন। এটা বলার সঠিক সময় এখন নয়।

'আমার জন্যই এইসব হয়েছে' শিব বিলাপ করতে লাগলেন। চোখ আবার জলে ভরে গেল। 'সব আমার ভুল।'

শান্ত গলায় পণ্ডিত বললেন 'সৈনিকরা সব ক্ষত্রিয় বন্ধু। কেউই তাদের মরবার জন্য জোর করে না। ঝুঁকি আছে জেনেই তারা তাদের পথ বেছে নেয়। *আর* তার সঙ্গে থাকে কীর্তিমান হওয়ার সম্ভাবনা। নীলকণ্ঠ এমন নন যে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দায়িত্ব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায়। আপনিই এটা *চয়ন* করেছিলেন। এই জন্য আপনার *জন্ম* হয়েছিল।

শিব বিস্মিত হয়ে পণ্ডিতের দিকে তাকালেন 'এই জন্য জন্ম হয়েছিল?'

পণ্ডিত শিবের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, 'সবকিছুই ঘটে কোন কারণের জন্য, আপনি যে এই অশান্তির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তার পেছনেও দৈব পরিকল্পনা আছে।'

'কি এমন দৈব পরিকল্পনা যার ফলে এত লোকের মৃত্যু হয়?'

'অশুভের বিনাশ? আপনি কি এটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলবেন না?'

'কিন্তু আমি তো অশুভের বিনাশ করিনি!' চেঁচিয়ে শিব বললেন, 'ওই লোকেরা খারাপ নয়। *কেবল ভিন্ন ধরনের* ভিন্ন রকমের হওয়া মানে খারাপ নয়।'

পণ্ডিতের মুখ হেঁয়ালিপূর্ণ হাসিতে ভরে উঠল। 'ঠিক, তারা খারাপ নয়। তারা কেবল ভিন্ন রকমের। আপনি এটা খুব তাড়াতাড়িই অনুভব করতে পেরেছেন বন্ধু। আগের মহাদেবের চেয়ে অনেক আগে।'

পণ্ডিতের কথায় শিব বিহ্বল হলেন।

'ভগবান রুদ্র?'

'হ্যাঁ, ভগবান রুদ্র।'

'কিন্তু তিনি তো অশুভর বিনাশ করেছিলেন। তিনি অসুরদের বিনাশ করেছিলেন।'

'কে বলেছে অসুরেরা খারাপ ছিল?'

'আমি এটা পড়েছিলাম ....' বলতে গিয়ে মাঝখানে শিব থেমে গেলেন। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন।

'হ্যাঁ', পণ্ডিত হেসে বললেন 'আপনি ঠিকই অনুমান করতে পেরেছেন। যেমন সূর্য্যবংশীরা ও চন্দ্রবংশীরা একে অপরকে খারাপ বলে ভাবে, তেমনি দেবতা আর অসুরেরাও ভাবতো। আপনি যদি দেবতাদের লেখা একটা পুস্তক পড়েন তাহলে তাতে অসুরদের সম্পর্কে কেমনভাবে বর্ণনা করা থাকবে সেটা কি ভেবেছেন?'

'আপনি বলছেন যে তারা আজকের সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশীদের মতো ছিল?'

'যতটা আপনি কল্পনা করতে পারেন তার চেয়েও বেশি। দেবতা এবং অসুরেরা সূর্য্যবংশী আর চন্দ্রবংশীদের মতো দুটি সমতুল্য জীবন-শক্তির প্রতিরূপ—দ্বিত্ব।'

'দ্বিত্ব?'

'একটা দ্বিত্ব—পুরুষশক্তি ও স্ত্রীশক্তি, যা জগতের বহুক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়।

অসুরেরা এবং সূর্য্যবংশীরা পুরুষ শক্তির প্রতীক আর দেবতারা এবং চন্দ্রবংশীরা স্ত্রী শক্তির প্রতীক। তাদের নাম বদলে গেছে কিন্তু তাদের জীবন-শক্তির মূর্ত রূপ একই থেকে গেছে। এগুলো চিরকাল থাকবে। এর যে কোন একটা নষ্ট হয়ে যাবে তার উপায় নেই। তাহলে ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়ে যাবে।

'আর তারা তাদের এই লড়াইকে শুভ অশুভের মধ্যে চিরন্তন লড়াই হিসেবে দেখে আসছে।

'একেবারে ঠিক' পণ্ডিতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই চরম মানসিক কষ্টের মধ্যেও শিবের এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। 'কিন্তু তারা সব সময় লড়াই করেনি। কখনো কখনো তাদের মধ্যে সহযোগিতাও ছিল। শত্রুতার সময় মানে যখন সাধারণত অশুভ শক্তির আবির্ভাব হয় তখন একে অন্যকে দোষারোপ করাও সহজ হয়। দুটো ভিন্ন ধরনের জীবনশৈলীর মধ্যে যখন মত-পার্থক্য হয় তখন সেটা শুভ ও অশুভর যুদ্ধ হিসাবে প্রকাশ পায়। চন্দ্রবংশীরা সূর্য্যবংশীদের চেয়ে আলাদা বলে তার মানে এই নয় যে তারা খারাপ। নীলকণ্ঠকে বাইরের লোকই হতে হলো কেন?

'কারণ তাহলে তাকে কোন একদিকের পক্ষপাতিত্ব করতে হবে না' শিব বললেন, তাঁর চোখের সামনে থেকে একটা আবরণ সরে গেল।

'ঠিক! নীলকণ্ঠকে এই সবের ওপরে থাকতে হবে। তাকে যে কোন রকম পক্ষপাতহীন হতে হবে।'

'কিন্তু আমি পক্ষপাতিত্বের বাইরে ছিলাম না, আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল যে চন্দ্রবংশীরা খারাপ, হয়তো আনন্দময়ী যা বলেছিল তাই ঠিক। হয়তো আমি সরল প্রকৃতির, সহজেই ভুল পথে চালিত হই।'

'নিজের প্রতি অতো কঠোর হবেন না বন্ধু, আপনি সব কিছু জেনেশুনে আকাশ থেকে পড়েননি, পড়েছেন কি? যেকোন এক পক্ষের হয়েই আপনাকে আসতে হতো। আর যে পক্ষের হয়েই আপনি এই সমীকরণে আসতেন

তাদের দৃষ্টিকোণের রং দিয়ে দেখতেন যে অপর পক্ষ খারাপ। আপনার ভুলটা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছেন। অনেক দেরি হয়ে যাবার আগে ভগবান রুদ্র এটা বুঝতে পারেননি। তারা খারাপ নয়, শুধু আলাদা, এই সহজ ব্যাপারটা উপলব্ধি করার আগেই তিনি অসুরদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন।'

'*প্রায়* নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন? আপনি বলতে চাইছেন যে কিছু অসুর এখনও রয়েছে?'

পণ্ডিত রহস্যের হাসি হাসলেন, 'ওই আলোচনাটা অন্য সময়ের জন্য থাক বন্ধু। যে বিষয়টা বোঝার দরকার ছিল সেটা হল যে আপনি প্রথম মহাদেব নন যিনি ভুল পথে চালিত হয়েছিলেন এবং আপনিই শেষ নন। ভাবুন তো, আপনারই এমন হচ্ছে, তাহলে ভগবান রুদ্রের কেমন অপরাধবোধ হয়েছিল?'

শিব চুপ করে রইলেন, দৃষ্টি নিচের দিকে। ভগবান রুদ্রের দোষ জেনে তাঁর নিজের লজ্জা যা আত্মাকে ব্যথিত করছিল সেটা কমলো না। তাঁর ভাবনা বুঝতে পেরে পণ্ডিত বলে চললেন 'ওই পরিস্থিতিতে আপনি সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। কথাগুলো হয়তো মনপুতঃ হচ্ছে না। কিন্তু নীলকণ্ঠ হওয়া সহজ নয়। আপনাকে এই অপরাধবোধের বোঝা বইতে হবে। আমি জানি আপনি কেমন মানুষ, এটা খুব ভারি *লাগবেই*। আপনার উচিত হবে এই বোঝাটা বা যন্ত্রণাটাকে অবজ্ঞা না করা। এটা করার পক্ষে আপনার হৃদয় বড্ড বেশি কোমল। এই যন্ত্রণাবোধ নিয়েও আপনার লক্ষ্য হবে নিজের কর্মে ও কর্তব্যে স্থির থাকা। এটাই মহাদেবের ভাগ্য আর কর্তব্য।' 'কিন্তু আমি কেমন ধরনের মহাদেব? কিসের জন্য আমাকে প্রয়োজন? কি করে অশুভের বিনাশ করবো, যদি জানতেই না পারি যে অশুভ কি?'

'কে বলেছে যে আপনার কাজ হল অশুভের বিনাশ করা?'

চমকে উঠে শিব পণ্ডিতের দিকে তাকালেন। উনি এই শব্দের খেলাগুলো ঘৃণা করতেন যা এইসব পণ্ডিতেরা হয়তো ভালোবাসেন।

শিবের দৃষ্টিতে রাগের ঝলক দেখেই পণ্ডিত বিষয়টা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে দিলেন, 'অশুভর যে শক্তি তাকে অধিক মূল্যায়ন করা হয়েছে বন্ধু।

সেটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া খুব একটা শক্ত নয়। এর জন্য যেটা করতে হবে সেটা হল এই যে কয়েকজন ভালোলোক মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। বাস্তবক্ষেত্রে যখনই অশুভশক্তি মাথা চাড়া দিয়েছে তার ভাগ্যের একই পরিণাম হয়েছে। তাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।'

'তাহলে আমাকে প্রয়োজন কেন?'

'আপনার প্রয়োজন চূড়ান্ত কাজের জন্য: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরটা দেওয়া জন্য।'

'সেটা কি?'

'অশুভ *কি*?'

'অশুভ কি?'

'হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়ে গেছে', পণ্ডিত বলতে লাগলেন, 'এবং ভবিষ্যতে অনেক যুদ্ধ হবেও। এটাই জগতের নিয়ম। কিন্তু মহাদেবই হলেন একমাত্র যিনি এই যুদ্ধকে শুভ ও অশুভের মধ্যে যুদ্ধতে পাল্টে দিতে পারেন। একমাত্র মহাদেবই অশুভকে চিন্তে পেরে মানুষকে তার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। যাতে না তার আগে অশুভ শক্তি তার কুৎসিত মাথা তুলে সমস্ত জীবন বিনষ্ট করে ফেলে।'

'কিন্তু কেমন করে আমি অশুভকে চিন্তে পারবো?'

'আমি সেখানে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না বন্ধু, আমি মহাদেব নই। এটা এমন একটা প্রশ্ন যার উত্তর আপনাকেই খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু আপনার হৃদয় আছে, আপনার মন আছে। সেগুলো খোলা রাখুন তাহলে অশুভ আপনার সামনে দেখা দেবে।

'দেখা দেবে?'

'হ্যাঁ'। পণ্ডিত ব্যাখ্যা করলেন 'আপনার সঙ্গে অশুভের সম্পর্ক আছে। সে আপনার কাছে আসবে। আপনাকে হৃদয় আর মন খোলা রাখতে হবে যাতে যখন সে প্রকট হবে তখন যেন তাকে চিনতে পারেন। আমার একটাই পরামর্শ। অশুভকে চেনার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করবেন না। অপেক্ষা করুন।

সে আপনার কাছে *আসবেই।*'

শিব ভুরু কোঁচকালেন। নিচের দিকে তাকিয়ে এই অদ্ভুত আলোচনাটা আত্মস্থ করতে চেষ্টা করলেন। কোন দিশা খুঁজে পাবার জন্য প্রভু শ্রীরামের মূর্তির দিকে তাকালেন। যেমনটি আশা করেছিলেন তেমন কোন মীমাংসা-সূলভ দৃষ্টি দেখতে পেলেন না। তার বদলে দেখতে পেলেন এক উষ্ণ, উৎসাহদায়ক হাসিমুখ।

'আপনার যাত্রা শেষ হয়ে যায়নি বন্ধু। এক দমই নয়। এটা সবে শুরু। আপনাকে নিরন্তর চলতে হবে। নাহলে অশুভ বিজয়ী হয়ে যাবে।'

শিব একটু ভরশা পেলেন। তার মনে হলো না যে বোঝাটা হালকা হল। কিন্তু সেটা বহন করার মতো যথেষ্ট শক্তি পেয়েছেন তা অনুভব করতে পারলেন। তাঁকে একেবারে শেষ পর্যন্ত চলতে হবে।

শিব পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন 'কে আপনি?'

পণ্ডিত হেসে বললেন 'আমি জানি যে উত্তরটা আপনাকে দেওয়া হবে বলে কথা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের মধ্যে কেউ এই অঙ্গীকার করেছিলেন। আমি সেটা ভাঙতে চাই না।' শিব উত্তরের জন্য চুপ করে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমরা বাসুদেব।'

'বাসুদেব?'

'হ্যাঁ। প্রত্যেক বিষ্ণুই একটি করে গোষ্ঠীকে রেখে গেছেন দুটো কর্তব্য পালন করার জন্য।'

শিব পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'প্রথম কর্তব্য হল পরবর্তী মহাদেবকে সাহায্য করা যদি তিনি আবির্ভূত হন।'

'আর দ্বিতীয়?'

'আর দ্বিতীয় হল—যখনই প্রয়োজন হবে তখন আমাদেরই মধ্যে কেউ একজন বিষ্ণু হবেন। সপ্তম বিষ্ণু ভগবান রাম এই কাজের ভার তার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি প্রভু বাসুদেবকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁর অনুগামী, আমরা

বাসুদেবের গোষ্ঠী।'

শিব এক দৃষ্টে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তথ্যগুলোয় নিহিতার্থ বুঝে নিচ্ছিলেন। একটা কথা হঠাৎ মনে আসায় তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন 'মহাদেবও কি কোন গোষ্ঠী রেখে গেছেন? ভগবান রুদ্রও কি রেখে গেছেন?'

পণ্ডিত হাসলেন, শিবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে তার মনে ছাপ পড়লো। মোহন-জো-দারোর সচিব ঠিকই ছিলেন। *এই ব্যক্তি মহাদেব হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।*

হ্যাঁ, ভগবান রুদ্রও গোষ্ঠী তৈরি করে গেছিলেন। বায়ুপুত্র গোষ্ঠী।

'বায়ুপুত্র? শিব জানতে চাইলেন। নামটা তাঁর কাছে কেমন যেন চেনা লাগছিল।

পণ্ডিত শিবের কাঁধে হাত রেখে বললেন। 'অন্য সময়ের জন্য এটা তোলা থাক বন্ধু। আমার মনে হয় আজকে অনেক কথা বলা হয়েছে। ঘরে ফিরে যান।এখন আপনার প্রয়োজন স্ত্রীর মানসিক সহায়তা। কালকের কথা কালকে ভাবলেই হবে এবং আপনার কার্য্যক্রম ততক্ষণের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। এবার এখনকার মতো ঘরে ফিরে যান।'

শিব হাসলেন। দুর্বোধ্য হাসি—তাঁর সরল তিব্বতী উপজাতীয় চরিত্রের সঙ্গে সেটা খাপ খেলো না। কিন্তু এখন তো তিনি ভারতীয়। ঝুঁকে পড়ে পণ্ডিতের পা স্পর্শ করলেন। পণ্ডিত মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করা মৃদু স্বরে বললেন 'বিজয়ী ভবঃ, জয় গুরু বিশ্বামিত্র, জয় গুরু বশিষ্ঠ।' শিব মাথা ঝুঁকিয়ে শিষ্টতার সঙ্গে আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। উঠে পড়লেন, পিছনে ঘুরে মন্দিরের সিঁড়ির দিকে হাঁটতে থাকলেন। দালানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঘুরে পণ্ডিতের দিকে আরেকবার দেখলেন। পণ্ডিত হাঁটু গেড়ে বসে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছিলেন, যেখানে এতক্ষণ শিব দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিব মাথা নেড়ে মৃদু হাসলেন। পণ্ডিতের পিছনে প্রভু শ্রীরামের মূর্তির দিকে তাকালেন, দুহাত জোড় করে প্রণাম জানালেন।

তাঁর বোঝা হালকা হয়েছে মনে হলো না। কিন্তু এটা বহন করার মতো ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন অনুভব করলেন।

তিনি ফিরে আবার নামতে শুরু করলেন। নিচে পৌঁছে আশ্চর্য্য হলেন

এই দেখে যে প্রাঙ্গণের মধ্যিখানে একটা অপ্সরার মূর্তির গায়ে হেলান দিয়ে সতী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি হেসে ফেললেন। এই সময় ওকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে ইচ্ছে করছিলো না।

সতীর দিকে যেতে যেতে ওকে খেপানোর জন্য বললেন 'তুমি কি সব সময় আমার পিছনে পিছনে আসবে?'

সতী হেসে বললেন 'কখন তুমি একা থাকতে চাও। আর কখন আমাকে চাও সেটা আমি জানি।'

'শিব হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন। চোখে পড়লো সতীর থেকে একটু দূরে একটা গাছের পিছনে একটা ঢিলে পোশাকের প্রান্ত নড়ছে। সন্ধেবেলার মৃদু বাতাস গুপ্তঘাতককে চিহ্নিত করে দিল। শিবের দৃষ্টি অনুসরণ করে সতী পিছনে তাকালেন। ঢিলেঢালা লম্বা পোশাক পরা, হোলি খেলার মুখোশ আঁটা একটা লোক গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে এল।

'সেই লোকটা।'

শিবের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল, তিনি নিজে এখনও সতীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে রয়েছেন। তুলনায় নাগা লোকটা সতীর খুবই কাছাকাছি রয়েছে। তিনজন কিছুক্ষণ একই জায়গাতে স্থির হয়ে রইলেন, একে অপরের পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায়। পরিস্থিতি লক্ষ্য করতে লাগলেন। সতীই প্রথম নড়লেন। চকিতে সরে গিয়ে একটা ছুরি বার করে নাগার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। নাগা লোকটা নড়লো না। ছুরিটা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, পিছনের গাছে জোরে বিঁধে গেল।

শিব আস্তে আস্তে তলোয়ারে হাত বাড়ালেন।

নাগা এরপর পিছনে ঘুরে গাছে বেঁধা ছুরিটা টেনে বার করল এবং অদ্ভুতভাবে ডান কবজিতে কাপড়ের পটি দিয়ে সেটা বাঁধল। এরপর খুব তাড়াতাড়ি এগোল।

'সতী!' চিৎকার করে শিব তলোয়ার বার করে ঢাল সামনে তুলে ধরে তাঁর স্ত্রীর দিকে দৌড়োলেন।

.... চলবে

আই. আই. এম (কলকাতা) শিক্ষিত, অমীশ ৩৬ বছর বয়সী একজন, যিনি আগের ব্যাঙ্কের চাকরিতে ক্লান্ত হয়ে এক উৎসাহী লেখকে পরিণত হয়েছেন। প্রথম উপন্যাস মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ (শিব ত্রয়ী কাহিনীর ১ম খণ্ড)-এর সফলতায় উৎসাহিত হয়ে তার ১৪ বছরের ব্যাঙ্কের কর্মজীবন (ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিস) ছেড়ে লেখায় মন দিয়েছেন। ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনী ও দর্শনশাস্ত্রে তার উৎসাহ। তিনি বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্য ও অর্থ রয়েছে।

তার স্ত্রী প্রীতি ও ছেলে নীলকে নিয়ে অমীশ মুম্বাই শহরে বাস করেন।

www.authoramish.com

www.facebook.com/authoramish

www.twitter.com/amisht



আলোকচিত্র : ওমেন্দু প্রকাশ এবং নিত্য গোপালন

"আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল", প্রহ্লাদ কক্কর।

"এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার মতন", অনিল ধাড়কর।

এমন এক পুরুষের কাহিনী, উপাখ্যানের রূপান্তরের ফলে যিনি ভগবান হলেন।

১৯০০ খ্রীঃ পূঃ যে সময়ের সভ্যতাকে আধুনিক [illegible] সিন্ধু-সভ্যতা বলে। সেই সময়ের অধিবাসীরা যাকে বলতো মেলুহা— প্রা[illegible] নিখুঁত এক সাম্রাজ্য যা বহু শতাব্দী আগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রভু শ্রীরাম। তিনি এক শ্রেষ্ঠতম সম্রাট ছিলেন।

গর্বিত এই সাম্রাজ্য ও তার সূর্য্যবংশী শাসকেরা তাদের প্রধান এবং পবিত্র সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাওয়ার কারণে গভীর সংকটের সম্মুখীন। তাছাড়া তারা বিধ্বংসী সন্ত্রাসবাদী আক্রমণেরও মুখোমুখি, যা পূর্বদিকের চন্দ্রবংশীদের দ্বারা চালিত। চন্দ্রবংশীরা হয়তো বা নাগাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিস্থিতিটা আরও খারাপ করে দিয়েছে। এই নাগারা জাতি-বহিষ্কৃত এক অশুভ গোষ্ঠী যাদের দেহ বিকৃত কিন্তু তারা আশ্চর্য্যরকম যুদ্ধ কৌশলে পটু।

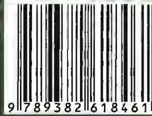
সূর্য্যবংশীদের একমাত্র আশা এক পৌরাণিক উপকথা। "অশুভ শক্তি যখন বিরাট আকার ধারণ করবে, যখন মনে হবে সব কিছুই শেষ হয়ে গেল, যখন মনে হবে তোমার শত্রুরা জয়লাভ করবে, তখন একজন নায়কের আবির্ভাব হবে।"

রুক্ষ তিব্বতী অভিবাসী শিবই কি সেই নায়ক? আর তিনি কি সত্যিই সেই নায়ক হতে চান? ভাগ্য, কর্তব্য ও প্রেমের টানে চালিত শিব কি পারবেন সূর্য্যবংশীদের প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিতে এবং অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে?

এই বইটি শিব ত্রয়ী কাহিনীর প্রথম খণ্ড, যার নায়ক শিব। যে সরল মানুষটির কর্ম তাঁকে পুনর্গঠিত করেছে আমাদের মহাদেব, দেবাদিদেব রূপে।

"অমীশ .... প্রাচ্যের পাওলো কোয়েল হো হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছেন"—বিজনেশ ওয়ার্ল্ড্।

"মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ" শীঘ্রই অহমিয়া, গুজরাটী, হিন্দী, মালয়ালম ও মারাঠী ভাষায় পাওয়া যাবে।



Westland Ltd
westlandbooks.in

978-93-82618-46-1

9 789382 618461

Fiction
₹195

Cover Design by Rashmi Pusalkar

মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ অমীশ